ইমামত নামাজ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা

www.pathagar.com

ইসলাম, নামাজ ও তাসাউফ শিক্ষা

ISLAM, NAMAZ AND TASAUF SHIKHA

লেখক ও প্রকাশক ঃ
আলহাজ্ব শাহ্ মোঃ সাইফুল ইসলাম (বাবুল)
পিতা ঃ মরহুম আলহাজ্ব এ,বি,এম, গোলাম মজিদ
(সাবেক গণপরিষদ সদস্য (এম.সি.এ) এ্যাডভোকেট)

বাড়ী নং-১৪৯, (৩য় তলা) লেইন নং-৪
ইষ্টার্ন রোড, নিউ ডি.ও.এইচ.এস,
মহাখালী, ঢাকা-১২০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
শবেবরাত
শুক্রবার
১৪ শাবান ১৪২৭ হিজরী
২৪ ভাদ্র ১৪১৩ বাংলা
০৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইংরেজী।।

লেখক কর্তৃক স্বর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
এই বইটি এবং অঙ্কিত চিত্রগুলি
লেখক কর্তৃক স্বর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
অন্য কর্তৃক পুনঃ মূদ্রণ বা
মূল্যসংযোজন করে বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।।

উৎসর্গ

যাদের একান্ত অনুপ্রেরণায় বইটি প্রকাশ -

পিতা ঝিনাইদহ নিবাসি মরহুম আলহাজ্ব এ,বি,এম, গোলাম মজিদ, মাতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, পিতামহ মরহুম মোহাম্মদ ওয়াকিলউদ্দিন শাহ্, পূর্ববর্তী বংশধরগণ-কফিলউদ্দিন শাহ্, কাজিম শাহ্, মতি শাহ্, চাঁদ শাহ্, ফকির শাহ্ এবং আত্মিয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গুরুজন ও খোদাপ্রেমিক আরেফদের উদ্দেশ্যে।।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২১ রুকু আয়াত ঃ (১৭৪) *আল্লাহ যে কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে ও বিনিময়ে স্বল্প মূল্যে গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট ভরে এবং শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, এবং তাদের পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে দুঃখজনক শাস্তি।*

বইটি কেবল মাত্র বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য
লেখক কর্তৃক স্বর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

www.pathagar.com

লেখক ও প্রকাশকের কথা

ইসলাম, নামাজ ও তাসাউফ শিক্ষা বইটি পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের বাংলা অনুবাদে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোরআনের বাংলা অনুবাদ প্রথমতঃ বাংলাদেশের ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত "পবিত্র কোরআনুল করীম" এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতের মৌঃ মোবারক করীম জওহর কর্তৃক প্রকাশিত "কুরআন শারীফ" এর যৌথ সংমিশ্রনে সহজ ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বইয়ের দীর্ঘ দিনের ২৫ বৎসরের গবেষণাভিত্তিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মের অনুশীলণের সহজ এবং একান্ত প্রয়োজনীয় বইটি পাঠকের আত্মশুদ্ধির পথ প্রদর্শক হিসাবে বিনীতভাবে প্রকাশ করা হল।

ইসলাম, নামাজ ও তাসাউফ শিক্ষা বইটির তিনটি অধ্যায়-

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

পবিত্র কোরআন এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন বা সুন্নাত সম্পর্কে বুঝতে ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝতে ধারাবাহিকভাবে ইসলামের মূল ভিত্তি যেমন- কালেমা, ঈমান বা বিশ্বাস, আল্লাহ, কোরআন, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ, রাসূল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), রাসূলগণ, ফেরেস্তা, সৃষ্টি ও নিদর্শন (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য), হালাল বৈধ ও পবিত্র, হারাম অবৈধ ও অপবিত্র, বিবাহের বিধান, তালাকের বিধান, নারীদের বিধান, সামাজিক বিধান, যুদ্ধ, ফলাফল জান্নাত ও জাহান্নাম, যুক্তি ও নিদর্শন (অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের) ইত্যাদি আল্লাহর বিধানের বিষয়াবলী পবিত্র কোরআন থেকে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামের দুইটি এবাদতের দিক যেমন- একটি শরীয়তসম্মত জীবন ব্যবস্থা আর অন্যটি তাসাউফ শিক্ষা বা তরীকত ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়- নামাজ

নামাজের যে নেয়ামত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মিরাজ রাতে আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন তার কোন উপকারীতা পাওয়া সম্ভব নয় যতক্ষন পর্যন্ত না সঠিকভাবে নামাজের শারীরিক ও মানুষিক অনুশীলণ করা হচ্ছে। সঠিকভাবে নামাজের শারীরিক ও মানুষিক অনুশীলণের এবং তাহা পালন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে সঠিকভাবে নামাজের শারীরিক এবাদত চিত্রসহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। তাছাড়াও আরাকানে ইসলামের অন্যান্য ভিত্তি যেমন- নামাজ, দান-যাকাত, হজ্ব এবং রোজা পালন এর পবিত্র কোরআন থেকে আল্লাহর আদেশ নিষেধ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়- তাসাউফ শিক্ষা

তাসাউফ শিক্ষা বা তরীকত ব্যবস্থাই ইসলাম ধর্মের মূল ও মূখ্য উদ্দেশ্য যেমন আত্মোৎকর্ষ সাধন করা, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় থেকে আত্মশুদ্ধি লাভ করা। তরীকতের দৃষ্টিতে এবাদতের প্রকৃত অর্থ মহান আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি সাধন, তার সৌন্দর্য দর্শন লাভ এবং মিলনের বাসনা ও ঐশি প্রেমময় উপলব্ধি।

তাসাউফ শিক্ষা একটি আত্মবিশোধন পদ্ধতি যাহা ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা ধর্মীয় কলা-কৌশল শিক্ষা দান করে। দেহ ও আত্মা এই দুইয়ের সংযোগ, সংমিশ্রন ও সমন্নয়ের ফলই মানবদেহ। এই দুইয়ের সংযোগ সাধনের নামই ধর্মীয় বিজ্ঞান, সূফীদর্শন অথবা তাসাউফ শিক্ষা। তাসাউফ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, শরীয়ত ইসলামের দেহ এবং এই দুইয়ের সংযোগই সৃষ্টি হয়েছে ইসলাম।

বইটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

লেখক ও প্রকাশক
আলহাজ্ব শাহ মোঃ সাইফুল ইসলাম ([illegible])

www.pathagar.com

সূচী

প্রথম অধ্যায়-ইসলাম

শাখা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ইসলামের ইতিহাস	১-৬৩
২	ইসলাম	৬৪-৬৮
৩	ঈমান-বিশ্বাস	৬৯-৭৪
৪	কোরআন	৭৫-৮৯
৫	পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ	৯০-৯১
৬	আল্লাহ	৯২-৯৮
৭	রাসূল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	৯৯-১০৬
৮	রাসূলগণ	১০৭-১১৭
৯	ফেরেস্তা	১১৮-১১৯
১০	সৃষ্টি ও নিদর্শন (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য)	১২০-১৩১
১১	হালাল বৈধ ও পবিত্র	১৩২-১৩৪
১২	হারাম অবৈধ ও অপবিত্র	১৩৫-১৩৯
১৩	বিবাহের বিধান	১৪০-১৪৪
১৪	তালাকের বিধান	১৪৫-১৪৮
১৫	নারীদের বিধান	১৪৯-১৫৫
১৬	সামাজিক বিধান	১৫৬-১৭০
১৭	যুদ্ধ	১৭১-১৭৮
১৮	ফলাফল জান্নাত ও জাহান্নাম	১৭৯-২০০
১৯	যুক্তি ও নিদর্শন (অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের)	২০১-২২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়-নামাজ

শাখা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	নিয়ম ও পদ্ধতি	২২৪-২৬৩
২	পুরুষদের নামাজ চিত্রসহকারে	২৬৪-২৮১
৩	মেয়েদের নামাজ চিত্রসহকারে	২৮২-২৮৭
৪	প্রয়োজনীয় সূরা এবং দোয়া	২৮৮-৩০৬
৫	দান-যাকাত	৩০৭-৩১১
৬	হজ্ব	৩১২-৩৫৩
৭	রোজা পালন	৩৫৪-৩৫৭

তৃতীয় অধ্যায়-তাসাউফ শিক্ষা

শাখা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	পরিচিতি	৩৫৮-৩৭৮
২	স্তরসমূহ	৩৭৯-৪১৭
৩	সৃষ্টি তত্ত্ব তথ্য	৪১৮-৪৪০
৪	করণীয় বিষয়	৪৪১-৪৫৮

www.pathagar.com

সতর্কবাণী

কোরআন পাঠ করার সময় অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর স্মরণ নেবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) *ঃ ১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৮) যখন কোরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর স্মরণ নেবে। (৯৯) যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপরেই নির্ভর করে তাদের ওপর ওর (শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই (১০০) ওর আধিপত্য কেবল তাদেরই ওপর যারা ওকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর অংশী করে।*

কোরআন, যারা পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করবে না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ওয়াকিয়াহ্‌ (সংঘটনীয়) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৫) আমি শপথ করছি অস্তাচলের নক্ষত্ররাজির, (৭৬) অবশ্যই এ এক মহাশপথ যদি তোমরা জানতে (৭৭) নিশ্চয়ই এ সম্মানিত কোরআন, (৭৮) যা আছে সুরক্ষিত (লাওহে মাহফুজে) গ্রন্থে, (৭৯) যারা পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করবে না। (৮০) এ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, তবুও কি তোমরা এ বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে?*

কোরআন এর কিছু আয়াত সুস্পষ্ট আসল মূল অংশ আর অন্যগুলি রূপক

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের আসল মূল অংশ, আর অন্যগুলি রূপক, যাদের মনে কুটিলতা বক্রতা আছে, তারা ফেৎনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুত আল্লাহ ব্যাতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। এবং যারা বিজ্ঞ জ্ঞানী তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি।' সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। বস্তুত বুদ্ধিমান বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।*

কোরআন হতে যা তিলাওয়াত কর এবং তোমরা যে কোন কাজ কর, যখন তোমরা ওতে (কোরআনে) অনুশীলণী হও আমি তোমাদের পরিদর্শক

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইউনুস (এক নবীর নাম) *ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬১) তুমি যে কোন কাজে রত হও এবং তুমি সে সম্পর্কে কোরআন হতে যা তিলাওয়াত কর এবং তোমরা যে কোন কাজ কর, যখন তোমরা ওতে (কোরআনে) অনুশীলণী হও আমি তোমাদের পরিদর্শক। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অনুপরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নয় এবং এ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে নেই। (৬২) জেনে রাখ আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (৬৩) যারা বিশ্বাস করে এবং সাবধাণতা অবলম্বন করে, (৬৪) তাদের জন্য প্রার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে সুসংবাদ আছে। আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তণ নেই, এটিই মহাসাফল্য।*

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

১

ইসলামের ইতিহাস

www.pathagar.com

ইসলাম, নামাজ ও তাসাউফ শিক্ষা বইটি মূলতঃ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরা এবং আয়াতের ওপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সঠিক মর্মার্থ যথাযথভাবে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে প্রতিটি ক্ষেত্রে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন কাহিনী এবং সেই সময়ের আরব দেশের সামাজিক পরিস্থিতি ও ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও জানা থাকা প্রয়োজন।

সর্বপ্রথম হেরা পর্বত গুহায় জিব্রাঈল ফেরেস্তা আল্লাহর নির্দেশে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের চল্লিশতম বৎসরে 'ইকরা বিসমি রাব্বি'। পড় তোমার প্রতিপালকের নাম থেকে শুরু করে মৃত্যুর সতের দিন পূর্ব পর্যন্ত মতান্তরে বারো দিন সর্বমোট ৩০ পারায় ১১৪টি সূরা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর হৃদয়ে স্থাপন করে আল্লাহ পবিত্র কোরআন নাজিল করেন।

প্রথমেই পবিত্র কোরআন ও কোরআনের ভাষা সম্পর্কে কয়েকটি সূরা এবং আয়াত -

আমি তোমার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মরিয়ম (এক ধার্মিকা নারীর নাম) *ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৭) আমি তোমার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধাণীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।*

এটি আমি আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইউসুফ (এক নবীর নাম) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আলীফ লাম রা, এগুলি সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত (বাক্য) (২) নিশ্চয়ই কোরআন, এটি আমি আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।

যদি এ (কোরআন) কোন "আ'জমীর" (বিদেশী ভাষীর) প্রতি অবতীর্ণ করা হত এবং পাঠ করত তবে ওরা বিশ্বাস করত না;

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা শোয়ারা (কবিগণ) *ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯২) নিঃসন্দেহে কোরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। (১৯৩) জিব্রাঈল এ অবতীর্ণ করেছে, (১৯৪) তোমার অন্তরে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (১৯৫) (অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে। (১৯৭) বণি ইস্রাঈলের আলেমগণ এ অবগত আছে– এ কি ওদের নিদর্শন নয়। (১৯৮) যদি এ কোন 'আজমীর' (বিদেশী ভাষীর) প্রতি অবতীর্ণ করা হত। (১৯৯) এবং সে ওদের নিকট পাঠ করত তবে ওরা বিশ্বাস করত না; (২০০) এভাবেই আমি গোনাহগার অপরাধীগণের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি।*

www.pathagar.com

কি আশ্চার্য যে এর (কোরআন) ভাষা “আ'জমী ” (বিদেশী) অথচ রাসূল আরবীয়; বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথ নির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হামীম সিজদাহ (ব্যবচ্ছেদক বর্ণ বিশেষ ও প্রনিপাত) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৪) আমি যদি আ'জমী ভাষায় (আরবী ভাষা ছাড়া অন্য যে কোন ভাষায়) কোরআন অবতীর্ণ করতাম ওরা (অবিশ্বাসীরা) অবশ্যই বলত, 'এর আয়াতগুলি বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ হয়নি কেন? কি আশ্চার্য যে এর ভাষা আ'জমী (বিদেশী) অথচ রাসূল আরবীয়; 'বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথ নির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার।' কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কোরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারস্বরুপ। এরা এমন যে, যেন এদের বহুদূর হতে আহবান করা হয়।*

আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি; যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কাবাসীদের এবং ওর আশেপাশে যারা বাস করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা শূরা (মন্ত্রণাসকল) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) এভাবে আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি; যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কাবাসীদের এবং ওর আশেপাশে যারা বাস করে তাদের আর সতর্ক করতে পার কিয়ামত দিন সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই; সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে, এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।*

প্রত্যেক রাসূলগণের ধর্মগ্রন্থ ছিল নিজ জাতির ভাষাভাষী

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইব্রাহীম (এক নবীর নাম) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪) আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার নিজ জাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিস্কারভাবে (ধর্মগ্রন্থ) ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*

ইসলামের ইতিহাস

মানুষ ছিল এক জাতি। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ২৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১৩) মানুষ (আদিতে) ছিল এক জাতি। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করল) অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন, এবং যাদের তা দেওয়া হয়েছিল সৃষ্টি নিদর্শনাদি তাদের নিকট আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধীতা করত। অতঃপর যারা বিশ্বাস করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতঃ আল্লাহ তাদের সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।*

www.pathagar.com

প্রাচীন আরব

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, হলব প্রদেশ এবং ফোরাত নদী বেষ্ঠিত ৩,০০০ মাইল দীর্ঘ এবং ২,২৪০ মাইল প্রশস্ত মরুময় বিশাল ভূখন্ড। সুদূর অতীত থেকে আরববাসীদের জীবন ছিল যাযাবর পশুপালনের। কখনো স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করতো না। তারা প্রধানত উট ও মেষ পালন করতো। শাম, অর্থাৎ ফিলিস্তিনি ভাষায় মরুভূমিকে 'অরবত' বলা হয়। তা থেকে ভূখন্ডের নাম আরব হয়েছে। আরবের সর্বোচ্চ পর্বতের নাম "সিরাত"। এই পর্বতশ্রেনী ইয়েমেন থেকে শুরু করে ফিলিস্তিন পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা ৮,০০০ ফুট। পর্বতের উপত্যকায় অনেক স্থানে কৃষিকাজ এবং পর্বতে সোনারুপাসহ মূল্যবান খনিজ সম্পদও আছে।

প্রাচীনকালে 'জদীস', 'আদ' 'সামুদ' জাতির লোকজন আরবভূখন্ডে বাস করতো। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের সময়ে 'কহতান' 'ইসমাঈল' এবং 'ইহুদিরা' বাস করতো। আরবরা সুসভ্য ও শিল্পকলায় উন্নত ছিল যেমন নাবত জাতির কীর্তি আরবের মরুভূমি ছাড়িয়েও হিজাজ ও নজদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় এবং সভ্যতার সকল নিদর্শন, শিল্প সংস্কৃতি বিলোপ হয়ে উট, মেষপাল চড়িয়ে জীবিকা নির্বাহে বাধ্য হয়। পশুপাল নিয়ে এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমির সন্ধানে তারা ঘুরে বেড়াতো। যাযাবর জীবনে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েই জীবনযাপন করতো। তখন মরুভূমিতে যা পাওয়া যায় এমন সব প্রজাতির প্রাণীও তাদের আহার্যে পরিণত হতো। নরহত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়াখেলায় তারা আসক্ত ছিল। প্রাচীন সাম্রাজ্যের পতনের পর হতে স্থানীয় সামন্ত অথবা পরিবার তন্ত্রের যুগ চলছিল। এই সামন্ত প্রভূরা অথবা গোত্র প্রধানরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহ চালিয়ে যেত এবং নিজ গোত্রের কোন একজন নিহত হলে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পরিবার বা গোত্রের মধ্যে চিরশত্রুতা সৃষ্টি হত। জন্মের পরে শিশুকে মায়ের দুধ পান করানোর সঙ্গে সঙ্গেই শত্রু পরিবার সম্পর্কে বিষোদগার করা হত, যাতে শিশুর হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন জলতে থাকে। যুদ্ধবন্দি নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধদের শিরচ্ছেদ করা ছিল সাধারণ নিয়ম। ঘুমন্ত মানুষের ওপর হামলা করে তাদের সবকিছু লুটে নেয়া হত। হত্যায় যারা পারদর্শী ছিল তাদেরকে 'ফাতক' বা 'ফাত্তক' খেতাবে ভূষিত করা হত। জ্বলন্ত আগুনে মানুষকে নিক্ষেপ করার কাজও তাদের কাছে কোন অন্যায় ছিল না। ছোট শিশুদের লক্ষবস্তুতে পরিণত করে তীর চালনা, অসহ্য যন্ত্রণা দেয়ার জন্যে শত্রুর এক একটি অঙ্গ কর্তন, মৃতদেহ থেকে নাক কান কেটে নেওয়া, চোখ উপড়ে ফেলা, হৃৎপিন্ড ভক্ষণ করা তখনকার নিষ্ঠুর আচরণ ছিল। ওহুদের যুদ্ধে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর অত্যন্ত বিশ্বস্থ এবং যুদ্ধে পারদর্শি সাহাবা হযরত হামযাহ (রাঃ) পিছন থেকে গুপ্তহত্যাই নিহত হওয়ার পর হিন্দা নামের এক কাফের মহিলা তার হৃদপিন্ড কেটে খেয়েছিল।

ঈসা নবীর (যীশুর) জন্মের এক হাজার বৎসর আগে আরবে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। গ্রীষ্মে বৃষ্টিপাত হতো এবং হামীরের ইয়েমেনে শস্য শ্যামল হয়ে উঠতো। প্রাচীন শিলালিপি এবং বিভিন্ন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক ও রোমানরা তখনকার আরবকে 'সমৃদ্ধ আরব' বলে উল্লেখ করতো। খ্যাতিমান ভূগোলবিদ ফরেষ্টার তার ভূগোল বিষয়ক রচনায় ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী প্রাচীন 'নাবত' রাজ্য সম্পর্কে লিখেছেন, "ইউটিং এর চেষ্টায় আমরা ধ্বংসস্তুপ থেকে 'সামুদ' জাতির সন্ধান পেয়েছি। তাদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত 'নাবত' জাতির সদৃশ ছিল তাদের সাথে। নাবত জাতির কীর্তি আরবের মরুভূমি ছাড়িয়েও হিজাজ ও নজদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরা ফিলিস্তিন আক্রমণ করেছিল এবং বহুবার আরব সাগরে মিশরের

www.pathagar.com

বাণিজ্য জাহাজের ওপর হামলা করে সেগুলো লুট করেছিল।" থ্যাচার তার 'অ্যাংলো এনসাইক্লোপেডিয়াই উল্লেখ করেছেন যে, ঈসা নবীর (যীশুর) জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে আরবের দক্ষিনাঞ্চলে একটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সেখানে নগর প্রাচীরের অস্তিত্ব এখনও আছে এবং পর্যটকদের বর্ণনায়ও তার উল্লেখ রয়েছে। ইয়েমেন ও হাদ্রামাউত অঞ্চলে এধরণের প্রাচীন ধ্বংসাবেশ এখনো বর্তমান।' আরবের দক্ষিণাঞ্চলে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। কদজার্নি "নগরের ধ্বংসাবশেষ" গ্রন্থে সেনোয়ার নিকটবর্তী দূর্গকে বিশ্বের সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম বলে বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন লেবার রাজধানীর ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করেছেন অর্নো, হলওয়ে, গ্লাজরি প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা।

সামুদ, লুত, শোয়াইব ও ফেরাউন সম্প্রদায় রাসূলগণের মিথ্যা বলেছিল এবং তাদের শাস্তি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা স্বোয়াদ (ব্যবচ্ছেদক বর্ণ বিশেষ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০) ওদের কি সার্বভৌমত্ব আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর (ওপর) ? থাকলে ওরা আকাশে আরোহণের ব্যবস্থা করুক। (১১) বহু দলের মত এ বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে। (১২) এদের পূর্বেও রাসূলদের মিথ্যা বলেছিল নূহ, আদ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফেরাউন সম্প্রদায়। (১৩) সামুদ, লুত ও শোয়াইব সম্প্রদায়, ওরাও ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী। (১৪) ওদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে, ওদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি বাস্তব হয়েছে।*

লুত, হিজরবাসী ও শোয়াইব সম্প্রদায় ছিল সীমালঙ্ঘনকারী, তাদের শাস্তী এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, তুমি পরম উদাসীন্যের সাথে ওদের উপেক্ষা কর!

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হিজর (বিচ্ছেদ) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৬) আমি লুতকে প্রত্যাদেশ (ওহি) দ্বারা জানিয়ে দিলাম যে, সকাল হলেই ওদের সমূলে বিনাশ করা হবে। (৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিকট শব্দ মহানাদ (ভূমিকম্প) আঘাত করল। (৭৪) এবং আমি নগরগুলিকে উল্টিয়ে দিলাম এবং ওদের ওপর কাঁকরের প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৭৫) অবশ্যই এতে চিন্তাশীল পর্যবেক্ষন-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৭৬) যে পথে লোক চলাচল করে তার পার্শ্বে ওদের ধ্বংসস্তুপ এখনও বিদ্যমান। (৭৭) অবশ্যই এতে বিশ্বাসী ঈমানদারদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (৭৮) শোয়াইব সম্প্রদায় (এরা ছিল গহীন বনের অধিবাসী) ছিল সীমালঙ্ঘনকারী (৭৯) সুতরাং আমি ওদের শাস্তি দিয়েছি, ওদের উভয়েরই ধ্বংসস্তুপ প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত।*

৬ রুকূ ঃ (৮০) হিজরবাসীগণও (হিজর একটি উপত্যকার নাম, যেখানে সামুদ সম্প্রদায় বাস করত) রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, (৮১) আমি ওদের নিদর্শন দিয়েছিলাম কিন্তু ওরা উপেক্ষা করেছিল। (৮২) ওরা নিশ্চিত হয়ে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত। (৮৩) অতঃপর এক প্রভাতে বিকট শব্দে মহানাথ (ভূমিকম্প) ওদের আঘাত করল। (৮৪) সুতরাং ওরা যা করেছিল তা ওদের কোন কাজে আসেনি। (৮৫) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি। এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তুমি পরম উদাসীন্যের সাথে ওদের উপেক্ষা কর! (৮৬) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা এবং মহাজ্ঞানী।

www.pathagar.com

স্মরণ কর আ'দ সম্প্রদায়ের ভ্রাতা হূদের কথা

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা আহক্বাফ (স্থান বিশেষের নাম)** ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত - (২১) স্মরণ কর আ'দ সম্প্রদায়ের ভ্রাতা হূদের কথা, যার পূর্বে এবং পরে সতর্ককারী এসেছিল, সে তার আহক্বাফবাসী (ইয়েমেনের একটি বালুকাময় উচ্চ উপত্যকার নাম আহক্বাফ) সম্প্রদায়কে এ বলে সতর্ক করেছিল, 'আল্লাহ ব্যতীত কারও উপাসনা করো না, আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।' (২২) ওরা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদের দেবদেবীগুলির পূজা হতে আমাদের বিরত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ণ কর।' (২৩) সে বলল, 'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট আছে; আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি কেবল তাই তোমাদের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়!' (২৪) অতঃপর যখন ওদের উপত্যকার দিকে মেঘরুপে শাস্তি নিকট হলো তখন ওরা বলতে লাগল, 'এ মেঘ আমাদের বৃষ্টি দান করবে' হূদ বলল, 'এটিই, যে যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছো, এতে রয়েছে এক মর্মবিদারক শাস্তিবহনকারী ঝড়। (২৫) আল্লাহর নির্দেশে এ সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দেবে।' অতঃপর ওদের পরিণাম এই হল ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে, তাদের বসতবাড়ী ছাড়া আর কিছুই রইল না। এভাবে আমি অপরাধ সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।*

শনিবারেই তাদের কাছে পানির ওপর মাছ ভেসে আসত তারা যখন নিষিদ্ধ কাজেও বাড়াবাড়ি করতে লাগল তখন তাদের বললাম, 'ঘৃর্ণিত বানর হও;'

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা আর'াফ (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান)** ঃ ২১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬৩) তাদের (ইহুদিদের) সাগর সৈকতে অবস্থিত জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর? তারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করত। যখন উক্ত শনিবারেই তাদের কাছে পানির ওপর মাছ ভেসে আসত এবং শনিবার ছাড়া অন্যদিন আসত না। তারা অবাধ্য ছিল বলেই আমি এভাবে পরীক্ষা নিই। (১৬৪) এবং স্মরণ কর, তাদের একদল বলেছিল, 'আল্লাহ যাদের ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন তোমরা তাদের সদুপদেশ দাও কেন?' তারা বলেছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষ মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধাণ হয় এ জন্য।' (১৬৫) যে উপদেশ তাদের দেওয়া হয়েছিল তারা তা আশ্চার্য হয়, তখন যারা অসৎকাজ হতে নিবৃত্ত করত তাদের আমি উদ্ধার করি এবং যারা অত্যাচার করে তারা সত্যত্যাগ করত বলে আমি তাদের কঠোর শাস্তি দিই। (১৬৬) তারা যখন নিষিদ্ধ কাজেও বাড়াবাড়ি করতে লাগল তখন তাদের বললাম, 'ঘৃর্ণিত বানর হও;' (১৬৭) আরও স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোককে তাদের ওপর শক্তিশালী করতে থাকবেনই যারা তাদের কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি দানে দ্রুত এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

মক্কা

মক্কা ২১.৫০ ডিগ্রী অক্ষাংশ, ৪০ ডিগ্রী দ্রাঘিমা এবং সমুদ্রের স্তর থেকে ২৮০ মিটার ওপরে অবস্থান করছে। আবহাওয়া উষ্ণ। বৎসরে ৭ মাস প্রচন্ড গরম থাকে তখন তাপমাত্রা ৩৫ডিগ্রী থেকে ৪৮ডিগ্রী পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ৫ মাস ঠান্ডা থাকে তখন তাপমাত্রা ৩০ডিগ্রী থেকে ৩৫ডিগ্রী পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বাক্কা অর্থ পানির ফেনাপুঞ্জ বাক্কা থেকে মক্কায় প্রথম মাটি সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয়েছে এবং পৃথিবীর ভূমন্ডলের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। প্রথমে নতুন চাঁদ মক্কার আকাশে দেখা যায়। মক্কা নগরী পাহাড় পর্বতে ঘেরা। আল্লাহর নির্দেশে ফেরেস্তারা মক্কায় কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে আল্লাহর এবাদত করেন। অতঃপর আল্লাহ হযরত আদম (আঃ) কে জান্নাত থেকে পাঠিয়ে মক্কাকে তার বাসস্থান করেন।

নিশ্চয় মানবজাতীর জন্য সর্ব প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বাক্কায় (মক্কায়)

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৬)) নিশ্চয় মানবজাতীর জন্য সর্ব প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বাক্কায় (মক্কায়), উহা আশিসপ্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের দিশারী। (৯৭) ওতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) ইব্রাহীমের দাড়াবার স্থান এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ্ব করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। এবং যে অস্বীকার করবে সে জেনে রাখুক আল্লাহ জগতের ওপর নির্ভরশীল নন।*

আল্লাহ ফেরেস্তাদের জন্য, সপ্তম আকাশে এবং ভূমন্ডলের কাবা শরীফ বরাবর আর একটি সম্মানীত মসজিদ তৈরী করেন, নাম মসজিদে 'বাইতুল মামুর'। প্রতিদিন সেই মসজিদে ৭০ হাজার ফেরেস্তা তাওয়াফ করেন। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, মিরাজে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বাইতুল মামুরে ৭০ হাজার ফেরেস্তাকে প্রবেশ করতে দেখেছেন এবং তারা এই মসজিদে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয় বার আর প্রবেশ করবেন না অথবা দ্বিতীয় বার ফিরে আসবে না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকেই মক্কা নগরীর মূল ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। মক্কায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) এর আগমনের পূর্বে আমালিক সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করত। তারা 'মক্কা উপত্যকা' বা 'ইব্রাহীম উপত্যকায়' কেউ বসবাস করত না। ওই উপত্যকায় মানুষের বসবাস শুরু হয় ইসমাঈল (আঃ) ও তার মা হাজারের আগমনের পর থেকে। একদিন ইব্রাহীম (আঃ) স্ত্রী হাজার ও তার শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে নির্বাসিন গেলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের উভয়কে নিয়ে কাবাঘরের কাছে উপস্থিত হলেন। তখন মক্কায় কোন লোকজন ছিল না এমনকি পানিও ছিল না। আল্লাহর আদেশে তিনি তাদেরকে সেখানে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে পানি দিয়ে গেলেন। এদিকে যখন মশকের পানি শেষ হয়ে গেল তখন তার শিশুপুত্র পানির জন্য পিপাসায় ছটফট করতে থাকে। ইব্রাহীম (আঃ) এর স্ত্রী হাজার পুত্রকে রেখে পানির জন্য প্রথমে নিকটতম সাফা পাহাড়ে এবং তারপর তিনি দৌড়ে ময়দানের অপর দিকে মারওয়া পাহাড়ে সপ্তমবার দৌড়াদৌড়ি করলেন পানি ও কোন লোকজনের সন্ধানে। অতঃপর হঠাৎ তিনি জমজম কূপের জায়গায় একজন ফেরেস্তাকে দেখলেন এবং একটি কূপ থেকে পানির ধারার সাথে পুত্র ইসমাঈল খেলা করছে। তিনি এর চারপাশে বাঁধ দিয়ে কূপের সৃষ্টি করেন।

এভাবেই তারা সেখানে বসবাস শুরু করেন। একদিন ইয়েমেনের জোরহোম গোত্রের একদল লোক তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় দূরে বেশকিছু পাখিকে চক্রাকারে উপরে উড়তে দেখে অনুমান করে, নিশ্চয়ই পাখিগুলি পানির উপরেই ঘুরছে। পরিশেষে তারা ইসমাঈলের মাকে পানির কূপের কাছে দেখতে পেলেন এবং তাদের সাথে বসবাস করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ও ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরাণের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। বংশানুক্রমে এরা পরস্পর পরস্পরের বংশধর।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩১) বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৩২) বল, 'আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ আল্লাহ অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) ভালবাসেন না।' (৩৩) নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ও ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরাণের (যিনি মরিয়মের পিতা ছিলেন) বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। (৩৪) বংশানুক্রমে এরা পরস্পর পরস্পরের বংশধর, এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।*

মক্কার ইতিহাস হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এই তিনজন রাসূলই তার বংশজাত। চার হাজার বৎসরের বেশীকাল পূর্বে তিনি ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন মূর্তিপূজারী ঠাকুরের সন্তান। তার বংশের সবাই মূর্তিপূজা করত। কিন্তু তিনি একদিন নিজ হাতে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলেন এবং প্রমাণ দেখান যে যাদের তোমরা পূজা কর তাদের কোন ক্ষমতা নেই, এবং ক্ষতিও করতে পারে না?

তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক তোমাদের এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের!

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আম্বিয়া ঃ (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫১) আমি অবশ্য এর পূর্বে ইব্রাহীমকে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম। (৫২) যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, 'এ যে মূর্তিগুলি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ, এগুলি কি?' (৫৩) ওরা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এদের পূজা করতে দেখেছি!' (৫৪) সে বলল, 'তোমরা নিজেরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছো, তোমাদের পিতৃপুরুষগণও ছিল।' (৫৫) ওরা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, না তুমি কৌতুক করছ?' (৫৬) সে বলল, 'বরং তোমাদের প্রতিপালক আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি ওদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি।' (৫৭) 'শপথ আল্লাহর, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব।' (৫৮) অতঃপর সে ওদের প্রধানটিকে ছাড়া ও অন্যান্য মূর্তিগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, যাতে তারা তার কাছে প্রত্যাবর্তন করে।' (৫৯) ওরা বলল, 'আমাদের দেবতাগুলির প্রতি এরূপ ব্যবহার করল কে? নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘনকারী।' (৬০) কেউ কেউ বলল, 'এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে বলা হয় ইব্রাহিম।' (৬১) ওরা বলল, 'তাকে ডেকে সম্মুখ্যে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে।' (৬২) ওরা বলল, 'হে ইব্রাহীম তুমি কি আমাদের দেবতাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করেছো?' (৬৩) ইব্রাহীম বলল, 'এদের এই প্রধান দেবতা এ কাজ করেছে। এদের জিজ্ঞাসা করে দেখনা যদি এরা কথা বলতে পারে।' (৬৪) তখন ওরা মনে মনে চিন্তা করে দেখল, এবং একে অপরকে বলতে লাগল, 'তোমরাই সীমালঙ্ঘনকারী?'*

www.pathagar.com

(৬৫) অতঃপর ওদের মাথা নিচু হয়ে গেল এবং বলল, 'তুমি ভাল করেই জান যে ওরা কথা বলে না।' (৬৬) ইব্রাহীম বলল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না? (৬৭) ধিক তোমাদের এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের! তবুও কি তোমরা বুঝবে না?' (৬৮) ওরা বলল, (তৎকালীণ বাদশা নমরুদ তাহার মুখে আল্লাহর আইন ও বিধানের কথা শুনে) 'তবে ওকে (ইব্রাহীমকে) পুড়িয়ে দাও, তোমাদের দেবতাগুলিকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। (৬৯) আমি বললাম, 'হে অগ্নি তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' (৭০) ওরা ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে এক ফন্দি আটতে চাইল। কিন্তু আমি ওদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। (৭১) এবং আমি তাকে ও লুতকে উদ্ধার করে নিয়ে সে দেশে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্বাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি। (৭২) এবং আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক, আরও দান করেছিলাম ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করেছিলাম। (৭৩) এবং তাদের করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সুপথ প্রদর্শন করত; তাদের সৎকাজ করতে প্রত্যাদেশ করেছিলাম, যথাযথভাবে নামাজ পড়তে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই উপাসনা করত। (৭৪) এবং লুতকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং তাকে এমন জনপথ হতে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা অশ্লীল (সমকাম) কর্মে লিপ্ত ছিল, ওরা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায় সত্যত্যাগী, (৭৫) এবং তাকে আমি অনুগ্রহভাজন করেছিলাম, সে ছিল সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্গত।

ইব্রাহীম (আঃ) ও তার ভাতিজা লুতকে নিয়ে জন্মভূমি থেকে হিজরত বা দেশ ত্যাগ করে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর এবং আরবদেশসমূহে আল্লাহর দ্বীন প্রচার প্রসার করেন। তিনি দ্বীন প্রচার প্রসারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ও দেশে তিনজন সহযোগী নিযুক্ত করেছিলেন। একজন তার ভাতিজা হযরত লুত (আঃ) কে 'সামুদ' (ট্যান্স-জর্দান) এলাকায় বসালেন। সেখানে সেকালের সর্বাপেক্ষা লম্পট জাতি বাস করতো যারা নারী-পুরুষের মধ্যে বিয়ের পরিবর্তে পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করতো। ইরান-ইরাক এবং মিসরের ব্যবসায়ীরা এই পথ দিয়ে যাতায়াত করত।

তোমরাই কি পুরুষদের সাথে উপগত হও এবং তোমাদের স্ত্রীগণকে বর্জন করে থাক বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা শোয়ারা (কবিগণ)** ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬০) লুতের সম্প্রদায় রাসূলদের মিথ্যা আরোপ করেছিল, (১৬১) যখন ওদের ভাই লুত ওদের বলল, 'তোমরা কি সাবধাণ হবে না'? (১৬২) 'আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল' (১৬৩) ' সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।' (১৬৪) 'আমি এর জন্য তোমার নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার বিশ্বপ্রতিপালকের নিকটই আছে' (১৬৫) 'মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষের সাথে উপগত হও,' (১৬৬) এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদের তোমরা বর্জন করে থাক। বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।' (১৬৭) ওরা বলল, 'হে লুত! তুমি যদি বিরত না হও তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।' (১৬৮) লুত বলল, ' আমি তোমাদের এ কাজকে ঘৃণা করি' (১৬৯) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে ওরা যা করে তা হতে রক্ষা কর।' (১৭০) অতঃপর আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করলাম, (১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতিত, যে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (১৭২) অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করলাম। (১৭৩) তাদের ওপর শাস্তিমূলক*

www.pathagar.com

অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, যাদের ভিতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের এ বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট! (১৭৪) এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। (১৭৫) নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক, তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তোমাদের শিক্ষার জন্য দৃষ্টান্ত কঠোর শাস্তি আ'দ, সামুদ, ফেরাউন, লুত সম্প্রদায়

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হাক্কাহ (বাস্তবিক) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত - (১) সত্যাসত্য বিচারের মুহূর্ত, (২) সত্যাসত্য বিচারের মুহূর্ত কি? (৩) সত্যাসত্য বিচারের মুহূর্ত সম্পর্কে তুমি কি জান? (৪) আ'দ ও সামুদ সম্প্রদায় মহাপ্রলয় অস্বীকার করেছিল। (৫) সামুদ সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এক প্রলয়ংকারী বিপর্যয়ে, (৬) আ'দ সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বায়ুতে (৭) যা তিনি ওদের ওপর প্রবাহিত করেছিলেন সাতরাত্রি ও আটদিন বিরামহীনভাবে; তুমি তখন উপস্থিত থাকলে দেখতে ওরা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে অন্তঃসারশুন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর গাছের ন্যায়। (৮) ওদের কারও অস্তিত্ব তুমি দেখতে পাও কি? (৯) পাপাসক্ত ছিল ফেরাউন, তার পূর্ববর্তিগণ এবং লুত সম্প্রদায় (১০) ওরা ওদের প্রতিপালকের রাসূলগণকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি ওদের শাস্তি দিলেন কঠোর শাস্তি। (১১) জলোচ্ছাসকালে (নূহ) এর সময় আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদের আরোহণ করিয়েছিলাম জলযানে, (১২) আমি এ করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং যারা শ্রুতিধর তারা যাতে এ স্মরণ রাখে।*

ছোট পুত্র হযরত ইসহাক (আঃ) কে তিনি কেনয়ান বা ফিলিস্তিনে বসান। এটি ছিল সিরিয়া এবং মিসরের মধ্যবর্তী স্থান। এই স্থান থেকেই হযরত ইসহাক (আঃ) এর পুত্র ইয়াকুব (আঃ) যাহার অপর নাম ইসরাঈল এবং পুত্র ইউসুফ (আঃ) এর মাধ্যমে মিসরে ইসলাম প্রচার করেন। বড়পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে মক্কায় বসান এবং পিতা-পুত্র উভয়ে মিলেই মক্কায় কাবাঘর নির্মাণ করেন।

ইব্রাহীম ও তার সম্প্রদায় ছিল মর্যাদায় উন্নীত এবং সৎ কাজের পুরস্কার সৎ পথের অনুসরণ কর

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আ'ন আ'ম (গ্রাম্য পশু) *ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৩) এবং এ আমার যুক্তি যা ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের সাথে মোকাবিলা করতে দিয়েছিলাম। যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি, তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী। (৮৪) এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও, আর এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের আমি পুরস্কৃত করি। (৮৫) এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলে পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৬) আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস ও লুতকে, এবং প্রত্যেককে বিশ্ব-জগতের ওপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছিলাম। (৮৭) এবং এদের পিতৃ-পুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কাউকে শ্রেষ্টত্ব প্রদান করেছিলাম। তাদের মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। (৮৮) এ আল্লাহর পথ, নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ*

www.pathagar.com

দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন, তারা যদি অংশী স্থাপন করত, তবে তাদের কাজের ফলাফল নিস্ফল হত। (৮৯) এদেরকেই কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) কর্তৃত্ব ও নবুয়ত প্রদান করেছি, অতঃপর যদি এরা এগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এগুলির ভার অর্পণ করেছি, যারা এগুলি প্রত্যাখান করবে না। (৯০) এদেরই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর। বল, এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না, এ তো শুধু বিশ্ব-জগতের জন্য উপদেশ।

নিশ্চয় তুমি রাসূলগণের অন্যতম

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ্ (গাভী) *ঃ ৩৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৫২) এই সমস্ত আল্লাহর নিদর্শন; যা আমি সঠিকভাবে তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি এবং নিশ্চয় তুমি রাসূলগণের অন্যতম।*

মক্কায় জোরহোম গোত্রের আবাদীর সাথে সাথে তাদের শাসন শুরু হয়। তাদের বংশে হযরত ইসমাঈল (আঃ) বিয়ে করেন এবং তাদের ভাষা আরবী শিখেন। ঐতিহাসিকরা তাদের বংশধরদেরকে "নতুন আরব" বলে অভিহিত করেন। কারণ জোরহোম গোত্র ও তদানীন্তন ইয়েমেনের আরবরা ছিল মূল আরবী লোক।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর ইন্তেকালের পর তার ছেলে সাবেত মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মক্কা শহরের শাসক নিযুক্ত হন। তার ছেলে মোদাদ বিন আমর আলজোহোমী মক্কা শহরের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। জোরহোম গোত্র মক্কায় পাপাচার, জুলুম-নির্যাতন, কাবা শরীফের উপহার ভোগ এবং ব্যভিচারের সূচনা করে। তখন আল্লাহ তাদের ওপর ইয়েমেনের কাহ্তান সম্প্রদায়ের 'খোজাআ' বংশকে বিজয়ী করেন এবং জোরহোম গোত্রকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। এই ঘটনা ৩ শত খৃষ্টাব্দের অথবা ৪র্থ-ই সংঘটিত হয়।

'খোজাআ' গোত্রের শাসক আমর বিন লুহাই, কা'বা শরীফে মূর্তিপূজা শরু করার পর, মক্কায় একেশ্বরীবাদী ধর্ম কর্মের সমাপ্তি ঘটে এবং এটি একটি ব্রাহ্মণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তীতে বণি কাপানা গোত্রের কুসাই বিন কিলারের হাতে মক্কার শাসনভার আসে। তিনিই কোরাইশ বংশের প্রতিষ্ঠাতা তখন 'কোরাইশ' নামে কেউ পরিচিত ছিল না কোরাইশ আরবি শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া। তিনি কোরাইশদের মক্কায় একত্রিত করেন যারা আরব দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করত। ৫০০ খৃষ্টাব্দে মক্কায় কোরাইশ শাসন শুরু হয় এবং ৬৩১ খৃষ্টাব্দে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর হাতে তার সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীতে কোরাইশ নেতা আবদুল মুত্তালিবের হাতে মক্কার শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয়। তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর দাদা ছিলেন।

কুসাই বিন কিলারের সময় থেকেই মক্কায় মূর্তি পূজা চালু হয়। 'খোজাআ' গোত্রের শাসক আমর বিন লুহাই সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে অবস্থিত দুইটি মূর্তি পূজা করার আদেশ দেন। কুসাই এর আমলে মূর্তি দুইটির একটিকে কাবা শরীফের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং অন্যটিকে জমজম কূপের কাছে রাখা হয়। লোকেরা মূর্তি দুইটার কাছে পশু জবেহ্ করত এবং সেগুলোর গায়ে হাত লাগিয়ে কল্যাণ কামনা করত। বেদুঈনরা মূর্তি কিনে ঘরে নিয়ে যেত এবং তাদের পূজা করতো। কোরাইশদের এমন কোন ঘর বাকী ছিল না, যেখানে কমপক্ষে একটি মূর্তি ছিল না। তখনকার আরবে হুববল, লাত, মানাত, ওয্যা ইত্যাদি নামের অনেক দেবদেবীর মূর্তি

www.pathagar.com

কোন না কোন গোত্রের পূজনীয় ছিল। কা'বা ঘরের ভিতর শতশত মূর্তি ও দেবতা ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ভিতর থেকে ৩৬০টি মূর্তি ভেঙ্গে ছিলেন। দূর্বৃত্তরা স্বয়ং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ) এর মূর্তি কা'বার ভিতরে রেখেছিল। তাছাড়াও ওয্যা, আসাফ, নায়েনা, হোবল, নসর, ইয়াগুসসহ অসংখ্য মূর্তি ছিল।

তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত ও ওয্যা' (দেবতা) সম্বন্ধে,
এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' (দেবতা) সম্বন্ধে ?

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাজম (নক্ষত্র) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯) তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত ও ওয্যা' (দেবতা) সম্বন্ধে, (২০) এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' (দেবতা) সম্বন্ধে? (২১) তোমরা কি মনে কর পুত্রসন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যাসন্তান আল্লাহর জন্য? (২২) এ প্রকার বন্টন তো অসঙ্গত বন্টন। (২৩) এগুলি কেবল নামমাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ও তোমরা রেখেছ এবং এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলিল প্রেরণ করেননি। তোমরা কেবল অনুমান এবং নিজেদের প্রকৃতিরই অনুসরণ কর যদিও তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে, (২৪) মানুষ যা চায় তাই কি সে পায় ? (২৫) বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই।

আবরাহার কা'বা ধ্বংস অভিযান

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জন্ম বৎসর ৫৭০ খৃষ্টাব্দের সেই বৎসরের মহরম মাসে আবরাহার হস্তীবাহিনী কা'বা আক্রমণ করতে এসে ধ্বংস হয়। কেহ কেহ মনে করেন হস্তিবাহিনীর ঘটনার ৫০ দিন পর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তখন পৃথিবীতে দুইটা বৃহৎ শক্তি ছিল। রোমান ও পারস্য শক্তি। রোমান সম্রাট খৃষ্টান সাম্রাজ্যের অধিকারী। হাবসা (ইথিওপিয়া) রোমান সম্রাটের মিত্র শক্তি আর ইয়েমেন হাবসার খৃষ্টান সরকারের প্রভাবিত দেশ। আবরাহার উদ্দেশ্য ছিল আরবদেশে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করা এবং আরবদের প্রাচ্যদেশসহ অন্যান্য দেশে পরিচালিত বাণিজ্য করায়ত্ত করা। খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আবারাহা ইয়েমেনের রাজধানী সানআয় একটি গীর্জা তৈরী করেন। ইহার নাম ছিল "কুলাইস গীর্জা"। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ আবরাহা ৬০ হাজার সৈন্য এবং ১৩টি বা ৯টি হাতী সহকারে কা'বা ঘর ধ্বংসের অভিযান করেন এবং মক্কা আক্রমণের প্রস্তুত গ্রহণ করেন। এদিকে আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার জন্য যে হাতীর ওপর সওয়ার ছিল এবং সবার আগে চলছিল কিন্তু হাতিটি হঠাৎ মোহাস্‌সার উপত্যকায় বসে পড়ল। মোহাস্‌সার উপত্যকা মিনা এবং মোযদালেফার মাঝে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তি ৫৪৫ হাত দীর্ঘ একটি স্থানের নাম। এই স্থানে আবরাহা বাহিনীর ওপর আল্লাহর গজব ধ্বংস নেমে আসে।

মোহাস্‌সার শব্দের অর্থ অচল ও অক্ষম হওয়া। হস্তিবাহিনীর হাতিগুলোও সামনে চলতে অক্ষম হওয়ার কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে মোহাস্‌সার। হাতিগুলিকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলে মক্কার দিকে ছাড়া বাকী তিনদিকে দৌড়াতে থাকে। ইতিমধ্যে দেখতে না দেখতেই ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি ঠোট ও বুকের পাঁজরে তিনটা পাথরকুচি নিয়ে উড়ে এল এবং আবরাহার বাহিনীর ওপর পাথরকুচির বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলো। পাথরকুচি যাদের গায়ের ওপর পড়ল তার শরীরে ভয়াবহ চুলকানী শুরু হল, চামড়া ফেটে এবং মাংস ঝরে পড়ল। এ রকম ভয়াবহ অবস্থা দেখে তারা ইয়েমেনের দিকে ছুটে পালাতে লাগল এবং পথে পথে মরে পড়ে থাকল। আস্তে আস্তে সব লোক মারা যায় এক সাথে না। যে পাখীগুলোকে ঐ অভিযানে ব্যবহার করা হয়

www.pathagar.com

সেগুলো লোহিত সাগরের দিক থেকে এসেছিল, এ ধরনের পাখী আগে কখনও দেখা যায়নি। পাখীগুলোর ঠোঁট পাখীর মতই ছিল কিন্তু তাদের পাঞ্জা ছিল কুকুরের মত। প্রত্যেকটা পাখীর সাথে ঠোঁটে একটি এবং পাজরে দুইটি করে মোট তিনটা পাথরকুচি ছিল। মক্কার কোন কোন লোকের কাছে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঐ পাথরকুচির নমুনা হিসাবে সংরক্ষিত ছিল। পাথরগুলি মটরশুটির দানার মত কালচে লাল ছিল এবং এটি ছাগলের নাদের মত দেখতে কোনটা ছোট এবং কোনটা বড় ছিল। এই ঘটনাটি আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা ফীলে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তিবাহিনীর প্রতি কি ব্যবহার করেছিলেন ?

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ফীল (হস্তী) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত (১) তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর প্রতি কি ব্যবহার করেছিলেন? (২) তিনি কি ওদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? (৩) ওদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী (আবাবিল) প্রেরণ করেন। (৪) যারা ওদের ওপর কংকর (পাথর) নিক্ষেপ করে। (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে তৃণ ভক্ষিত সদৃশ করে দেন।*

জাহেলীয়াতের যুগের কোরাইশ আমলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জন্মের সময়

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তার বংশধরগণের পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তারা তাদের পূর্বের নবীদের শিক্ষা ও প্রদর্শিত পথ ভুলে জাহেলিয়াতের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা কমবেশী দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে আরবদেশে কোন নবীর আবির্ভাব হয়নি।

জাহেলিয়াতের যুগে মহিলারা ছিল সব চাইতে বেশী নির্যাতিত। সম্পত্তিতে তাদের উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল না। বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর বড় ছেলে অন্যান্য সম্পত্তির মত, পিতার বিধবা স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে উত্তরাধিকার পেত। নারী এবং পুরুষদের খাবারও পৃথক ধরণের ছিল। মহিলাদের অপেক্ষাকৃত খারাপ ও নিম্নমানের খাবার দেয়া হত।

নিশ্চয় অশ্লীল, অতিশয় ঘৃন্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত (২২) নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদের বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, অবশ্য যা অতিত হয়ে গেছে তা নিশ্চয় অশ্লীল, অতিশয় ঘৃন্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।*

তাছাড়া, জাহেলিয়াতের যুগে অনেক নারী-পুরুষ কাবাশরীফে উলঙ্গ তাওয়াফ করত। আইয়্যামে জাহেলিয়াতে মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হত। অর্থহীন গর্ব ও অহঙ্কার প্রকাশের কুপ্রথার কারণে মেয়ে শিশুদের হত্যা করে গোত্রে গোত্রে পুরুষের সংখ্যা বাড়ানোর অপচেষ্টা চলত। প্রতি ১০ জনের মধ্যে এক ব্যক্তি জীবন্ত মেয়ে শিশু কবর দেয়ার দায়ে অপরাধী ছিল। তারা মেয়েদের আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে জীবন্ত কবর দিত এবং ছেলেদের নিজ সন্তান মনে করত।

www.pathagar.com

সে ওকে (কন্যা সন্তান) রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে দেবে।
সাবধাণ! ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট।
যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের ধর্ম নিকৃষ্ট।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) *ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত (৫৭) ওরা আল্লাহর জন্য কন্যা-সন্তান (লোকেরা ফেরেস্তাদের আল্লাহর কন্যা বলত) নির্ধারণ করে, তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত! এবং ওরা স্থির করে নিজেদের জন্য যা ওরা কামনা করে? (৫৮) ওদের কাউকেও যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মানষিকভাবে অপমানিত হয়। (৫৯) ওকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। (সে চিন্তা করে) হীনতা সত্তেও সে ওকে (কন্যা সন্তান) রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে দেবে। সাবধাণ! ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট। (৬০) যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না- তাদের ধর্ম নিকৃষ্ট। কিন্তু আল্লাহর ধর্ম মহান এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*

ওরা মনগড়া উক্তি করে থাকে; যখন বলে আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন,ওরা মিথ্যাবাদী।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা সাফ্ফাত (শ্রেনীবদ্ধকারিগণ) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত- (১৪৯) ওদের (অবিশ্বাসীদের) জিজ্ঞাসা কর, ওরা কি মনে করে যে, আল্লাহর জন্য রয়েছে কন্যাসন্তান এবং ওদের নিজেদের জন্য রয়েছে পুত্রসন্তান? (১৫০) অথবা ওরা কি উপস্থিত ছিল যখন আমি ফেরেস্তা সৃষ্টি করেছিলাম? (১৫১) দেখ, ওরা মনগড়া উক্তি করে থাকে; যখন বলে, (১৫২) আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন, ওরা মিথ্যাবাদী। (১৫৩) তিনি কি পুত্রসন্তানের পরিবর্তে কন্যা-সন্তান পছন্দ করেছেন ? (১৫৪) তোমাদের কি হয়েছে, তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? (১৫৫) তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ? (১৫৬) তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ আছে ? (১৫৭) তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের গ্রন্থ উপস্থিত কর।*

কোরাইশদের যুবতী মেয়েদের বিয়ের বয়সে উপনীত হওয়ার পর ভাল করে সাজিয়ে খোলাভাবে হারাম শরীফ পরিদর্শন করত, যাতে পাত্রদের সামনে পাত্রীকে ভাল করে দেখান হয়। যদি তারা কেহ পরে বিয়ের পয়গাম পাঠায় এই জন্য।

বিবাহ প্রথা ছিল অত্যান্ত হৃদয় বিদারক ও পৈশাচিক। বুখারী শড়ীফে হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আইয়ামে জাহেলিয়াতে নারী পুরুষের মধ্যে চার ধরনের যৌন সম্পর্ক ছিল। ১ম, বর্তমান সমাজের বিয়ের অনুরুপ। ২য়, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কোন নির্দিষ্ট লোকের নামধরে বলত তার কাছে যেয়ে গর্ভধারণ করতে কোন উত্তম রক্তের একটি সন্তান লাভের জন্য। ৩য় কমপক্ষে ১০ ব্যক্তি একজন মহিলাকে শেয়ারে গ্রহণ করত। ৪র্থ বর্তমান যুগের বেশ্যা বৃত্তির অনুরুপ। তারা নিজেদের ঘরের দরজার সামনে এক ধরণের পতাকা উড়াত।

অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) *ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩২) অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।*

www.pathagar.com

তখন বাইতুল্লাহর অনেক ঘর-বাড়ী ছিল। বাবুস সালাম ও বাব আলীর দিকে সিরিয়ার গাসাসেনা গোত্রের কিছু লোক বাস করত। এই দুই দরজার মাঝখানে মূদী, কবিরাজী ও ঔষধের দোকানপাট ছিল। তারপর বাবুন্নবীর পার্শ্বে ছিল হযরত আব্বাস, যোবারের বিন মোতয়ে'ম (রাঃ) এবং আমের বিন লুহাই গোত্রের ঘর-বাড়ী। মক্কার উচ্চ ভূমির দিকে বর্তমান কাসাসিয়ার প্রধান সড়ক যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে ফলের বাজার ছিল, তার পরেই ছিল খেজুরের বাজার। এরপর ছিল বণি আমের গোত্রের সরাইখানা। এর একটু পরেই মক্কার প্রসিদ্ধ নৈশ্য বাজার। দিনে প্রখর রোদে বাহির হওয়া মুসকিল তাই মক্কার অধিবাসীরা রাত্রে এই বাজারে এসে বেচাকেনা করত। আজও সেই জায়গায় ঐ বাজারটি নৈশ বাজার নামে চালু আছে। কোরাইশদের "আল্লাহর সশব্দের ভান্ডার" নামক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ছিল। এই ঘরের পাশেই পাহাড়ের পাদদেশের ঢালু স্থানকে শে'ব বলে। শে'বে আলীতে আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেমের ঘর ছিল। সেখানে আবু তালিব এবং আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালিবের একটি করে ঘর ছিল। এই জায়গাতেই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জন্মস্থান রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে ঘরটিতে একটি ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রধান সড়ক ধরে একটু সামনে অগ্রসর হলে শে'বে বণি আমের শুরু হয় এবং শে'বে বণি আমেরের শুরুতেই আ'স এর বাড়ী ছিল। শে'বে বণি আমের, বণি বকর গোত্রের ঘরবাড়ী ছিল। এছাড়াও বণি আব্দুল মোত্তালিব বিন আবদ মন্নাফ গোত্রের বাড়ী ঘরও ছিল। প্রধান সড়কে এসে দাড়ালে সাবেক আল-আবদুল্লাহ বাঁধ ছিল। এই বাঁধ দ্বারা তারা পাহাড়ী ঢলের মাধ্যমে সৃষ্ট বন্যা প্রতিরোধ করত। সেখানে হাম্মারী গোত্রের লোকেরা বসবাস করত। এ ছাড়াও সেখানে, বণি সাহামে আঙ্গিনায় আরো কিছু ঘর ছিল। তার পরেই ছিল হযরত খাদীজা (রাঃ) এর ঘর। বর্তমানে সেখানে গাজ্জা মার্কেট নামে একটি বাজার রয়েছে। এ ছিল সাঈ বরাবর স্থানের ডান দিকের অংশ ইহাকে হোযামিয়া বলা হত। সেখানে নির্মাণকর্মী বা রাজমিস্ত্রিদের বাসা ছিল।

সাঈর স্থানে মারওয়া পাহাড়ে উতবা বিন ফারকাদের বাড়ী এবং ইয়াসের পরিবারের বড় একটি বাড়ী ছিল। বাম পার্শ্বেই ছিল নাপিতের ঘর। এরপর আটা, ঘি, মধু ও গমের দোকানপাট ছিল। সেখানে আবদ শামস গোত্র ও আবু সুফিয়ানের ঘর ছিল।

জাহেলিয়াতের যুগে আকহাওয়ানায় লোক বসতি ছিল। সেখানে বাগানে বাগান ও বিশ্রামাগার ছিল। মক্কার বিভিন্ন জায়গায় অবসর বিনোদনের জন্য বাগান ও পার্কের ব্যবস্থা ছিল। মেসফালার কাছে বড় জিয়াদ হয়ে শেবে খামে অনুরুপ একটি বিনোদাগার ছিল। এ ছাড়াও খেজুর বাগান ছিল। সেগুলোর পার্শ্বে এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রতিযোগীতামূলক মনোভাবের কারণে, লোক বসতি ঘন ছিল।

ঐতিহাসিকরা জাহেলিয়াতের যুগে আরবদের ধর্মীয় আচরণকে দুইভাগে ভাগ করেছেন, "হাল্লা" ও "হামস"। হাল্লা, হারাম এলাকার বাইরের লোকদের পূজা অর্চনার পদ্ধতি সংক্রান্ত। হামস, হারাম এলাকার বাসিন্দাদের পূজা-পার্বণ পদ্ধতি। এই দলটি পূজা পার্বণের ক্ষেত্রে চরমপন্থী বলে পরিচিত ছিল। কারণ 'খোজাআ' 'আউস' এবং 'খাসরাজ' ইত্যাদি গোত্রসমূহ এই শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোরাইশরা এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী চরমপন্থী ছিল।

তারা ভূত প্রেত, জ্বীন, ফেরেস্তা এবং মৃতপূর্ব পুরুষদের আত্মার পূজাও করত। বণি মালিক শাখার লোকেরা জ্বীনের পূজা করত। হিমিয়ার গোত্র সূর্য এবং কাইয়ারা গোত্র চাঁদের পূজা করত। বন কায়েস গোত্র বুধ, শুক্র, শনি ও বৃহস্পতি নক্ষত্রের পূজাও করত।

www.pathagar.com

তোমরা সূর্যকে সিজদাহ্ করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদাহ্ কর আল্লাহকে যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তারই দাসত্ব কর।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হা-মীম্ সিজদাহ (ব্যবচ্ছেদক বর্ণবিশেষ ও প্রণিপাত) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৭) তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদাহ করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদাহ কর আল্লাহকে যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তারই দাসত্ব কর। (৩৮) ওরা (অবিশ্বাসীরা) অহঙ্কার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা দিন ও রাত তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত বোধ করে না। (৩৯) এবং তার নিকট নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুস্ক, উষর, অতঃপর আমি ওতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই জীবিত করবেন মৃতকে। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।*

আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সময় শুধু মূর্তিই পূজা করত না, তারা পাথরও পূজা করত। নতুন ভাল পাথর-পেলে তারা পুরাতন পাথরটি ফেলে দিত। কোন পাথর না পেলে তারা মাটির মূর্তি তৈরি করে ছাগলের দুধ ছিটিয়ে পূজা করত। কোন পর্যটক যাত্রা বিরতি করলে চারটি পাথর সংগ্রহ করত এবং সর্বোৎকৃষ্টটির পূজা এবং বাকী তিনটা দিয়ে চূলা তৈরি করত।

তারা উলঙ্গ হয়ে কাবা'য় তাওয়াফ করত এবং বিকৃত উপায়ে এবাদত করত। কাবার পার্শ্বে হাত তালি দিত, বাঁশী বাজাত এবং শিঙ্গায় ফু'দিত। পশু কোরবানী দিত। কোরবানীর রক্ত কাবা'র দেয়ালে লেপে দিত এবং গোশত দরজার সামনে ফেলে রাখত।

আর কা'বা ঘরের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই ছিল তাদের নামাজ। সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ কর

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনফাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি) *ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৪) এবং তাদের কি বলার আছে যে, আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না যখন তারা লোকদের মসজিদুল-হারাম (পবিত্র কা'বা) হতে নিবৃত্ত করে? যদিও তারা ওর তত্ত্বাবধায়ক নয়, সাবধাণীগণই ওর তত্ত্বাবধায়ক কিন্তু ওদের অধিকাংশ এ অবগত নয়। (৩৫) আর কা'বা ঘরের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই ছিল তাদের নামাজ। সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ কর।*

তারা তাওয়াফের শুরুতে হাজারে আসওয়াদে চুমু খেত। তারপর কাবা শরীফকে ডানে রেখে তাওয়াফ শুরু করত। ৭ (সাত) চক্কর তাওয়াফ শেষে, হাজারে আসওয়াদকে চুমু দেয়ার পর 'নাচয়লা' মূর্তিতে চুমু খেত। কেউ নামাজ পড়তে চাইলে, কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ত এবং অবসরমত যতবার ইচ্ছা ততবার রুকূ ও সিজদাহ করত। নামাজের সময় রাকায়াত সংখ্যা ও রুকূ সিজদাহর কোন নিয়মকানুন ছিল না। কোরাইশদের মধ্যে মূর্তি পূজার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মমতও বিস্তার লাভ করেছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'দাহরিয়া' বা 'কালবাদ' এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষের ধ্বংসের জন্য যুগ বা কালই একান্তভাবে দায়ী।

www.pathagar.com

কাল-ই আমাদের ধ্বংস করে। বস্তুত এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা জাসীয়া (জানুপরি বসা) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৪) ওরা বলে একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন আমরা মরি বাচি এখানেই কাল-ই আমাদের ধ্বংস করে। বস্তুত এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই ওরা কেবল মনগড়া কথা বলে।*

এছাড়া গ্রহ-নক্ষত্রের পূজাও তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইহুদী ধর্ম এবং খৃষ্টান ধর্মের মতবাদীও ছিল। জাহেলিয়াতের যুগে মক্কার বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল। মক্কায় কাপড় ও খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা জমজমাট ছিল। মক্কার দক্ষিনে ও উত্তরে অবস্থিত দেশসমূহের মধ্যে মক্কা ছিল বিরাট বাণিজ্যিক কেন্দ্র। ব্যবসায়ীরা উত্তরে সিরিয়া ও দক্ষিণে ইয়েমেনে যাওয়ার পথে মক্কায় এসে ভিড় জমাত।

অবশ্য কোরাইশদের বিজ্ঞান চর্চাও ছিল। তারা নক্ষত্রের গতি প্রকৃতির ওপর, আবহাওয়া বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিল। বিভিন্ন উপত্যকায় তারা বৃষ্টির স্থান এবং বাতাসের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ, নক্ষত্রের সাহায্যে সামুদ্রিক পথে দূরবর্তী বন্দরসমূহে সফর করত। লোহিত সাগর থেকে তারা সুদূর ভারত মহাসাগর পর্যন্ত পৌছে যেত। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলী সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিল। তারা বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার উপকারিতা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও পরিচিত ছিল। এখনও পর্যন্ত গ্রামীণ এলাকার বেদুঈনরা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তে ঐ প্রাচীন পদ্ধতির বিভিন্ন গাছগাছড়ার শিক্ষা ও দাগ লাগানোর পদ্ধতির ব্যবহার করেন। তারা ‘এলমে কেফায়া’ বা ‘পদচিহ্ন বিজ্ঞানে’ অদ্বিতীয় ছিল। পালিয়ে যাওয়া মানুষ ও পশুর পদচিহ্ন দেখে, অন্যান্য অগনিত চিহ্নগুলোর মধ্য থেকে তারা সঠিকভাবে গন্তব্যস্থান বাহির করতে সক্ষম হত। দুই হাজার বৎসর পর আজ পর্যন্ত ঐ জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এ বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে। তারা মরুভূমিতে পানির অস্তিত্ব বুঝতে পারত এবং কূপ খুড়ে পানি আবিস্কার করে বসবাস করতো। মক্কার বিভিন্ন স্থানে তখন তারা অসংখ্য কূপ খনন করে পানি বাহির করেছিল।

তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ নির্ণয়ক চিহ্নসমূহ

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬) এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ নির্ণয়ক চিহ্নসমূহ এবং ওরা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।*

পারস্য ও রোমের পরে, গান-বাজনার ক্ষেত্রে আরবরাই ছিল সবার আগে। এক্ষেত্রে কোরাইশরা আরবদের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ঐ সময় মক্কার ঘরে ঘরে নর্তকী ছিল। মহিলাদের কোন পর্দা ছিল না বরং জাহেলিয়াতের রং-ঢং ও সাজগোজে অর্ধউলঙ্গ হয়ে প্রকাশ্যে বের হত। ঢোল ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইত। কোরাইশদের ঘর, মজলিশ, পার্ক বিশ্রামাগার এবং ধনীদের বাড়ীতে নর্তকী ও গায়িকার ব্যাপক পদচারণা ছিল। তারা পুরুষদের সাথে আনন্দ অনুষ্ঠানে খোলামেলা ভাবে যোগ দিত এবং বিয়ের রাত্রে গান-বাজনার আর কোন শেষ ছিল না। তারা উট জবেহ করে খানা-পিনা, মদ, গান-বাজনা ও নর্তকীর নাচ দেখতো যে কোন অনুষ্ঠানে।

www.pathagar.com

তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের মুখমন্ডলের ওপর টেনে দেয়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা আহযাব (দলসমূহ)** ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৯) হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের মুখমন্ডলের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে ও তাদের লজ্জা স্থান রক্ষা করে; তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নূর (জ্যোতি)** ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩০) বিশ্বাসীদের (ঈমানদারদের) বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনঅঙ্গকে সাবধাণে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। (৩১) বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে ও তাদের লজ্জা স্থান রক্ষা করে; তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে তা ছাড়া তাদের দৈহিক সৌন্দর্য আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের পুত্র, তাদের অধিকারভুক্ত দাসি, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের দেহ সৌন্দর্য আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে চলাফেরা না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।*

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজ পুত্র ইসমাঈল (আঃ) ভাতিজা লুত এবং পরে তার বংশধরগণ কিছুদিন আল্লাহ ও ইসলামের পথে চলেছে। কিন্তু পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তারা তাদের পূর্বের নবীদের শিক্ষা ও প্রদর্শিত পথ ভুলে জাহেলিয়াতের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা কমবেশী দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে আরব দেশে কোন নবীর আবির্ভাব হয়নি। তারপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়া কবুল হল এবং শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এসে জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকার থেকে মানুষকে উদ্ধার করেন।

স্মরণ কর যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল তখন তারা দোয়া করেছিল, তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুণ তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা বাকারাহ (গাভী)** ঃ ১৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২৭) স্মরণ কর যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল তখন তারা দোয়া করেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ কবুল করুণ নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।' (১২৮) 'হে আমার প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার*

www.pathagar.com

অনুগত এক উম্মত (সম্প্রদায়) কর। আমাদের উপাসনার নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাপরবশ পরম দয়ালু।' (১২৯) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুণ যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবেন। তাদেরকে কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) ও হিকমত (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র (তাসাউফ শিক্ষা) করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা (প্রজ্ঞাময়)।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জন্ম ও ইসলামের আগমন

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জাহেলিয়াতের ঘোর তমসাচ্ছন্ন যুগে আরবের মক্কা নগরীর শাসক কোরাইশ গোত্রের আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহ্ বিন স্ত্রী আমিনা বিনতে ওহাব এর গর্ভে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে ১২ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার সকালে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম তারিখের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ২য়, ৩য়, ৯ম তবে ১২ই রবিউল আউয়াল বেশী প্রচলিত। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনে সোমবার ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য যেমন তিনি সোমবার জন্মগ্রহণ করেন, সোমবার নবুয়ত লাভ করেন, মক্কা থেকে সোমবারে মদীনায় হিজরত বা দেশত্যাগ করেন, মদীনায় এসে সোমবারে পৌঁছেন, সোমবারে হাজরে আসওয়াদকে তার যথাস্থানে উঠান এবং সোমবারে তিনি ইন্তেকাল করেন। কেহ কেহ মনে করেন, তিনি দুই হাত মাটিতে বিছিয়ে আকাশের দিকে মাথা উচুরত অবস্থায় ভূমিষ্ট হন। তাহার শরীরে কোন প্রসবকালীণ ময়লা আবর্জনা ছিল না।

নবী করিম (সাঃ) এর জন্মের রাতে বহু আশ্চার্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। বহু সংখ্যক মূর্তি স্থানচ্যুত হল এবং তাদের মুখের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রইল, জন্মের সাথে সাথে এমন আলো উদ্ভাসিত হল যে, সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ দেখা গেল। আরো অনেক কিছু ঘটেছিল যেমন, পারস্য সম্রাট কেসরার রাজদরবার কেপে উঠল, ছায়াদার নির্মিত ছাতাগুলো ভেঙ্গে পড়ল, একহাজার বৎসর যাবৎ প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ড নিভে গেল এবং এটি পুকুরে পরিণত হয়ে গেল। তাছাড়াও জন্মের সাথে সাথে পারস্য সম্রাটের পূজার আগুনও নিভে যায়।

তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি এবং তোমাকে আশ্রয় দান করেননি ? তিনি তোমাকে পান পথহারা অতঃপর পথনির্দেশ করেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা জ্বোহা (দিবসের প্রথম প্রহর) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) শপথ পূর্বাহ্নের, (২) শপথ রজণীর যখন তা হয় নিঝুম, (৩) তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। (৪) তোমার জন্য পরকাল তো ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (৫) তোমার প্রতিপালক তো তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেনই এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে। (৬) তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি এবং তোমাকে আশ্রয় দান করেননি ? (৭) তিনি তোমাকে পান পথহারা অতঃপর পথনির্দেশ করেন, (৮) তিনি তোমাকে পান নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করেন। (৯) সুতরাং তুমি পিতৃহীনের প্রতি রূঢ় হয়ো না (১০) এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ভৎসনা করো না; (১১) তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও।*

তাহার জন্মের আগে পিতা মারা যান। প্রতিপালনের ভার পড়ে দাদা আবদুল মুত্তালিব এর ওপর। তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য সাদ বংশের হালিমা বিনতে আবি জোয়াইব

www.pathagar.com

আল-সাদীয়া নামের এক বেদুঈন মহিলাকে দুধ পানের জন্য পারিশ্রমিকের বিণিময়ে নির্ধারণ করেন। তারপর তাদের ঘরের সবকিছুতে একটা পরিবর্তন ও উন্নয়নের হাওয়া বইতে শুরু করে। তাদের ফল, ফসল, খেজুর বেশী ধরে। উট প্রচুর দুধ দান শুরু করে।

আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তোমরা তাদের নির্ধারিত প্রদেয় বিধিমত অর্পণ কর।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ৩০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩৩) এবং জনণীগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বৎসর দুধ পান করাবে, যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করান। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জনণীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। এবং উত্তরাধিকারীগণেরও অনুরুপ বিধান। আর যদি পিতামাতা পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুই বৎসরের মধ্যেই (শিশুর) দুধ পান ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোন দোষ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোন দোষ হবে না যদি তোমরা তাদের নির্ধারিত প্রদেয় পারিশ্রমিক বিধিমত অর্পণ কর। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর আল্লাহ্ সব ভাল করেই দেখেন।*

বালক মোহাম্মদ (সাঃ) এর যখন দুই বৎসর বয়স তখন একদিন অন্যান্য খেলার সাথীদের সাথে মাঠে ছাগল, ভেড়া চড়ানোর সময় দুইজন ফেরেস্তা এসে তার বুক চিরে অন্তর ধুয়ে পরিস্কার করে দিয়ে যেতে খেলার সাথীরা দেখে। এই ঘটনা শুনে হালিমা ভয়ে তাকে তার মা আমিনার কাছে পাঠান। সবকিছু শুনে মা আমিনা হালিমার কাছেই ফেরত পাঠান এবং পরবর্তীতে ৬ বৎসর বয়সে তাকে তার মা আমিনার কাছে ফেরত পাঠান। আমিনা মৃত স্বামীর কবর জিয়ারতের জন্য ইয়াসবাবের উদ্দেশে রওনা হন। সেখানে ১ মাস থেকে মক্কার উদ্দেশে রওনা পথে আবওয়া নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। পথের সঙ্গিণী চাকরাণী উম্মে আঈমন বালক মোহাম্মদকে সাথে করে মক্কায় এসে দাদা আব্দুল মুত্তালিবের হাতে সোপর্দ করেন। তাহার বয়স যখন ৮ বৎসর দুই মাস ১০ দিন, তখন দাদাও ইন্তেকাল করেন। এবার তাকে লালন-পালন করেন চাচা আবু তালিব। বালক মোহাম্মদের বয়স যখন ১২ বৎসর তখন চাচা আবু তালিব তাকে সাথে করে ব্যবসার জন্য সিরিয়ায় রওনা হন এবং পথে একজন খৃষ্টান ধর্মযাজক "বুহাইরা" তাঁকে দেখে চিনতে পারেন যে, তিনি আগামী দিনের শেষ নবী। তখন তিনি আবু তালিবকে বলেন, 'সিরিয়ার ইহুদীরা এই বালককে চিনলে মেরে ফেলবে,' পরে আবু তালিব তাঁকে মক্কায় ফেরত পাঠান। এই সময়েই তিনি প্রথমবার এর মতো জেরুজালেম নগরী দর্শন করেন।

প্রাচীনকাল হতেই আরবের রীতি ছিল বৎসরের এক একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ স্থানে বড় বড় মেলা বসতো। এ মেলাগুলোর মধ্যে ওকাজের মেলাটি ছিল প্রসিদ্ধ। এই মেলা থেকে সৃষ্ট বিরোধ বা বিবাদের সূত্রধরে একটি যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। যুদ্ধ চললো পাঁচ বৎসর এবং বহু মানুষের মৃত্যু হল। কোরাইশ ও কানামা গোত্রের সাথে কায়েস গোত্রের সেই যুদ্ধে ১৫ বৎসর বয়সে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)ও অংশগ্রহণ করেন। কোরাইশরা যুদ্ধে জয়লাভ করেণ। এই যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসকে লজ্ঞন করে সংঘটিত হওয়ায় একে "হারবুল ফুজ্জার" বা "পাপীদের যুদ্ধ" বলা হয়।

www.pathagar.com

এই যুদ্ধের পরপরই জিলকদ মাসে কোরাইশ গোত্র মিলে “হিলফুল ফুদুল” নামক একটি সমাজকল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল, ‘জুলুম নির্যাতন প্রতিরোধ করা এবং দুঃস্থ ও অভাবী মানুষকে সাহায্য করা।’ ‘হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আবদুল্লাহ বিন জাদআনের ঘরে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে নিজেও উপস্থিত ছিলেন।’

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর বিশ্বস্ততা ও আমানতকারীর জন্য তাঁকে আল আমীন বলা হত। ২৫ বৎসর বয়সে মক্কার ধনী মহিলা খাদীজা বিন খোয়াইলাদ তাঁকে ব্যবসার কাজে নিয়োজিত করেন এবং বাণিজ্য কাফেলার সাথে সিরিয়া পাঠান। ঐ ব্যবসায় বিধবা খাদীজার প্রচুর লাভ হয়। পরে ৪০ বৎসর বয়স্কা খাদীজার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। সিরিয়ার কাফেলায় দুইটা ঘটনা ঘটে। খাদীজার গোলাম মাইসারা এই সফরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর সাথী ছিল। প্রথমটি যাওয়ার পথে বিশ্রাম নেওয়ার সময় একজন ধর্মযাজক মাইসারাকে বলেন, এই লোকটি ভবিষ্যতে নবী হবে। অন্যটি সিরিয়া থেকে মক্কায় ফেরার পথে মাইসারা গরম রোদ্রে দুইজন ফেরেস্তাকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর মাথার ওপর ছায়া দিতে দেখে আশ্চার্য হয়ে যায়।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ৩৫ বৎসর বয়সে কা'বায় আগুন লেগে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কোরাইশরা কা'বা পুনঃ নির্মাণ করে। কিন্তু সম্মান লাভের প্রতিযোগিতায় কোন গোত্রের লোকেরা হাজারে আসওয়াদকে যথাস্থানে বসানোকে নিয়ে মত বিরোধ বা সমস্যা দেখা দেয়। পরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) একটি চাদর বিছান এবং নিজ হাতে এর ওপর হাজারে আসওয়াদ রেখে সকল গোত্রের লোকদের চাদর ধরে উপরে উঠাতে বলেন। পরে তিনি নিজ হাতে পাথরটিকে যথাস্থানে বসান। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও মূর্তি পূজা করেননি, মদ পান করেননি, দেবতার নামে বলি দেওয়া পশুর মাংস খাননি, অশ্লীল কোন কাজ করেননি এবং কারো অপকার করেননি। কোরাইশদের কা'বা নির্মাণের সময় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তার চাচা আব্বাস (রাঃ) এর সাথে মিলে পাথর টানেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমার পোশাক হাটুর ওপরে উঠালে তাতে আর ময়লা লাগবে না। কাপড় উঠানোর সাথে সাথে তিনি বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং চোখ আকাশের দিকে বড় হয়ে উঠে। জ্ঞান ফিরলে তিনি চিৎকার করতে থাকেন আমার পোশাক, আমার পোশাক বলে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি তখন তিনি একাকীত্ব ভালবাসতেন এবং গভীর চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। তারপর তিনি হেরা পর্বত গুহায় ধ্যান করতে থাকেন। হেরা গুহা যে পাহাড়ে অবস্থিত সে পাহাড়টির নাম হেরা পাহাড় বা নূর পাহাড়। এটি মক্কার উত্তর দিকে অবস্থিত। মসজিদুল হারাম থেকে এর দূরুত্ব ৩ মাইল। নূর পাহাড়ের দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার। এটা একটি খাড়া পাহাড়। এর উচ্চতা ২০০ মিটার এবং চূড়ায় পৌঁছাতে প্রায় আধা ঘন্টা সময় লাগে। গুহাটি পাহাড়ের চূড়া থেকে ৫০ মিটার দূরে অবস্থিত। গুহার প্রবেশ পথ উত্তরমূখী। উচ্চতা মধ্যম আকৃতির মানুষের উচ্চতার সমান, এক সাথে ৫ জন লোক বসতে পারে। এই গুহার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট, আল্লাহ, নবী করিম (সাঃ) এর ওপর ওহী নাজিল করেছেন। নবুয়ত লাভের পূর্বে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই গর্তে বসে সাধনা করেছেন এবং একাধারে অনেক দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন।

নাখলা

মক্কা ও তায়েফের মধ্যে নাখলা উপত্যকা অবস্থিত। মক্কা থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে, পুরাতন তায়েফ রোডে, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তি এই উপত্যকায় মানুষের বসতি তেমন একটা নেই।

www.pathagar.com

এটিকে বিরান জনপথ বলে তবে এতে কৃষিকাজ হয়। নাখলা অর্থ খেজুর গাছ। এই স্থানটি মিষ্টি পানির কূপের জন্য প্রসিদ্ধ। নাখলা একটি ঐতিহাসিক স্থান। আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি জ্বিনদের কোরআন শোনার ঘটনা এখানে সংঘটিত হয়েছিল।

যখন আল্লাহর দাস তাঁকে ডাকবার জন্য দণ্ডায়মান হল তখন বিপুল সংখ্যক জ্বিন কোরআন শ্রবণ করার জন্য তার চারদিকে ভিড় জমাল।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা জ্বিন (দানব)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৮) এবং আমার নিকট এ প্রকার ওহীও এসেছে যে, সিজদাহর স্থানসমূহ আল্লাহর জন্য সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে তোমরা অন্য কাওকেও ডেকো না। (১৯) ওহীর মাধ্যমে আমি এও অবগত হয়েছি যে, যখন আল্লাহর দাস তাঁকে ডাকবার জন্য দণ্ডায়মান হল তখন বিপুল সংখ্যক জ্বিন কোরআন শ্রবণ করার জন্য তার চারদিকে ভিড় জমাল।*

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নবুয়ত লাভের পূর্বে উচ্চতর জগতের খবরাখবর জানার জন্য জ্বিনেরা আকাশলোক হতে কিছু একটা জানাশোনার কোন না কোন সুযোগ পেয়ে যেত। পরবর্তিতে তারা দেখতে পেল যে, চারিদিকে ফেরেস্তাদের অত্যন্ত কড়া প্রহরা দাড়িয়ে আছে। এবং একই সাথে তাদের ওপর অগ্নিপিন্ড বর্ষিত হচ্ছে। কোথাও দাড়িয়ে কান লাগিয়ে কিছু একটা শুনে নেওয়ার স্থান তারা পাচ্ছে না। হিযরতের ৩ বছর পূর্বে, ১০ম হিজরীতে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তায়েফ যান এবং সেখানে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু সেখান থেকে ব্যর্থ ও নির্যাতিত হয়ে মক্কা ফিরে আসার পথে নাখলায় জ্বিনেরা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর সফর সঙ্গি যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ) বলেন, জ্বিনদের কোরআন শোনা এবং মুসলমান হওয়ার ঘটনা ২টি ঐতিহাসিক নাখলায় সংঘটিত হয়।

জ্বিনরা কোরআন পাঠ শুনে ফিরে গেল। ওরা বলেছিল, এক গ্রন্থের (কোরআন) পাঠ শুনেছি যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে, এ ওর পূর্ববর্তী গ্রন্থকে সমর্থন করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা আহক্কাফ (স্থানবিশেষের নাম)* ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৯) স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি একদল জ্বিনকে আকৃষ্ট করেছিলাম, যারা কোরআন পাঠ শুনছিল, যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হল, ওরা একে অপরকে বলতে লাগল, 'চুপ করে শুনে যাও।' যখন কোরআন পড়া শেষ হল ওরা ওদের সম্প্রদায়ের নিকট সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল- (৩০) ওরা বলেছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক গ্রন্থের পাঠ শুনেছি যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে, এ ওর পূর্ববর্তী গ্রন্থকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।*

পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসে থাকতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা জ্বিন (দানব)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) বল, 'ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যমে আমি অবগত হয়েছি যে, জ্বিনদের একটি দল কোরআন পাঠ শ্রবণ করেছে এবং তাদের সম্প্রদায়ের নিকট বলেছে, 'আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবন করেছি,' (২) যা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে*

www.pathagar.com

আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, 'আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোন অংশী স্থাপন করব না।' (৩) 'এবং এটিও বিশ্বাস করেছি যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সুউচ্চ; তিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং তার কোন সন্তানও নেই।' (৪) 'আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব উক্তি করত।' (৫) 'অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জ্বিন আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে পারে না,' (৬) 'ওহীর মাধ্যমে আমি আরও জানতে পেরেছি যে, কোন কোন মানুষ কিছু জ্বিনের স্মরণ নিত, ফলে, ওরা জ্বিনদের আন্তরিকতা বাড়িয়ে দিত।' (৭) জ্বিনেরা বলেছিল, 'তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে মৃত্যুর পর আল্লাহ কাহাকেও পুনরুত্থিত করবেন না,' (৮) 'এবং ওরা পরস্পর বলাবলি করেছিল যে, আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ,' (৯) পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসে থাকতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়।

তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে হেদায়েত চান। তিনি রমজান মাসে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকেন। তখনই হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলেন, হে মোহাম্মদ পড়। তিনি উত্তরে বলেন, আমি পড়তে পারি না। জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে জড়িয়ে ধরে চাপ দেন এবং বলেন, পড়। তিনি এবারও বলেন, আমি পড়তে পারি না। পুনরায় জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে জোরে আঁকড়ে ধরেন এবং বলেন, পড়। তৃতীয়বারও পড়তে বলায় তিনি পড়তে না পারার কথা জানানোর কারণে জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে পূর্বের মত আঁকড়ে ধরেন। তখন জিব্রাঈল (আঃ) সূরা আলাক এর ৫টি আয়াত পড়েন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও তার সাথে সেই আয়াতগুলো পড়েন আয়াতগুলোর অর্থ যেমন- 'পড় (হে নবী)! তোমার প্রতিপালকের নাম সহকারে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে জমাট রক্তের এক পিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়, তোমার প্রতিপালক অনুগ্রহশীল, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা মানুষ জানত না।'

নিশ্চয়ই আমি এ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা দোখান (ধুম্র) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) হা-মীম, (২) সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ, (৩) নিশ্চয়ই আমি এ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে (শবে কৃদর রাত্রী), নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (৪) এ রাত্রীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়- (৫) আমার আদেশক্রমে, আমি রাসূল প্রেরণ করে থাকি; (৬) এ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৭) তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক। (৮) তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক।*

পবিত্র কোরআন আল্লাহরই বাণী, সম্মানিত ফেরেস্তার মাধ্যমে যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা-সম্পন্ন, সবার মান্যবর, এবং যে বিশ্বাসভাজন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাকভীর (আবরণ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫) আমি শপথ করি ভ্রাম্যমান গ্রহ নক্ষত্রের, (১৬) যারা চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়, (১৭) শপথ রাত অবসান কাল, (১৮) ও সূর্য আবির্ভাব কালের, (১৯) পবিত্র কোরআন আল্লাহরই বাণী (২০) সম্মানিত ফেরেস্তার মাধ্যমে যে*

www.pathagar.com

সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা-সম্পন্ন, (২১) সবার মান্যবর, এবং যে বিশ্বাসভাজন। (২২) এবং তোমাদের সাথী উন্মাদ নয়। (২৩) তিনি সেই ফেরেস্তাকে (জিব্রাঈলকে) প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছে, (২৪) তিনি ওহী প্রকাশে কার্পণ্য করে না, (২৫) এবং এটা বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়। (২৬) সুতরাং তোমরা কোন পথে চলেছ ? (২৭) এতো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ, (২৮) তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। (২৯) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর অনুমতি না হলে তোমাদের মতি হয় না।

তার অনুরুপ কোন একটি সূরা আনয়ণ কর তবে সেই জাহান্নামের আগুনকে ভয় কর মানুষ এবং পাথর হবে যার জ্বালানীর ইন্ধন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ্ (গাভী) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩) আমি আমার দাসের প্রতি যা (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহলে তোমরা তার অনুরুপ কোন একটি সূরা আনয়ণ কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নিও। (২৪) আর যদি না পার অবশ্য তোমরা কখনই করতে পারবে না, তবে সেই জাহান্নামের আগুনকে ভয় কর মানুষ এবং পাথর হবে যার জ্বালানীর ইন্ধন, অবিশ্বাসী কাফেরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।*

এভাবেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুয়ত ও রিসালাতের সূচনা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নতুন দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। প্রথম আত্মীয়-স্বজনদের কাছেই পেশ করেন। তিনি কালেমা তাইয়্যেবা "লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থ "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেহ মাবুদ বা এবাদত পাওয়ার যোগ্য নেই, আর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।" দাওয়াত দিতে থাকেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নবুয়তে বিশ্বাস করেন। দাওয়াত গোপনে চলতে থাকে। তিন বৎসর পর আল্লাহ তাকে প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

হে রাসূল, 'তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) *ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৭) হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি না কর তবে তো তুমি তার বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। বস্তুত আল্লাহ অবিশ্বাসী কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৬৮) বল, 'হে ধর্মগ্রন্থধারিগণ! তাওরাত, ইঞ্জিল ও যা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নেই। তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও কাফেরই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং তুমি অবিশ্বাসী কাফের সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না। (৬৯) নিশ্চয়, যারা ঈমানদার, ইহুদী, সাবেয়ী ও খৃষ্টান তাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং সৎকাজ করবে তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না। (৭০) বণি ইস্রাঈলের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ও তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই কোন রাসূল তাদের নিকট এমন কিছু আনে যা তাদের মনঃপূত নয় তখনই তারা কাউকে মিথ্যাবাদী বলে ও কাউকে হত্যা করে।*

www.pathagar.com

কালেমার দাওয়াত শুনে ইসলাম বিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। কারণ এই কালেমার অর্থ মালিক, মনিব, রিযিকদাতা, আইনদাতা এবং সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক আল্লাহতায়ালা। তার আইন ছাড়া আর কারো আইন মানা যাবে না, তাঁর এবাদত ছাড়া অন্য কারো এবাদত করা যাবে না এবং তাঁর হুকুম ছাড়া অন্য কারো হুকুম মানা যাবে না, অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, তথা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক জীবনে ইসলামী শরীয়াহ বা আল্লাহর হুকুম ও আইন কানুন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই দাওয়াত শুনে কাফেররা মেনে নিতে রাজী ছিল না। তাদের সমাজে একদিকে যেমন মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল এবং অন্য দিকে ছিল মানুষের ওপর মানুষের আইন ও সার্বভৌমত্ব। নিজেদের বর্তমান সামাজিক সুযোগ সুবিধাকে ত্যাগ করে আল্লাহর পূর্ণ দাসত্বের শৃংখলে নিজেকে সোপর্দ করা এটা তাদের জন্য অসম্ভব ব্যাপার বলে বিবেচিত হয়। তাই তারা আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি নিরক্ষরদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা জুমআ (শুক্রবার) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, যিনি রাজা, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২) তিনিই নিরক্ষকদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তার আয়াত, তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা, ইতিপূর্বে এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। (৩) যারা এখনও তাদের দলভুক্ত হয়নি ওদের জন্যও সে প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪) এটিই আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এ দান করেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।*

একদিন সাফা পাহাড়ে তিনি সবাইকে ডেকে আখেরাতমূখী কালেমার দাওয়াত দেওয়ার জন্য আবু লাহাবসহ অন্যরা রাগান্বিত হল, আপন চাচা আবু লাহাব গালি দিল যে, হে মোহাম্মদ, তোমার দুই হাত ধ্বংস হোক। এই জন্যই কি আমাদের এখানে একত্রিত করেছ ?

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত তার ধনসম্পদ কোন কাজে আসেনি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা লাহাব (শিখাময় বহ্নি) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত ও ধ্বংস হোক (আবু লাহাব)। (২) তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। (৩) সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে। (৪) এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে, (৫) তার গলদেশে খেজুর গাছের আশের শক্ত রশি নিয়ে।*

আল্লাহর আদেশ লাভের পর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মক্কার দাম্ভিক মূর্তিপূজারীদেরকে কোরআনের বাণী শোনাতে শুরু করলেন। উকাজ মেলার বিশেষ দিনে এবং হজ্জের সময় দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এবং হজ্জ যাত্রীদের সমাবেশে তিনি জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত আচার প্রথা এবং বহু দেবতার পূজার মতবাদকে খন্ডন করতেন এবং এক আল্লাহর এবাদত এবং সরল পথ ইসলাম ধর্ম পালনের উপদেশ দিতেন। তিনি ইব্রাহীম (আঃ) এর দিন প্রচার প্রসার শুরু করেন যারা ইতিমধ্যে ঘোর বিভ্রান্তিতে ছিল জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে (ইসলাম ধর্মকে) মনোনীত করেছেন। আল্লাহর বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ কর না।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ১৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩০) যে নিজেকে নির্বোধ বোকা করেছে সে ছাড়া ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হতে কে মুখ ফেরায়? নিশ্চয় আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি পরকালেও সে সৎকর্ম পরায়ণগণের অন্যতম। (১৩১) স্মরণ কর, যখন তার প্রতিপালক তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর' সে বলেছিল, আমি বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। (১৩২) এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছিল, 'হে পুত্রগণ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে (ইসলাম ধর্মকে) মনোনীত করেছেন। সুতরাং (আল্লাহর বিধানের প্রতি) আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনও মৃর্ত্যুবরণ করো না। (১৩৩) ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে প্রশ্ন করেছিল, 'আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে?' তখন তারা বলেছিল, 'আমরা আপনার এক আল্লাহ্ ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাঈল ও ইসহাকের আল্লাহরই উপাসনা করব। এবং আমরা তার কাছে মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)।' (১৩৪) সেই উম্মত (দল) চলে গেছে; তারা যা অর্জন করেছে তাদের। তোমরা যা অর্জন করছো তোমাদের, তারা যা করত সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হবে না। (১৩৫) তারা বলে, 'ইহুদি বা খৃষ্টান হও, সঠিক পথে চল।' বল, 'বরং একনিষ্ট হয়ে আমরা ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করব।' এবং সে (ইব্রাহিম) অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৩৬) তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি, এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহিম, ইসমাঈল, ইয়াকুব, ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তার (আল্লাহর) কাছে মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)।'*

এরপর ইসলামের বিরুদ্ধে চরম বিরোধীতা শুরু হল। কোরাইশরা আবু তালিবের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাল যেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে দ্বীনের দাওয়াত থেকে বিরত রাখা হয়। তারা হাজীদের হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) থেকে দূরে রাখার জন্য চেষ্টা তদবীর শুরু করল। ইতিমধ্যে তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং নওমুসলিমদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ শুরু করে দিল। কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রুপে কাজ না হওয়ায় নবুয়তের চতুর্থ বৎসরে, কোরাইশদের সর্দারদের মধ্য থেকে আবু লাহাবের নেতৃত্বে গঠিত ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও মুসলমানদের ওপর দৈহিক নির্যাতিন শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

প্রথম পর্যায়ে সাফা পাহাড়ের পার্শ্বে সাহাবা দারুল আরকামের ঘরে গোপনে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ চলে এবং ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এদিকে মক্কার কাফেরগণ নওমুসলিমদের ওপর জুলুম-নির্যাতিন শুরু করে। ফলে বহু নওমুসলিম ইথিওপিয়ার নওমুসলিম নাজ্জাশীর দেশে হিজরত করে বা দেশত্যাগ করে চলে যান। নও মুসলিমদের অনেকেই ছিল দাস-দাসী যেমন হযরত বেলাল, হযরত খাব্বাস, হযরত আম্মার, হযরত আবুফোকায়হা, হযরত যনীরাহা, হযরত নাহদীয়া, হযরত লবীন ও অনেকেই। তাদের মনিবদের দ্বারা অবর্ণনীয় জুলুম ও নির্যাতিনের স্বীকার হয়েছিলেন। চাবুক মেরে শরীর রক্তাক্ত করা থেকে আরম্ভ করে উত্তপ্ত বালুর ওপর চিত করে শোয়ায়ে বুকের ওপর পাথর চাপা দেওয়া, গরুর কাঁচা চামড়া মুড়ে, অথবা লৌহবর্ম পরায়ে রোদে ফেলে রাখা। গলায় দড়ি বেধে গরু-ছাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় টানা হেছড়া করা। জলন্ত অগ্নিকুন্ডের ওপর জোর করে চিৎ করে শোয়ায়ে এবং ওই অবস্থায় বুকের ওপর পা দিয়ে চেপে ধরা ইত্যাদি নানা প্রকার অসহনীয় ও অবর্ণনীয় অত্যাচার করতে লাগল।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে হযরত হামযাহ এবং ওমর বিন খাত্তাব মুসলমান হন। এতে নির্যাতিত মুসলমানদের কিছুটা সাহায্য হয়। কাফেররা আবু তালিবকে বার বার হুমকী দিতে থাকে। অবশেষে কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে দর কষাকষি করতে আসে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন আমার এক হাতে চাঁদ আর অন্য হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত হতে পারব না। কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে হত্যা করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু সফল হয়নি। ইতিমধ্যে বণি হাশেম ও বণি মুত্তালিবের সকল লোক এক বৈঠকে বসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পার্শ্বে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে কাফেররা বণি হাশেম ও বণি মুত্তালিবের সাথে সর্বাত্মক বয়কট ঘোষণা করে এবং বিয়ে-শাদী ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল প্রকার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ৩ বৎসর পর ঐ বয়কট প্রত্যাহার করা হয়। নবুয়তের ১০ বৎসরের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চাচা আবু তালিব মারা যান। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দুঃখ-কষ্ট হাজার গুণ বেড়ে যায়। এদিকে কাফেরদের অত্যাচার তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তায়েফে যেয়ে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

কিন্তু সেখানে তিনি চরমভাবে নির্যাতিত হন। আসাদ নামক একজন দাস ছাড়া আর কেউ সেখানে তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি। নবুয়তের ১১ বৎসরের সময় মদীনা থেকে আগত ৬ জন লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাক্ষাত হয়। তিনি তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। আকাবায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনার ফলে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

নবুয়তের ১১ বৎসরের শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকরের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিয়ে হয় এবং একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন কুমারী। অন্যান্য স্ত্রীগণ ছিলেন হয় তালাকপ্রাপ্তা না হয় স্বামীহারা বিধবা। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রথম বিয়ে হয় হযরত খাদিজা (রাঃ) এর সঙ্গে, যখন তার বয়স ছিল পঁচিশ বৎসর। বিবাহের পর হযরত খাদিজা (রাঃ) আরো পঁচিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। মদীনায় হিজরতের দুই বৎসর আগে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর বয়স যখন পঞ্চাশ বৎসর তখন খাদিজা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। ইসলাম ধর্মকে যিনি সর্ব প্রথম কবুল করেন, তিনি হযরত খাদিজা (রাঃ)। এমতাবস্থায় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ঘর সংসার দেখাশুনা করা এবং সন্তান-সন্তুতিদের লালন-পালন করার মত কোন লোক না থাকায় তিনি পুনঃ বিবাহের সম্মতি দান করলেন।

পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিবাহ করবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩) আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে পিতৃহীণদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিবাহ করবে (স্বাধীনা) নারীদের মধ্যে যাকে তোমার ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে (ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধবন্দিণীকে)। এতেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।

সবগুলো বিয়েই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার তিপ্পান্ন বৎসর বয়সের পর হযরত খাদিজা (রাঃ) ইন্তেকালের পর এবং মদীনায় আগমনের পর সেগুলোর সংখ্যা ১১ বলা হয়ে থাকে এবং পরপর দুইটি বিবাহ করলেন একটি হযরত সাওদা (রাঃ) এর সাথে এবং অপর বিয়েটি হয়েছিল হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে। তখন নবীর কাছে জায়েদ নামে এক দাস ছিল। জায়েদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাকে কেবল দাসত্ব থেকেই মুক্তি দেননি, তাকে তিনি

www.pathagar.com

পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার ফুফু উমাইয়ার কন্যা জয়নাবের সঙ্গে জায়েদের বিয়ে দেন। জয়নাবের অনেক উচ্চকাঙ্খা এবং উচ্চ বংশের অহঙ্কার ছিল, যার জন্য দাসত্ব থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত জায়েদের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। প্রায় সবসময় উভয়ের মধ্যে বিবাদ হতো। জায়েদ বহুবার জয়নাবের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নিজের স্ত্রীকে নিজের কাছেই রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো- বলে তাকে বিরত করতেন। যদিও বারবার পরীক্ষা করে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, উভয়ের মনের মিল হওয়া কঠিন, তবুও বিবাহ বিচ্ছেদ পরবর্তী সমস্যার কথা ভেবে তিনি জায়েদকে নিষেধ করতেন। জয়নাব এবং তার ভাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে কোরাইশদের শত্রু হয়েছিল এবং তারাও বাড়িঘর ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছিল। বিবাহ বিচ্ছেদ হলে জয়নাবের পুনরায় বিয়ে হওয়া কঠিন ছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে মুসলিম ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন চলে না, আবার মুসলমানদের মধ্যে কোরাইশ বংশের খ্যাতির কারণে তাকে কোরাইশদের বাইরের কোন মুসলিমও বিয়ে করতে অসম্মত হত।

অতঃপর জায়েদ যখন জয়নাবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আহযাব (দলসমূহ) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৩৭) স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না, আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, তুমি লোকভয় করছিলে অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর জায়েদ যখন জয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিবাহ করায় বিশ্বাসীদের কোন অসুবিধা না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। (৩৮) আল্লাহ নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোন বাধা নেই। পূর্বে যেসব নবী অতীত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এটিই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।*

তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' করেছ তাদের তোমাদের জননী করেননি এবং পোষ্যপুত্র- যাদের তোমরা পুত্র বল আল্লাহ তাদের তোমাদের পুত্র করেননি;

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আহযাব (দলসমূহ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৪) আল্লাহ কোন মানুষের দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি; তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' (মা বলে সম্বোধন) করেছ তাদের তোমাদের জননী করেননি এবং পোষ্যপুত্র- যাদের তোমরা পুত্র বল আল্লাহ তাদের তোমাদের পুত্র করেননি; এগুলি তোমাদের মুখের কথা। সত্য কথা আল্লাহই বলেন এবং তিনি সরল পথ নির্দেশ করেন। (৫) তোমরা ওদের পিতৃ-পরিচয়ে ওদের ডাক; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই ন্যায়সঙ্গত, যদি তোমরা ওদের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে ওদের তোমরা ধর্মীয় ভ্রাতা এবং বন্ধুরূপে গণ্য করবে। এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু এ ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

www.pathagar.com

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর স্ত্রীগণ-

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রধান স্ত্রীদের নামগুলো যেমন ঃ (১) হযরত খাদিজা (রাঃ) (২) হযরত সাওদা (রাঃ) (৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) (৪) হযরত হাফসা (রাঃ) (৫) হযরত জয়নাব (রাঃ) (৬) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) (৭) হযরত জয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) (৮) হযরত জুবাইরিয়া (রাঃ) (৯) হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) (১০) হযরত সুফিয়া (রাঃ) (১১) হযরত মায়মুনা (রাঃ)। স্ত্রীদের মধ্যে প্রথম ছয়জন ছিলেন কোরাইশ বংশোদ্ভূত। আত্মরক্ষার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় মুসলমানরা বাধ্য হয়ে তরবারীর আশ্রয় নেয়। তাদেরকে ইসলামের শত্রু কোরাইশ ও কোরাইশদের অন্যায় কাজের সহায়তাকারী ইহুদীদের সঙ্গে অনেক লড়াই করতে হয়। সে সব লড়াই-এ অনেক মুসলিম শাহাদাতবরণ করেছিল। তাদের স্ত্রীরা অকালে বিধবা হয়েছিল।

তখন মুসলমানরা সংখ্যায় ছিল স্বল্প। তাদেরকেই সকল অনাথার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হতো। একটি ছোট ধর্মীয় গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ককে জোরদার করার জন্য, জেহাদে শহীদদের বিধবা ও তাদের নিকট আত্মীয় পরিজনদের সন্তুষ্টির জন্য বাধ্য হয়ে নবী মোহাম্মদ (সাঃ) কে আরো কয়েকটি বিয়ে করতে হয়। এ রকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই মোহাম্মদ (সাঃ) কে খুনেষের বিধবা হাফসা, আবদুল্লাহর বিধবা জয়নাব এবং আবু সালমার বিধবা উম্মে সালমাকে বিয়ে করতে হয়। ওবায়দুল্লাহর বিধবা উম্মে হাবিবাকে একই কারণে বিয়ে করতে হয়। যে তিনিটি বিয়ে কোরাইশ বংশের বাইরে করতে হয়েছিল সেগুলোও শুক্রভাবাপন্ন গোত্রে বিয়ে করে তাদের আনুগত্য লাভের জন্য। খলিফা আবুবকরের ঐকান্তিক আগ্রহে আয়েশা (রাঃ) কে বিয়ে করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়, তিনি প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা (রাঃ) এর মৃত্যুর পর যখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর বয়স ছিল ৫৩ বৎসর তখন তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং ৬৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। শুধুমাত্র মানবিক কারণে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে আরো ১০টি বিবাহ করতে হয়েছিল ১০ বৎসরের মধ্যে। তবে উল্লেখ্য যে, প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা (রাঃ) জীবিত থাকাকালিন সময় তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বা একাধিক বিবাহ করেন।

হে নবী! আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীগণকে বৈধ করেছি যাদের তুমি দেন-মোহর প্রদান করেছ

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সুরা আহযাব (দলসমূহ) *ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫০) হে নবী! আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীগণকে বৈধ করেছি যাদের তুমি দেন-মোহর প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি তোমার অধিকারভুক্ত দাসীগণকে যাদের আমি দান করেছি এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাতো বোন ও ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোন, যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে এবং কোন বিশ্বাসী নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ বৈধ করতে চাইলে সেও বৈধ- এ বিশেষ করে তোমারই জন্য; অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয় যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। স্ত্রী এবং তাদের দাসীগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারিত করেছি তা আমি জানি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৫১) তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার? এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। এ বিধান এজন্য যে, এতে ওদের সন্তুষ্টি সহজতর হবে এবং ওরা দুঃখ পাবে না। এবং ওদের তুমি যা দেবে তাতে ওদের প্রত্যেকের সন্তুষ্টি থাকবে। তোমার অন্তরে যা আছে আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সহনশীল, সর্বজ্ঞ। (৫২) এরপর তোমার কোন নারী*

www.pathagar.com

বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় এবং যদিও ওদের সৌন্দর্য তোমাকে মোহিত করে, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সমস্ত কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

তার (নবীর) স্ত্রীগণ তাদের মাতাস্বরুপ। আল্লাহর বিধান অনুসারে বিশ্বাসী ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আহযাব (দলসমূহ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৬) নবী, বিশ্বাসী ঈমানদারদের নিকট তাদের প্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তার (নবীর) স্ত্রীগণ তাদের (বিশ্বাসীদের) মাতাস্বরুপ। আল্লাহর বিধান অনুসারে বিশ্বাসী ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও-তা করতে পার। এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।*

তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আহযাব (দলসমূহ) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(২৮) হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এস, 'আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দিই।' (২৯) 'তোমরা আল্লাহকে, তার রাসূলকে এবং পরকালকে কামনা করলে, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।' (৩০) হে নবী-পত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুন শাস্তি দেওয়া হবে এবং এ আল্লাহর জন্য সহজ। (৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে তাকে আমি দুইবার পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক জীবিকা রেখেছি। (৩২) হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা সদালাপ করবে। (৩৩) এবং তোমরা গৃহে অবস্থান করবে; প্রাক-ইসলামী যুগের মত (জাহেলিয়ার যুগের মত) নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা নামাজ পড়বে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত হবে; হে নবী-পরিবার! আল্লাহ কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে (চান); (৩৪) আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের ঘরে পাঠ করা হয় তোমরা সেগুলি স্মরণ রাখবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সর্ববিষয়ের।*

তোমরা নবীর পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাবে। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আহযাব (দলসমূহ) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৫৩) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা খাবার দাবার প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে খাবারের জন্য নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। তবে, তোমাদের আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ করো এবং খাওয়ার শেষে*

www.pathagar.com

তোমরা চলে যেও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না, কারণ এ নবীর জন্য কষ্টদায়ক, সে তোমাদের উঠে যাবার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাবে। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের বিবাহ করা কখনও সঙ্গত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ঘোরতর অপরাধ। (৫৪) তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর অথবা গোপনই রাখ- আল্লাহ অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (৫৫) নবী-স্ত্রীদের জন্য তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, সেবিকাগণ এবং তাদের দক্ষিনহস্ত অধিকারভুক্তগণের ব্যাপারে এ (পর্দা) পালন না করা অপরাধ নয়। হে নবী স্ত্রীগণ। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

হে নবী। আল্লাহ্ তোমার জন্য যা (মধু) বৈধ করেছেন তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য তোমার জন্য নিষিদ্ধ করছ কেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাহরীম (অবৈধকরণ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) হে নবী। আল্লাহ তোমার জন্য যা (মধু) বৈধ করেছেন তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য তোমার জন্য নিষিদ্ধ করছ কেন ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২) আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩) স্মরণ কর নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল। অতঃপর তার সে স্ত্রী অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। নবী এ বিষয়ে তার সে স্ত্রীকে কিছু বলল এবং কিছু বলল না, নবী যখন তাকে জানাল তখন সে বলল, 'কে আপনাকে এ জানালো? নবী বলল, 'আমাকে জানিয়েছেন- তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।' (৪) তোমাদের দুইজনের হৃদয় অন্যায়-প্রবন হয়েছে বলে এখন যদি তোমরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ, জিব্রাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীগণ তার সাহায্যকারী, ওপরন্ত ফেরেশতাগণও তার সাহায্য করবে। (৫) যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে সম্ভবত তাকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী- যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুশোচনাকারী, উপাসনাকারী, রোজাব্রত পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।*

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর সন্তান সন্তুতি

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর যতগুলি সন্তান হয়েছিল তার মধ্যে ৬ জনই স্ত্রী হযরত খাদিজার গর্ভজাত। প্রথম পুত্র হযরত কাশেম, তিনি বাল্যকালে মারা যান। কন্যা হযরত জয়নব অনেকের মতে তিনি পুত্র ছেলে কাশেমের বড় ছিলেন এবং কন্যাদের মধ্যে সকলের বড়। এর পরে পর পর তিন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। যেমন - হযরত রোকেয়া, হযরত উম্মে কুলসুম ও হযরত ফাতেমাতুজ্জোহা (ফাতেমা) উপরোক্ত পাঁচ সন্তান নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে জন্ম হয়েছিল বলে অনেকে অভিমত পোষন করেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পরে দুই পুত্র সন্তান লাভ করেন। কিন্তু বাল্যকালেই তাদেরও মৃত্যু হয় যেমন- হযরত আব্দুল্লাহ এবং হযরত ইব্রাহীম। লোকেরা তখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে অপবাদ দিত পুত্র সন্তান বেচে না থাকার জন্য এবং লোকজন তার পুত্র সন্তানদের আল্লাহর সন্তানের মত ভক্তি শ্রোদ্ধা করতো। এই ঘটনার পরিপেক্ষিতে মহান আল্লাহ তাহার পবিত্র কোরআনে ওহি নাজিল করেন সূরা কাওষারের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

যে তোমার প্রতি বিদ্বেষ অপবাদ করে সেই তো নির্বংশ।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা কাওষার (জান্নাতের অমৃত শরাব)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে প্রচুর মঙ্গল দান করেছি (২) সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় কর এবং কোরবানী কর। (৩) যে তোমার প্রতি বিদ্বেষ অপবাদ করে সেই তো নির্বংশ।*

মিরাজ

ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের বৃহত্তর কর্মসূচী তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে মিরাজে নেয়া হয়। সেখানে তিনি আল্লাহর নিকট থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য করণীয় কাজের জন্য হাতে কলমে শিক্ষার বৃহত্তর প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন।

মিরাজ বিশ্ব মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। এটা একটা বিস্ময়কর বাস্তব ঘটনা। নবুয়তের ১১ খৃষ্টাব্দের ২৭ রজব (২৬ রজব দিবাগত রাত) রাত্র দ্বিপ্রহর সময়ে তিনি হযরত উম্মে হামী (রাঃ) আনহার বাড়ীর একটি ঘরে শুয়ে ছিলেন। এমন সময় কয়েকজন ফেরেস্তা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এর নেতৃত্বে ঐ ঘরের ভিতর অবতরণ করে তাকে ধরে কা'বা শরীফের কাছে নিয়ে এলেন। এখানে তাঁর বুক ফেঁড়ে ফেলে কলব মুবারক আবেজমজমের পানি দ্বারা ধৌত করে আবার যথাস্থানে পুনঃসংযোজন করে বুক সিলাই করে দিলেন আর এর ফলে পৃথিবী থেকে মহাশূণ্যের কঠিন ও দূর্গম সব স্তরগুলো অতিক্রম করে আল্লাহর একান্ত শ্রেষ্ঠতম মনজিল আরশে আজীমে উপনীত হবার শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চারিত হলো। তারপর জিব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে 'বুরাক' নামক এক যানে আরোহণ করতে বললেন। বিদ্যুতের চেয়ে অতি দ্রুত গতিসম্পন্ন এই বুরাক চোখের পলক ফেলার আগেই প্রিয়নবী (সাঃ) কে নিয়ে এসে পৌছলো জেরুজালেমের মসজিদুল আল-আক্‌সার প্রাঙ্গণে। এখানে প্রিয়নবী (সাঃ) নবী রাসূলগণের এক বিরাট জামায়াতে ইমামতি করে নামাজ পড়লেন। এমন সময় আসমান থেকে নূরের তৈরী মি'রাজ বা সিড়ি নেমে এলো। প্রিয় নবী (সাঃ) সেই নূরের তৈরী চলন্ত সিড়িতে পা রাখার সাথে সাথে এসে পৌছলেন প্রথম আসমানের দরজার সম্মুখে। বন্ধ দরজার ওপার থেকে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট আসমানে আসবার কোনো অনুমতি আছে কিনা জানতে চাইলে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) প্রিয় নবী (সাঃ) এর পরিচয় তুলে ধরে বলেনঃ হ্যাঁ অনুমতি আছে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায়।

যিনি তার দাসকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা বণি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার দাসকে তার নিদর্শন দেখাবার জন্য রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ) থেকে মসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ তিনি করেছিলেন পর্যাপ্ত বরকত দান, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।*

এখানে প্রথম আসমানে প্রিয়নবী (সাঃ) কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)। দ্বিতীয় আসমানে সাক্ষাৎ করেন হযরত 'ঈসা' (আঃ) ও হযরত 'ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) এর সঙ্গে, তারা তাকে মারহাবা মারহাবা বলে খোশ আমদেদ জানালেন এবং দোয়া

www.pathagar.com

কামনা করলেন। একইভাবে তৃতীয় আসমানে সাক্ষাৎ করেন হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সঙ্গে, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আঃ) এর সঙ্গে, পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আঃ) এর সঙ্গে, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আঃ) এর সঙ্গে, সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সঙ্গে। ইব্রাহীম (আঃ) কে তিনি বায়তুল মামুরের গায়ে হেলান দেয়া একটি সিংহাসনের ওপর বসা অবস্থায় দেখতে পান, বায়তুল মামুরের ভিতরে প্রবেশ করে তিনি বেশ কয়েকটি নিদর্শন দেখলেন এবং নামাজ পড়লেন। তাঁকে জানানো হলো যে এখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেস্তা নামাজ আদায় করে এবং তাওয়াফ করে। নির্মিত, এটা ফেরেস্তাদের কা'বা 'বাইতুল মামুর' এটি নীচে পৃথিবীতে বায়তুল্লাহ শরীফ বা কাবা শরীফের ঠিক বরাবর অবস্থিত, তিনি আরো অনেক কিছু দেখলেন।

তারপর তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহা অর্থাৎ প্রান্তবর্তী বদরিকা সীমান্ত কুলগাছের শেষ প্রান্তে নিয়ে আসা হলো এখানে তাঁর জন্য চার ধরণের পানীয় যেমন- তিন ধরণের মদ বা শূরা এবং একটি পেয়ালাতে দুধ আপ্যায়ণ করলে, তিনি দুধের পেয়ালায় মুখ দিয়ে দুধ পান করলেন। তখন জিব্রাঈল (আঃ) বললেন ঃ আপনি ফিত্‌রত গ্রহণ করেছেন। এই ফিত্‌রতই ইসলাম যেহেতু তিনি মদ ছাড়া দুধ পান করেছিলেন। সিদ্‌রাতুল মুনতাহা সৃষ্টি জগতের শেষ সীমানা। এখান থেকে অতি উজ্জল আলোয় ঝলমল করা সবুজ বর্ণের রফরফে আরোহণ করে তিনি সত্তর হাজার নূরের পর্দা অতিক্রম করে নিমেষে আরশে আজীমীতে পৌছে গেলেন।

জানা যায় ঐ নূরের পর্দার এক একটির দূরত্ব ৫ শত বৎসরের পথের সমান। কিন্তু তিনি নিমিষে ৭০ হাজার পর্দা অতিক্রম করলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সিদরাতুল মুনতাহাতেই থেকে যান, কারণ ওটা অতিক্রম করার সাধ্যি তাঁর ছিলো না, বায়তুল মামুর থেকে সিদ্‌রাতুল মুনতাহা অসংখ্য জগতের উর্ধ্বে। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, আমি এখান থেকে সামনে অগ্রসর হলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নূরের তাজ্জাল্লী সহ্য করতে না পেরে পুড়ে ছাই হয়ে যাব। এখান থেকে আপনি আল্লাহর নূরের রফরফে আহরণ করে একাই যেতে পারবেন।

সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, উর্ধ্ব দিগন্তে, অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী ফলে, তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাজম (নক্ষত্র) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) শপথ নক্ষত্রের যখন হয় অস্তমিত, (২) তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়, (৩) এবং সে নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলে না, (৪) (কোরআন) ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, (৫) তাকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী, (৬) সহজাত জিব্রাঈল, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল (৭) উর্ধ্ব দিগন্তে, (৮) অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী, (৯) ফলে, তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল। (১০) তখন আল্লাহ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার তা প্রত্যাদেশ করলেন। (১১) যা সে দেখেছে তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি; (১২) সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে? (১৩) নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। (১৪) প্রান্তবর্তী বদরিকা বৃক্ষের (কুল গাছ) নিকট, (১৫) যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান (জান্নাত)। (১৬) তখন বৃক্ষটি, যা দিয়ে শোভিত হওয়ার তা দিয়ে মন্ডিত ছিল, (১৭) তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুৎও হয়নি। (১৮) সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেই ছিল।

www.pathagar.com

তিনি আল্লাহর জাল্লা শানুহুর এতোই নিকটবর্তী হলেন যে, তাঁর ও আল্লাহর মাঝখানে মাত্র দুই ধনুকের পরিমাণ ব্যবধান রইলো। হাদীস শরীফে আছে যে প্রিয় নবী (সাঃ) আল্লাহর দর্শন লাভ করেন। তিনি বলেছেন ঃ রআয়তুল্লাহা রব্বি আযযা ওয়া জালা আমি আমার মহিমান্বিত ও মহান পরাক্রান্ত রব আল্লাহকে দেখেছি। আল্লাহর সঙ্গে তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকার হয়। অনেক অভিবাদন বিণিময় হয়, কথাবার্তা হয়। আল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য নেয়ামতস্বরূপ দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত নামাজের বিধান দেন। কিন্তু তিনি পথিমধ্যে অন্যান্য নবীগণের সাথে পরার্মশক্রমে কয়েকবার আবেদন নিবেদন করার মাধ্যমে দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজ মঞ্জুর করে আনেন।

সেই অকল্পনীয় দূরত্বের সবকিছু এমন কি জান্নাত, জাহান্নাম, কলম, ফেরেস্তাজগত, হাউজে কাওষার, ছাল ছাবীল ঝর্ণা, তাছাড়াও তিনি জাহান্নামের মধ্যে গীবতকারী, (অন্যের অপবাদকারীর) পথভ্রষ্ঠ আলেমের, সূদখোরদের, হারামখোরদের, ব্যাবিচারিণীর, সন্তান হত্যার শাস্তি সবকিছু পরিদর্শন করে নিমিষের মধ্যে তিনি ফিরে এলেন। তখনও তাঁর বিছানা উষ্ণ ছিলো। তিনি যে পানি দিয়ে অজু করেছিলেন সে পানি গড়িয়ে যাচ্ছিলো, প্রিয় নবী (সাঃ) বলেন- কা'বা শরীফের দিকে দৃষ্টিপাত করতে যতোটুকু সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে আমি মিরাজ ভ্রমণ করে ফিরে এলাম।

নবুয়তের সপ্তম বৎসরের হজ্বের মৌসুমে মিনায় সমবেত হাজীদের মাঝে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) উদগ্রীব হয়ে ঘুরে ঘুরে ইসলামের মহান বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন। তখন আবু জাহেল ও তার দলের লোকেরা বলল- হে মোহাম্মদ, তুমি যদি সত্যি আল্লাহর নবী হয়ে থাক তাহলে আকাশের ঐ পূর্ণ চন্দ্রটিকে দুই টুকরো করে দেখাও তো? এক পর্যায়ে তাদের কথায় তিনি আঙ্গুলের ইশারা করার সাথে সাথে চন্দ্রটি কেটে দুই ভাগ হয়ে গেল এবং এক খন্ড হতে অপর খন্ড অনেক দূরে অবস্থান করতে লাগল। এই অপূর্ব মোজেযা দেখে কাফেরগণ বলল মোহাম্মদ আমাদের দৃষ্টি শক্তির ওপর অদ্ভুদ যাদূর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তারা ইসলামের মহান বাণী গ্রহণ করতে অস্বীকার করল।

ওরা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এ তো চিরাচরিত যাদু।'

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ক্বামার (চন্দ্র) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে, (২) ওরা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এ তো চিরাচরিত যাদু।' (৩) ওরা সত্যপ্রত্যাখান করে এবং নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করে, প্রত্যেক ব্যাপারে গতি তার নির্ধারিত পরিণামের দিকে।*

ওরা বলে, 'এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে।'

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ফুরকান (কোরআন) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) ওরা বলে, 'এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার নিকট কেন কোন ফেরেস্তা অবতীর্ণ করা হল না যে তার সঙ্গে সতর্ককারীরূপে থাকত?' (৮) 'তাকে ধনভান্ডার দেওয়া হয় না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন যা হতে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে ?' সীমালঙ্ঘনকারীরা আরও বলে, 'তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।' (৯) দেখ, ওরা তোমার কি উপমা দেয়, ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং ওরা পথ পাবে না।*

www.pathagar.com

তারা সকলেই আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ফুরকান (কোরআন) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২০) তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন।*

বল, 'পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।'

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বণি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) *ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯০) এবং ওরা (অবিশ্বাসীরা) বলে 'কখনই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষন না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক ঝর্ণা উৎসারিত করবে।' (৯১) 'অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারা প্রবাহিত করবে নদী-নালা,' (৯২) 'অথবা তুমি যেমন বলে থাক, সেই অনুযায়ী আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করে আমাদের ওপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও ফেরেস্তাদের আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। (৯৩) অথবা তোমার একটি স্বর্ণনির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনই বিশ্বাস করব না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ অবতীর্ণ না করবে যা আমরা পাঠ করব। বল, 'পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।'*

১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৪) আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন;' তাদের এ উক্তি মানুষকে বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন হতে বিরত রাখে, যখন ওদের নিকট আসে পথনির্দেশ। (৯৫) বল, 'ফেরেস্তাগণ যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তবে আমি আকাশ হতে ফেরেস্তাকেই ওদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম।' (৯৬) বল, 'আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট, নিশ্চয়ই তিনি তার দাসদের সবিশেষ জানেন ও দেখেন।'

গ্রন্থধারিগণ তোমাকে তাদের জন্য আকাশ থেকে কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) অবতীর্ণ করতে বলে, কিন্তু তারা মূসার কাছে এ থেকেও বড় দাবী করেছিল।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) *ঃ ২২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫৩) গ্রন্থধারিগণ তোমাকে তাদের জন্য আকাশ থেকে কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) অবতীর্ণ করতে বলে, কিন্তু তারা মূসার কাছে এ থেকেও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, 'প্রকাশ্যে আমাদের আল্লাহ দেখাও।' তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য তারা বজ্রাহত হয়েছিল, অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ তাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, এটাও ক্ষমা করেছিলাম, এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। (১৫৪) আর তাদের অঙ্গীকার নেবার সময় 'তূর' পর্বতকে তাদের ওপর উচ্চ করে ধরেছিলাম, এবং তাদের বলেছিলাম 'নতশিরে (শহরের) দ্বারে প্রবেশ কর।' এবং তাদের বলেছিলাম 'শনিবার (বিশ্রামের দিন মাছ ধরা) সীমালঙ্ঘন করো না,' এবং তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। (১৫৫). এবং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য (অভিশপ্ত হয়েছিল), আল্লাহর আয়াতকে অবিশ্বাস করার জন্য নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য, এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' তাদের এই উক্তির জন্য, এবং তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহই তাদের*

www.pathagar.com

(হৃদয়ে) মোহর মেরে (অন্ধকরে) দিয়েছেন, ফলে তাদের অল্পই বিশ্বাস করে। (১৫৬) এবং তারা তাদের অবিশ্বাসের জন্য ও মরিয়মের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদের জন্য (অভিশপ্ত হয়েছিল)। (১৫৭) আর 'আমরা আল্লাহর রাসূল মরিয়ম-পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি' তাদের এ উক্তির জন্য। তারা তাকে হত্যা করেনি ও ক্রুশবিদ্ধও করেনি, কিন্তু তাদের এরূপ মনে হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল, এবং এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এ নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি। (১৫৮) বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন, এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৫৯) ঐশীগ্রন্থধারীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ঈসাকে) বিশ্বাস করবেই, এবং কিয়ামতের দিন যে (ঈসা) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। (১৬০) ভাল ভাল জিনিস যা ইহুদীদের জন্য বৈধ ছিল তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য এবং আল্লাহর পথে অন্যকে বাধা দেবার জন্য। (১৬১) এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা স্থিত-প্রজ্ঞ তারা ও বিশ্বাসিগণ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে এবং যারা নামাজ যথাযথভাবে পড়ে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরই মহাপুরস্কার দেব।

যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও (গ্রন্থ) অবতারণ করতাম আর তারা যদি হাত দিয়ে স্পর্শও করত তবু অবিশ্বাসিগণ বলত, 'এ স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।'

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও (গ্রন্থ) অবতারণ করতাম আর তারা যদি হাত দিয়ে স্পর্শও করত তবু অবিশ্বাসিগণ বলত, 'এ স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।' (৮) এবং বলে, 'তার নিকট কোন ফেরেস্তা কেন প্রেরিত হয় না ? যদি আমি ফেরেস্তা প্রেরণ করতাম তা হলে তাদের কর্মের চূড়ান্ত মীমাংসাই হয়ে যেত আর তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হত না। (৯) যদি তাকে ফেরেস্তা করতাম তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম আর তাদের সেইরূপ বিভ্রান্তে (যিশু) ফেলতাম যেরূপ বিভ্রান্তে তারা এখন রয়েছে। (১০) তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছে, পরিণামে, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল তা বিদ্রুপকারিগণকে পরিবেষ্টন করেছে।*

নবুয়তের ১২ বৎসরের হজ্জ্ব মৌসুমে আকাবায় মদীনার ১২জন লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। নবুয়তের ১৩ বৎসরে মদীনার ৭০ জন লোক আকাবায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। এই সকল অবস্থা দেখে কোরাইশ নেতারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে হত্যার ঘোষণা দেয়। তখন তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত বা দেশত্যাগ করেন। তারা সরাসরি মদীনায় না যেয়ে প্রথমে সাওর গুহায় ৩ রাত কাটান। সাওর গুহাটি সাওর পাহাড়ে অবস্থিত। এটি হেরা পাহাড় থেকে বড় পাহাড় এবং মসজিদুল হারাম থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে। সাওর বিন মানাতের নাম অনুসারে এটির নামকরণ করা হয়েছে। এই পাহাড়ে উঠতে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় লাগে। ৩টি সংযুক্ত পাহাড়ের সমষ্টিকে সাওর পাহাড় বলা হয় এবং দুই পাহাড় অতিক্রম করার পর তৃতীয় পাহাড়ে ওই গুহাটি অবস্থিত। পাহাড়ে মাঝামাঝি পর্যন্ত ৫৪টি উচু নীচু মোড় আছে। পাহাড়ে আহরণ এর জন্য ওই সকল মোড় দিয়ে একবার উপরে উঠে আবার নিচে নেমে,

www.pathagar.com

এইভাবে চূড়ায় অবস্থিত গুহায় পৌছাতে হয়। পাহাড়ের চূড়ায় গর্তটি একটি নৌকার মত দেখায় এবং এর পিঠ উপরের দিকে। এর সামনে ও পিছনে ২টি ছিদ্র আছে। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত বা দেশ ত্যাগ করার সময় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে ৩ দিন ঐ পাহাড়ের গর্তটিতে আত্মগোপন করেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের ব্যাপারে কোরাইশ কাফেরদের তল্লাশী থেমে যাবে। তাদের খাবার ছিল খেজুর। হযরত আবুবকরের মেয়ে আছমা মক্কা থেকে তাদের জন্য খাবার নিয়ে আসতো। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে খুজে বের করার জন্য চতুর্দিকে লোক পাঠানো হলো। পদচিহ্ন বিশারত 'এলমে কেফায়ার' দল পায়ের চিহ্ন দেখতে দেখতে এবং কোরাইশরা তাদের দুইজনকে খুজতে যেয়ে শেষ পর্যন্ত সাওর গুহায় পৌছায় এবং গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে তারা ফিরে আসে। কেননা কেউ ভিতরে ঢুকলে গুহার মুখে মাকড়সার জাল থাকতে পারে না। কাফেরগণ গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে তারা সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেল এবং ফিরে গেল । এভাবে আল্লাহ ফেরেস্তা দ্বারা সাহায্য করেছিলেন এবং সাওর গুহার মুখে 'রাআহ' নামের স্থানীয় গাছ জন্মে তার শাখাগুলো গুহার মুখে ঝুকে পড়েছিল। এক জোড়া জংলী কবুতর সেখানে দ্রুত বাসা বেধে ডিম পাড়লো, আর মাকড়সা এসে গুহার মুখ জাল বুনে তার বাসা তৈরী করলো। তিন দিন তিন রাত পর রবিবার দিবাগত রাতে সঙ্গী আবু বকরসহ গুহা হতে বাহির হয়ে মদীনার উদেশ্যে যাত্রা করলেন।

যখন অধিবাসীগণ তাকে বহিস্কার করেছিল এবং সে ছিল দুইজনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল 'বিষন্ন হয়োনা'

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪০) *যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর (তবে স্মরণ কর) আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন অধিবাসীগণ তাকে বহিস্কার করেছিল এবং সে ছিল দুইজনের একজন {হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)} এবং অন্যজন {হযরত আবুবকর (রাঃ)} একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল 'বিষন্ন হয়োনা, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।' অতপর আল্লাহ তার ওপর তার দয়া বর্ষণ করেন যাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়। এবং তাকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা শক্তিশালী করেন যা তোমরা দেখনি, এবং তিনি অবিশ্বাসীদের কথা হেয় করেন, আল্লাহর কথাই সর্বোপরি। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*

পথিমধ্যে তারা ১৪ দিন 'কোবা' নামক স্থানে অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ তৈরী করেন। ইহা ইসলামের প্রথম মসজিদ এবং ঐতিহাসিক কোবা মসজিদ নামে পরিচিত। মদীনায় ইসলামের অনুসারীরা অত্যান্ত শ্রদ্ধার সাথে তাদের রাসূল (সাঃ) কে গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর বাসস্থানের জন্য ইয়াসরিব নগরীকে বেছে নেন তখন থেকে নগরীর নাম পরিবর্তিত হয়ে মদীনাতুন্নবী অথবা নবীর শহর হয়। পরবর্তীতে সেই নগরী মদীনা নামে পরিচিতি লাভ করে। মদীনায় পৌছে তিনি সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মদীনায় যেখানে তাহার উট হাটুগেড়ে বসেছিল সেখানে মসজিদে নববী নির্মাণ করে আজান, ইকামত ও জামায়াতসহকারে নামাজের ব্যবস্থা করেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মদীনায় পৌছে সর্ব প্রথমে মসজিদে নববী নির্মাণের কাজে মনোনিবেশ করলেন। মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর মসজিদের পাশেই তার সহধার্মিণীগণের থাকার ঘর নির্মাণ করেন। তখন পর্যন্ত তার সহধর্মিণীরূপে কেবল হযরত সওদা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-ই ছিলেন। এদের জন্য দুইটি ঘর নির্মিত হয়। ক্রমে আরো স্ত্রীগণের আগমনের পর আরো গৃহ নির্মিত হতে থাকে। এসব ঘরও কাঁচা ইট দ্বারাই তৈরি হয়।

www.pathagar.com

কাঁচা ইটের গৃহগুলোর অভ্যন্তরের কক্ষসমূহ খেজুর পাতার ছিল। যথাক্রমে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ), হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ), হযরত জয়নব (রাঃ), হযরত জুবাইরিয়া (রাঃ) হযরত ময়মুনা (রাঃ) এবং হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের (রাঃ) ঘরগুলো মসজিদের পশ্চিমমূখী আর হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত সুফিয়া (রাঃ) ও হযরত সওদার (রাঃ) কক্ষগুলো অগ্রমূখী ছিল। এসব ঘর মসজিদের এতই কাছে ছিল যে তিনি যখন মসজিদে 'এতেকাফ' করতেন, মসজিদ থেকে বের করে দিলে তাঁর স্ত্রীগণ তাঁদের ঘরে বসেই হযরতের মাথা ধুয়ে দিতে পারতেন।

মুসলমানরা ইহুদীদের পবিত্র স্থান জেরুজালেমের মসজিদুল আকসা'র দিকে মুখ করে নামাজ পড়তো কিন্তু যখন ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা শুরু করল তখন উছতোয়ানাতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তার অনুসারীদের জেরুজালেমের পরিবর্তে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন করেন।

আকাশের দিকে তোমাকে বার বার তাকানোকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি। অবশ্যই তোমাকে এমন 'কিবলা'র দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ১৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪২) নির্বোধ লোকেরা (ইহুদী/খৃষ্টান) বলবে যে, তারা এ যাবৎ যে 'কিবলা' (জেরুযালেম এর মসজিদুল আকসার দিকে) অনুসরণ করে আসছিল কিসে মুসলমানদের কিবলা ফিরিয়ে দিল? বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।' (১৪৩) এমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থী সম্প্রদায়রুপে প্রকাশ করেছি- যাতে তোমরা মানবজাতীর জন্য সাক্ষীস্বরুপ হতে পার এবং রাসূল যাতে তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরুপ হবে। তুমি এ যাবৎ যে 'কিবলা' অনুসরণ করছিলে এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়? আল্লাহ যাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন তারা ছাড়া অন্যের কাছে এ নিশ্চয় কঠিনতম বিষয়। আল্লাহ এমন নহেন যে তোমাদের বিশ্বাসকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (১৪৪) আকাশের দিকে তোমাকে বার বার তাকানোকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি। সুতরাং অবশ্যই তোমাকে এমন 'কিবলা'র দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের (পবিত্র কাবা গৃহের) দিকে কিবলা ফেরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন কাবার দিকে মুখ ফেরাও এবং যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এ (ধর্মগ্রন্থ) তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তারা যা করে আল্লাহর অজানা নেই।

তিনি কিবলা পরিবর্তন করে নামাজ কায়েম করেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে নামাজের দিক পরিবর্তনই ইসলামের একমাত্র বিষয় নয়। নামাজের বাহিরের এবাদত শারিরিক এবাদত কিন্তু নামাজের আভ্যন্তরীন বিষয়াবলীই ঈমান বা বিশ্বাসও গুরুত্বপূর্ণ এবাদত বলেই আল্লাহ পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত একই সূরা বাকারাহ এর কিছু আয়াত পরে বলেন -

কিবলা পরিবর্তনে কোন পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেস্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবী রাসূলগণকে বিশ্বাস করলে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭৭) পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে (কিবলা পরিবর্তনে) কোন পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেস্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবী-রাসূলগণকে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহর ভালবাসায়

www.pathagar.com

আত্মীয়-স্বজন, এতীম, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করলে, নামাজ যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত (দান) করলে এবং প্রতিশ্রুতি পালন করলে, এবং দুঃখ-কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা-সত্যবাদী ও পরহেযগার (সাবধাণী)।

এবাদত

শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত আলী (রাঃ) এর বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সময়কে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন এক ভাগ এবাদতের জন্য, এক ভাগ মানুষের কল্যাণের জন্য এবং অবশিষ্ট এক ভাগ নিজের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন।

ফজরের নামাজ পড়ার পর জায়নামাজের মধ্যেই একটু ঘুরে বসতেন। সূর্যোদয়ের পর সাহাবীগণ এসে সামনে বসতেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এ সময় তাদের উপদেশ দিতেন, বিশেষ কোন বিষয় শিক্ষাদান করতে হলে এ সময়ই করতেন। অনেক সময় সাহাবাদের জিজ্ঞাসা করতেন, রাত্রে তারা কোন স্বপ্ন দেখতেন কিনা ? কেউ কোন স্বপ্নের বৃত্তান্ত বললে তাবীর অর্থাৎ ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেন। কখনও কখনও নিজের স্বপ্নের কথা সাহাবীদের শোনাতেন। এরপর সাধারণ কথাবার্তা শুরু হত। কোন কোন লোক হয়ত জাহেলিয়াতের যুগের কোন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন। কোন হাস্যরসাত্মক কথার অবতারণা হলে দরবারের সবাই হেসে উঠতেন। স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত মুচকি হাসতেন। সাধারণত, এ সময়ই যুদ্ধলব্ধ মাল বা পারিশ্রমিক এবং বেতনাদিও বন্টন করা হত।

এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ইউসূফ (এক পয়গম্বরের নাম)** ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আলীফ-লাম-রা, এগুলি সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত (বাক্য)। (২) নিশ্চয়ই কোরআন, এটি আমি আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৩) ওহীর (প্রেরিত বাণীর) মাধ্যমে তোমার নিকট এ কোরআন প্রেরণ করে আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি। এর পূর্বে অবশ্য তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। (৪) স্মরণ কর, ইউসূফ তার পিতাকে বলেছিলেন, 'হে আমার পিতা! আমি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখেছি - দেখেছি ওদের আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।' (৫) সে বলল, 'হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নবৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকট বর্ণনা করো না, করলে (তারা) তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।' (৬) এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্বে এ পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।*

কোন কোন বর্ণনাতে আছে যে বেলা একটু চড়ে যাওয়ার পর চার থেকে আট রাকায়াত পর্যন্ত চাশ্‌ত-এর নামাজ পড়ে ঘরে চলে যেতেন এবং সাধারণ গৃহস্থলী কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করতেন। নিজ হাতে ছেড়া-ফাটা কাপড়ে তালি দিতেন, জুতা সেলাই করতেন, দুধ দোহন করতেন। জোহরের সুন্নাত নামাজ নিজ ঘরে আদায় করে মসজিদে ফরজ নামাজ পড়ে পুনরায় গৃহে সুন্নাত ও নফল নামাজ পড়তেন। মধ্যান্নভোজের পর একটু নিদ্রা যেতেন আছরের নামাজ

পড়ে অন্তঃপুরে চলে যেতেন। স্ত্রীদের প্রত্যেকের ঘরে যেয়ে তাঁদের খোঁজ-খবর নিতেন। যাঁর ঘরে যেদিন অবস্থান করার পালা হত, মাগরিব-এর পর থেকে সেখানেই অবস্থান করতেন। অন্যান্য স্ত্রীগণ এসে সে ঘরেই সমবেত হতেন। মাগরিব এর সময় হলে মসজিদে ফরজ নামাজ পড়ে নিজগৃহে সুন্নাত ও নফল নামাজ এবং আওয়াবীনের নফল নামাজও পড়তেন। এশা পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, তাঁদের কথা শুনতেন, এশার নামাজ শেষ করে শুয়ে পড়তেন। সাধারণত, এশার পর কথাবর্তা বলা পছন্দ করতেন না। প্রথম ওয়াক্তে এশার নামাজ পড়ে বিছানায় চলে যেতেন। শোয়ার পূর্বে অবশ্যই কোরআন শরীফের সূরা বণী ইসরাঈল, যুমার, হাদীদ, হাশর, সাফ, তাগাবুন, জুমআ প্রভৃতির অন্তত যেকোন একটি সূরা পাঠ করে শয়ণ করতেন। শামায়েলে তিরমিজীতে আছে, ঘুমানোর পূর্বে এ দোয়া পাঠ করতেন-
উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বি ইছ্‌মিকা আমুতু ওয়া আহ্ ইয়া।
অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ! তোমারই নামে মৃত এবং জীবিত হই। ঘুম থেকে উঠে বলতেন-
উচ্চারণ ঃ আলহাম্‌দু লিল্লাহিল লাযি আহ্ ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাহিন নুশুর।
অর্থাৎ ঃ সেই আল্লাহর প্রশংশা করি, যিনি মৃত্যুর পর আমাকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তার নিকট অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।

মৃত্যু এলে আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন এবং যারা জীবিত তাদেরও চেতনা হরণ করেন ওরা যখন নিদ্রিত থাকে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা যুমার (মানুষের দল) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪২) *মৃত্যু এলে আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন এবং যারা জীবিত তাদেরও চেতনা হরণ করেন ওরা যখন নিদ্রিত থাকে। অতঃপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চেতনা ফিরিয়ে দেন। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।*

অর্ধ রাত্রিতে অথবা কখনও এক প্রহর রাত্রি থাকতেই জেগে যেতেন, হাতের কাছেই মেসওয়াক রাখা থাকত। মেসওয়াক করে অজু করতেন। এবং এবাদত-বন্দেগীতে ডুবে যেতেন। সব সময় পশ্চিমদিকে সিজদার স্থানে মাথা দিয়ে শয়ণ করতেন। ডান হাত গন্ডদেশের নিচে দিয়ে ডান কাত হয়ে শুতেন। সফরের সময় অপরাহ্নে কোথাও অবস্থান করে আরাম করতে হলে ডান হাত উঁচু করে তার ওপর মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়তেন। নিদ্রার মধ্যে সামান্য গলার আওয়াজ শোনা যেত। বিছানার ব্যাপারে কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না কখনও সাধারণ বিছানার ওপর, কখনও চামড়া, চাটাই, এমন কি কখনও কখনও শুধু মাটির ওপর শুয়েও আরামে ঘুমিয়ে পড়তেন।

ঘরের ভিতরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন কেমন ছিল, সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর চাইতে বেশি জানত না আর কেউ। তিনি বর্ণনা করেছেন, সূরা মোজ্জাম্মেল-এর প্রাথমিক আয়াতগুলোতে তাহাজ্জুদের সূরা নাজিল হওয়ার পর থেকে তিনি সারারাত জেগে নামাজ পড়তে শুরু করেন। রাত্রি জাগরণ এবং দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দুইপা ফুলে গিয়েছিল। এক বৎসর পর এই সূরার শেষের আয়াতগুলো নাজিল হলে তখন তাহাজ্জুদ নামাজ নফলে পরিণত হল, কেবল তখনই তিনি ক্রমাগত সারারাত্রি জেগে নামাজ পড়া থেকে বিরত হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও গভীর রাত্রিতে একাদিক্রমে আট রাকায়াত নামাজ পড়ে সালাম ফেরাতেন। আরও দুই রাকায়াত নামাজ পড়ে তাতেই বসে সালাম ফিরাতেন এবং সর্বশেষে আরও দুই রাকায়াত নামাজ পড়ে নিতেন। এতে তাহাজ্জুদের সময় মোট বার রাকায়াত নামাজ পড়তেন। বার্ধক্য ঘনিয়ে আসার পর শরীর যখন একটু ভারী হয়ে এসেছিল, তখন মোট আট রাকায়াত আদায়

www.pathagar.com

করতেন। কোনদিন যদি ঘটনাক্রমে ঘভীর রাত্রিতে উঠতে না পারতেন, তবে দিনের বেলায় কোন এক সময় বার রাকায়াত নামাজ আদায় করতেন। তাছাড়াও সেই সাথে বিতর নামাজ পড়তেন তিন রাকায়াত।

আবুদ দাউদ শরীফে হযরত আয়েশার (রাঃ) থেকে আরও উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জামায়াতের সঙ্গে এশার নামাজ পড়ে ঘরে চলে আসতেন এবং চার রাকায়াত নামাজ পড়ে শুয়ে পড়তেন। মেসওয়াক এবং অজুর পানি মাথার কাছে রেখে দেয়া হত। শেষ রাতে উঠে প্রথমে মেসওয়াক করতেন এবং অজু করে জায়নামাজে দাড়িয়ে আট রাকায়াত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন। সর্বপেক্ষা লম্বা সূরা পড়তেন তাহাজ্জুদের নামাজে। সাধারণত সূরা বাকারাহ, সূরা আল-ইমরাণ, সূরা নিসা পাঠ করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) রাত্রে কিভাবে নামাজ পড়েন তা দেখার জন্য আমি এক রাতে আমার খালা উম্মুল মোমেনীন হযরত মায়মুনার ঘরে থেকে গেলাম। মাটিতে বিছানা পাতা ছিল, তিনি এশার পর ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। অর্ধ রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পর চোখ কচলাতে কচলাতে ঘুম থেকে উঠলেন এবং সূরা আল ইমরাণের শেষ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। মশকে পানি ছিল, অজু করে নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন। আমিও অজু করে তার বাঁ পাশে দাড়িয়ে পড়লাম। তিনি আমার হাত ধরে তার ডান পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর তের রাকায়াত নামাজ পড়ে পুনরায় শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নাকের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। ভোর হয়ে এলে হযরত বেলাল আজান দিলেন। আজান শুনেই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) উঠে পড়লেন এবং পুনরায় ফজরের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাজ আদায় করে মসজিদে চলে গেলেন।'

প্রথম প্রথম প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করতেন। শেষ বয়সে এক অজুতে একাধিক ওয়াক্তের নামাজ আদায় করতেন। মক্কা বিজয়ের সময় এক অজুতে কয়েক ওয়াক্তের নামাজ আদায় করেছিলেন। অবশ্য প্রত্যেক ওয়াক্তে নামাজের জন্য নতুন নতুন অজু করাই ছিল তার সাধারণ অভ্যাস। অজুর নিয়ম ছিল- প্রথমে তিনবার করে দুহাত ধৌত করতেন, তারপর তিনবার কুলি করতেন, তিনবার নাকে পানি দিতেন, তিনবার মুখমন্ডল ও দুহাত ধৌত করে মাথা মাসেহ করতেন এবং তিনবার করে দুই পা ধৌত করতেন।

দীর্ঘ নামাজ এবং সংক্ষিপ্ত খুতবা

অধিকাংশ সুন্নাত ও নফল নামাজ ঘরে আদায় করতেন। ফরজের মধ্যে সাধারণত লম্বা সূরা পাঠ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "একবার মক্কায় ফজরের নামাজে সূরায়ে মোমেনুন পড়েছিলেন।" কখনও বা সূরা ক্বাফ পড়েছেন। সাহাবীগণ অনুমান করেছেন, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ফজরের নামাজে সাধারণত ষাট থেকে সত্তর আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন। জোহর ও আছরের নামাজ ফজরের তুলনায় যদিও কিছুটা সংক্ষিপ্ত হত, তথাপি প্রথম দুই রাকায়াতে সূরায়ে ফাতিহার পর অতটুকু লম্বা সূরা পাঠ করতেন, যে অবকাশটুকুর মধ্যে এক ব্যক্তি বাড়ি পর্যন্ত যেয়ে ঘরে অজু করে ফিরে এসে প্রথম রাকায়াতে শামিল হতে পারতেন। সাহাবারা অনুমান করেছেন যে জোহরের প্রথম দুই রাকায়াতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) "আলিফ-লাম তানযীল আস্‌সাজদাহ" পরিমাণ লম্বা সূরা পাঠ করতেন। শেষের দুই রাকায়াতে প্রথম দুই রাকায়াতের তুলনায় অর্ধেক সময়। আছরের প্রথম দুই রাকায়াত জোহরের শেষ দুই রাকায়াতের ন্যায় লম্বা এবং শেষের দুই রাকায়াত তার অর্ধ পরিমাণ সময়।

www.pathagar.com

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জোহরের প্রথম রাকায়াতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে পনের আয়াত পরিমাণ কোরআন পাঠ করতেন। হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, জোহরের সময় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সাধারণত "ছাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা" পাঠ করতেন। মাগরিবের নামাজে 'ওয়াল মুরসালাত' ও 'সূরায়ে তুর এবং এশার নামাজে 'ওয়াততীন' ও তার সমপর্যায়ের সূরা পড়তেন। জুমআর প্রথম রাকায়াত সূরায়ে জুমআ এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা মুনাফিকুন অথবা আলা বা গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন।

দুই ঈদের নামাজে সাধারণত সাব্বেহিস্মা এবং হালআতা-কা পড়তেন। ঘটনাক্রমে যদি ঈদ এবং জুমআ একই দিনে পড়ত, তখন ঐদিনের জুমআর নামাজেও এ দুইটি সূরাই পড়তেন। জুমআর দিন ফরজের নামাজে "আলিফ-লাম-তানযীল আসসাজদাহ" এবং হালআতাকা আলাল ইনসানে" পড়ার অভ্যাস ছিল।

উপদেশ এবং ওয়াজ-নসীহতের জন্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ভাষণ বা খুতবা প্রদান করতেন। জুমআর নামাজের পূর্বে অতি অবশ্যই খুতবা দেয়া হত। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা বা সমস্যা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য খুতবার আশ্রয় গ্রহণ করা হত। জুমআর দিন লোকজন একত্রিত হলে হুজরা থেকে বের হয়ে লোকজনকে সালাম দিতেন। মিম্বরে আরোহণ করে পুনরায় সমবেত সকলকে সালাম দিতেন এবং দ্বিতীয় আজান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুতবা শুরু করতেন। প্রথম প্রথম খুতবা প্রদানের সময় হাতে একটি লাঠি রাখতেন। কিন্তু মিম্বর নির্মিত হয়ে যাওয়ার পর আর লাঠি নিতেন না। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তার প্রত্যেকটি খুতবা বা ভাষণই সংক্ষিপ্ত, অর্থপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। এরশাদ করতেন, দীর্ঘ নামাজ এবং সংক্ষিপ্ত খুতবা মানুষের দ্বীনী এলেমের গভীরতা প্রমাণ করে।

জুমআর খুতবায় সাধারণত কোরআন শরীফের সূরায়ে ক্বাফ তিলাওয়াত করতেন, যার মধ্যে কিয়ামত এবং হাশর ও শেষবিচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। যে কোন ভাষণ আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করতেন। খুতবা দানরত অবস্থায় যদি কোন জরুরী কাজ এসে পড়ত, তবে খুতবা বিরত রেখে মিম্বর থেকে নেমে সে কাজটি সেরে পুনরায় মিম্বরে এসে খুতবা পড়তেন। একদিন ঠিক খুতবার মাঝে এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন দূরদেশী লোক। দ্বীনের জরুরী বিষয় সম্পর্কে এখনও কিছু জানতে পারিনি। তাই আপনার কাছে কিছু জেনে নিতে এসেছি। লোকটির কথা শোনা মাত্র হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মিম্বর থেকে নেমে এলেন, মসজিদে বসেই তার জন্য জায়গা দেয়া হল। লোকটিকে সামনে বসিয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দিলেন, দ্বীনের মৌলিখ বিষয়গুলো জানালেন, তারপর পুনরায় মিম্বরে উঠে অবশিষ্ট খুতবা সমাপ্ত করলেন। আরেকবার খুতবা দানরত অবস্থাতেই দেখলেন, শিশু ইমাম হোসাইন (রাঃ) লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় এক পা দু'পা করে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করছেন। এ অবস্থা দেখে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মিম্বর থেকে নেমে গেলেন এবং তোমাদের ধন-সম্পদ এবং লাল-আওলাদ তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু-এ আয়াত পাঠ করতে করতে তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং পুনরায় মিম্বরে এসে খুতবা সমাপ্ত করলেন। খুতবা দানরত অবস্থায় লোকজনকে বসার জন্য এমন কি, নামাজ পড়ে নেয়ার জন্যও নির্দেশ প্রদান করতেন। একবার খুতবা চলাকালে এক ব্যক্তি মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলে তাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি নামাজ পড়েছ ? লোকটি না-বাচক জবাব দিলে তাকে নির্দেশ দিলেন ওঠ নামাজ পড়ে নাও। যুদ্ধের ময়দানে খুতবা দেয়ার সময় ধনুক হাতে নিয়ে তার ওপর ভর দিয়ে খুতবা দিতেন।

www.pathagar.com

সফরের নিয়মাবলী

বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করা পছন্দ করতেন। হজ্ব ও ওমরাহ এবং জেহাদের উদ্দেশ্যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) অনেক সফর করেছেন। সফরে যাওয়ার সময় উম্মল মোমেনীনদের মধ্যে লটারী হত। যার নাম আসত তিনি সফরসঙ্গী হতেন। সাধারণত, বৃহস্পতিবার দিন যাত্রা করা পছন্দ করতেন এবং ভোরে বেরিয়ে পড়তেন। কোথাও কোন সৈন্য প্রেরণ করার প্রয়োজন হলেও ভোরেই প্রেরণ করতেন। উট সামনে আসার পর বিসমিল্লাহ্ বলে রেকাবে পা দিতেন। জিনের ওপর ঠিকমত বসে তিনবার তাকবীর উচ্চারণ করতেন। যাত্রা শুরু করার সময় নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতেন।

উচ্চারন ঃ "ছুবহানাল্লাযি ছাখখারালানা হাযা ওয়ামা কুন্নালাহু মুকরিনিনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লা মুন কালিবুন।

অর্থাৎ 'পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এ বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা কোন সময়ই একে অনুগত করে নিতে সামর্থ্য হতাম না। আর আমরা সবাই আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাব।

অতপর এ দোয়া পাঠ করে মোনাজাত করতেন, "হে আল্লাহ্! এ সফরে আমরা তোমার দরবারে নেকী- পরহেজগারী এবং এমন কাজ করার তওফিক প্রার্থনা করি, যে সমস্ত কাজে তুমি সন্তুষ্ট হও। হে আল্লাহ! এ সফর আমাদের জন্য সহজ এবং এর দূরত্ব আমাদের জন্য নিকট করে দাও। হে আল্লাহ! সফরে তুমিই আমাদের সঙ্গী, ঘরে রেখে যাওয়া পরিবার পরিজনের তুমিই অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমরা এ সফর ও ফিরে আসার পথে যাবতীয় কষ্ট ও বিপদাপদ, বাড়ি ঘর ও সহায় - সম্পদের যে কোন ক্ষতি থেকে তোমারই নিকট সাহায্য চাই। সফর থেকে ফিরে আসার পর উপরোক্ত দোয়ার সঙ্গে এটুকু সংযুক্ত করে দোয়া করতেন "আল্লাহ্র এবাদতের মধ্যে সময় অতিবাহিত করে, তাওবাহ্ ও প্রতিপালকের প্রশংসা করতে করতে ফিরে আসছি। পথ চলতে চলতে উচ্চভূমিতে আরোহণ করার সময় তাকবীর উচ্চারণ করতেন, আবার নিচের দিকে অবতরণের সময় গুনগুন করে তাসবীহ্ পাঠ করতেন। সঙ্গী সাহাবীগণও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর কণ্ঠ মিলিয়ে তাকবীর ও তাসবীহ্ পাঠে মনোযোগ দিতেন। পথের কোন মনজিলে অবতরণ করতে হলে এ দোয়া করতেন, হে জমীন, তোমার ও আমার পালনকর্তা ও মালিক আল্লাহ। আমি তোমার এবং তোমাদের মধ্যে যা কিছু আছে এবং যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তোমার ওপর যা কিছু বিচরণ করে, সবকিছু থেকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার সাহায্য চাই, বাঘ-ভাল্লুক, সাপ-বিচ্ছু এবং এ জনপদে যেসব লোক বাস করে তাদের সবার অনিষ্টতা থেকে। কোন লোকালয়ে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্তে এ দোয়া পাঠ করতেন ঃ সপ্ত আকাশ, সপ্ত জমীন এবং যা কিছু আমাদের ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে, এ সব কিছুর পালনকর্তা হে আল্লাহ! আমরা সকল প্রকার শয়তান ও মন্দ বাতাস থেকে তোমার সাহায্য চাই। তোমারই কাছে প্রার্থনা করি এ জনপদ ও তার অধিবাসীদের যাবতীয় কল্যাণ আর তোমার সাহায্য চাই এ বসতি ও তার অধিবাসীদের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে।

যুগ যুগ ধরে মদীনায় গৃহযুদ্ধ বিরাজ করছিল। মদীনার পৌত্তলিকগণ ইসলামের আহবানে ইসলাম গ্রহণ করলেও বহু পৌত্তলিক তাদের বাপ দাদার ধর্মে রয়ে গেল। তিনি উপলব্ধি করলেন এবং ইসলাম প্রচার করার জন্য মদীনাকে একটি শক্তিশালী দূর্গের শহর, শান্তি ও সমৃদ্ধির নগরী হিসাবে গড়ে তোলেন।

www.pathagar.com

তিনি মুসলমান, ইয়াহুদ ও পৌত্তলিক এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন। মদীনার অধিবাসী হিসাবে মুসলমান, পৌত্তলিক ও ইয়াহুদ সবাই এক জাতি। বহিঃশত্রু দ্বারা মদীনা আক্রান্ত হলে সকলেই একযোগে স্বদেশ রক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করবে। তাছাড়াও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল এতদিনের পরস্পর বিবাদ 'আউস' ও 'খোযরাজ' গোত্রের মধ্যে ঐক্য ও সু-সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ধিরে ধিরে ইসলামের এই অগ্রগতি সম্পর্কে মক্কার কোরায়েশরা সব খবরই অবগত হল। শত্রু তাদের হাত ছাড়া, কি করবে তারা ভেবে পায়না। তারা বুঝতে পারলো যে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই মোহাম্মদ দলবল নিয়ে যদি মক্কা আক্রমণ করে বসে! সব সময় তাদের এই উৎকন্ঠা, গোপনে বা ছদ্মবেশে মদীনায় তারা গুপ্তচরবৃত্তি ও উসকানি দিতে লাগলো।

যদি কোন সত্যত্যাগী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনে, তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞাতবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হুজোরাত (কুটীর সকল) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪) হে নবী! যারা ঘরের পিছন হতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ, (৫) তুমি বাহির হয়ে ওদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি ওরা ধৈর্যধারণ করত তাই তাদের জন্য উত্তম হত! আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন সত্যত্যাগী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনে, তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞাতবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।*

শত্রুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জেহাদ বা প্রতিবাদের ডাক দিলেন, ইতিমধ্যে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্ যুদ্ধের আদেশ দিলেন। শত্রুর পাল্টা আঘাত দ্বারা অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিলে শত্রুপক্ষ মনে করে মুসলমান শক্তিহীন ও দুর্বল সেজন্যে তিনি যুদ্ধের বা প্রতিশোধের অধিকার প্রতিষ্ঠার ডাক দিলেন।

তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ২৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১৬) তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ, কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর না। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।*

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে তবে, যারা তাওবাহ্ (অনুশোচনা) করবে তাদের জন্য নয়।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ্ (অন্নপাত্র) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৩) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক (ডান হাত বাম পা অথবা বাম হাত ডান পা) হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে*

www.pathagar.com

এটাই তাদের লাঞ্চনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। (৩৪) তবে, তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পর যারা তাওবাহ (অনুশোচনা) করবে তাদের জন্য নয়। সুতরাং জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এই মূলনীতি গ্রহণ করে তিনি যেখানে শত্রুর উৎপাতের খবর পেতেন হয় নিজে অথবা সাহাবীদের নেতৃত্বে মোজাহেদ দল পাঠাতেন। সাহাবীদের দলগুলির অভিযানকে 'সারিয়্যার' নামে পরিচিত। এসকল অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে শত্রুদের সাথে লোক ও বল শক্তি পরীক্ষা করা, তথ্য সংগ্রহ এবং শত্রুর গতি বিধি লক্ষ্য করা। কমপক্ষে ৪০টি সারিয়্যার অভিযান ছিল। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নিজেও জীবনে ২৩ বার এই রকম জেহাদ বা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন সেগুলিকে 'গাযওয়ার' নামে অভিহিত। তারমধ্যে ওয়াদানের যুদ্ধ, বুহুয়াতের যুদ্ধ, আল-আশিরার যুদ্ধ, বদরের প্রথম যুদ্ধ, নিষিদ্ধ মাসের যুদ্ধ, বদরের যুদ্ধ, ওহুদের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, হোনাইনের যুদ্ধ, তবুকের যুদ্ধ ইত্যাদি।

আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বাড়াবাড়িকারীদের পছন্দ করেন না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯০) আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ বাড়াবাড়িকারীদের পছন্দ করেন না। (১৯১) আর তাদের হত্যা কর যেখানে পাও এবং যেখান থেকে তোমাদের বাহির করে দিয়েছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদের বাহির করবে। বস্তুতঃ ফেতনা ফ্যাসাদ (দাঙ্গা বা ধর্মদ্রোহিতা) হত্যা অপেক্ষাও কঠিন অপরাধ। আর মসজিদুল হারামের (কা'বা শরীফের) নিকটে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদের হত্যা করবে, ইহাই অবিশ্বাসী কাফেরদের পরিণাম। (১৯২) কিন্তু তারা যদি বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৯৩) আর তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষন না (তাদের) ধর্মদ্রোহিতা দূর হয় এবং আল্লাহর দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত না হয়, কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে অত্যাচারকারীদের ওপর ছাড়া (অন্য কারো ওপর) হস্তক্ষেপ করা চলবে না। (১৯৪) পবিত্র মাসের বদলে পবিত্র মাস এবং সকল পবিত্র জিনিসের জন্য এরুপ বিনিময় সুতরাং যে তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরুপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ সাবধাণীদের সাথে থাকেন।

গাযওয়ারে বদর বা বদরের যুদ্ধ

হিজরি ২সনে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ৯জন সাহাবার একটি দলকে মক্কার দিকে প্রেরণ করেন। তারা তিন দিন পর সঙ্গে আনা গোপন পত্র পড়েন এবং নির্দেশ অনুযায়ী মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখলা' নামক স্থানে কোরাইশ কাফেলার দেখা পায় এবং তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে একজন কোরাইশ নিহত হল এবং দুইজন বন্দী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি হস্তগত হল। সেদিন রজব মাসের ৩০ তারিখ। নিষিদ্ধ মাস, এমাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা অন্যায়। তারা মদীনায় ফিরে গেলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এই কাজের জন্য দুঃখিত হলেন এবং বললেন আমিতো নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করতে তোমাদের পাঠাই নাই। তিনি এক অপ্রতিকর অবস্থার মধ্যে পড়লেন। তারপর মহান আল্লাহ তাহার পবিত্র কোরআনের ওহি নাজিল করেন।

www.pathagar.com

পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১৭) পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল, 'সে সময় যুদ্ধ করা ভীষন অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে (আদেশ পালনে) বাধাদান করা আল্লাহকে অস্বীকার করা, কাবা শরীফে (নামাজে) বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়, এবং বিদ্রোহ হত্যা অপেক্ষা ভীষনতর অন্যায়।' তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে। যে পর্যন্ত তোমাদের (সুপ্রতিষ্ঠিত) ধর্ম থেকে তোমাদের ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে এবং সে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরুপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের ইহকাল ও পরকালের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এবং এরাই জাহান্নামবাসী সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের এই ঘটনায় মক্কার লোকজন যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এদিকে ৩০/৪০ জন লোকসহ ৫০ হাজার দেরহাম নিয়ে আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে অস্ত্রসামগ্রী কিনে মক্কায় ফিরে যাওয়ার গোপন সংবাদ শুনে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মদীনা থেকে ৮০ মাইল দূরে বদর প্রান্তরে আসেন আবু সুফিয়ানের রণসামগ্রী ও বাণিজ্য সম্ভার হস্তগত করতে। কিন্তু সিরিয়া থেকে আবু সুফিয়ান বদরের প্রান্তরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের সংবাদ পেয়ে যায় এবং নির্ধারিত পথ ছেড়ে অন্য পথে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এদিকে সংবাদ পেয়ে আবু জেহেলের নেতৃত্বে এক বিরাট সেনা বাহিনী মদীনার দিকে অগ্রসর হয়। হটাৎ করে এই যুদ্ধ সংঘঠিত হওয়াতে মুসলমানেরা বড় সংকটে পড়েছিল যেহেতু মুসলমানেরা তখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল সৈন্য বাহিনী এবং সংখ্যায় কম ছিল। এদিকে আবু জেহেলের পরামর্শে মক্কী বাহিনী গর্বভরে উত্তর দিকে অগ্রসর হয় এবং বদরের প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে মুসলমানদের নিশ্চিত পরাজয় এর পরিবর্তে আল্লাহ নিশ্চিত জয় এনে দিলেন এবং শেষ পর্যায়ে মক্কী বাহিনী লজ্জাজনকভাবে পরাজয়বরণ করে। কাফেরগণ চোখের দেখায় মুসলমানদের দিগুণ দেখছিল এবং মুসলমানদের শক্তির কাছে নিশ্চিত পরাজয়বরণ করে।

কাফেরগণ চোখের দেখায় ওদের (মুসলমানদের) দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩) দুইটি দলের (বদর যুদ্ধে) পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল, এবং অন্যদল অবিশ্বাসী কাফের ছিল। কাফেরগণ চোখের দেখায় ওদের (মুসলমানদের) দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের জন্য উপদেশ রয়েছে।

এই যুদ্ধে এক দিকে মাত্র ৩১৩ জন বিশ্বাসী সৈন্য অপর দিকে সুসজ্জিত প্রবল বিরোধী পক্ষ। যুদ্ধের চরমক্ষনে বিশ্বাসী সৈন্যরা প্রায় পরাজয়ের মুখে দাড়িয়েছিল। এমতাবস্থায় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) একমুঠো কাকর বা ছোট পাথর নিয়ে আল্লাহর নাম করে বিরোধী পক্ষের দিকে ছুড়ে দেন এবং এভাবেই আল্লাহ বিশ্বাসী সৈন্যদের পরিহিত পোশাকে ফেরেস্তা পাঠিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

www.pathagar.com

তোমরা তাদের বধ করনি, আল্লাহ্ই তাদের বধ করেছেন, এবং তুমি যখন নিক্ষেপ (কাকর) করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন,

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনফাল (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬) সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত কেউ তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে আল্লাহর বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর সে কত নিকৃষ্ট ! (১৭) তোমরা তাদের বধ করনি, আল্লাহ্ই তাদের বধ করেছেন, এবং তুমি যখন নিক্ষেপ (কাকর) করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন, এবং এ বিশ্বাসিগণকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে শ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১৮) এভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন। (১৯) তোমরা (অবিশ্বাসীরা) সত্যের জয় চেয়েছিলে তা তো তোমাদের (অবিশ্বাসীদের) নিকট এসেছে, যদি তোমরা বিরত হও তবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় কর তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দেব এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না। এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীদের সাথে রয়েছেন।*

দ্বিতীয় হিজরীর রমজান মাসের প্রথম পক্ষকালের এই ঘটনা। ইসলামের ইতিহাসে ইহাই সর্ব প্রথম বড় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কুফার প্রধান আবুজেহেলসহ ৭০ জন নিহত হয়। মুসলমানদের ১৪ জন সাহাবা শহিদ হন। মুসলমানরা প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি লাভ করে।

নিশ্চয় বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২৩) এবং নিশ্চয় বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, তখন তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১২৪) স্মরণ কর, যখন তুমি বিশ্বাসীগণকে বলেছিলে, 'যদি তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার প্রেরিত ফেরেস্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কি তোমাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে না?' (১২৫) হা, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্যধর এবং সাবধাণ হয়ে চল তবে তারা দ্রুত গতিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেস্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। (১২৬) আর এতো আল্লাহ তোমাদের জন্য সুসংবাদ করেছেন যাতে তোমাদের মন শান্ত থাকবে। এবং সাহায্য সুযোগ পরাক্রম প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট থেকেই হয়। (১২৭) এই জন্য যে, তিনি অবিশ্বাসীদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন অথবা লাঞ্ছিত করবেন, তখন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে।*

গাযওয়ায়ে ওহুদ অথবা ওহুদের যুদ্ধ

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধের এক বৎসর যেতে না যেতেই তৃতীয় সনে মদীনা হতে দুই অথবা তিন মাইল দূরে 'ওহুদ' নামের এক পাহাড়ের পাদদেশে এই যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল বলে ইহা ওহুদের যুদ্ধ নামে পরিচিত। বদর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে প্রবল যুদ্ধের প্রস্তুতিসহ প্রচুর রণসম্ভারসমৃদ্ধ এক বিরাট সেনাবাহিনী ৩ হাজার সৈন্য ২ শত অশ্বরোহীসহ শত শত লৌহবর্ম, ঢাল, তলোয়ার, বল্লম ইত্যাদিসহ বিরাট সৈন্যদল মদীনার দিকে যুদ্ধে যাত্রা করলো।

www.pathagar.com

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মদীনাতে যুদ্ধ করার পক্ষপাতি ছিলেন না এবং তিনি যখন জানতে পারলেন মক্কাবাহিনীর আক্রমণের তখন তিনি সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে মদীনার বাইরে 'ওহুদ' নামক স্থানে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। শনিবার ফজরের নামাজের পরেই উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ব হলো। তুমুল যুদ্ধ। অনেকক্ষন ধরে যুদ্ধ চললো। এক পর্যায়ে কোরাইশ বাহিনী রণেভঙ্গদিয়ে পিছনের দিকে ছুটতে শুরু করলো। মুসলমান সৈন্যরা বিজয়ী মনে করে গিরি পথ অরক্ষিত অবস্থায় রেখে ময়দানের দিকে ছুটে গেল। ওদিকে খালেদ বিন ওয়ালিদ পিছন দিক থেকে গিরি পথ দিয়ে অতর্কিতভাবে মুসলমানদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। নিশ্চিত বিজয় হাতছাড়া হয়ে মুসলমানরা অগ্র এবং পশ্চাৎ দুই দিক হতে আক্রান্ত হলো। অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করলো। মুসলিম সৈন্য অধিক সংখ্যায় নিহত ও আহত হতে লাগলেন। হযরত হামজাহ (রাঃ) আততায়ীর বর্শাঘাতে শহিদ হন। সর্বমোট ৭০ জন সাহাবা শহিদ হন।

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনই মৃত্যু মনে কর না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্তুতি) *ঃ ১৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫৭) এবং যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ কর তবে তারা যা জমা করে তা থেকে উত্তম আল্লাহর ক্ষমা এবং দয়া। (১৫৮) এবং তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে তোমাদের আল্লাহর নিকটেই একত্রিত করা হবে।*

আয়াত ঃ (১৬৮) 'যারা ঘরে বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলত যে, তারা তাদের মত চললে নিহত হত না, তাদের বল, যদি সত্যবাদি হও তবে নিজেদের মৃত্যু হতে রক্ষা কর।' (১৬৯) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনই মৃত্যু মনে কর না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

পাথরের আঘাতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর একটি দাতও ভেঙ্গে যায়। সর্বত্র গুজব রটে গেল যে, তিনি নিহত হয়েছেন? কিন্তু পরবর্তিতে বেচে আছে জেনে মুসলমান সৈন্যরা কাফেরদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক দূর্বার আক্রমণ শুরু করে। আল্লাহ মুসলমানদের দৃষ্টিতে সল্প সংখ্যক কাফেরদের দেখতে সাহায্য করে ফলে মুসলমানদের শক্তি ও মনবলে মাত্র ৩০ থেকে ৩২ জন অবশিষ্ট সাহাবীদের সাথে কাফেররা যুদ্ধে রণেভঙ্গ দিয়ে মক্কায় ফিরে যায়।

তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন (যুদ্ধ) হয়েছিল তখন তিনি তাদের তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনফাল (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৩) স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় স্বল্প, যদি তোমাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস হারাবে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করেছেন এবং অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত। (৪৪) স্মরণ কর, বস্তুত যা ঘটার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন (যুদ্ধ) হয়েছিল তখন তিনি তাদের তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং আল্লাহর দিকেই সকল কাজের শেষ স্থান।*

www.pathagar.com

যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ ছিলেন উভয়ের সহায়ক।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২১) এবং (স্মরণ কর), যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট থেকে প্রত্যূষে বাহির হয়ে যুদ্ধের (ওহুদের যুদ্ধ) জন্য বিশ্বাসীদের ঘাঁটি ঠিক করে দিচ্ছিলে; এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১২২) যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ ছিলেন উভয়ের সহায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহর প্রতিই নির্ভর করা।

গাযওয়ায়ে খন্দক অথবা খন্দকের যুদ্ধ

বণি নাজির গোত্রের ইহুদীরা মদীনা হতে নির্বাসিত হয়ে মক্কায় পরাজিত আরবদীগকে পুনঃ যুদ্ধের জন্য অর্থ ও উসকানি দিতে লাগলো। এদিকে কোরাইশগণ ও ইহুদী গোত্রগুলোসহ সর্বমোট ১০ হাজার সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়ে গেল। এক বিশাল সৈন্যবাহিনী মদীনার দিকে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে লাগলো। এই সংবাদ পেয়ে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) খন্দক অর্থাৎ খাল বা পুকুর খননের সিদ্ধান্ত দিলেন। মদীনার তিন দিকই ছিল পাহাড় সেহেতু দিন রাত্রি পরিশ্রম করে এক সপ্তাহের মধ্যে একদিকে ১০/১২ হাত চওড়া এবং ৮/১০ হাত গভীর আকারের বিরাট খাল বা পুকুর খনন করলেন। পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে মার মার করে আবু সুফিয়ানের বাহিনী মদীনায় পৌছে এই বিরাট পুকুর বা খাল প্রাচির দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। দীর্ঘ ২১ দিন পর্যন্ত তারা ঐ খন্দকের তীরে অবস্থান করলো। পরিশেষে অনাহার, ক্লান্তি, ঝড় তুফান, বজ্রপাত এবং শিলা বৃষ্টির জন্য তাদের তাবু ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল এবং দ্রুত মক্কার দিকে ফিরে গেল।

হোদায়বিয়ার সন্ধি

হোদায়াবিয়ার বর্তমান নাম শোমাইসী। হোদায়বিয়া থেকে মক্কার মসজিদুল হারামের দূরত্ব ২১ কিঃমিঃ। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি সাহাবাগণসহ নিরাপদে হারাম শরীফে বা মাক্কা শরীফে প্রবেশ করছেন, এবং কেহ চুল কাটছেন, কেহ মাথা মুন্ডন করছেন। এই স্বপ্নের পর সত্যিই জিলকদ মাসে তিনি মদীনা থেকে মক্কায় ওমরাহের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে হোদায়াবিয়ায় অবস্থান করেন। মক্কার কাফেররা তাকে ওমরাহ আদায় করতে বাধা দেয়। তিনি উসফান পৌছান তখন মুসলমানদের গুপ্তচর বিসার বিন সুফিয়ান কারী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সংবাদ দেন যে, মক্কার কোরাইশরা জু-তওয়ায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে এবং খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে কোরাউল গামীমে অশ্বারোহী বাহিনীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারা যে কোন মূল্যে আপনাকে মক্কা প্রবেশে বাধা দিবে। তিনি ওই সংবাদ পেয়ে মক্কার রাস্তা পরিবর্তন করে হোদায়বিয়ায় উপস্থিত হন। সানিয়াতুল মেরারে পৌছার পর তিনি এর উটে বসে যান। কোরাইশদের সাথে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর দূত বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে হযরত উসমানকে মধ্যস্থার জন্য মক্কায় পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে তার ফিরতে দেরি হওয়ায় গুজব রটে যে, মক্কার কাফেরগণ তাকে হত্যা করেছে। সব শেষে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে ১০ বৎসরের একটি সন্ধিচুক্তি হয়। ছোহায়েল ইবনে আমর নামক এক ব্যাক্তির মধ্যস্থতায় মুসলমান ও কোরাইশদের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং হযরত আলীর দ্বারা চুক্তিপত্র লিখিত হয়। সেই সন্ধির শর্তসমূহ নিম্নরুপ ছিল ঃ

(১) এ বৎসর মুসলমানগণকে অবশ্যই ওমরাহ্ না করে ফিরে যেতে হবে; আগামী বৎসর এসে ওমরাহ্ করবে এবং মক্কায় তিনদিনের বেশি থাকতে পারবে না।

www.pathagar.com

(২) মক্কায় আসার সময় খোলা অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারবে না।
(৩) মক্কার কোন মুসলমানদের সঙ্গে যেতে চাইলে মুসলমানগণ তাকে সঙ্গে নিতে পারবেনা কিন্তু কোন মুসলমান যদি দল ত্যাগ করে মক্কায় থাকতে চাই তাকে মক্কায় থাকতে দিতে হবে।
(৪) ইসলাম গ্রহণ করে কেহ মক্কা হতে মদীনায় চলে গেলে তাকে মক্কার লোকদের কাছে ফেরত দিতে হবে কিন্তু কোন মুসলমান ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গেলে তাকে মদীনার মুসলমাদের কাছে ফেরত দেয়া হবে না।
(৫) ১০ বৎসর এই চুক্তি বলবৎ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে উভয় পক্ষ থেকে একে অন্যের ওপর আক্রমণ করতে পারবেনা। অথবা কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করতে পারবে না, এমনকি যে কোন পক্ষের মিত্রদের বেলায়ও এ আইন কার্যকর থাকবে।

চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সেখানেই সকলকে এহরাম ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। উটগুলি কোরবানী করা হলো। সকলে মাথামুন্ডন করে এহরাম ছেড়ে মদীনায় ফিরে গেল। পরের বৎসর চুক্তি অনুযায়ী ওমরাহ করা হল।

চুক্তির বাহ্যিক শর্তগুলো মুসলমানদের জন্য অপমানজনক ছিল। কিন্তু এর ভিতরে প্রকাশ্য বিজয় লুকিয়ে ছিল। এই সন্ধি পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়। ঐ সন্ধি অনুযায়ী 'খোযাআ' গোত্র মুসলমানদের সাথে মিত্রশক্তি হিসাবে যোগ দেয় এবং বণি বকর গোত্র যোগ দেয় কোরাইশদের মিত্রশক্তি হিসাবে। ইসলাম আসার পূর্ব পর্যন্ত এই দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। সন্ধির পর বণি বকর সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং এক রাত্রে 'খোযাআ' গোত্রের ওপর আক্রমণ করে তাদের সহায় সম্পত্তি লুট-পাট করে। কোরাইশদের লোকেরা এই কাজে বণি বকরকে অস্ত্র-শস্ত্র ও লোকজন দিয়ে সাহায্য করে।

'খোযাআ' গোত্র এই আক্রমণের পর তাদের মিত্রশক্তি মুসলিম নেতা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘটনা শুনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং বলেন 'খোযাআ' গোত্র বিজয়ী হয়েছে। তিনি এই বাক্য দুইবার উচ্চারণ করেন। কোরাইশরা হুদাইবিয়ার চুক্তি ভঙ্গ করায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন।

বস্তুত যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব। তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য সংগ্রাম করবে না?

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ៖ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭১) হে ঈমানদারগণ (বিশ্বাসীগণ)। সতর্কতা অবলম্বন কর, অতঃপর হয় দলে দলে (যুদ্ধের সময়) বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা এক সাথে অগ্রসর হও। (৭২) আর তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে গড়িমসি করবেই। তোমাদের কোন বিপদ হলে সে বলবে, 'আল্লাহ আমার প্রতি অত্যন্ত দয়া করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম না।' (৭৩) আর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ (যুদ্ধেলব্ধ সম্পত্তি) হয়, তবে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না এভাবে বলে, 'হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য (যুদ্ধেলব্ধ সম্পত্তি) লাভ করতাম।' (৭৪) অতএব, যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাদের আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা উচিত। বস্তুত যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব। (৭৫) তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায়

www.pathagar.com

নরনারী ও শিশুদের জন্য সংগ্রাম করবে না? যারা বলেছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ অত্যাচারী শাসকের দেশ হতে আমাদের অন্য স্থানে নিয়ে যাও এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী কর।' (৭৬) যারা ঈমানদার বিশ্বাসী তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী কাফের তারা তাগুতের পথে (তাগুত-যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায় উপকরণের নাম) সংগ্রাম করে, সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, শয়তানের চক্রান্ত কৌশল একান্তই দুর্বল।

কোরাইশরা নিজেদের ত্রুটির কথা উপলব্ধি করতে পেরে আবু সুফিয়ানের কাছে এসে তাদের অপকর্ম সম্পর্কে তাকে অবহিত করে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে যেয়ে সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ জানানোর দাবী করে। তারপর আবু সুফিয়ান মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির আহবান জানানোর পরিকল্পনা করেন। ইতিমধ্যে চুক্তির ২ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে।

কোরাইশদের চুক্তিভঙ্গ মুসলমানদের পক্ষে গেছে। আর এটাই মক্কা বিজয় ও মক্কার লোকদের ইসলাম গ্রহণের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'খোযাআ' গোত্রের লোকদের আগে আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহর দরবারে পৌছার জন্য দ্রুত রওনা হয়ে গেল। এদিকে আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌছার আগেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আবু সুফিয়ান সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য মদীনায় আসছে এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে।

আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহর কাছে পৌছে বলেন, আমি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলাম না। আপনি সন্ধির নবায়ণ করুণ এবং মেয়াদ বৃদ্ধি করুণ। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'হে আবু সুফিয়ানঃ তুমি কি এজন্যই এসেছ?' তারপর তিনি সাহাবায়ে কেরামদের বলেন, তোমরা কেউ কি তোমাদের মত প্রকাশ করবে? সাহাবারা বললেন, আমরা কৃতচুক্তি ও সন্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি। আমরা এর কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন কামনা করি না। তারপর আবু সুফিয়ান হযরত আবু বকর, ওমর এবং উসমানের কাছে তাদের সুপারিশ কামনা করেন। কিন্তু সফল না হয়ে হযরত আলীর কাছে আসেন এবং বলেন, আমি দেখছি বিষয়টি কঠিন হয়ে গেছে এবং আমার মুখ বন্ধ হয়ে আসছে। আপনি আমাকে উপদেশ দিন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি এ ব্যাপারে তোমার উপকারে আসার মত কোন কিছু দেখি না। তুমি মক্কায় ফিরে যাও। আবু সুফিয়ান প্রশ্ন করেন, আপনি কি মনে করেন যে, এর দ্বারা আমার চলবে। হযরত আলী বলেন, আমি তা মনে করি না। তবে তোমার জন্য এর চেয়ে ভিন্ন কিছুও আমি দেখি না। আবু সুফিয়ান ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফিরে আসলেন।

এ দিকে মক্কায় আবু সুফিয়ানের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে, মক্কাবাসীরা তাকে গোপনে মুসলিম হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করল। মদীনা থেকে ফিরে আসার পর কোরাইশরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, কি খবর? মোহাম্মদের কাছ থেকে লিখিত কোন কাগজ বা সন্ধিবৃদ্ধি সংক্রান্ত দলীল এনেছ কি? তিনি উত্তরে বলেন, না। আমি বহু চেষ্টা করেও সফল হয়নি। তবে আমি তার সাহাবীদের যত বেশী আনুগত্য দেখলাম অন্য কোন বাদশাহরও এত বেশী আনুগত্যকারী লোক নেই।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে সপ্তম হিজরীতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচারের যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে ৬ জন রাজার নামে ৬টি ঐতিহাসিক চিঠি প্রেরণ করেছিলেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন- আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট কেছরা, মিশরের বাদশাহ মুকাউকাছ, সিরিয়ার শাসনকর্তা মোনজের ইবনে হারেছ এবং ইয়ামামার গোত্র প্রধান হাওয়াজা ইবনে আলীর কাছে।

www.pathagar.com

তাছাড়াও হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মনোযোগী হন এবং দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। যুদ্ধ না হওয়াতে তিনি এবং সকল সাহাবীগণ ব্যাপকভাবে মানুষকে ইসলামের দ্বীনের দিকে বা ইসলামের পতাকার দিকে আহবান করলেন যার ফলশ্রুতিতে অস্ত্রছাড়া অথবা যুদ্ধছাড়া তিনি মক্কা বিজয় করার পরিকল্পনা করলেন। একইসাথে মক্কা ও মদীনায় অধিক সংখ্যক মুসলমান ধর্মে রুপান্তরিত করার কার্যক্রম চলতে থাকে। এর ফলে হুদাইবিয়ার সন্ধিই ছিল মুসলমানদের জন্য বিজয় কেননা তারা তাওহীদ বা সংযম নীতিতে বলিষ্ট হয়েছিলেন। আল্লাহ, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে যুদ্ধছাড়া সংযমের পথ শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তার রাসুল ও বিশ্বাসীদের প্রশান্তি দান করলেন; তাদের তাওহীদ 'সংযম' নীতিতে বলিষ্ট করলেন,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ফাতাহ্ (বিজয়) *৪ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৫) ওরাই সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তোমাদের বাহির করেছিল 'মসজিদুল হারাম' (পবিত্র মসজিদ) হতে ও বাধা দিয়েছিল কোরবানীর পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছাতে। মক্কায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী না থাকলে- যাদের অজ্ঞাতসারে হত্যা করলে তোমরা অনুতপ্ত হতে- (তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হত) যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এজন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করবেন; যদি ওরা পৃথক হত আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম; (২৬) কেননা, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তরে মূর্খ্য অজ্ঞ-যুগের জেদ পোষণ করত; আল্লাহ তার রাসূল ও বিশ্বাসীদের প্রশান্তি দান করলেন; তাদের তাওহীদ 'সংযম' নীতিতে বলিষ্ট করলেন, তারা ছিল এর অধিকতর যোগ্য এবং উপযুক্ত। আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।*

৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৭) আল্লাহ তার রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই 'মসজিদুল হারামে' (কা'বা শরীফে) নিরাপদে প্রবেশ করবে- কেউ কেউ মাথা মুন্ডিত করবে কেউ কেউ চুল কাটবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না আল্লাহ জানেন তোমরা যা জান না। এ ছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সত্য বিজয়।

মক্কা বিজয়

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। আনসার ও মুহাজিরদের ১০ হাজার যোদ্ধা সহকারে, ১০ই রমজান (৮ম হিজরী) তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেন, সকলেই রোজা রেখেছিলেন। কুদাইদে পৌঁছার পর তারা সকলে ইফতার করেন, এবং পুনরায় মক্কা অভিমূখে অগ্রসর হন। তাঁরা মক্কার নিকটবর্তী ওয়াদী ফাতিমায় এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। এটি মক্কা বিজয়ের মুসলিম বাহিণীর অবতরণ স্থল। ওয়াদী ফাতিমা মক্কার উত্তরে ২২ থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এর পুরাতন নাম মাররুজ জাহারান। এই উপত্যকায় বহু ঝর্ণা ও খেজুর বাগান ছিল। এই উপত্যকায় মক্কা বিজয়ের সময় মদীনা থেকে আগত মুসলিম বাহিনী অবতরণ করে রাত্রি যাপন করে।

এমতাবস্থায় মক্কায় অবস্থানকারী হযরত আব্বাস (রাঃ) মক্কার নিরাপত্তার জন্য মক্কাবাসীদের একজনকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে পাঠানোর চিন্তা করেন এবং আবু সুফিয়ানকে সাথে করে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে রওনা হন। একাধিকবার যোগাযোগের পর আবু সুফিয়ান মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে বলেন, 'যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খালেদ বিন ওয়ালিদকে (ইতিমধ্যে মুসলমান হয়েছে) বিভিন্ন আরব গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে মক্কার নিম্ন ভূমির

www.pathagar.com

দিক থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন এবং প্রথম বাড়ীর কাছে যেয়ে পতাকা উড়ানোর হুকুম দেন। তিনি আরো নির্দেশ দেন, কেউ যুদ্ধ না করলে যেন কারও সাথে যুদ্ধ করা না হয় এবং কাউকে হত্যা করা না হয়। এদিকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া, ইকরামাহ বিন আবু জাহল খন্দমা পাহাড়ের নিকটে কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়।

হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর বাহিনীর সাথে তাদের লড়াই হয়। এতে কিছু মারা যায় এবং অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় যুদ্ধ-বিগ্রহ অনুষ্ঠিত না হওয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন। আনসার নেতা হযরত সাদ' বিন উবাদাহ বলেছিলেন, আজ যুদ্ধ ও প্রতিশোধের দিন, আজ নিষিদ্ধ জিনিষকে বৈধ করার দিন এবং আল্লাহ আজ কোরাইশদের অপমানিত করবেন। তিনি একথা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিজয়ের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন। এই মক্কাবাসীরাই তাকে এবং মুহাজিরদেরকে অত্যাচার নির্যাতন করে ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিল। তথাপি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাদ বিন উবাদাহ এর এই কথার জবাবে বলেন 'আজকের দিন দয়া, করুণার ও ইজ্জত দেয়ার দিন'। যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সাদ বিন আবু উবাদাহর হাত থেকে পতাকা নিয়ে তাঁর ছেলের হাতে দিলেন।

আমি মক্কা অঞ্চলে ওদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করার পর ওদের হাত তোমাদের হতে বিরত করেছি। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সব দেখেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ফাতাহ (বিজয়) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১৮) বিশ্বাসীরা যখন বৃক্ষতলে (হুদাইবিয়াই) তোমার নিকট তোমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদের তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদের জন্য স্থির করলেন আসন্ন বিজয়, (১৯) ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধেলব্ধ সম্পদ যা ওরা লাভ করবে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধে বিজয় বিপুল সম্পদের যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি এ তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রু হস্ত বিরত করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও; এবং বিশ্বাসীদের জন্য এ হবে এক নিদর্শন এবং আল্লাহ তোমাদের সরল পথে পরিচালিত করেন, (২১) আরও বহু সম্পদ আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২২) সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে পরিণামে ওরা অবাধ্য প্রদর্শন করত তখন ওদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকত না। (২৩) এটিই আল্লাহর বিধান, প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে; তুমি আল্লাহর এ বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না। (২৪) আমি মক্কা অঞ্চলে ওদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করার পর ওদের হাত তোমাদের হতে বিরত করেছি। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সব দেখেন।*

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কাসওয়া নামক উটে চড়ে পিছনে হযরত উসামা বিন জায়েদ (রাঃ) কে সাথে করে মক্কায় প্রবেশ করেন। সেদিন ছিল শুক্রবার সকাল বেলা। আল্লাহর প্রতি বিনয়ের সাথে মাথা নত করে তিনি প্রবেশ করেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ পরকালের জীবন ছাড়া সত্যিকার কোন জীবন নেই।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উটের পিঠে করে হুজুনে আসার পর সবাই প্রশান্ত হল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পাশে ছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ) তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে কথা বলছিলেন এবং সূরা ফাতাহ পড়তে পড়তে এগিয়ে আসছিলেন। কা'বায় পৌছার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সওয়ারীর ওপর বসেই তাওয়াফ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতের লাঠির মাথা দিয়ে হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করার জন্য মোহাম্মদ বিন সালামাহ (রাঃ) উটের লাগাম

www.pathagar.com

ধরেন। তখন কা'বার ভিতর বিভিন্ন গোত্রের ৩৬০টি মূর্তি ছিল। শিশা গলিয়ে ঐগুলোর পা আটকিয়ে রাখা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে খোঁচা দেয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেকটা ভেঙ্গে পড়ে গেল এবং হাতে ধরে আর একটিও ভাঙ্গার প্রয়োজন হল না। তারপর তিনি কোরআনের একটি আয়াত পড়েন, অর্থ 'সত্য সমাগত, অসত্য বিতাড়িত, অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী।'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উসমান বিন আবিতানহার কাছ থেকে চাবি এনে কা'বায় প্রবেশ করেন এবং হযরত ওমর এবং উসমান (রাঃ) কে কা'বার ভিতরের অঙ্কিত ছবিগুলো মুছে ফেলার নির্দেশ দেন। কোরাইশরা কা'বার ভিতরে ফেরেস্তা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ) এর হাতে ভাগ্যের তীর দিয়ে ছবি এঁকেছে এবং হযরত এসহাকসহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম ও মরিয়মের ছবিও অঙ্কন করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবায় প্রবেশ করার পর হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) দরজায় দাঁড়িয়ে লোকদেরকে ভিতরে ঢুকতে নিষেধ করছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কা'বার দরজায় এসে দাঁড়ান এবং কোরাইশরা তাঁর সিদ্ধান্ত শুনার জন্য সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তিনি তাঁর ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করলেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করলেন, তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্মানিত করলেন এবং একাই সকল দলকে পরাজিত করলেন।' তারপর বললেন, হে কোরাইশ! তোমাদের ব্যাপারে আমার কি সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার বলে তোমরা মনে কর? তারা উত্তরে বলে, আমরা ভাল সিদ্ধান্তই আশা করি। কেননা, ভাই ও ভাতিজা থেকে উত্তম সিদ্ধান্তই প্রত্যাশা করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হযরত ইউসূফ (আঃ) তাঁর ভাইদের উদ্দেশে যা বলেছিলেন, আজ আমিও তোমাদের উদ্দেশ্যে তাই বলবো। হযরত ইউসূফ (আঃ) বলেছিলেন, 'আজ কোন প্রতিশোধ নয়। আল্লাহ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুণ, তিনি সর্বাধিক দয়ালু।' তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাকামে ইব্রাহীমের কাছে আসেন এবং দুই রাকায়াত নামাজ পড়েন। এরপর তিনি জমজম কূপের কাছে আসেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাঁর জন্য এক বালতি পানি উঠান। তিনি পানি পান ও অজু করেন।

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামী যুগের শুভ সূচনা হয়। ৮ই হিজরীর ২০শে রমজান রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাতে মক্কার পতন হয় এবং আবু সুফিয়ানসহ অন্যান্য সবাই মুসলমান হয়। যারা দুর্ভাগ্যের কালিমা নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে তারাই শুধু এই বিশাল নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

তুমি মানুষকে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাস্‌র (সাহায্য) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় (২) এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীন (ধর্ম) গ্রহণ করতে দেখবে। (৩) তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে এবং তার ক্ষমা প্রার্থনা করবে, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাপরবশ।

গাযওয়ায়ে হোনাইন অথবা হোনাইনের যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় কিছু দিন অবস্থান করেন। পরে, শাউয়াল মাসে, তায়েফের হাওয়াযেন ও সাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হোনাইন যান। হোনাইন শব্দ 'হানান' শব্দ থেকে

www.pathagar.com

এসেছে। এর নামকরণ করা হয়েছে হুনাইন বিন কানিয়া বিন মাহলাইল এর নামানুসারে। এই স্থানটি মক্কা থেকে ১০-১৯ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এবং কেউ কেউ বলেছেন এটি বর্তমানে শারায়ে উপত্যকা নামে অবস্থিত এবং মক্কা থেকে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ ময়দানেই হোনাইন যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুসলমানরা সেখান থেকে বিজয়ের বেশে ফিরে আসে।

আল্লাহ্ তোমাদের বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হোনাইনের যুদ্ধের দিনে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) *ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৫) আল্লাহ্ তোমাদের বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হোনাইনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ণ করেছিলে। (২৬) অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীদের ওপর দয়া বর্ষণ করেন যাতে ওদের চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান করেন। এটিই অবিশ্বাসীদের কর্মফল। (২৭) এর পরও যার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ হতে পারেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।*

হোনাইন যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের পর জানতে পারলেন যে, হাওয়াযেন গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং গোত্র প্রধান মালেক বিন আওফ যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। নসর, জসম এবং সাকীফ গোত্র তাদের সাথে যুদ্ধে যোগ দেয় ও সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। মদীনা থেকে আগত ১০ হাজার সাহাবায়ে কেরামের সাথে মক্কার আরও ২ হাজার নওমুসলিম যোগ দেয়। ৮ই হিজরী ১০ শাওয়ালের সকালে মুসলমানেরা হোনাইন স্থানে উপস্থিত হয়। হাওয়াযেন গোত্র ছিল দক্ষ তীরন্দাজ। তারা মুসলমানদের আগেই হোনাইন উপত্যকার পাহাড় ও গীরিপথসমূহে অবস্থান নেয় এবং মুসলমানদের ওপর একযোগে আক্রমণ শুরু করে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে মুসলমানরা দিশাহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে এবং ওহুদের যুদ্ধের মতো অবস্থার শিকার হয়। অবশেষে স্বয়ং আল্লাহ যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন করে মুসলমানদের পক্ষে বিজয় এনে দেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওপর প্রশান্তি আনেন। আল্লাহ ঐ যুদ্ধে ফেরেস্তাদের পাঠিয়ে সাহায্য করেন।

আমি তোমাকে সাহায্য করব এক সহস্র ফেরেস্তা দ্বারা যারা একের পর এক আসবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনফাল (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯) স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং (বলেছিলেন) 'আমি তোমাকে সাহায্য করব এক সহস্র ফেরেস্তা দ্বারা যারা একের পর এক আসবে।' (১০) এবং আল্লাহ এ করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে, এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহর নিকট হতেই আসে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*

এই যুদ্ধের ফলে, গোটা আরবে ইসলাম বিরোধী শক্তির পরাজয় হয়। হোনাইন যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে অনেক যুদ্ধবন্দী, উট, দুমবা, ভেড়া-ছাগল এবং রোপ্য মুদ্রা হস্তগত হয়।এটা ছিল সবচেয়ে বড় যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি। যুদ্ধ শেষে, সেখান থেকে জো'রানা যান এবং সেখানে ১৫

www.pathagar.com

রাত অবস্থান করেন। পরে ওমরাহর উদ্দেশ্যে এহরাম বেঁধে মক্কায় আসেন ও ওমরাহ্ করেন। মদীনা রওনা হওয়ার আগে ও'তাব বিন ওসাইদকে মক্কার শাসক নিযুক্ত করেন এবং তাকে মক্কাবাসীদের সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ দেন।

গাযওয়ায়ে তবুক অথবা তবুকের যুদ্ধ

নবম হিজরীর ঘটনাগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা তবুক অভিযান। ইহাই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর শেষ জেহাদ বা যুদ্ধ। ইতিপূর্বে সৈন্য সংখ্যা মক্কা বিজয়ের সময় দশ হাজার এবং হোনায়েনের যুদ্ধে তা বেড়ে ১২ হাজার পর্যন্ত উঠেছিল। কিন্তু তবুকের যুদ্ধে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। তারমধ্যে ১০ হাজারই ছিল ঘোড়সওয়ার। প্রতিপক্ষ ইসলামের তৎকালিন বড় শত্রু রোমানরা ২ লক্ষ্য সৈন্যসহ মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনার সংবাদ পেয়ে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তিনশত মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করে দ্রুত পৌছিলেন রোম সাম্রাজ্যের 'তবুক' প্রান্তরে এবং সেখানে সেনা ছাউনী ফেললেন।

মুসলিম কাফেলার এই মহা সমারায়োজন দেখে রোম সেনাদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেল। এবং হাদীছে বর্ণিত, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সেখানে মাগরিবের নামাজের পূর্বে মেসয়াক করেছিলেন এবং সাথে সাথে সকল সৈন্যরাও মেসয়াক করছিলেন, তখন দূর থেকে রোম সৈন্যরা তাদের চোখের দেখায় মুসলমান সৈন্যদের দৈহিক আকৃতি বড় দেখছিল এবং মেসহাক এর আকৃতিও বড় গাছের মতো বা খেজুর গাছের মত বড় দেখছিল। সীমান্তে সন্নিবেশিত সেনাদল সীমান্ত হতেই ভয়ে পালিয়ে যায় এবং অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সেখানে ২০ দিন অবস্থান করলেন। তবুকে কোন যুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এভাবেই তবুকে অভিযান চালিয়ে রোম সাম্রাজ্য পর্যন্ত গোটা এলাকা মদীনার শাসনাধীন করে বিনা যুদ্ধে চরম বিজয় অর্জন করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

ওদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও ওর জানাজায় প্রার্থনা করার জন্য ওর কবর পার্শ্বে দাঁড়াবে না, এবং সত্যত্যাগী অবস্থায় ওদের মৃত্যু হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা তাওবাহ্ (অনুশোচনা) ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ** (৮১) যারা (তবুক অভিযানে) পশ্চাতে রয়ে গেল তারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতেই আনন্দলাভ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা পছন্দ করল না এবং তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।' বল, 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম।' যদি তারা বুঝত! (৮২) অতএব তারা কিঞ্চিৎ হেসে নিল, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তারা প্রচুর কাঁদবে। (৮৩) আল্লাহ যদি তোমাকে ওদের কোন দলের নিকট ফেরৎ আনেন এবং ওরা অভিযানে বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তুমি বলবে, 'তোমরা আমার সাথে কখনও বের হবে না এবং তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে, সুতরাং যারা পিছনে থাকে তাদের সাথে বসে থাক।' (৮৪) ওদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও ওর জানাজায় দোয়া করার জন্য ওর কবর পার্শ্বে দাঁড়াবে না, ওরা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং সত্যত্যাগী অবস্থায় ওদের মৃত্যু হয়েছে। (৮৫) সুতরাং ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ ওর দ্বারাই ওদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান, ওরা অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় ওদের দেহত্যাগ করবে।*

www.pathagar.com

ইসলামী শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মক্কায় ইসলামী শাসনের সূচনা হয় এবং জাহেলিয়াতের সকল রীতি-নীতি এবং আইন-কানুনের পরিবর্তে ইসলামের আইন-কানুন চালু হয়। তিনি ইসলাম পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতের মূর্তিপূজা, শিরক বা অংশি, মানুষের সার্বভৌমত্ব এবং মানব রচিত আইন ও মতবাদের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তার পরিবর্তে আল্লাহর একাত্ব সার্বভৌমত্ব, আইন ও বিধি-বিধান চালু করেন।

মক্কা বিজয়ের দুই বৎসর পর ১০ম হিজরীতে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জে আসেন। হিজরতের পরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রথম এবং শেষ হজ্জ্ব এই জন্য ইহাকে ঐতিহাসিকগণ বিদায় হজ্জ্ব বলে অভিহিত করেন। ২৬শে জিলক্বদ জোহরের নামাজ এর পরে তিনি কাসওয়া উটে আহোরণ করে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। দলে দলে লোক এসে মিলিত হতে লাগল কাফেলার সাথে এবং যাত্রা পথে লোক বৃদ্ধি পেয়ে এমনকি দুই লক্ষ পর্যন্ত পৌছাল। এই বিশাল জনসংখ্যার কাফেলাসহ ৯ দিনের পথ অতিক্রম করে জিলহজ্জ্ব মাসের ৫ তারিখে মক্কা শরিফে পৌছেছিলেন। প্রথমেই বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করেন তারপর তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আহরণ করেন। ৮ই জিলহজ্জ্ব বায়তুল্লাহ শরিফের কাছে উপস্থিত হন এবং ৯ তারিখে ফজরের নামাজ পড়ে আরাফাতের দিকে যাত্রা করেন। এই আরাফাতের ময়দানে তিনি বিশাল জনতার সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ (খুতবা) দান করেছিলেন।

আরাফাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর বিদায় ভাষণ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে যে ভাষণ দেন তা বিশ্বের দিশেহারা মানবতার কল্যাণের জন্য মুক্তিসনদ। মুসলিম, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজায় হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে আরাফাতের দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ আজকের এই পবিত্র দিন, মাস এবং শহরের মতই পবিত্র ও নিষিদ্ধ। জেনে রেখ, জাহেলিয়াতের সকল আইন কানুন আমার পায়ের নীচে এবং এগুলো সবই বাতিল। জাহেলিয়াতের রক্তপণ বাতিল। আমাদের পক্ষ থেকে আমি সর্ব প্রথম ইবনে রবিআ বিন হারেস বিন আবদুল মোত্তালিবের রক্তপণ বাতিল ঘোষণা করছি। সে বণি সাদগোত্রে দুধ পানকারী পোষ্য শিশু ছিল। হোজাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহেলিয়াতের সূদকে আমি বাতিল ঘোষণা করছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমি আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সূদকে বাতিল করছি। এগুলো সবই বাতিল। নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর স্বাক্ষিতে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমা দ্বারা তাদের বিবাহ করেছ। তাদের দায়িত্ব, তোমাদের বিছানায় অন্য কোন লোককে স্থান না দেয়া। যা তোমরা কখনও পছন্দ করবে না। যদি তারা অনুরূপ করে তাহলে তাদেরকে জখম না করে মেরে শাস্তি দিও। কিন্তু স্মরণ রেখ, তোমাদের ওপর তাদের ইনসাফ পূর্ণ ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এই দুটো জিনিষের অনুসরণ করবে সে পর্যন্ত তোমরা গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুইটি জিনিস, যেমন- আল্লাহর কিতাব (কোরআন) ও আমার সুন্নাত। আমার দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তোমরা কি বলবে? সবাই উত্তর দেয় আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আপনার দায়িত্ব পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠিয়ে তিনবার বলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা আহ্‌যাব (দলসমূহ) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৯) ওরা (নবীগণ) আল্লাহর বাণী প্রচার করত; ওরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকেও ভয় করত না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪০) মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।*

হজ্জ্ব শেষে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পরে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ১১ হিজরীর সফর মাসের ২৯ তারিখে মাথার যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি স্ত্রী হযরত আয়েশার কাছে থাকতেন। শত দুর্বলতার মধ্যেও অসুস্থ অবস্থায় তিনি ১১ দিন পর্যন্ত মসজিদে জামায়াতে নামাজ পড়েন। মৃত্যুর আগের দিন তিনি হযরত আয়েশাকে অবশিষ্ট ৭টি স্বর্ন মুদ্রা দিলেন এবং এগুলি দান করে দিতে বলেন। হযরত আয়েশা তখনই ওগুলো দান করে দিলেন। তখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছিলেন, 'দুনিয়ার ধন সম্পদ জমা রেখে আমি আমার আল্লাহর সাথে মিলিত হতে লজ্জা ও সংকোচ বোধ করছি।' এমনকি ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রও দান করেছিলেন আল্লাহর ভালবাসায়। তারপর ১১ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ৬৩ বৎসর ৪ দিন বয়সে সকাল ১০টার সময় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুর পূর্বে তিনি উপর দিকে হাতের ইশারা করে "উর্দ্ধলোকের প্রিয়তম বন্ধুর সাথে মিলিত হতে চায়" এইরুপ তিনবার বলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর শুরু হয় খেলাফতে রাশেদার যুগ। হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান এবং আলী (রাঃ) হিজরী ৪১ সাল পর্যন্ত, নবী করিম (সাঃ) এর অনুসৃত পদ্ধতিতে বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। মক্কা ও মদীনার প্রতি তাদের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর ইসলামের প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ) এর আমলে তারই নির্দেশ এবং হযরত ওমরের প্রস্তাবক্রমে বহু সাহাবীগণ ও জনমন্ডলীর উপস্থিতিতে সর্বসমক্ষে তাহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ কোরআনের ঐ বিচ্ছিন্ন পাতাগুলি পর পর একত্রে সাজিয়ে নেয়া হয় এবং মহাগ্রন্থ কোরআন একটি পরিপূর্ণ কিতাবে রুপ লাভ করে।

এ আমি তোমার নিকট এভাবেই অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি তোমার হৃদয়কে শক্ত ও দৃঢ় করার জন্য।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ফোরকান (কোরআন) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩২) অবিশ্বাসীরা বলে, 'সমগ্র কোরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হল না কেন?' এ আমি তোমার নিকট এভাবেই অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি তোমার হৃদয়কে শক্ত ও দৃঢ় করার জন্য। (৩৩) ওরা তোমার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করলে আমি তোমাকে ওর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। (৩৪) যাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, ওদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং ওরা পথভ্রষ্ট।*

www.pathagar.com

কোরআন শরিফ একদিনে অবতীর্ণ হয়নি। যখনই কোন সূরা বা আয়াত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর হৃদয়ে অবতীর্ণ হত, তিনি তৎক্ষনাৎ উপস্থিত সাহাবীদের লিখে রাখতে ও মুখস্ত করে নিতে বলতেন। সাহাবীরা সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। তখনকার পুরুষ ও নারীগণ পরম আগ্রহের সঙ্গে কোরআন মুখস্ত করে রাখতেন। এছাড়া হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর স্বীয় তত্ত্বাবধানে কোরআনের আয়াতগুলি কাগজের অভাবে হাড়, চামড়া ও পাথরের ওপর এবং বিশেষ ভাবে তৈরী রেশমের কাপড়ের ওপর লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। হযরতের প্রত্যাদেশবাণী বা ওহীবাণী লিপিবদ্ধ করার কাজে চল্লিশজন বিখ্যাত সাহাবী নিযুক্ত ছিলেন। কোন আয়াতের পর কোন আয়াত বসবে, কোন সূরার পর কোন সূরা হবে তাও নির্দিষ্ট করে দিতেন। তখন কোরআন শরীফের যের-যবর-পেশ স্বরচিহ্ন ছিল না। কেননা স্বরচিহ্ন ছাড়াই আরবের অধিবাসীরা শুদ্ধভাবে কোরআন শরীফ পড়তে পারেন। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার হওয়ার পর কোরআন শরীফ আরবী ভাষায় সহজ পাঠ করার জন্য ৪২ হিজরীতে আবুল আসওয়াদ দৌয়েলীর প্রসিদ্ধ দুইজন ছাত্র নসর বিন আস্মিম ও ইয়াহিয়াহ বিন ইয়ামার 'যের-যবর-পেশ' স্বরচিহ্ন কাজে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উসমান (রাঃ) সমগ্র কোরআন শরীফকে ত্রিশ খন্ডে বিভক্ত করেছিলেন। তার যুগে কোরআনের প্রতিটা খন্ড দশ পাতার ছিল।

আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি; যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কাবাসীদের এবং ওর আশেপাশে যারা বাস করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা শূরা (মন্ত্রণাসকল) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) এভাবে আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি; যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কাবাসীদের এবং ওর আশেপাশে যারা বাস করে তাদের আর সতর্ক করতে পার কিয়ামত দিন সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই; সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে, এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

হযরত ওমর (রাঃ) সর্ব প্রথম মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ করেন। হযরত উসমান (রাঃ)ও মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ করেন এবং ভিড়ের কারণে সৃষ্ট সংকীর্ণতা দূর করে তাওয়াফ এবং নামাজের সুবন্দোবস্ত করেন। হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের সর্বশেষ খলীফা। হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফতের সময় মুয়াবিয়া (রাঃ) তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেন। হিজরী ৪১ সালে, খেলাফতে রাশেদার দিন সমাপ্তি হয়। হিজরী ৪০ সালের ১৭ই রমজান, ইরাকবাসী হযরত আলী (রাঃ) এর ইন্তেকালের দিন, মৃত্যুর পূর্বে তার ছেলে হযরত ইমাম হাসানের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

একই সালে সিরিয়াবাসীরা হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব দেয়। ফলে, একই রাষ্ট্রে দুই খলীফার অস্তিত্বের কারণে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। দুই পক্ষ যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ায়, কিছু সংখ্যক লোক তাদের মধ্যে আপোসের চেষ্টা করেন। এর ফলে, সিদ্ধান্ত হয় যে হযরত ইমাম হাসান খেলাফতের দাবী প্রত্যাহার করবেন এবং হযরত মুয়াবিয়ার কাছে ঐ দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। এইভাবে হিজরী ৪১ সালের রবিউল আউয়াল মাসে খেলাফতে রাশেদার আলো নিভে যায়। সিরিয়া থেকে ইরাক পর্যন্ত এবং হেজাদ ও নজদের সর্বত্র হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই উমাইয়া শাসনের গোড়ার কথা।

www.pathagar.com

হিজরী ৬০ সালে, হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার নিজ ছেলে ইয়াজিদের পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেন। হেজাদে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইয়াজিদের পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য হযরত মুয়াবিয়ার চিঠি পড়ে শোনানোর সাথে সাথে, হযরত আবদুর রহমান বিন আবুবকর, আবদুল্লাহ বিন ওমর, আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের, হোসাইন বিন আলী ও হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ অনেকেই এর বিরোধিতা করেন। ইসলামের মাফকাঠি অনুযায়ী খলীফা হওয়ার ব্যাপারে, অন্যান্য বড় বড় সাহাবারা ইয়াজিদের চেয়ে অনেক বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। এছাড়া রাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, শাসকের মৃত্যুর পূর্বে তার বংশের কারুর জন্য ক্ষমতা নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। মুসলিম জনতাই তাদের শাসক নির্বাচন করবেন। এই কারণে, তারা ইয়াজিদের মনোনয়নের বিরোধিতা করেন। ইরাকের কুফাবাসীরা হযরত ইমাম হাসানকে কুফায় ডেকে নিয়ে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। তিনি ইয়াজিদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। হিজরী ৬১ সালে ১০ই মহরম, কারবালার যুদ্ধে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ইয়াজিদের বাহিনীর হাতে শহীদ হন। এরপর হিজরী ৬৩ সালে, মক্কায় হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের হাতে লোকেরা দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তিনি খলীফা নিযুক্ত হন। কিন্তু উমাইয়া শাসক আবদুল মালেক বিন মাওয়ান হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে মক্কা আক্রমণের নির্দেশ দেন। হিজরী ৭৩ সালের ১৭ই জুমাদাল-উলা মাসে, তিনি হাজ্জাজের বাহিনীর হাতে শহীদ হন। এইভাবে মক্কায় পুনরায় উমাইয়া শাসনের সূচনা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) হিজরী ৬৪ সালে উমাইয়াদের অবরোধের ফলে, কা'বা শরীফের যে ক্ষতি হয় তাহা মেরামতের উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফ ভেঙ্গে নতুন করে নির্মাণ করেন। তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ভিত্তির ওপর কা'বা শরীফকে পুনঃ নির্মাণ করেন। হিজরী ১৩২ সালে উমাইয়া শাসনের পতন হয়। এই আমলেই, কা'বা শরীফের চতুর্পার্শ্বে নামাজের জামায়াত অনুষ্ঠান এবং মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে ইমাম সাহেবের দাঁড়ানোর স্থান নির্ধারণ করা হয়। ওলিদ বিন আবদুল মালেক মসজিদুল হারামকে আরো সম্প্রসারিত করেন। হিজরী ১৩২ সালের শেষ দিকে, আবুল আব্বাস সাফফাহর হাতে দামেস্কের পতন হয়। এর মাধ্যমেই উমাইয়া শাসনের সমাপ্তি ও আব্বাসীয়া শাসনের শুরু হয়।

উমাইয়া ও আব্বাসীয়া শাসন আমলে যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ চলছিল এবং ইসলামের বাস্তব শিক্ষা ও উদ্দেশ্য ধ্বংস হতে চলছিল, তখনই মহাত্মা হাসান বসরী ইরাকের বসরা নগরীতে ইসলামের মৌল শিক্ষা তাসাউফের সম্প্রসারণকল্পে বা তাসাউফ শিক্ষার বিকাশের জন্য তাসাউফ শিক্ষার একটি প্রাণকেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের বাস্তব শিক্ষা ও দীক্ষা অর্থাৎ এলমে তাসাউফ শিক্ষা দিতে লাগলেন। কেননা, এলমে তাসাউফ মানব মুক্তির একমাত্র উপায় ও উপকরণ। এলমে তাসাউফ অর্থাৎ তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি লাভের উপায় ও উপকরণ। আত্মশুদ্ধি ছাড়া কারো পরিত্রাণ নেই। এলমে তাসাউফের শিক্ষার পেছনে খোদা পাকের নৈকট্য লাভ ছাড়া দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নেই। এই অর্থেই এলমে তাসাউফ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক এমনকি আন্তর্জাতিক জীবন ব্যবস্থার মধ্যেও নিহিত রয়েছে আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভের উপায়-উপকরণ যদি তাতে সৎ ইচ্ছা থাকে। এই কারণেই মহাত্মা হাসান বসরী পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের অনুসৃত রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে মুসলমানদের মন-প্রাণ ইসলামের তাসাউফ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বসরা নগরীতে তাসাউফ শিক্ষাব্যবস্থা গড়েছিলেন। হযরত হাসান বসরী ছিলেন হযরত আলীর মনোনীত প্রধান খলীফা। আর হযরত আলী ছিলেন হযরত

www.pathagar.com

মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, 'আমি স্বয়ং জ্ঞানের নগরী, আর আলী উহার প্রবেশদ্বার। আলীর বিরুদ্ধে যে অস্ত্রধারণ করে সে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং আমার বিরুদ্ধে যে অস্ত্রধারণ করে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।'

মসজিদে নব্বীর বারান্দায় বসে খোদা-প্রেমিক আসহাবে- সুফফাহ্দেরকে তাসাউফ এর রহস্যভেদ শিক্ষা দিতেন। 'আসহাবে-সুফফাহ' অর্থ-বারান্দার অধিবাসী। যেহেতু তাঁরা নির্জন রাতে মসজিদে নব্বীর বারান্দায় বসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট তাসাউফ এর ওপর শিক্ষা লাভ করতেন। এ থেকেই তাদেরকে ইসলামের ইতিহাসে 'আসহাবে সুফফাহ' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় থেকেই 'আসহাবে সুফফাহ' এবং অন্যান্য সাহাবীদের মাধ্যমে আজও পর্যন্ত তরীকতের বা তাসাউফ এর শিক্ষা-দীক্ষা চলে আসছে। আর সেগুলি বিভিন্ন তরীকা ও উপতরীকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যেহেতু বার বর্ণের নকতাহীন কালেমার আভ্যন্তরীণ অর্থ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেন। হযরত আলী হযরত হাসান বসরীকে তরীকতে খেলাফত দান করেন। হযরত আলী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর অনুমতিক্রমে তরীকত বা তাসাউফ শিক্ষার তিনটি মৌলিক ধারায় তিনজনকে তিন রকম খেলাফত দান করেন। যেমন (১) তরীকা -এ আবরারে মুজাহেদীদের নেতৃত্ব দান করে যান তদীয় পুত্র হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইনকে। (২) তরীকা-এ আখিয়ারে সালেহীনের খেলাফত অর্পণ করেন হযরত হাসান বসরীকে। (৩) তরীকা-এ হুজুর রাসূল বা তরীকা-এ শুহাদায়ে আশেকীনের বেলায়েত দান করেন হযরত ওয়াইস আল-কুরুনীকে। এমনিভাবে এই কালেমার গোপন শিক্ষা সিনা-ব-সিনায় হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী পর্যন্ত এসে পৌছায়। এতদিন পর্যন্ত তরীকতের ওপর লিপিবদ্ধভাবে কোন বিষয়বস্তু বিন্যস্ত ছিল না। কেবল মৌখিক ভাবে সিনা-ব-সিনায় চলে আসছিল। কিন্তু এই প্রথমবারের মত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) তরীকতের শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করে তিনি তাঁর নিকট অনুসারীদের মধ্যে গোপনভাবে বিতরণ করেন।

তরীকাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রায় তিন শতাধিক প্রচলিত তরীকার মধ্যে কাদিরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া এবং নকশ-বন্দিয়া সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত। কাদিরিয়া ও চিশতিয়া- এই উভয় তরীকারই উদ্ভব ঘটেছে হযরত আলী (রাঃ) থেকে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে নকশবন্দিয়া তরীকার সৃষ্টি হয়েছে। হযরত ওয়াইস আল-কুরুনী (রাঃ) থেকে ওয়ায়েসিয়া তরীকার উৎপত্তি ঘটেছে। কাদিরিয়া তরীকার শাজরা অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুরু করে হযরত আলী (রাঃ) এবং তৎপুত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর মাধ্যমে হযরত শেখ আবদুল কাদির জিলানী (রাঃ) খেলাফত প্রাপ্তির সপ্তদশ খলীফা। চিশতিয়া তরীকার শাজরা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুরু করে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত হাসান বসরীর মাধ্যমে হযরত খাজা মাঈনউদ্দীন চিশতী (রাঃ) খেলাফত প্রাপ্তির সপ্তদশ খলীফা। পরবর্তী সময় মুসলিম বিশ্বের ৪জন প্রখ্যাত তরীকতপন্থী ইমাম ও কুতুব থেকে ৪টি প্রধান তরীকার উদ্ভব ঘটেছে। যেমন- হযরত শেখ আবদুল কাদির জিলানী (রাঃ) থেকে তরীকা-এ কাদিরিয়া, হযরত খাজা মাঈনউদ্দীন চিশতী (রাঃ) থেকে তরীকা-এ চিশতীয়া, হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রাঃ) থেকে তরীকা-এ নকশবন্দিয়া এবং হযরত আহমদ সিরহিন্দ মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ) থেকে তরীকা-এ মুজাদ্দেদিয়া।

www.pathagar.com

এর পর সৃষ্টি হল ইসলামের দলা দলি যার ফলশ্রুতিতে জন্ম হলো তিন কুড়ি তের ফেরকার দল বা ৭৩ দলের বর্তমান ইসলামের যুগ। পৃথিবীর আর কোন ধর্মে এত দল তৈরি হয়নি যতটা এই ইসলাম ধর্মে আছে যেমন খারেজী, আহাবী, বাহাই, শিয়া, সুন্নি, ইসমাইলিয়া, নুসাইরী, সাত ইমানী, ইসনা আসারী, বোরহা, কাদিয়ানী, আশারিয়া, গাবারিয়া, জাবারিয়া, মালামতিয়া, মোতা জিলা, বাটালভী, চক্রালভী, নচারি, ইয়াজিদি, দ্রুজ ইত্যাদি সকল দল বা সম্প্রদায়।

কিন্তু মানুষ নিজেদের ধর্মকে বহুভাগে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা মোমেনুন (বিশ্বাসীগণ)** ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫১) আমি বলেছিলাম, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর এবং সৎকাজ কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। (৫২) এবং তোমাদের এই যে ধর্ম এতো একই ধর্ম এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক! অতএব আমাকে ভয় কর।' (৫৩) কিন্তু মানুষ নিজেদের ধর্মকে বহুভাগে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। (৫৪) সুতরাং ওদের কিছুকালের জন্য বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও। (৫৫) ওরা কি মনে করে যে ওদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিই বলে ওদের জন্য (৫৬) সকল প্রকার মঙ্গল দান করব ? বরং ওরা বোঝে না। (৫৭) যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত, (৫৮) যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করে, (৫৯) যারা তাদের প্রতিপালকের অংশীস্থাপন করে না, (৬০) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এ বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা ভীতকম্পিত হৃদয়ে দান করে, (৬১) তারাই দ্রুত কল্যাণকর সম্পাদন করে এবং তারা অগ্রগামী হয়।*

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা লোকদের কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি)** ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০৪) তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা লোকদের কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে; এবং এসকল লোকই হবে সফলকাম। (১০৫) এবং তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্য সৃষ্টি করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।*

১২ রুকূ ঃ (১১০) তোমরাই শ্রেষ্ট দল, মানব জাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, আর অসৎকাজ (করা থেকে) নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর এবং যদি ধর্মগ্রন্থকারীগণ বিশ্বাস করত তবে উহা তাদের জন্য ভাল হত, তাদের মধ্যে বিশ্বাসী আছে কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

www.pathagar.com

তবে কি তারা প্রাক-ইসলাম (জাহেলিয়াতের) যুগের বিচার ব্যবস্থা পেতে চায় ? প্রকৃত ঈমানদার বা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্টতর ?

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ (অনুপাত্র) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৬) মরিয়ম তনয়া ঈশাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে ওদের উত্তরসাধক করেছিলাম এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং সাবধাণীদের জন্য পথ নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইঞ্জিল (ধর্মগ্রন্থ) দিয়েছিলাম, যাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো। (৪৭) এবং ইঞ্জিলের অনুসরণকারীদের উচিত যে, আল্লাহ ওতে (ইঞ্জিলে) যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী বিধান দেয়া আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে বিধান দেয় না তারা শান্তি ভঙ্গকারী। (৪৮) এবং এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিস্পত্তি কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারিণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদের এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য। (তিনি তা করেননি) অতএব, সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগীতা কর, আল্লাহর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করেছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন (৪৯) এবং পুনঃ বলছি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তুমি সেই অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার নিস্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না এবং এ সম্বন্ধে সতর্ক থাক যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুৎ করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখ যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্য-ত্যাগী। (৫০) তবে কি তারা প্রাক-ইসলাম (জাহেলিয়াতের) যুগের বিচার ব্যবস্থা পেতে চায়? প্রকৃত ঈমানদার বা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্টতর?

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

২

ইসলাম

www.pathagar.com

নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর একমাত্র ধর্ম

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৮) আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেস্তাগণ এবং ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং তিনি ন্যায়-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (১৯) নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর একমাত্র ধর্ম। যাদের ধর্মগ্রন্থ কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্দেষবশতঃ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরও তাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করবে, নিশ্চয়, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। (২০) অতঃপর যদি তারা তোমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি বল, 'আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর (বিধানের) কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।' এবং যাদের (ধর্মগ্রন্থ) কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের ও নিরক্ষরদের বল, 'তোমরা কি আত্মসমর্পণ (আল্লাহ বিধানের) করেছ ? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কেবল প্রচার করা কর্তব্য। বস্তুতঃ আল্লাহ দাসদের দ্রষ্টা।

ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করা হবে না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৫) হে ধর্মগ্রন্থধারীগণ। ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, যখন তাওরাত ও ইঞ্জিল তার পরে অবতীর্ণ হয়েছিল? তোমরা কি বুঝ না? (৬৬) দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল তোমরা সে বিষয়ে তর্ক করছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? বস্তুত আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (৬৭) ইব্রাহীম ইহুদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ট আত্মসমর্পণকারী এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না। (৬৮) যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নবী ও বিশ্বাসীগণ মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম। এবং আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।

এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্থদের দলভুক্ত।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ আয়াত ঃ ৯ রুকূ ঃ (৮১) আর যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিলেন যে, 'আমি তোমাদের কিতাব ও জ্ঞান দিচ্ছি, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে, যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয় তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং অবশ্য তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাক্ষী রইলাম।' (৮২) অতএব এরপর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা (অবশ্যই) সত্যত্যাগী। (৮৩) তারা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম চায়? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এবং তাঁরই নিকট তারা প্রত্যাবর্তন করবে। (৮৪) বল, 'আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের

www.pathagar.com

প্রতিপালকের নিকট থেকে পাঠানো হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি, আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। (৮৫) এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্থদের দলভুক্ত। (৮৬) বিশ্বাসের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে (সে সম্প্রদায়কে) আল্লাহ কিরূপে সৎপথের নির্দেশ দেবেন? এবং আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথের নির্দেশ দেন না (৮৭) এ সকল কাফেরদের প্রতিফল এই যে, এদের ওপর আল্লাহর, ফেরেস্তাগণের এবং মানুষের সকলেরই অভিশাপ! (৮৮) তারা (জাহান্নামে) স্থায়ী, তাদের শাস্তি কমান হবে না এবং তাদের বিশ্রামও দেওয়া হবে না। (৮৯) তবে এর পর যারা তাওবাহ করে (অনুতপ্ত হয়), ও নিজেদের সংশোধন করে। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯০) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং যাদের অবিশ্বাস প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তাওবাহ কখনও মঞ্জুর করা হয় না। এবং এরাই তো পথভ্রষ্ট। (৯১) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পক্ষে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও কখনও কবুল ক্ষমা করা হবে না। এ সকল অবিশ্বাসী কাফেরদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কঠিন শাস্তি এবং এদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং (দেখ), তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মরো না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং (দেখ), তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান) না হয়ে মরো না। (১০৩) এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে (দ্বীনকে) শক্ত করে ধর এবং (পরস্পর) বিছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (জাহান্নামের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উদ্ধার করেছেন। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃতি করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।

তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২০৮) হে ঈমানদারগণ ! (বিশ্বাসীগণ) তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর এবং শয়তানের (কুমন্ত্রণাদানকারীর) পথ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

আল্লাহ্ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্য প্রশস্থ করে দেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম পশু) ঃ ১৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২৫) আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্য প্রশস্থ করে দেন এবং কাউকে বিপদগামী করতে

www.pathagar.com

চাইলে তিনি তার হৃদয় অত্যন্ত ছোট করে দেন, তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদের এরূপে লাঞ্ছিত করেন। (১২৬) আর এটিই তোমার প্রতিপালকের নির্দেশিত সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। (১২৭) তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির বাসস্থান এবং তারা যা করতো তার জন্য তিনি তাদের অভিভাবক।

আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এবং যে তার প্রতিপালক প্রদর্শিত পথে আছে সে কি তার সমান যে এরূপ নয়?

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা যুমার (মানুষের দল)* *৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২২) আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এবং যে তার প্রতিপালক প্রদর্শিত পথে আছে সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কঠোর, ওরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। (২৩) আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ যাতে একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের শরিরের চামড়া রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহমন প্রশস্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুকে পড়ে; এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।*

ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম যার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছিলেন নূহ, ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসাকে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা শূরা (মন্ত্রণাসকল)* *২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩) আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি (সুপ্রতিষ্ঠিত) ধর্ম যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নূহকে- যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে- যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলে যে, তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না। তুমি অংশীবাদীদের যার প্রতি আহবান করছ তা তাদের নিকট দূর্বিসহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমূখী হয় তাকে ধর্মের দিকে পরিচালিত করেন।*

জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে এবং আল্লাহ বিশ্বাসীদের জ্যোতি দ্বারা শক্তিশালী করেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা মুজাদালা (পরস্পর বিবাদ)* *৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২২) তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকে– হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা-পুত্র-ভ্রাতা অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করেছেন বিশ্বাস এবং নিজ জ্যোতি দ্বারা ওদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি এদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি এদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে এরা স্থায়ী থাকবে, আল্লাহ এদের প্রতি প্রসন্ন এবং এরাও আল্লাহর অনুগ্রহে সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।*

www.pathagar.com

বিশ্বাসীগণ ধর্মের সাহায্যকারী হও, যেমন মরিয়ম-পুত্র ঈসা ও তার শিষ্যগণকে বলেছিল

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা স্বাফ (শ্রেনী) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪)** হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ)! আল্লাহর ধর্মের সাহায্যকারী হও, যেমন মরিয়ম-পুত্র ঈসা তার শিষ্যগণকে বলেছিল; 'আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?' শিষ্যগণ বলেছিল, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী।' অতঃপর বণি ইস্রাঈলদের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল সত্য প্রত্যাখ্যান করল। পরে আমি বিশ্বাসীদের তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করলাম; ফলে তারা বিজয়ী হল।*

তুমি মানুষকে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নাস্বর (সাহায্য) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ** (১) যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় (২) এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীন (ধর্ম) গ্রহণ করতে দেখবে। (৩) তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে এবং তার ক্ষমা প্রার্থনা করবে, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাপরবশ।*

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

৩

ঈমান-বিশ্বাস

www.pathagar.com

আরকানে-ইসলাম বা ইসলামের মৌলিক বিষয়
'আরকান' আরবী শব্দ। ইহা 'রুক্ন' শব্দের বহুবচন। রুক্ন শব্দের অর্থ অঙ্গ, মৌলিক উপাদান, খুঁটি, ভিত্তি। যে পাঁচটি বিষয়ের ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত, সেইগুলিকে 'আরকানে ইসলাম' বলা হয়।

আরকানে-ইসলাম পাঁচটি। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেন-
পাঁচটি বিষয়ের ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। যেমন- (১) কালেমা- আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার বান্দা ও রাসূল- এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া, (২) নামাজ কায়েম করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) হজ্জ পালন করা এবং (৫) রমজান মাসে রোজা রাখা। – (মেশ্‌কাত)

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় ইসলামের মৌলিক কাজ। দৃষ্টান্ত স্বরুপ ইসলামকে এমন একটি তাঁবু বা গৃহের সহিত তুলনা করা হয়েছে, যার পাঁচটি খুটি বা স্তম্ভের ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত।

প্রথম বিষয় ঃ কালেমা
কালেমা সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান বিষয়। যে কয়েকটি কালেমা আবৃত্তির মাধ্যমে আমরা সবগুলো বিষয়ের স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। ঈমান ছাড়া কেহই মুসলমান হতে পারে না। ঈমান আনতে হলে প্রথমে ঈমানের কালেমাগুলি জেনে অর্থ বুঝতে হবে। তারপর হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে ও মৌখিক স্বীকার করে কার্যে পরিণত করাকেই প্রকৃত মুসলমান (আল্লাহর বিধানের ওপর আত্মসমর্পণকারী) বলা হয়। তার ব্যতিক্রম হলে সে অবিশ্বাসী কাফের বলে গণ্য হবে।

ঈমানের কালেমাসমূহ নিম্নরূপ
১. কালেমায়ে তায়্যিবা ঃ (পবিত্র বাক্য)
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ।
– একমাত্র আল্লাহতাআলা ছাড়া আর কোনই মাবুদ বা এবাদত পাওয়ার যোগ্য নেই, আর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ।

২. কালেমায়ে শাহাদাত ঃ (সাক্ষ্য বাক্য)
আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।
– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনই মাবুদ নেই; তিনি এক-লা শারীক, তাঁহার কোনই অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

৩. কালেমায়ে তাওহীদ ঃ (একত্ববাদ বাক্য)
লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়াহিদাল লা-ছানিয়া লাকা মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহি ইমামুল মুত্তাক্বীনা রাসূল রাব্বিল আ'লামীন।
– হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোনই মা'বুদ নেই। তুমি এক, তোমার কোন দ্বিতীয় নেই। মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ, ধর্মভীরুদের ইমাম এবং বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল।

www.pathagar.com

৪. কালেমায়ে তামজীদ ঃ (গুণবাক্য)
লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা নূরাই ইয়াহদিআল্লাহু লিনূরিহী মাই ইয়াশাউ মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহি ইমামুল মুরছালীনা খাতামুন নাবিয়্যীন।
– হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তুমি জ্যোতির্ময়, তুমি যাকে ইচ্ছা নিজ জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন কর। মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল এবং তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষগণের ইমাম এবং পয়গাম্বারগণের শেষ ব্যক্তি।

৫. ঈমানে মুজমাল ঃ (সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস)
আমান্তু বিল্লাহি কামা হুওয়া বিআছমাইহী ওয়া ছিফাতিহী ওয়া কাবিলতু জামীআ আহ্কামিহী ওয়া আর কানিহী।
– আমি সর্বপ্রকার নাম ও গুণবিশিষ্ট আল্লাহতাআলার ওপর বিশ্বাস করলাম এবং তার যাবতীয় আদেশ ও বিধি-বিধান মেনে নিলাম।

৬. ঈমানে মুফাছ্ছাল ঃ (বিস্তারিত বিশ্বাস)
আমান্তু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল ক্বাদরি খায়রিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তায়ালা ওয়াল বা'ছি বা'দাল মাউত।
–আল্লাহতাআলা এবং তাঁহার ফেরেস্তাগণ ও কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকাল, ভাল-মন্দ তাকদীর (ভাল-মন্দ আল্লাহর তরফ হতে আসে এই কথা) এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

আর যে কেউ আল্লাহ,তার ফেরেস্তাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রাসূলগণ এবং কিয়ামত দিনের ওপর বিশ্বাস না করবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট অবিশ্বাসী কাফের হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ২০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩৬) হে ঈমানদার (বিশ্বাসীগণ)! তোমরা আল্লাহতে, তার রাসূলে, তিনি যে কিতাব (কোরআন) তার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে ধর্মগ্রন্থ তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন তাতে বিশ্বাস কর; আর যে কেউ আল্লাহ, তার ফেরেস্তাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রাসূলগণ এবং কিয়ামত দিনের ওপর বিশ্বাস না করবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট অবিশ্বাসী কাফের হয়ে যায়। (১৩৭) যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং আবার বিশ্বাস করে এবং আবার অবিশ্বাস করে, অতঃপর তাদের অবিশ্বাস প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। (১৩৮) মুনাফেকদের শুভ সংবাদ (বিদ্রূপাত্তক অর্থে) দাও যে তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্দ শাস্তি! (১৩৯) যারা বিশ্বাসী ঈমানদারদের পরিবর্তে অবিশ্বাসী কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট সম্মানের আশা করে? সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই।

বিশ্বাসীরা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই যথার্থ সফলকাম

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আলিফ লাম মীম; (২) এ সেই কিতাব (কোরআন) এতে কোন সন্দেহ নেই, সাবধাণীদের জন্য এ (গ্রন্থ) পথ নির্দেশক, (৩) যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে নামাজ পড়ে ও তাদের যা দান করেছি তা হতে ব্যয় করে,

www.pathagar.com

(৪) এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরকালে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, (৫) তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই যথার্থ সফলকাম। (৬) যারা অবিশ্বাস করেছে এবং তাদের সতর্ক করো আর না করো তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা বিশ্বাস করবে না। (৭) আল্লাহ্ই তাদের হৃদয় ও কান মোহর (অন্ধ) করে দিয়েছেন, তাদের চোখের ওপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

ধৈর্য পরীক্ষাস্বরুপ এবং ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও, এরাই সৎপথ পাবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা বাকারাহ (গাভী)* ঃ ১৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫৩) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (১৫৪) আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। (১৫৫) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল- ফসল লোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; এবং তুমি ধৈর্যশীলদের শুভ-সংবাদ দাও। (১৫৬) তারাই ধৈর্যশীল যারা তাদের ওপর কোন বিপদ এলে বলে, 'আমরা আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তারই দিকে ফিরে যাবো। (১৫৭) এই সকল লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত দয়া বর্ষিত হয়, আর এরাই সৎপথ পাবে।*

বিশ্বাসীদের জন্য মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা আনফাল (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২) বিশ্বাসী তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্বরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তার আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে। (৩) যারা যথাযথভাবে নামাজ পড়ে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে দান করে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। (৪) তাদেরই প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।*

যারা যুদ্ধের জন্য সংগ্রাম করেছে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা আনফাল (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী)* ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৪) যারা বিশ্বাস করেছে, ধর্মের জন্য গৃহত্যাগ করেছে ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম (যুদ্ধ) করেছে এবং যারা আশ্রয়দান করেছে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান জীবিকা রয়েছে। (৭৫) এবং যারা পরে বিশ্বাস করেছে ধর্মের জন্য গৃহ ত্যাগ করেছে ও তোমাদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহর বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার (দাবীদার) নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।*

www.pathagar.com

দৃঢ় সংকল্পের কাজ ও আল্লাহ্ অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা লুকমান (ব্যক্তি বিশেষের নাম) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭) 'হে বৎস! যথারীতি নামাজ পড়বে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয় এটিই দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (১৮) অহঙ্কার বলে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না। (১৯) তুমি সংযতভাবে পদক্ষেপ কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর; স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।*

বিশ্বাসীদের (ঈমানদারদের) শুভ সংবাদ দাও

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) *ঃ ১৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১২) ওরা তাওবাহ করে (অনুতাপ করে), উপাসনা করে, আল্লাহর প্রশংসা করে, রোজা পালন করে, রুকূ ও সিজদাহ করে, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজ নিষেধ করে এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণ করে (হে-মোহাম্মদ) তুমি (এ সকল) বিশ্বাসীদের (ঈমানদারদের) শুভ সংবাদ দাও।*

যারা বিশ্বাসী (ঈমানদার) তাদের বল, যথাযথভাবে নামাজ পড়তে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করতে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ইব্রাহীম (এক নবীর নাম) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩১) আমার দাসদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী (ঈমানদার) তাদের বল, যথাযথভাবে নামাজ পড়তে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করতে সে দিনের পূর্বে (কিয়ামত), যে দিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না। (৩২) তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তাঁর বিধানে সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি নদীসমূহকে তোমাদের সেবাই নিয়োজিত করেছেন। (৩৩) তিনি তোমাদের অধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুগামী এবং তোমাদের সেবাই নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। (৩৪) এবং তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় সীমালঙ্ঘনকারী, অকৃতজ্ঞ।*

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই,

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা নূর (জ্যোতি) *ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে, যা তিনি অবশ্যই তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন*

www.pathagar.com

এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেনই। তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোন অংশী করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই সত্যত্যাগী। (৫৬) যথাযথভাবে নামাজ পড়, যাকাত দাও (দান কর) এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। (৫৭) তোমরা অবিশ্বাসীদের পৃথিবীতে প্রবল মনে করো না। ওদের আশ্রয়স্থল অগ্নি; কত নিকৃষ্ট এ পরিণাম!

তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়ারেজ (সোপান শ্রেণী) ঃ ১ রুকূ ঃ *আয়াত ঃ (১৯) মানুষ তো স্বাভাবতই অতিশয় অস্থিরচিত্ত (২০) সে বিপদগ্রস্থ হলে হা-হুতাস করতে থাকে, (২১) এবং ঐশ্বর্য্যশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে। (২২) তবে তারা নয় যারা নামাজ পড়ে (২৩) যারা তাদের নামাজে সদা নিষ্ঠাবান, (২৪) যাদের সম্পদের মধ্যে (গরীবদের জন্য) একটি অংশ নির্ধারিত রয়েছে। (২৫) প্রার্থী ও অপ্রার্থীর (বঞ্চিতের), (২৬) এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে। (২৭) যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্থ (২৮) তাদের প্রতিপালকের শাস্তি এমন নয় যা হতে নিঃশংকট থাকা যায়। (২৯) এবং যারা নিজেদের যৌনঅঙ্গকে সংযত রাখে, (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় হবে না, (৩১) এবং কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী, (৩২) এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, (৩৩) যারা সাক্ষ্যদানে অটল, (৩৪) নিজেদের নামাজে যত্নবান (৩৫) তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।*

তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফেরদাউসের (শ্রেষ্ট জান্নাত) যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মোমেনুন (বিশ্বাসীগণ) ঃ ১ রুকূ ঃ *আয়াত ঃ (১) বিশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, (২) যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র, (৩) যারা অসার কথা-বার্তায় বিরত থাকে, (৪) যারা যাকাত দানে সক্রিয়, (৫) যারা নিজেদের যৌনঅঙ্গকে সংযত রাখে, (৬) তবে নিজেদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না, (৭) এবং কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্গনকারী হবে, (৮) এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, (৯) এবং যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান, (১০) তারাই হবে অধিকারী, (১১) অধিকারী হবে ফেরদাউসের (শ্রেষ্ট জান্নাত) যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।*

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

৪

কোরআন

www.pathagar.com

কোরআন শরীফ ঃ

আল্লাহর বাণীর সংকলন গ্রন্থ। এ কোন মানুষের রচনা নয়- স্বয়ং আল্লাহই এ গ্রন্থের রচয়িতা। ফেরেস্তা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহর নিকট হতে বাণী নিয়ে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)- নিকট পৌছে দিতেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর বয়স যখন চল্লিশ বৎসর সাত মাস, মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পর্বতের গুহায় তিনি ধ্যানমগ্ন। ছয়শো দশ খ্রীস্টাব্দের আঠাশে জুলাই ২৭ই রমজান সোমবারে প্রথম বাণী তিনি প্রাপ্ত হন।

সর্বপ্রথম বাণী সূরা আ'লাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত বা বাক্য এবং সর্বশেষ আয়াত সূরা নিসার শেষ আয়াত মতান্তরে সূরা মায়েদার ৩য় আয়াত। কোরআন শরীফের প্রথম সূরা ফাতিহা এবং সর্বশেষ সূরা তাওবাহ মতান্তরে নাস্বর।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের নয় দিন পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ তিন রবিউল আউয়াল একাদশ হিজরীর সোমবার পর্যন্ত) আল্লাহর প্রত্যাদেশ বা ওহিলাভ করে থাকেন।

আল্লাহর ওহী বা প্রত্যাদেশ বাণীর সমষ্টিকে কোরআন শরীফ বলা হয়। কোরআন শরীফের মোট সূরার সংখ্যা ১১৪টি, মোট রুকূ ৫৫৮টি, মোট আয়াত বা বাক্যের সংখ্যা ৬৬৬৬টি। সমগ্র কোরআন শরীফ ৩০টি পারা বা সিপারায় (খন্ডে) বিভক্ত। কোরআন শরিফের ৭টি মঞ্জিল আছে।

সূরা ঃ

কোরআন শরীফে সূরার সংখ্যা ১১৪টি, -এর মধ্যে ১১৩টি সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ্' আছে কেবল সূরা তাওবাহ প্রথমে 'বিসমিল্লাহ্ নেই। বিসমিল্লাহর অর্থ ঃ "অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।" আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দূত হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে কোরআন শরীফ পাঠের সময় আউজুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ পড়ার নির্দেশ দান করেন। আউজোবিল্লাহ্ অর্থ ঃ 'আমি বিতাড়িত শয়তান (কুমন্ত্রণাকারী) হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

সমগ্র কোরআনের সূরাগুলি দুইটি নামে পরিচিত। 'মাক্কী' ও 'মাদানী'। অধিকাংশ তফসীরকারগণ (ভাষ্যকারগণ) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর হিযরতের (মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় আগমনের) পূর্বে যে সূরাগুলি অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলি 'মাক্কী' এবং হিজরতের পর অবতীর্ণ সূরাগুলি 'মাদানী' নামে অভিহিত করেছেন। আয়তন অনুযায়ী সূরাগুলি আবার চারভাগে বিভক্ত; যেমন ঃ- (১) 'ত্বেওওয়াল' এরূপ সূরার সংখ্যা সাতটি। (২) 'মিয়ীন'– কমবেশী ১০০ আয়াত (বাক্য) বিশিষ্ট সূরাগুলি এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত, (৩) মাসানী– যে সকল সূরায় আয়াতের সংখ্যা একশোর কম সেগুলি মাসানী নামে অভিহিত, (৪) 'মুফাস্‌স্বালাত'–সর্বাপেক্ষা ছোট আয়তনের সূরাগুলিকে মুফাস্‌স্বালাত বলা হয়।

আয়াত ঃ

কোরআন শরীফের এক একটি পূর্ণ বাক্যকে আয়াত বলে। কোন আয়াত আয়তনে ছোট এবং কোনটি বড়। মোট আয়াতের সংখ্যা ৬৬৬৬টি। কোন কোন আয়াত পাঠ করার পর মাথা অবনত করে কিছুক্ষণ বিরত থাকতে হয়। কোরআনের ভিন্ন ভিন্ন সূরার চৌদ্দটি স্থানে (কিছু কম-বেশি স্থানে) বিশেষ আয়াত পাঠ করার পর সিজদাহ (প্রণিপাত) করতে হয়।

www.pathagar.com

যের-যবর-পেশ ঃ

যের-যবর-পেশ আর কিছুই নয়- স্বর চিহ্ন। প্রথমে কোরআন শরীফে এ চিহ্নগুলি ছিল না। আরবদের জন্য তার প্রয়োজনও ছিল না। কেননা স্বরচিহ্ন ছাড়াই তাঁরা শুদ্ধরূপে কোরআন শরীফ পড়তে পারতেন। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম ধর্মের প্রসার হবার পর যাঁরা বিদেশী ভাষী এবং আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ তাঁরা স্বরচিহ্ন বিহীন কোরআন শরীফ পাঠ করতে যেয়ে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হন। এই অসুবিধাগুলি দূর করে কোরআন শরীফ সহজ পাঠ করার জন্য ৪২ হিজরীতে আবুল আসওয়াদ দৌয়েলীর প্রসিদ্ধ দুইজন ছাত্র নসর বিন আস্বিম ও ইয়াহিয়াহ্ বিন ইরামার এ কাজে অংশগ্রহণ করেন। খলীফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের নির্দেশক্রমে সাহিত্যিক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭৩ হিজরীতে কিছু অংশ চিহ্নিত করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

রুকূ ঃ

যের-যবর-পেশের মত কোরআন শরীফে প্রথমে রুকূ ছিল না। যে উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফে যের-যবর-পেশ বসান হয়েছিল। ঐ একই উদ্দেশে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলে এবং তাঁরই প্রচেষ্টাই সমগ্র কোরআন শরীফে ৫৫৮টি রুকূ নির্ধারিত হয়। রুকূ আর কিছুই নয়- কয়েকটি আয়াতের (বাক্যের) সমষ্টি। একটি সুদীর্ঘ সূরাকে কয়েকটি রুকূতে বিভক্ত করা হয়েছে। সুতরাং কমপক্ষে রুকূকে এক-একটি অনুচ্ছেদ বলা যেতে পারে। সাধারণত সামাজ পাঠের সময় যে কোন সূরা হতে একটি পূর্ণ রুকূ পড়তে হয়।

পারা ঃ

'পারাকে 'সিপারা'ও বলা হয়। পারা অর্থ খন্ড। সমগ্র কোরআন শরীফকে কম-বেশি সমান ত্রিশটি খন্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। এরূপ করার কারণে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) একবার হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) বললেন ঃ 'তুমি একমাসে কোরআন পড়ে শেষ কর।' তিন, পাঁচ, সাত, নয় ও এগার দিনেও কোরআন পড়ে শেষ করার বিধান দেওয়া হয়েছে। রোজার মাসে একবার পূর্ণ কোরআন পড়া বা শোনা আবশ্যক। হযরত ওসমান (রাঃ) সমগ্র কোরআনকে ত্রিশ খন্ডে বিভক্ত করেছিলেন এবং তার যুগে কোরআনের প্রতিটি খন্ড দশ পাতার ছিল। সাধারণের সুবিধার জন্য পরবর্তীকালে মনীষিগণ সমগ্র কোরআনকে ত্রিশটি খন্ডে বিভক্ত করে গেছেন। প্রতিদিন এক পারা করে পড়লে ত্রিশ দিনে বা এক মাসে সমগ্র কোরআন শরীফ পড়া শেষ হয়। প্রত্যেক পারা আবার চার ভাগে বিভক্ত- প্রথম ভাগকে বলা হয় 'রোবো' অর্থাৎ চতুর্থাংশ, দ্বিতীয় ভাগের নাম 'নিস্ফ' অর্থাৎ অর্ধাংশ, তৃতীয় ভাগের নাম 'সোলোস্' বা তৃতীয়াংশ।

মঞ্জিল ঃ

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সাত দিনে সমগ্র কোরআন শরীফ শেষ করতেন। এই সাত দিনের পাঠিত অংশকে এক-একটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- একেই মঞ্জিল বলে। মঞ্জিলের বিভাগ নিম্নরূপ ঃ

১ম মঞ্জিল ঃ সূরা 'ফাতিহা' হতে সূর 'নিসা' পর্যন্ত চারটি সূরা।
২য় মঞ্জিল ঃ সূরা 'মায়েদাহ' হতে সূরা 'তাওবাহ' পর্যন্ত পাঁচটি সূরা।
৩য় মঞ্জিল ঃ সূরা 'ইউনুস' হতে সূরা 'নাহল' পর্যন্ত নয়টি সূরা।
৪র্থ মঞ্জিল ঃ সূরা 'বণি' ইসরাঈল হতে সূরা 'ফোরকান' পর্যন্ত নয়টি সূরা।
৫ম মঞ্জিল ঃ সূরা 'শূরা' হতে সূরা 'ইয়াসীন' পর্যন্ত এগারটি সূরা।
৬ষ্ঠ মঞ্জিল ঃ সূরা 'সাফ্ফাত' হতে সূরা 'দোখান' পর্যন্ত তেরটি সূরা।
৭ম মঞ্জিল ঃ সূরা 'কাফ্' হতে সূরা 'নাস' পর্যন্ত পঁয়ষট্টিটি সূরা।

www.pathagar.com

কোরআন শরীফের গ্রন্থরূপ ঃ

কোরআন শরীফ এক দিনে অবতীর্ণ হয়নি- এটি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট দীর্ঘ তেইশ বৎসর ধরে বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে, সমস্যা সংকুল নানান পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। যখনই কোন সূরা বা আয়াত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট অবতীর্ণ হত, তিনি তৎক্ষনাৎ উপস্থিত সাহাবাদের (শিষ্যদের) লিখে রাখতে ও মুখস্ত করে নিতে বলতেন। সাহাবাগণ সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। তখনকার পুরুষ ও নারীগণ পরম আগ্রহের সঙ্গে কোরআন মুখস্থ করে রাখতেন। এ ছাড়া হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর স্বীয় তত্ত্বাবধানে কোরআনের আয়াতগুলি কাগজের অভাবে (সে সময় কাগজ সহজলভ্য ছিল না) হাড়, চামড়া ও পাথরের ওপর এবং বিশেষ ভাবে তৈরী রেশমের কাপড়ের ওপর লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখতেন। হযরতের প্রত্যাদেশবাণী লিপিবদ্ধ করার কাজে চল্লিশজন বিখ্যাত সাহাবা নিযুক্ত ছিলেন। কেবল তাই-ই নয়- কোন সূরার পর কোন সূরা হবে, কোন আয়াতের পর কোন আয়াত বসবে তাও তিনি নির্দিষ্ট করে বলে দিতেন। আল্লাহর আয়াত অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন অসংখ্য হাফেজ গড়ে ওঠে- তেমনি অন্য দিকে সে আয়াতগুলি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর আমলে তাঁরই নির্দেশ এবং হযরত ওমরের প্রস্তাবক্রমে বহু সাহাবা ও জনমন্ডলীর উপস্থিতিতে সর্বসমক্ষে ঐ বিচ্ছিন্ন পাতাগুলি পর পর একত্রে সাজিয়ে নেওয়া হয়- ফলে মহাগ্রন্থ কোরআন একটি পরিপূর্ণ কিতাবে রূপ লাভ করে। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থ কোরআন শরীফ যে অবিকল আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতিলিপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোরআনের প্রত্যেক সূরা, প্রত্যেক আয়াত, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক বর্ণ এমনকি প্রত্যেক বিন্দুবিসর্গকে কঠোরতম সতর্কতার দ্বারা রক্ষা করা হয়েছে।

কোরআনের ভাষ্য ঃ

কোরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার ভাষ্য। কোরআনের শব্দ চয়নের এমন নিখূঁত কৌশল, বাক্য গঠনের এমন শৈল্পিক রীতি প্রয়োগের এমন অসামান্য ভঙ্গী এর পূর্বে শুধু আরবী সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই লক্ষ্য করা যায়নি। আজ দেড় হাজার বৎসরের আরবী ভাষা ও সাহিত্য কোরআনের ভাষার কাছে আশ্চার্যরকমভাবেই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষারই পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন হচ্ছে। দেড় হাজার বৎসর আগে প্রত্যেকটি ভাষার রূপ ও তাদের আজকের রূপের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রচিত হয়েছে। কিন্তু মক্কায় যে ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, আজও তার রূপ অপরিবর্তিত ও অম্লান রয়েছে। কোরআনী ভাষার যে বৈশিষ্টগুলি সাধারণত সকলের চোখে পড়ে- তার শব্দচয়ন, ভাব অনুযায়ী হ্রস্ব এবং দীর্ঘ বাক্য গঠন, প্রশ্নবোধক বাক্যে অভিনব প্রবর্তন, ভাব ও শব্দের সাযুজ্য সংরক্ষণ, ভাষার আশ্চার্য প্রবহমানতা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পুনরুক্তি বর্জন প্রভৃতি। আবার একটি মাত্র বাক্যের মধ্যেই অনেকগুলি পরিচ্ছেদ পাঠ করা হয়ে যায়। - এটিই কোরআনের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর প্রতিটি শব্দই বিপুলভাবে ভাববাদী, জ্ঞানান্বেষণকারীগণ কোরআনের একটি মাত্র শব্দের মধ্যেই জ্ঞানের একটি অফুরন্ত খনির সন্ধান পাওয়া যায়।

আরবী ভাষার ধ্বনি সমৃদ্ধতর। মহাপ্রাণ ঘোষ-ধ্বনি (হরফে হালক্বী) এবং নাসিকা ব্যঞ্জন ধ্বনির (গোন্না) হ্রস্ব এবং দীর্ঘ প্রস্বরের সমন্বয়ে এক সঙ্গীত সৃষ্টির অবকাশ কোরআনের ভাষায় পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

কোরআন পাঠ করার সময় অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর স্মরণ নেবে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা)* ঃ ১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৮) যখন কোরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর স্মরণ নেবে। (৯৯) যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপরেই নির্ভর করে তাদের ওপর ওর (শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই (১০০) ওর আধিপত্য কেবল তাদেরই ওপর যারা ওকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর অংশী করে।*

নিশ্চয়ই এ কোরআন মহান, সারগর্ভ আমার নিকট লাওহে মাহফুজে আছে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা যুখরুফ (স্বর্ণ)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) হা-মীম, (২) সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ (৩) আমি এ অবতীর্ণ করেছি কোরআন রূপে, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৪) নিশ্চয়ই এ কোরআন মহান, সারগর্ভ- আমার নিকট সংরক্ষিত ফলকে (লাওহে মাহফুজে) আছে।*

আমি এ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাত্রিতে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ক্বদর (সম্মান)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আমি এ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাত্রিতে; (২) শবে কদর রাত্রি সম্বন্ধে তুমি কি জান? (৩) মহিমান্বিত রাত্রি এক সহস্র (হাজার) মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ট। (৪) প্রত্যেক কাজে সে রাতে ফেরেস্তাগণ ও রুহু অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে। (৫) উষার আবির্ভাব পর্যন্ত সে রাত্রির মহিমা অব্যাহত থাকে।*

কোরআন অবতীর্ণ শবে কদর রজনীতে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা দোখান (ধুম্র)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) হা-মীম, (২) সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ, (৩) নিশ্চয়ই আমি এ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে (শবে ক্বদর রাত্রী), নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (৪) এ রাত্রীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়- (৫) আমার আদেশক্রমে, আমি রাসূল প্রেরণ করে থাকি; (৬) এ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৭) তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক। (৮) তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবনদান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক।*

কোরআন, যারা পুত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করবে না

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ওয়াকিয়াহ্ (সংঘটনীয়)* ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৫) আমি শপথ করছি অস্তাচলের নক্ষত্ররাজির, (৭৬) অবশ্যই এ এক মহাশপথ যদি তোমরা জানতে (৭৭) নিশ্চয়ই এ সম্মানিত কোরআন, (৭৮) যা আছে সুরক্ষিত গ্রন্থে (লাওহে মাহফুজে), (৭৯) যারা পুত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করবে না। (৮০) এ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, তবুও কি তোমরা এ বাণীকে তুচ্ছ গন্য করবে?*

www.pathagar.com

তোমার পূর্বে আমি ওহিসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে গ্রন্থধারীদের জিজ্ঞাসা কর।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আম্বীয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত (৪) রাসূল বলল, 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ।' (৫) বরং ওরা (অবিশ্বাসীরা) বলে, এ সমস্ত অলীক কল্পনা। হয় সে এ উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের নিকট এক নিদর্শন আনুক যেরূপ নিদর্শনসহ পূর্ববর্তিগণ প্রেরিত হয়েছিল। (৬) এদের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি ওর অধিবাসীরা বিশ্বাস করত না; তবে কি ওরা বিশ্বাস করবে? (৭) তোমার পূর্বে আমি ওহিসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে গ্রন্থধারীদের জিজ্ঞাসা কর। (৮) এবং আমি তাদের এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে তারা খাদ্য ভক্ষন করত না; তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (৯) অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, যথাঃ আমি ওদের এবং যাদের ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের ধ্বংস করেছিলাম (১০) আমি তো তোমাদের প্রতি গ্রন্থ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ আছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?*

২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১) আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি। যার অধিবাসীরা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী। এবং তাদের পরে অপর জাতি সৃষ্টি করেছি। (১৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তারই; তার সান্নিধ্যে যারা আছে তার উপাসনা করতে অহঙ্কার করে না এবং ক্লান্তি বোধ করে না। (২০) তারা দিবারাত্রি তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তারা অলসতা করে না। (২১) ওরা মাটি হতে তৈরী যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। (২২) যদি আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে বহু উপাস্য থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু ওরা যা বলে তার থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।

পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করে তাদের সঙ্গকে বর্জন কর এবং এ (কোরআন) দ্বারা তাদের উপদেশ দাও,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) *ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭০) যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়াকৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করে তাদের সঙ্গকে বর্জন কর এবং এ (কোরআন) দ্বারা তাদের উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ব্যতীত আর কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গ্রহণ করা হবে না, এরাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে। অবিশ্বাস করার কারণে এদের রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।*

কোরআন তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) *ঃ ১৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১৪) (বল) 'তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বিচারক মানব? যদিও তিনিই তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ*

www.pathagar.com

করেছেন।' যাদের (ধর্মগ্রন্থ) কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে ঐটি (কোরআন) তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং, তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (১১৫) এবং সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তার বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি শ্রবনকারী, সর্বজ্ঞানী।

কোরআন অনুসরণ কর এবং সাবধাণ হও

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) *ঃ ২০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫৫) এ কিতাব (কোরআন) আমি অবতারণ করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং এর অনুসরণ কর এবং সাবধাণ হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। (১৫৬) যেন তোমরা না বলতে পার যে, 'কিতাব শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের (ইহুদী ও খৃষ্টান এ দুটি সম্প্রদায়) প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো অজ্ঞই ছিলাম। (১৫৭) কিংবা তোমরা না বলতে পার যে, যদি কিতাব তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হত তবে তোমরা তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পথ পেতাম।' এখন তো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ, পথ-নির্দেশ ও দয়া এসেছে। অতঃপর যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখান করবে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- তার চেয়ে বড় যালিম অনাচারি আর কে? যারা আমার নিদর্শনসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের এ আচরণের জন্য আমি তাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দেব।*

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি গ্রন্থ (কোরআন) তথা আমার নির্দেশ, তুমি তো জানতে না গ্রন্থ (কোরআন) কি, বিশ্বাস কি?

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা শূরা (মন্ত্রণাসকল) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫১) মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা জিব্রাঈল প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে (জিব্রাঈল) আল্লাহ যা চান ব্যক্ত করে তার অনুমতিক্রমে; নিঃসন্দেহে তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। (৫২) এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি গ্রন্থ তথা আমার নির্দেশ, তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কি, বিশ্বাস কি? পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি, তুমি তো কেবল সরল পথই প্রদর্শন কর- (৫৩) আল্লাহর পথ। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তারই সকল পরিণাম আল্লাহর নিকট।*

এ কোরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা জাষীয়া (জানুপরি বসা) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২০) এ কোরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশক ও অনুগ্রহ। (২১) দুস্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে ওদের তাদের সমান গণ্য করব যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে? ওদের ধারণা কত নিকৃষ্ট।*

www.pathagar.com

আমি এ কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা যুমার (মানুষের দল) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৭) আমি এ কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে, (২৮) আরবী ভাষায় এ কোরআন যাতে কোন জটিলতা নেই, যাতে মানুষ সাবধাণতা অবলম্বন করে।

আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে ওরা ভয় করে ও উপদেশ গ্রহণ করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ত্বা-হা (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১৩) এরূপেই আমি আরবী ভাষায় কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং বিশদভাবে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি যাতে ওরা (কাফেররা) ভয় করে অথবা এ হয় ওদের (ঈমানদারদের) জন্য উপদেশ।

কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা মরিয়ম (এক ধার্মিকা নারীর নাম) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৭) আমি তো তোমার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধাণীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।

যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে শুনবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা আ'রাফ (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান) ঃ ২৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২০৪) এবং যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে শুনবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। (২০৫) তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীন হবে না। (২০৬) নিশ্চয়ই যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহংকারে তার উপাসনায় বিমূখ হয় না ও তারই মহিমা ঘোষণা করে এবং তারই নিকট তারা সিজদাহবনত হয়।

কোরআন, সন্দেহ থাকলে অনুরুপ একটি সূরা আনয়ণ কর ?

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩) আমি আমার দাসের প্রতি যা (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহলে তোমরা তার অনুরুপ কোন একটি সূরা আনয়ণ কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নিও। (২৪) আর যদি না পার অবশ্য তোমরা কখনই করতে পারবে না, তবে সেই জাহান্নামের আগুনকে ভয় কর মানুষ এবং পাথর হবে যার জ্বালানীর ইন্ধন, অবিশ্বাসী কাফেরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।

www.pathagar.com

তিনি সত্যসহ তোমাদের প্রতি কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যা ওর পূর্বের কিতাবের সমর্থক

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আলীফ-লাম-মীম; (২) আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও অনাদি। (৩) তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা ওর পূর্বের কিতাবের সমর্থক। (৪) পূর্বে তিনি মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি ফোরকান (ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসাকারী রূপে কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। বস্তুত আল্লাহ পরাক্রমশালী। প্রতিশোধ গ্রহণকারী দন্ডবিধায়ক।*

কোরআন এর কিছু আয়াত সুস্পষ্ট আসল মূল অংশ আর অন্যগুলি রূপক

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের আসল মূল অংশ, আর অন্যগুলি রূপক, যাদের মনে কুটিলতা বক্রতা আছে, তারা ফেৎনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুত আল্লাহ ব্যাতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। এবং যারা বিজ্ঞ জ্ঞানী তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি।' সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। বস্তুত বুদ্ধিমান বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।*

তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট জ্যোতি (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নিসা (নারীগণ)* ঃ ২৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭৪) হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি (কোরআন শরীফ) অবতীর্ণ করেছি। (১৭৫) অতঃপর যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) এনেছে ও তাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে তাদের তিনি তার দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশাধিকার প্রদান করবেন এবং তাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন।*

যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এ দ্বারা (কোরআনের দ্বারা) তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র)* ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫) হে ধর্মগ্রন্থধারিগণ! আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে সে তার অনেক অংশ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে এবং অনেক কিছু ক্ষমা করে থাকে। আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব (কোরআন) তোমাদের নিকট অবশ্যই এসেছে। (১৬) যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এ দ্বারা (কোরআনের দ্বারা) তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে বাহির করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং ওদের সরল পথে পরিচালিত করেন।*

www.pathagar.com

কোরআন এক সম্মানীত বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রেরিত, এ কবির রচনা নয়! এ সাবধাণীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হাক্কাহ (বাস্তবিক) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৮) আমি শপথ করছি তার যা তোমরা দেখতে পাও, (৩৯) এবং যা তোমরা দেখতে পাও না (৪০) নিশ্চয়ই এ কোরআন এক সম্মানিত বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রেরিত, (৪১) এ কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর, (৪২) এ কোন বাক-চতুর কথিত কাহিনীও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। (৪৩) এ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। (৪৪) সে যদি কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, (৪৫) আমি তাকে কঠোর হাতে দমন করতাম, (৪৬) এবং তার কণ্ঠশিরা কেটে দিতাম; (৪৭) তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না! (৪৮) এ সাবধাণীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।

কোরআন পূর্বে অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে অবতীর্ণ এবং কোরআন শ্রেষ্ট বিচার ব্যবস্থা

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৬) মরিয়ম তনয়া ঈশাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে ওদের উত্তর সাধক করেছিলাম এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং সাবধাণীদের জন্য পথ নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইঞ্জিল (ধর্মগ্রন্থ) দিয়েছিলাম, যাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো। (৪৭) এবং ইঞ্জিলের অনুসরণকারীদের উচিত যে, আল্লাহ ওতে (ইঞ্জিলে) যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী বিধান দেওয়া আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে বিধান দেয় না তারা শান্তিভঙ্গকারী। (৪৮) এবং এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারিন করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদের এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য। (তিনি তা করেননি) অতএব, সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগীতা কর, আল্লাহর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন (৪৯) এবং পুনঃ বলছি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তুমি সেই অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না এবং এ সম্বন্ধে সতর্ক থাক যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখ যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্য-ত্যাগী। (৫০) তবে কি তারা প্রাক-ইসলাম (জাহেলিয়াতের যুগের) যুগের বিচার ব্যবস্থা পেতে চায়? খাটি ঈমানদার (বিশ্বাসী) সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্টতর?

www.pathagar.com

কোরআন অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আ'রাফ (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আলীফ, লাম, মীম, স্বাদ। (২) তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে তুমি এর দ্বারা সতর্ক কর- এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটি উপদেশ। অতঃপর তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন দ্বিধা না থাকে। (৩) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।*

প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য এক গ্রন্থ থাকে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা বাতিল করেন এবং যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন এবং তাঁরই নিকট আছে গ্রন্থের মূল্য।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা রা'দ (বজ্রধ্বনি) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৬) আমি যাদের গ্রন্থ দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ (বোধ করে) পায়। কিন্তু কোন কোন দল ওর কিছু অংশ অস্বীকার করে। বল, 'আমি তো আল্লাহর উপাসনা করতে ও তাঁর কোন অংশী না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁরই প্রতি (সকলকে) আহবান করি এবং তারই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।' (৩৭) এভাবে আমি আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি কোরআন- এক নির্দেশ। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।*

৬ রুকূ ঃ (৩৮) তোমার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন আয়াত (বাক্য) উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য এক গ্রন্থ থাকে। (৩৯) আল্লাহ যা ইচ্ছা বাতিল করেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন এবং তাঁরই নিকট আছে গ্রন্থের মূল্য।

কোরআন আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হুদ (এক নবীর নাম) *ঃ ১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩) তারা (কাফেররা) কি বলে, 'সে (হযরত মোহাম্মদ) এটি (কোরআন) রচনা করেছে?' বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ণ কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পার আহবান কর। (১৪) যদি তারা তোমাদের আহবানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখ এ আল্লাহরই নিকট হতে অবতীর্ণ এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান) হবে না?*

কোরআন মানবজাতিকে অন্ধকার হতে আলোকে বের করে আনতে পারে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইব্রাহীম (এক নবীর নাম) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আলীফ-লাম্-রা, এ ঐশী গ্রন্থ, এ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের অনুমতি ক্রমে অন্ধকার হতে আলোকে বের করে আনতে পার, তার পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার যোগ্য।*

www.pathagar.com

প্রত্যেক রাসূলগণের ধর্মগ্রন্থ ছিল নিজ জাতির ভাষাভাষী

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইব্রাহীম (এক নবীর নাম) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪) আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার নিজ জাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে (ধর্মগ্রন্থ) ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আমি অবশ্যই তোমাকে সূরা ফাতিহার সাত আয়াত দিয়েছি যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় এবং দিয়েছি কোরআন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হিজর (বিচ্ছেদ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৬) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। (৮৭) আমি অবশ্যই তোমাকে সূরা ফাতিহার সাত আয়াত (বাক্য) দিয়েছি যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় এবং দিয়েছি মহান কোরআন। (৮৮) আমি সত্য প্রত্যাখানকারীদের কতককে ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও লক্ষ্য করো না। এবং ওরা বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য তুমি ক্ষোভ করো না, তুমি বিশ্বাসীদের প্রতি বিণয়ী হবে।

তোমার প্রতি আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি যেভাবে অবতীর্ণ করেছিলাম ওদের প্রতি যারা এখন বিভিন্ন মতে বিভক্ত।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হিজর (বিচ্ছেদ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৯) বল, 'আমি নিশ্চয়ই এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।' (৯০) তোমার প্রতি আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি যেভাবে অবতীর্ণ করেছিলাম ওদের প্রতি যারা এখন বিভিন্ন মতে বিভক্ত।

৭ রুকূ ঃ (৯১) যারা কোরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জন করে। (৯২) সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি ওদের প্রশ্ন করবই, (৯৩) সে বিষয়ে যা ওরা করে। (৯৪) অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং অংশীবাদীদের উপেক্ষা কর। (৯৫) আমি বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য যথেষ্ট, (৯৬) যারা আল্লাহর পাশে অন্য উপাস্য প্রতিষ্ঠা করেছে! এবং শীঘ্রই ওরা এর পরিণাম জানতে পারবে। (৯৭) আমি জানি, ওরা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়, (৯৮) সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তুমি সিজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও, (৯৯) তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের উপাসনা কর।

নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আহ্‌যাব (দলসমূহ) ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭২) নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম, ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল। মানুষ তো নিজের প্রতি অতিশয় জুলুম করে থাকে এবং সে অতিশয় অজ্ঞ।

www.pathagar.com

আমি যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি তখন তারা বলে, 'তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।' আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ১৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০১) আমি যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি তখন তারা বলে, 'তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।' আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন- কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না। (১০২) বল, 'তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে ফেরেস্তা জিব্রাইল সত্যসহ কোরআন অবতীর্ণ করেছে যারা বিশ্বাসী তাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদস্বরুপ মুসলমানদের (আত্মসমর্পণ-কারীদের) জন্য। (১০৩) আমি অবশ্যই জানি যে ওরা বলে, 'তাকে (মোহাম্মদ) শিক্ষা দেয় এক মানুষ। (কাফেররা) বলে যেহেতু মোহাম্মদ নিরক্ষর সেহেতু কোন লোক তাকে শিক্ষা দেয় এবং যে কয়জনের নাম তারা বলেছে– তারা সকলেই ছিল আজমী, (বিদেশী কেউ আরবী জানত না।) ওরা যার প্রতি এ আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়, 'কিন্তু কোরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।' (১০৪) যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাদের আল্লাহ্ পথনির্দেশ করেন না এবং তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১০৫) যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তারা কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।

এগুলি কোরআনের আয়াত (বাক্য), যা তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এটাই সত্য

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা- রা'দ (বজ্রধ্বনি) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আলীফ-লাম্ মীম্-রা, এগুলি কোরআনের আয়াত (বাক্য), যা তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এটাই সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। (২) আল্লাহই উর্দ্ধদেশে স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন তোমরা সেগুলো দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন, প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সমন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। (৩) তিনিই ভূমন্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করেছেন দুই প্রকারের। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৪) ভূমির পরস্পর অংশ সংলগ্ন, ওতে আছে দ্রাক্ষা-কানন, শস্য-ক্ষেত্র, একাধিক শির-বিশিষ্ট অথবা এক শির-বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষ, ওদের একই পানি দেয়া হয়, এবং ফলের হিসাবে ওদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্টত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

খন্ড খন্ডভাবে কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পার

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ১২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০৫) আমি সত্যসহ কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং সত্যসহই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তো কেবল তোমাকে (রাসূলকে)

www.pathagar.com

সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (১০৬) আমি খন্ড খন্ড ভাবে কোরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পার, এবং আমি কোরআন যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। (১০৭) বল, 'তোমরা কোরআন বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাদের এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন কোরআন পাঠ করা হয় অবশ্যই তারা সিজদাহে লুটিয়ে পড়ে।' (১০৮) ও বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান।' (১০৯) এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এ ওদের বিনয় বৃদ্ধি করে।

এ কোরআন তিনি (কোন) অসঙ্গতি রাখেননি। বিশ্বাসীর জন্য সুসংবাদ ও পুরষ্কার এবং অবিশ্বাসীর শাস্তি।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা কাহাফ (গর্ত) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তার দাসের প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি (কোন) অসঙ্গতি রাখেননি। (২) এটিকে তার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বিশ্বাসী ঈমানদারগণ– যারা সৎকাজ করে তাদের এ সুসংবাদ দেবার জন্য যে তাদের জন্য আছে উত্তম পুরষ্কার। (৩) যেখানে তারা চিরকাল থাকবে;*

কোরআন অবশ্যই পালণীয় বিধান, সুস্পষ্ট বাক্যসমূহ অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা সতর্ক হও

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নূর (জ্যোতি) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) এ একটি সূরা এ আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এতে দিয়েছি অবশ্য পালণীয় বিধান, এতে আমি সুস্পষ্ট বাক্যসমূহ অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা সতর্ক হও।*

জ্বিনদের একটি দল কোরআন পাঠ শ্রবণ করেছে এবং যা সঠিক পথ নির্দেশ করে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা জ্বিন (দানব) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) বল, 'ওহীর' (প্রত্যাদেশ) মাধ্যমে আমি অবগত হয়েছি যে, জ্বিনদের একটি দল কোরআন পাঠ শ্রবণ করেছে এবং তাদের সম্প্রদায়ের নিকট বলেছে, 'আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি,' (২) যা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, 'আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোন অংশীস্থাপন করব না।' (৩) 'এবং এটিও বিশ্বাস করেছি যে, 'আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সূউচ্চ; তিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং তার কোন সন্তানও নেই।' (৪) 'আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব উক্তি করত।' (৫) 'অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জ্বিন আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে পারে না,' (৬) 'ওহীর মাধ্যমে আমি আরও জানতে পেরেছি যে, কোন কোন মানুষ কিছু জ্বিনের স্মরণ নিত, ফলে, ওরা জ্বিনদের আন্তরিকতা বাড়িয়ে দিত।' (৭) জ্বিনেরা বলেছিল, 'তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে মৃত্যুর পর আল্লাহ কাহাকেও*

www.pathagar.com

পুনরুত্থিত করবেন না,' (৮) 'এবং ওরা পরস্পর বলাবলি করেছিল যে, আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ,' (৯) পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসে থাকতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়।

জ্বিনরা কোরআন পাঠ শুনে ফিরে গেল। ওরা বলেছিল, এক গ্রন্থের পাঠ শুনেছি যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে, এ ওর পূর্ববর্তী গ্রন্থকে সমর্থন করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

সূরা আহক্কাফ (স্থানবিশেষের নাম) *ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৯) স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি একদল জ্বিনকে আকৃষ্ট করেছিলাম, যারা কোরআন পাঠ শুনছিল, যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হল, ওরা একে অপরকে বলতে লাগল, 'চুপ করে শুনে যাও।' যখন কোরআন পড়া শেষ হল ওরা ওদের সম্প্রদায়ের নিকট সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল- (৩০) ওরা বলেছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক গ্রন্থের পাঠ শুনেছি যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে, এ ওর পূর্ববর্তী গ্রন্থকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।'*

এ আমি তোমার নিকট এভাবেই অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি তোমার হৃদয়কে শক্ত ও দৃঢ় করার জন্য।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ফোরকান (কোরআন) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩২) অবিশ্বাসীরা বলে, 'সমগ্র কোরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হল না কেন? এ আমি তোমার নিকট এভাবেই অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি তোমার হৃদয়কে শক্ত ও দৃঢ় করার জন্য। (৩৩) ওরা তোমার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করলে আমি তোমাকে ওর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। (৩৪) যাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, ওদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং ওরা পথভ্রষ্ট।*

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

৫

পূর্ববর্তী কিতাব (ধর্মগ্রন্থ)

www.pathagar.com

নিশ্চয় মূসাকে কিতাব (তাওরাত গ্রন্থ) দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা বাকারাহ্ (গাভী)* ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৭) এবং নিশ্চয় মূসাকে কিতাব (তাওরাত গ্রন্থ) দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মরিয়ম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা (বা জিব্রাঈল ফেরেস্তা) দ্বারা তার শক্তি বৃদ্ধি করেছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা অহঙ্কার করেছ এবং কতককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ।*

আমি অবশ্যই মূসা ও হারুণকে ফুরকান দিয়েছিলাম,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা আম্বীয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ)* ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৮) আমি অবশ্যই মূসা ও হারুণকে ফোরকান দিয়েছিলাম, আলো ও উপদেশ, সাবধাণীদের জন্য। (৪৯) যারা না দেখেও তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। (৫০) এ কল্যাণময় উপদেশ, আমি এটি (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি, তবুওকি তোমরা এটিকে অস্বীকার কর ?*

আমি তো নবীগণের কিছুজনকে কিছুজনের ওপর মর্যাদা দিয়েছি, দাউদকে আমি জবুর (গ্রন্থ) দিয়েছি।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ)* ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৫) যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাদের তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তো নবীগণের কিছুজনকে কিছুজনের ওপর মর্যাদা দিয়েছি, দাউদকে আমি জবুর (গ্রন্থ) দিয়েছি। (৫৬) বল, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের উপাস্য মনে কর তাদের আহবান কর, করলে দেখবে তোমাদের দুঃখদৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি ওদের নেই।*

ঈসাকে ইঞ্জিল (বাইবেল) দিয়েছিলাম

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র)* ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৬) মরিয়ম-তনয়, ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং সাবধাণীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইঞ্জিল (বাইবেল) দিয়েছিলাম, ওতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো।*

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

৬

আল্লাহ

www.pathagar.com

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের এবাদত কর, জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাড় করিও না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১) হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের এবাদত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার। (২২) যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূপৃষ্টকে বিছানা ও আকাশকে ছাদস্বরুপ স্থাপন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল-ফসল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাড় করিও না।*

তোমরা কি করে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৮) তোমরা কি করে আল্লাহকে অস্বীকার কর ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় জীবন্ত করবেন, অতঃপর তারই প্রতি তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।*

যারা আল্লাহর, ফেরেস্তাগণের, রাসূলগণের, জিব্রাইল ও মিকাঈলের শত্রু হবে- জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেসব অবিশ্বাসী কাফেরদের শত্রু।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ১২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৭) (হে নবী) আপনি বলে দিন, 'যে কেউ জিব্রাঈলের শত্রু হবে সে জেনে রাখুক সে-ত (জিব্রাইল) আল্লাহর আদেশে তোমার অন্তরে কোরআন নাযিল করেছেন, - যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের (ধর্মগ্রন্থের) সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা। (৯৮) যারা আল্লাহর, ফেরেস্তাগণের, রাসূলগণের, জিব্রাইল ও মিকাঈলের শত্রু হবে- জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেসব অবিশ্বাসী কাফেরদের শত্রু।*

কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই,আমি তো কাছেই আছি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ২৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৮৬) আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব, তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক- যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।*

কে- সে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে ? আল্লাহ উহা তার জন্যে বহুগুনে বৃদ্ধি করবেন, এবং আল্লাহই জীবিকা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ৩২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৪৪) তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (২৪৫) কে - সে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ (যে ঋণ*

www.pathagar.com

বিনা সুদে নিঃস্বার্থভাবে দেয়া হয় এবং ঋণ গ্রহীতা এ পরিশোধ করতে না পারলে কোন দাবি করা হয় না- এরূপ ঋণকে 'কাজে হাসানা' বা উত্তম ঋণ বলা হয়) প্রদান করবে ? আল্লাহ উহা তার জন্যে বহুগুনে বৃদ্ধি করবেন, এবং আল্লাহই জীবিকা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন, এবং তোমরা তারই নিকট প্রত্যাবীত হবে।

তিনি চিরজীবন্ত, অনাদি। তাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তার জ্ঞানের কিছুই তারা (মানুষেরা) আয়ত্ত করতে পারবে না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৫৫) আল্লাহ! তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই তিনি চিরজীবন্ত, অনাদি। তাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর। কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে সুপারিশ করবে ? তাদের (মানুষের) সম্মুখ্যে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তার জ্ঞানের কিছুই তারা (মানুষেরা) আয়ত্ত করতে পারবে না। তার আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত, আর ওদের (আকাশ-পৃথিবীর) রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না, তিনি অতি উচ্চ, মহামহিম সর্বাপেক্ষা মহান।

কেউ অসাবধাণবশতঃ যদি খারাপ কাজ করে অতঃপর তাওবাহ (অনুশোচনা) করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫১) যারা ভয় করে যে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ব্যতিত তাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না, তুমি এ দ্বারা (কোরআন দ্বারা) সতর্ক কর, হয়ত তারা সাবধাণ হবে। (৫২) যারা তাদের প্রতিপালককে সকাল ও সন্ধ্যায় তার সন্তুষ্টির জন্য ডাকে তাদের তুমি বিতাড়িত করো না। তাদের কর্মের জবাবদিহিতার দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে, করলে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৫৩) এবং এভাবে তাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি যেন তারা বলে, 'আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন?' আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে অবহিত নন? (৫৪) যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদের তুমি বল 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক,' 'তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তার কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অসাবধাণবশতঃ যদি খারাপ কাজ করে অতঃপর তাওবাহ (অনুশোচনা) করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৫৫) এভাবে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি যাতে অপরাধীদের পথ প্রকাশিত হয়।

বল, আমার নামাজ, আমার উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) ঃ ২০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬১) বল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে

www.pathagar.com

অংশীবাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।' (১৬২) বল, 'আমার নামাজ, আমার উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।' (১৬৩) তাঁর কোন অংশী নেই, এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম। (১৬৪) বল, 'আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে অন্বেষণ করব ? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না।' অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তারপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটিয়েছিলে তা তিনি তোমাদের অবহিত করবেন। (১৬৫) তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কিছুকে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দান করেন এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

আল্লাহ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, সকল বিষয়ের খবর রাখেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা লুকমান (ব্যক্তিবিশেষের নাম) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬) হে বৎস! 'কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং যদি শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে থাকে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, সকল বিষয়ের খবর রাখেন।'*

তবুও আল্লাহর গুনাবলী লিখে শেষ করা যাবে না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা লুকমান ঃ (ব্যক্তিবিশেষের নাম) *৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৭) পৃথিবীর সকল বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এ যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর গুনাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*

কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে তার মৃত্যু ঘটবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা লুকমান ঃ (ব্যক্তিবিশেষের নাম) *৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৪) কখন কিয়ামত হবে কেবল আল্লাহই জানেন, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।*

তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫) নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই গোপন নেই। (৬) তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*

www.pathagar.com

বল 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর।'

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬) বল 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর, এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও, এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। (যাবতীয়) কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।' (২৭) তুমি রাতকে দিনে, দিনকে রাতে পরিবর্তন কর, এবং তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর।

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর রক্ষক, রক্ষক পূর্বাচলের।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা সাফ্ফাত (শ্রেনীবদ্ধকারীগণ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪) নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য এক। (৫) যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর রক্ষক, রক্ষক পূর্বাচলের। (৬) আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজী দ্বারা সুশোভিত করেছি, (৭) ও একে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হতে রক্ষা করেছি। (৮) ফলে, শয়তানরা উর্দ্ধ জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না। ওদের ওপরে সকল দিক হতে (উল্কা) নিক্ষিপ্ত হয়, (৯) ওদের বিতাড়নের জন্য। ওদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। (১০) তবে কেউ গোপনে হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্দায়ণ করে।

প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার আমার নিকট আছে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা হিজর (বিচ্ছেদ) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১) প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার আমার নিকট আছে এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। (২২) আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বৃষ্টিবর্ষণ করি এবং তোমাদের পান করতে দিই। ওর ভান্ডার তোমাদের নিকট নেই।

আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা হিজর (বিচ্ছেদ) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩) আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (২৪) তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদের জানি এবং তোমাদের পরে যারা আসবে তাদেরও জানি। (২৫) তোমাদের প্রতিপালকই ওদের একত্র সমবেত করবেন, নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তারই তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা হাদীদ (লৌহ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই

www.pathagar.com

আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তারই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩) তিনি আদি, তিনিই অন্ত, তিনি যুগপৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (৪) তিনিই ছয়দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর আরশে সমাহীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু ভূমি হতে নির্গত হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু বর্ষিত হয় ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সব দেখেন। (৫) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তারই, সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা তারই নিকট। (৬) তিনি রাতকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে পরিণত করেন রাতে, তিনি অন্তর্যামী।

তুমি তার ওপর নির্ভর কর যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই। তিনি সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি আরশে সমাহীন হন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ফোরকান (কোরআন) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৮) তুমি তার ওপর নির্ভর কর যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই এবং তার সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তিনি তার দাসদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। (৫৯) তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাহীন হন। তিনি দয়াময়, তার সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা-বিধায়ক। তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের অধিকারী

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হাশর (একত্র হওয়া) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১) আমি যদি এ কোরআন পর্বতের ওপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে আল্লাহর ভয়ে চূর্ন-বিচূর্ন হয়ে গেছে। আমি এ সমস্ত দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য উপস্থিত করছি যাতে তারা চিন্তা করে। (২২) তিনি আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। (২৩) তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা-বিধায়ক। তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহঙ্কারের অধিকারী, তারা যাকে অংশী স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। (২৪) তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রুপদাতা, সকল উত্তম নাম তারই। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

বল, তিনি আল্লাহ, এক

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইখলাস (নির্মলতা; বিশুদ্ধ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) বল, তিনি আল্লাহ, এক (২) আল্লাহ সর্ব বিষয়ের নির্ভর; (৩) 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি (৪) এবং তার সমতুল্য কেউই নেই।'

www.pathagar.com

আল্লাহতাআলার ৯৯টি পবিত্র নাম

ইয়া আল্লাহ্- হে আল্লাহ! ১. ইয়া রাহমানু- হে দয়াশীল! ২. ইয়া রাহীমু- হে করুণাময়! ৩. ইয়া মালিকু- হে বাদশাহ! ৪. ইয়া কুদ্দুছু- হে পুত-পবিত্র! ৫. ইয়া ছালামু- হে শান্তিকর্তা! ৬. ইয়া মু'মিনু- হে মহা বিশ্বাসী! ৭. ইয়া মোহাইমিনু- হে সত্য সাক্ষী! ৮. ইয়া আ'জীজু- হে মহা প্রভাবী। ৯. ইয়া জাব্বারু - হে মহা বিক্রমশালী! ১০. ইয়া মুতাকাব্বিরু - হে গৌরবান্বিত! ১১. ইয়া খালিকু - হে মহান স্রষ্টা! ১২. ইয়া বারিউ- হে সৃজন ক্ষমতাবান! ১৩. ইয়া মোছাওয়েরু – হে মহান শিল্পী। ১৪. ইয়া গাফফারু- হে ক্ষমাশীল! ১৫. ইয়া ক্বাহহারু - হে মহা শাস্তিদাতা! ১৬. ইয়া ওয়াহহাবু- হে মহান দানশীল! ১৭. ইয়া রাজ্জাকু - হে শ্রেষ্ট অন্নদাতা! ১৮. ইয়া ফাত্তাহু - হে সম্প্রসারণকারী! ১৯. ইয়া আ'লীমু - হে মহাজ্ঞানী! ২০. ইয়া ক্বাবিজু - হে পরাভূতকারী! ২১. ইয়া বাছিতু- হে মহা প্রশস্ত! ২২. ইয়া হাফিজু- হে রক্ষাকারী! ২৩. ইয়া রাফিউ - হে মহান উন্নত! ২৪. ইয়া মুইজ্জু - হে সম্মানিত! ২৫. ইয়া মুজিল্লু - হে হীনকারী! ২৬. ইয়া ছামীউ - হে শ্রবনকারী! ২৭. ইয়া বাছীরু - হে দর্শনকারী! ২৮. ইয়া হাকামু - হে জ্ঞানী! ২৯. ইয়া আ'দলু - হে ন্যায়বিচারক! ২৮. ইয়া লাত্বীফু - হে সূক্ষ্ম! ৩১. ইয়া খাবিরু - হে মহা সংবাদগ্রাহক! ৩২. ইয়া হালীমু - হে ধৈর্যশীল! ৩৩. ইয়া আ'জীমু - হে বিরাট! ৩৪. ইয়া গাফুরু - হে ক্ষমাশীল! ৩৫. ইয়া শাকূরু- হে কৃতজ্ঞতা পছন্দকারী! ৩৬. ইয়া আ'লিয়্যু - হে মহা উচ্চ! ৩৭. ইয়া কাবীরু - হে বৃহৎ! ৩৮. ইয়া ছাদেকু - হে সত্যবাদী! ৩৯. ইয়া কারীমু - হে অনুগ্রহকারী! ৪০. ইয়া মুক্বীতু - হে শক্তিদাতা ৪১. ইয়া হাছীবু - হে মহান হিসাব গ্রহণকারী! ৪২. ইয়া জালীলু - হে পরাক্রমশালী! ৪৩. ইয়া রাক্বীবু - হে নেগাগবান! ৪৪. ইয়া মুজীবু - হে প্রার্থনা মঞ্জুরকারী! ৪৫. ইয়া ওয়াছিউ - হে প্রশস্তকারী! ৪৬. ইয়া হাকীমু - হে মহাবিজ্ঞানী! ৪৭. ইয়া ওয়াদুদু - হে দয়াশীল! ৪৮. ইয়া মাজীদু - হে মহা সম্মানিত ! ৪৯. ইয়া বায়িছু - হে পুনরুত্থানকারী! ৫০. ইয়া শাহীদু - হে সর্বদর্শ! ৫১. ইয়া হাক্কু - হে সত্যবাদী! ৫২. ইয়া ওয়াকীলু- হে সমাধাণকারী! ৫৩. ইয়া ক্বাবিয়্যু - হে শক্তিধর! ৫৪. ইয়া মুবিনু - হে বর্ণনাকারী! ৫৫. ইয়া ওয়ালিয়্যু - হে সৃষ্টিকুলের মালিক! ৫৬. ইয়া হামীদু - হে প্রশংসিত! ৫৭. ইয়া মুহছিয়্যু - হে বেষ্টনকারী! ৫৮. ইয়া মুবদি - হে প্রকাশকারী! ৫৯. ইয়া মুঈ'দু - হে পুনরুত্থানকারী! ৬০. ইয়া মুহয়ী - হে জীবনদানকারী ! ৬১. ইয়া মুমীতু - হে মৃত্যুদানকারী! ৬২. ইয়া হাইয়্যু - হে অমর! ৬৩. ইয়া কাইয়্যুমু - হে চিরঞ্জীব! ৬৪. ইয়া ওয়া - জিদু - হে সকল বস্তুর মালিক! ৬৫. ইয়া মাতীনু - হে দৃঢ়! ৬৬. ইয়া ওয়া-হিদু - হে অদ্বিতীয়! ৬৭. ইয়া আহাদু - হে একক মালিক! ৬৮. ইয়া ছামাদু - হে অমুখাপেক্ষী! ৬৯. ইয়া ক্বা-দিরু - হে মহাশক্তিশালী! ৭০. ইয়া মুক্বতাদিরু - হে শক্তির অধিকারী ! ৭১. ইয়া মুক্বাদ্দিমু - হে সূচনাকারী! ৭২. ইয়া মুআখখিরু - হে অনন্ত! ৭৩. ইয়া আউয়ালু - হে অনাদি। ৭৪. ইয়া আখিরু - হে সর্বশেষ! ৭৫. ইয়া যাহেরু - হে প্রকাশকারী! ৭৬. ইয়া বাত্বিনু - হে অপ্রকাশ্য সত্তা! ৭৭. ইয়া ওয়ালী - হে সকল বস্তুর মালিক! ৭৮. ইয়া মুতাআ'লী - হে সর্বোচ্চ মহান! ৭৯. ইয়া বাররু - হে নেক কাজ সৃষ্টিকারী! ৮০. ইয়া তাওওয়াবু - হে তাওবাহ কবুলকারী! ৮১. ইয়া মুন্তাকিমু - হে প্রতিশোধ গ্রহণকারী! ৮২. ইয়া মুনই'মু - হে ন্যায়বিচারক! ৮৬. ইয়া জামিউ' - হে একত্রিতকারী! ৮৭. ইয়া গানিয়্যু - হে অভাবহীন! ৮৮. ইয়া মানিউ' - হে বাধা প্রদানকারী ! ৮৯. ইয়া দোয়াররু - হে মহা কষ্ট প্রদানকারী! ৯০. ইয়া নাফিউ'- হে মুনাফা দানকারী! ৯১. ইয়া নূরু - হে মহান আলোকচ্ছটা! ৯২. ইয়া হাদিউ - হে পথ প্রদর্শক! ৯৩. ইয়া বাদীউ' - হে মহান সৃষ্টিকারী! ৯৪. ইয়া বা-ক্বিউ - হে স্থিতিশীল! ৯৫. ইয়া ওয়ারিছু - হে উত্তরাধিকারী! ৯৬. ইয়া রাশীদু - হে পথপ্রদর্শক! ৯৭. ইয়া ছাবুরু - হে ধৈর্যশীল! ৯৮. ইয়া মালিকাল মুলকি - হে মহান অধিপতি! ৯৯. ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম - হে প্রতাপশালী, সম্মানিত।

এছাড়া আল্লাহতাআলার গুনবাচক আরও বহু নাম আছে। যেমন- ইয়া আফুউ, ইয়া মুবনী, ইয়া হান্নানু, ইয়া মান্নানু, ইয়া মুগীসু, ইয়া কারীবু, ইয়া মাওলা, ইয়া নাছীরু, ইয়া খাফিজু, ইয়া জামীলু, ইয়া রব্বু।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

৭

রাসূল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

তিনি যিনি তার দাসকে তার নিদর্শন দেখাবার জন্য রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈলের সন্তানগণ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার দাসকে তার নিদর্শন দেখাবার জন্য রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ) থেকে মসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ তিনি করেছিলেন পর্যাপ্ত বরকত দান, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।*

বল, 'পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক। আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) *ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯০) এবং ওরা (অবিশ্বাসীরা) বলে 'কখনই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষন না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক ঝর্ণা উৎসারিত করবে।' (৯১) 'অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারা প্রবাহিত করবে নদী-নালা,' (৯২) 'অথবা তুমি যেমন বলে থাক, সেই অনুযায়ী আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করে আমাদের ওপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও ফেরেস্তাদের আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। (৯৩) অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনই বিশ্বাস করব না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ অবতীর্ণ না করবে যা আমরা পাঠ করব। বল, 'পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।'*

১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৪) 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন;' তাদের এ উক্তি মানুষকে বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন হতে বিরত রাখে, যখন ওদের নিকট আসে পথনির্দেশ। (৯৫) বল, 'ফেরেস্তাগণ যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তবে আমি আকাশ হতে ফেরেস্তাকেই ওদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম। (৯৬) বল, 'আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট, নিশ্চয়ই তিনি তার দাসদের সবিশেষ জানেন ও দেখেন।'

আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি এবং তোমাদের পবিত্র করে আর তোমাদের শিক্ষা দেয় কিতাব

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ্ (গাভী) *ঃ ১৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫১) আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, যিনি তোমার নিকট আমার আয়াত (বাণীসমূহ) তোমাদের কাছে পাঠ করে, এবং তোমাদের পবিত্র (তাসাউফ শিক্ষা) করে আর তোমাদের শিক্ষা দেয় কিতাব ও তার জ্ঞান-বিজ্ঞান এমন সব বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না।*

নিশ্চয় তুমি রাসূলগণের অন্যতম

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ্ (গাভী) *ঃ ৩৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৫২) এই সমস্ত আল্লাহর নিদর্শন; যা আমি সঠিকভাবে তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি এবং নিশ্চয় তুমি রাসূলগণের অন্যতম।*

www.pathagar.com

আল্লাহ্ অবশ্যই ঈমানদারদের প্রতি অনুগ্রহ্ করেছেন, তাদের নিজেদের মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততী) ঃ ১৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১৬৪) আল্লাহ অবশ্যই ঈমানদারদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের নিজেদের মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করে। সে (নবী) তার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাদের পবিত্র (তাসাউফ শিক্ষা) করে এবং কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তারা পূর্বে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।*

হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৬৭) হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি না কর তবে তো তুমি তার বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। বস্তুত আল্লাহ অবিশ্বাসী (কাফের) সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৬৮) বল, 'হে ধর্মগ্রন্থধারিগণ! তাওরাত, ইঞ্জিল ও যা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নেই।' তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও কাফেরই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং তুমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না। (৬৯) নিশ্চয়, যারা ঈমানদার, ইহুদী, সাবেয়ী ও খৃষ্টান তাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং সৎকাজ করবে তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না। (৭০) বনি ইস্রাঈলের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ও তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই কোন রাসূল তাদের নিকট এমন কিছু আনে যা তাদের মনঃপূত নয় তখনই তারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে।*

রাসূল এসেছে, সে তোমাদের মঙ্গলকামী, বিশ্বাসীদের প্রতি যে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) ঃ ১৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১২৮) তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট অবশ্যই এক রাসূল এসেছে তোমাদের কষ্টভোগ তার পক্ষে দুঃসহ। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, বিশ্বাসীদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।*

মানুষের জন্য একি আশ্চার্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই একজনের নিকট ওহী নাজিল করেছি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইউনুস (এক নবীর নাম) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১) আলীফ-লাম-রা 'এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত। (২) মানুষের জন্য একি আশ্চার্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই একজনের নিকট ওহী নাযিল করেছি এ জন্য যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং বিশ্বাসী ঈমানদারদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা। কাফেররা বলে, 'এতো এক সুদক্ষ যাদুকর।'*

www.pathagar.com

তুমি মানুষকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহ্‌ল (মধুমক্ষিকা) ঃ ১৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২৫) তুমি মানুষকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর এবং ওদের (কাফের) সাথে সদ্ভাবে আলোচনা কর। তোমার প্রতিপালকের, তার পথ ছেড়ে যে বিপদগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং যে সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ জানেন। (১২৬) যদি তোমরা শাস্তি দাও তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়, তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম। (১২৭) ধৈর্যধারণ কর, তোমার সহিষ্ণুতাও হবে আল্লাহরই সাহায্য। ওদের আচরণে দুঃখ করো না, এবং ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। (১২৮) যারা সাবধাণতা অবলম্বন করে (পরহেজগার) এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে আছেন।

মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আহ্‌যাব (দলসমূহ) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৯) ওরা (নবীগণ) আল্লাহর বাণী প্রচার করত; ওরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকেও ভয় করত না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪০) মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, সুতরাং আল্লাহর প্রতি ও তার নিরক্ষর বার্তাবাহক রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আ'রাফ (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তি স্থান) ঃ ১৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫৬) এবং 'আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারিত কর, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারণ করব যারা সাবধাণ হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে। (১৫৭) 'যারা বার্তাবাহক নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিল যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায় যে তাদের সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজ নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে তাদের ভার ও বন্ধন যা তাদের ওপর ছিল (তা হতে) তাদের মুক্ত করে, সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো (কোরআন) তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।

২০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫৮) বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমন্ডলি ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ও তার নিরক্ষর বার্তাবাহক রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। যে, আল্লাহ ও তার বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা পথ পাও।'

www.pathagar.com

আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ফাতাহ (বিজয়) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮) আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করছি, (৯) যাতে তোমরা আল্লাহতে ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (১০) যারা তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে তারা আল্লাহর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। আল্লাহ ওদের শপথের সাক্ষী। সুতরাং যে শপথ ভঙ্গ করে পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহাপুরস্কার দেবেন।*

তিনি তার রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন অপর সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ফাতাহ (বিজয়) *ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৮) তিনি তার রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (২৯) মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত; তার সহচরগণ অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের রুকূ ও সিজদাহ অবস্থায় দেখবে। তাদের মুখমন্ডলে সিজদাহর চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জিলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাহা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর এ শক্ত ও মজবুত হয় এবং পরে কান্ডের ওপর শক্তভাবে দাড়ায় যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধি দ্বারা অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।*

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে সেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হুজোরাত (কুটীর সকল) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তার রাসূলের অপেক্ষা না করে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে সেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না, কারণ এতে তোমাদের কাজ তোমাদের অগোচরে নিষ্ফল হয়ে যাবে। (৩) যারা আল্লাহর রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরিস্কার করেছেন যাতে তারা সাবধাণ হয়ে চলতে পারে। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে।*

www.pathagar.com

তোমরা রাসূলের সাথে চুপে চুপে কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সাদকা (দান খয়রাত) প্রদান করবে, এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়া লু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুজাদালা (পরস্পর বিবাদ) ঃ ২ রুকূ ঃ *আয়াত ঃ (১২) হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ)! তোমরা রাসূলের সাথে চুপে চুপে কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সাদকা (দান খয়রাত) প্রদান করবে, এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক; যদি তাতে অক্ষম হও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। (১৩) তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর, যখন তোমরা সাদকা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন তাহলে তোমরা নামাজ যথাযথভাবে পড়, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ সবকিছু সম্যক অবগত।*

রাসূল যার অনুমতি দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হাশর (একত্র হওয়া) ঃ ১ রুকূ ঃ *আয়াত ঃ (৭) আল্লাহ এ জনপদবাসীদের নিকট হতে তার রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন (যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি) তা আল্লাহর, তার রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের এবং পিতৃহীন (এতিম) বালক-বালিকার, অভাবগ্রস্থ ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা ধনবান কেবল তাদের মধ্যে সম্পদ সীমাবদ্ধ না করে। রাসূল যার অনুমতি দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (৮) এ সম্পদ অভাবগ্রস্থ মুহাজিরগণের জন্য যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্য করে নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে; ওরাই তো সত্যাশ্রয়ী।*

যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তার আয়াত, তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা; ইতিপূর্বে এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা- জুমআ (শুক্রবার) ঃ ১ রুকূ ঃ *আয়াত ঃ (১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, যিনি রাজা, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২) তিনিই নিরক্ষকদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তার আয়াত, তাদের পবিত্র করে (তাসাউফ শিক্ষা) এবং শিক্ষা দেয় গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা; ইতিপূর্বে এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। (৩) যারা এখনও তাদের দলভুক্ত হয়নি ওদের জন্যও সে প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪) এটিই আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এ দান করেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।*

www.pathagar.com

তিনিই তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন পথ নির্দেশ ও সত্যধর্মসহ সকল ধর্মের ওপর শ্রেষ্টত্ব দানের জন্য, যদিও অংশীবাদিগণ অপছন্দ করে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা স্বা-ফ (শ্রেনী) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৫) স্মরণ কর, মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। অতঃপর ওরা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ ওদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৬) স্মরণ কর, মরিয়ম তনয় ঈসা বলেছিল, 'হে বনি-ইস্রাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং পরে আহম্মদ নামে যে রাসূল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা' পরে সে যখন স্পস্ট নিদর্শনসহ ওদের নিকট এল ওরা বলতে লাগল, 'এ তো এক স্পষ্ট যাদু' (৭) যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার অপেক্ষা অধিক সীমালজ্ঞনকারী আর কে? আল্লাহ সীমালজ্ঞনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৮) ওরা আল্লাহর আলো ফূৎকারে নিভাতে চায় কিন্তু আল্লাহ তার আলো পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তা অপছন্দ করে। (৯) তিনিই তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ সকল ধর্মের ওপর শ্রেষ্টত্ব দানের জন্য, যদিও অংশীবাদিগণ অপছন্দ করে।*

হে নবী। আল্লাহ্ তোমার জন্য যা (মধু) বৈধ করেছেন তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য তোমার জন্য নিষিদ্ধ করছ কেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাহরীম (অবৈধকরণ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১) হে নবী। আল্লাহ তোমার জন্য যা (মধু) বৈধ করেছেন তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য তোমার জন্য নিষিদ্ধ করছ কেন ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২) আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩) স্মরণ কর নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল। অতঃপর তার সে স্ত্রী অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। নবী এ বিষয়ে তার সে স্ত্রীকে কিছু বলল এবং কিছু বলল না, নবী যখন তাকে জানাল তখন সে বলল, 'কে আপনাকে এ জানালো? নবী বলল, 'আমাকে জানিয়েছেন- তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।' (৪) তোমাদের দুইজনের হৃদয় অন্যায়-প্রবন হয়েছে বলে এখন যদি তোমরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ, জিব্রাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীগণ তার সাহায্যকারী, ওপরন্ত ফেরেশতাগণও তার সাহায্য করবে। (৫) যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে সম্ভবত তাকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী- যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুশোচনাকারী, উপাসনাকারী, রোজাব্রত পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।*

www.pathagar.com

তোমাদের সাথী উন্মাদ নয়। তিনি সেই ফেরেস্তাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাকভীর (আবরণ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫) আমি শপথ করি ভ্রাম্যমান গ্রহ নক্ষত্রের, (১৬) যারা চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়, (১৭) শপথ রাত অবসান কাল, (১৮) ও সূর্য আবির্ভাব কালের, (১৯) পবিত্র কোরআন আল্লাহরই বাণী (২০) সম্মানিত ফেরেস্তার মাধ্যমে যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা-সম্পন্ন, (২১) সবার মান্যবর, এবং যে বিশ্বাসভাজন। (২২) এবং তোমাদের সাথী উন্মাদ নয়। (২৩) তিনি সেই ফেরেস্তাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছে, (২৪) তিনি ওহী প্রকাশে কার্পণ্য করে না, (২৫) এবং এটা বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়। (২৬) সুতরাং তোমরা কোন পথে চলেছ ? (২৭) এতো শুধু বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ, (২৮) তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। (২৯) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর অনুমতি না হলে তোমাদের মতি হয় না।

অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী, ফলে, তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাজম (নক্ষত্র) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) শপথ নক্ষত্রের যখন তা হয় অস্তমিত, (২) তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়, (৩) এবং সে নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলে না, (৪) (কোরআন তো) ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, (৫) তাকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী, (৬) সহজাত জিব্রাঈল, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল (৭) উর্ধ্ব দিগন্তে, (৮) অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী, (৯) ফলে, তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল। (১০) তখন আল্লাহ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার তা প্রত্যাদেশ করলেন। (১১) যা সে দেখেছে তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি; (১২) সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে? (১৩) নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। (১৪) প্রান্তবর্তী বদরিকা বৃক্ষের (কুল গাছের) নিকট, (১৫) যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান (জান্নাত)। (১৬) তখন বৃক্ষটি, যা দিয়ে শোভিত হওয়ার তা দিয়ে মন্ডিত ছিল, (১৭) তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। (১৮) সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেই ছিল।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

৮

রাসূলগণ

www.pathagar.com

নিশ্চয় তুমি রাসূলগণের অন্যতম। এ রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে অপরের ওপর শ্রেষ্টত্ব দিয়েছি।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(২৫২) এই সমস্ত আল্লাহর নিদর্শন; যা আমি সঠিকভাবে তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি এবং নিশ্চয় তুমি রাসূলগণের অন্যতম। (২৫৩) এ রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে অপরের ওপর শ্রেষ্টত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কাউকে উচ্চ-মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে আমি প্রকাশ্য প্রমাণ প্রদান করেছি এবং তাকে 'পবিত্র আত্মা' (জিব্রাঈল ফেরেস্তা) দ্বারা শক্তিশালী করেছি। এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরে, তারা পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ (যুদ্ধ) করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটল, ফলে তাদের কিছু (লোক) বিশ্বাস করল এবং কিছু অবিশ্বাস করল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।*

স্মরণ কর নূহকে; ওরা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এ জন্যই ওদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করেছিলাম

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আম্বিয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৭৬) এবং স্মরণ কর নূহকে; পূর্বে সে যখন আহবান করেছিল তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহাসংকট হতে উদ্ধার করেছিলাম (৭৭) এবং আমি তাকে সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলাম যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, ওরা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এ জন্যই ওদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।*

স্মরণ কর দাউদ ও সুলাইমানের কথা তাদের প্রত্যেককে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আম্বিয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৭৮) এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলাইমানের কথা যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিল; ওতে রাত্রিকালে সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির মেষ ঢুকে পড়েছিল, আমি তাদের বিচার দেখছিলাম। (৭৯) এবং আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা জানিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যেন ওরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা। (৮০) আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে যুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না? (৮১) এবং উদ্দাম বায়ু সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম; তার আদেশক্রমে সে দেশের দিকে প্রবাহিত হত যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। (৮২) এবং জ্বিনের মধ্যে কিছু তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত; এছাড়া অন্য কাজও করত আমি তাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।*

www.pathagar.com

স্মরণ কর আইউবের কথা, তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আম্বিয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৩) এবং স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট দয়ালু।' (৮৪) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, এবং আমার নিকট হতে দয়া ও উপাসনাকারীদের জন্য উপদেশস্বরুপ তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করেছিলাম। তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরো দিয়েছিলাম।

স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরিস ও জুলকিফল এর কথা

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আম্বিয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৫) এবং স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরিস ও জুলকিফল এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। (৮৬) এবং তাদের আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম; তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

স্মরণ কর মাছওয়ালা (ইউনুস) এর কথা

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আম্বিয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৭) এবং স্মরণ কর মাছওয়ালা (ইউনুস) এর কথা, যখন সে ক্রোধ ভরে বেরিয়ে গিয়েছিল, এবং মনে করেছিল আমি তাকে সংকটে ফেলব না, অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহবান করেছিল, 'তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, মহান! অবশ্যই আমি সীমালঙ্ঘনকারী।' (৮৮) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দুঃশ্চিন্তা হতে উদ্ধার করেছিলাম এবং এভাবেই আমি বিশ্বাসীদের উদ্ধার করে থাকি।

স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, তার জন্য তার স্ত্রীকে বন্ধাত্ব মুক্ত করেছিলাম। স্মরণ কর সে নারীকে (মরিয়ম) তার মধ্যে আমি এক রুহ্‌কে ফুঁকে দিয়েছিলাম

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আম্বিয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৯) এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নিঃসন্তান রেখো না, তুমি তো চূড়ান্ত মালাকানার অধিকারী।' (৯০) অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইহা এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে বন্ধাত্ব মুক্ত করেছিলাম। তারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত। (৯১) এবং স্মরণ কর সে নারীকে (মরিয়ম) যে তার কাম প্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমি আমার (তরফ থেকে) এক রুহ্‌কে (আত্মাকে) ফুঁকে দিয়েছিলাম, এবং তাকে ও তার পুত্রকে (ঈসাকে) বিশ্বাসীর জন্য এক নিদর্শন করেছিলাম। (৯২) এই যে তোমাদের ধর্ম এ তো একই ধর্ম এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার উপাসনা কর। (৯৩) কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা মতাদর্শ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে।

www.pathagar.com

নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ও ইব্রাহীমের বংশধর এবং বংশানুক্রমে এরা পরস্পর পরস্পরের বংশধর।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি)** ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩১) বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৩২) বল, 'আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ আল্লাহ অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) ভালবাসেন না।' (৩৩) নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ও ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরাণের (যিনি মরিয়মের পিতা ছিলেন) বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। (৩৪) বংশানুক্রমে এরা পরস্পর পরস্পরের বংশধর, এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।*

তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন এবং সুলায়মানের নিকট

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নিসা (নারীগণ)** ঃ ২৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬৩) তোমার নিকট ওহী (আল্লাহর প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন এবং সুলায়মানের নিকট 'ওহী' প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে 'জবুর' (কয়েকটি অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থকে জবুর বলা হয়) দিয়েছিলাম। (১৬৪) অনেক রাসূল (প্রেরণ করেছি) যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি। এবং মূসার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথোপকথন করেছিলেন। (১৬৫) সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৬৬) কিন্তু আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি জেনেশুনে করেছেন। আল্লাহ এর সাক্ষী এবং ফেরেস্তাগণও সাক্ষী এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।*

এদেরকেই কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) কর্তৃত্ব ও নবুয়ত প্রদান করেছি, এদেরই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা আন আম (গ্রাম্য পশু)** ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৩) এবং এ আমার যুক্তি যা ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের সাথে মোকাবিলা করতে দিয়েছিলাম। যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নিত করি, তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী। (৮৪) এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও, আর এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের আমি পুরস্কৃত করি (৮৫) এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলে পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৬) আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস ও লুতকে; এবং প্রত্যেককে বিশ্ব-জগতের ওপর শ্রেষ্টত্ব প্রদান করেছিলাম।' (৮৭) এবং এদের পিতৃ-পুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের*

www.pathagar.com

কাউকে শ্রেষ্টত্ব প্রদান করেছিলাম, তাদের মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। (৮৮) এ আল্লাহর পথ, নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন, তারা যদি অংশী স্থাপন করত, তবে তাদের কাজের ফলাফল নিস্ফল হত। (৮৯) এদেরকেই কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) কর্তৃত্ব ও নবুয়ত প্রদান করেছি, অতঃপর যদি এরা এগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এগুলির ভার অর্পণ করেছি, যারা এগুলি প্রত্যাখান করবে না। (৯০) এদেরই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর। বল, 'এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না, এ তো শুধু বিশ্ব-জগতের জন্য উপদেশ।'

নূহ্ এবং তার পরিবারবর্গকে আমি মহাসংকট হতে রক্ষা করেছিলাম, ইব্রাহীম ছিল তার উত্তরসূরী। অতঃপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা সাফ্‌ফাত (শ্রেনীবদ্ধকারিগণ) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৫) নূহ আমাকে আহবান করেছিল এবং আমি কত উত্তমরূপে সাড়া দিয়েছিলাম। (৭৬) তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে আমি মহাসংকট হতে রক্ষা করেছিলাম। (৭৭) তারই বংশধরদের আমি রক্ষা করেছি বংশ পরম্পরায়; (৭৮) আমি এ পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি, (৭৯) সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক! (৮০) এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি; (৮১) সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম। (৮২) অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম; (৮৩) ইব্রাহীম ছিল তার উত্তরসূরী। (৮৪) স্মরণ কর, সে তার প্রতিপালকের নিকট বিশুদ্ধ চিত্তে উপস্থিত হয়েছিল; (৮৫) তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমরা কিসের পূজা করছ?' (৮৬) 'তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অলীক উপাস্যকে চাও?' (৮৭) 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?' (৮৮) অতঃপর ইব্রাহীম তারকারাজির দিকে একবার তাকাল, (৮৯) এবং বলল, 'আমি অসুস্থতা বোধ করছি।' (৯০) অতঃপর ওরা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল। (৯১) পরে সে সন্তর্পনে ওদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলল, 'তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন?' (৯২) 'তোমাদের কি হয়েছে যে, 'তোমরা কথা বল না?' (৯৩) অতঃপর সে তাদের ওপর স্ববলে আঘাত করল। (৯৪) তখন ঐ লোকগুলি তার দিকে ছুটে এল (৯৫) সে বলল, 'তোমরা নিজেরা যাদের পাথর খোদাই করে নির্মাণ কর তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? (৯৬) 'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী কর তা-ও।' (৯৭) ওরা বলল, 'এর জন্য এক অগ্নিকুন্ড তৈরী কর, অতঃপর একে জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।' (৯৮) ওরা (নমরুদ) তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি ওদের ব্যর্থ করে দিলাম। (৯৯) ইব্রাহীম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালনা করবেন?' (১০০) 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ পুত্রসন্তান দান কর।' (১০১) অতঃপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। (১০২) অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, 'বৎস ! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল?' সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।' (১০৩) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তার পুত্রকে (জবাই করার জন্য) কাত হয়ে শায়িত করল, (১০৪) তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম, 'হে ইব্রাহীম! (১০৫) তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে।' এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। (১০৬) নিশ্চয়ই এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা (১০৭) আমি তার পরিবর্তে কোরবানীর জন্য এক হৃষ্টপুষ্ট জন্তু দিলাম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

(১০৮) আমি এ পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। (১০৯) ইব্রাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হউক। (১১০) এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। (১১১) সে ছিল আমার এক বিশ্বাসী দাস! (১১২) আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম, সে ছিল একজন নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম, (১১৩) তাকে এবং ইসহাককে আমি সমৃদ্ধি দান করেছিলাম; তাদের বংশধরদের মধ্যে কিছু সৎকর্মপরায়ণ এবং কিছু নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।

মূসা, হারুন, ইলিয়াস ও লুতের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক, এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। এরা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী দাস।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

সূরা সাফ্‌ফাত (শ্রেনীবদ্ধকারিগণ) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১১৪) আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারুনের প্রতি, (১১৫) এবং তাদের ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি মহাসংকট হতে উদ্ধার করেছিলাম। (১১৬) আমি সাহায্য করেছিলাম তাদের, ফলে তারা বিজয়ী হয়েছিল। (১১৭) আমি উভয়কে বিশদ গ্রন্থ দিয়েছিলাম। (১১৮) এবং তাদের আমি সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। (১১৯) আমি এ পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। (১২০) মূসা ও হারুনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক, (১২১) এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। (১২২) এরা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী দাস। (১২৩) ইলিয়াসও ছিল রাসূলদের একজন; (১২৪) স্মরণ কর সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তারা কি সাবধাণ হবে না?' (১২৫) 'তোমরা কি বায়ালকে (দেবতাকে) ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ট স্রষ্টা' (১২৬) আল্লাহকে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের – তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদের; (১২৭) কিন্তু ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই ওরা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। (১২৮) তবে আল্লাহর বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের কথা স্বতন্ত্র। (১২৯) আমি এ পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। (১৩০) ইলিয়াসের ওপর শান্তি বর্ষিত হউক। (১৩১) এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। (১৩২) সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম। (১৩৩) লুতও ছিল রাসূলদের একজন। (১৩৪) আমি তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম। (১৩৫) কিন্তু উদ্ধার করিনি এক বৃদ্ধাকে, সে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩৬) অতঃপর অবশিষ্টদের আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম। (১৩৭) তোমরা ওদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাক সকালে (১৩৮) এবং সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবণ করবে না?*

ইউনুসও ছিল রাসূলদের একজন। স্মরণ কর, এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল অতঃপর তাকে তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা সাফ্‌ফাত (শ্রেনীবদ্ধকারিগণ) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১৩৯) ইউনুসও ছিল রাসূলদের একজন। (১৪০) স্মরণ কর, যখন সে পলায়ণ করে বোঝাই জলযানে পৌঁছাল, (১৪১) অতঃপর (নৌকা অচল হয়ে যাওয়ায়) নৌকার আরোহীদের মধ্যে কে অলক্ষুণে পরীক্ষা করা হল এবং সেই (পলাতক গোলাম) হিসেবে অলুক্ষনে সাব্যস্ত হল (১৪২) পরে (তাকে নৌকা হতে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হল) এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার করতে লাগল। (১৪৩) সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, (১৪৪) তা হলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মৎসগর্ভে থাকতে হত। (১৪৫) অতঃপর ইউনুসকে আমি এক তৃনহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম এবং সে ছিল রুগ্ন। (১৪৬) পরে আমি তাকে ছায়া দেয়ার জন্য এক লাউ গাছ উদগত করলাম; (১৪৭) আমি তাকে লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। (১৪৮) এবং তারা বিশ্বাস করেছিল; ফলে, আমি তাদের কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিলাম।*

রাসূলদের প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ লৌহ দিয়েছি যাতে রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ আমি নূহ এবং ইব্রাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং স্থির করেছিলাম নবুয়ত ও গ্রন্থ, ঈসাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হাদীদ (লৌহ) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৫) নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি গ্রন্থ ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করে। আমি লৌহ দিয়েছি যাতে রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; এ জন্য যে আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাকে এবং তার রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬) আমি নূহ এবং ইব্রাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করেছিলাম নবুয়ত ও গ্রন্থ। কিন্তু ওদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী। (২৭) অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূলগণকে ও মরিয়ম তনয় ঈসাকে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু সন্ন্যাসবাদ-এতো ওরা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, আমি ওদের এমন বিধান দিইনি, অথচ এটিও ওরা যথাযথভাবে পালন করেনি। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছিল ওদের আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার এবং ওদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (২৮) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তার অনুগ্রহে তোমাদের দ্বিগুন পুরস্কার দেবেন এবং তিনি তোমাদের দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৯) এজন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও ওদের কোন অধিকার নেই, অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে রয়েছে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ অনুগ্রহশীল।

মরিয়ম-তনয় ঈসা বলল, 'হে আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য-পরিপূর্ণ খাদ্য প্রেরণ কর

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) ঃ ১৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১২) স্মরণ কর, 'হাওয়ারী'গণ (হযরত ঈসা (আঃ) এর একান্ত অনুসারী) বলেছিল, 'হে মরিয়ম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য-পরিপূর্ণ খাদ্য প্রেরণ করতে সক্ষম?' সে বলেছিল, 'আল্লাহকে তোমরা ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।' (১১৩) তারা বলেছিল, 'আমাদের ইচ্ছা করে যে তা থেকে কিছু আমরা খাব ও আমাদের চিত্ত সান্তনা লাভ করবে। আর আমরা জানতে চাই যে, তুমি আমাদের সত্য বলেছ এবং আমরা তার সাক্ষী থাকতে চাই।' (১১৪) মরিয়ম-তনয় ঈসা বলল, 'হে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য-পরিপূর্ণ খাদ্য প্রেরণ কর এ হবে আমাদের ও আমাদের সকলের জন্য তোমার নিকট থেকে নিদর্শন এবং আনন্দোৎসব স্বরূপ। এবং আমাদের জীবিকা দান কর, আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।' (১১৫) আল্লাহ বললেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তা প্রেরণ করব, কিন্তু এরপরও তোমাদের মধ্যে কেউ অবিশ্বাস করলে তাকে এমন শাস্তি দেব যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকেও দেব না।'

www.pathagar.com

মূসার সম্প্রদায় নিকট প্রস্রবণ ঝর্ণা, 'মান্না' ও 'সালওয়া' (খাদ্য)। পাঠিয়েছিলাম এবং তোমাদের যা ভাল দিয়েছি তা আহার কর।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আ'রাফ (জান্নাত ও জাহান্নামে মধ্যবর্তী স্থান) ঃ ২০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫৯) মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রয়েছে যারা অন্যকে অন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও ন্যায় বিচার করে। (১৬০) এবং (দ্বাদশ পিতামহের বংশধর) তাদের আমি দ্বাদশ গোত্রে তথা দলে বিভক্ত করেছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তার নিকট পানি প্রার্থনা করল তখন তার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, 'তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর, ফলে তা থেকে দ্বাদশ প্রস্রবণ (ঝর্ণা) উৎসারিত হল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনে নিল, এবং মেঘ দ্বারা তাদের ওপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম, তাদের নিকট 'মান্না' ও 'সালওয়া' (খাদ্য) পাঠিয়েছিলাম এবং (বলেছিলাম) তোমাদের যা ভাল দিয়েছি তা আহার কর। তারা আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেনি কিন্তু তারা নিজেদের প্রতিই অনাচার করেছিল।

এ কোরআন প্রেরণ করে আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি। এর পূর্বে অবশ্য তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ কর, ইউসূফ তার পিতাকে বলেছিলেন, 'হে আমার পিতা! আমি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখেছি - দেখেছি ওদের আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।' এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইউসূফ (এক পয়গম্বরের নাম) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আলীফ-লাম-রা, এগুলি সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত (বাক্য)। (২) নিশ্চয়ই কোরআন, এটি আমি আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৩) ওহীর (প্রেরিত বাণীর) মাধ্যমে তোমার নিকট এ কোরআন প্রেরণ করে আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি। এর পূর্বে অবশ্য তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। (৪) স্মরণ কর, ইউসূফ তার পিতাকে বলেছিলেন, 'হে আমার পিতা! আমি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখেছি - দেখেছি ওদের আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।' (৫) সে বলল, 'হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নবৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকট বর্ণনা করো না, করলে (তারা) তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৬) এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্বে এ পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) ইউসূফ এবং তার ভ্রাতাদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৮) স্মরণ কর, ওরা বলেছিল, 'আমাদের পিতার নিকট ইউসূফ এবং তার ভ্রাতাই আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যদিও আমরা দলে অধিক নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন। (৯) 'ইউসূফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন স্থানে নির্বাসিন দাও, ফলে আমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভাল হয়ে যাবে।' (১০) ওদের মধ্যে একজন বলল, ইউসূফকে হত্যা করো না এবং তোমরা যদি কিছু করতেই চাও - তবে তাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।' (১১) ওরা বলল 'হে আমাদের পিতা! ইউসূফের ব্যাপারে তুমি আমাদের বিশ্বাস করছ না কেন,

www.pathagar.com

যদিও আমরা তার শুভাকাংক্ষী? (১২) তুমি আগামীকল্য তাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ কর, সে ফলমূল খাবে ও খেলাধুলা করবে। আমরা নিশ্চয়ই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।' (১৩) সে বলল, 'এ আমাকে কষ্ট দেবে যে তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করি তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হলে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।' (১৪) ওরা বলল, 'আমরা এক ভারী দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হব।' (১৫) অতঃপর ওরা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করল তখন ওরা তাকে কূপে নিক্ষেপ করল এবং আমি তাকে জানিয়ে দিলাম 'তুমি ওদের এ কাজের কথা অবশ্যই ওদের বলে দেবে যখন তোমাদের চিনবে না।' (১৬) ওরা রাতে কাঁদতে কাঁদতে ওদের পিতার নিকট এল। (১৭) ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসূফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু তুমি তো আমাদের বিশ্বাস করবে না যদিও আমরা সত্যবাদী।' (১৮) ওরা তার জামায় মিথ্যা রক্ত (লেপন করে) এনেছিল। সে বলল, 'না, তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ, সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল।' (১৯) এক যাত্রীদল এল, ওরা ওদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল, সে তার পানির ডোর নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, 'কি সুখবর! এ যে এক কিশোর! অতঃপর ওরা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল। ওরা যা করছিল সে বিষয় আল্লাহ সর্বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। (২০) এবং ওরা তাকে স্বল্পমূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রার) বিনিময়ে বিক্রয় করল। ওরা ছিল এতে নির্লোভ।

৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১) মিশরের যে ব্যক্তি ওকে ক্রয় করেছিল সে তার স্ত্রীকে বলল, 'সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা ওকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি।' এবং এভাবে আমি ইউসূফকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবার জন্য সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। আল্লাহ্ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ জানে না। (২২) সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এবং এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি। (২৩) সে (হযরত ইউসূফ আঃ) যে মহিলার গৃহে ছিল সে (ঐ স্ত্রীলোক) তা (ইউসূফ) হতে অসৎকর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ করে দিল ও বলল, 'এসো'। সে বলল, 'আমি আল্লাহর শরণ নিচ্ছি, তোমার স্বামী (আজীজ) আমার প্রভু, তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন, সীমালঙ্ঘনকারীগণ অবশ্য সফলকাম হয় না। (২৪) সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে ছিল অবশ্যই আমার বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের অন্তর্ভুক্ত। (২৫) ওরা উভয়ে দৌড়িয়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। তারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পেল। স্ত্রীলোকটি বলল, 'যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কি দন্ড হতে পারে?' (২৬) ইউসূফ বলল, 'সে-ই আমার কাছ থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিল।' স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদি ওর জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং ইউসূফ মিথ্যাবাদী,' (২৭) 'কিন্তু ওর জামা যদি পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং ইউসূফ সত্যবাদী।' (২৮) গৃহস্বামী যখন দেখল যে তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়েছে তখন সে বলল, 'এ তোমাদের নারীদের ছলনা-নিশ্চয়ই তোমাদের ছলনা ভীষণ।' (২৯) 'হে ইউসূফ! তুমি এ বিষয়ে কিছু মনে করো না এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর - নিশ্চয়ই তুমি অপরাধী।'

www.pathagar.com

৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩০) নগরে কিছু নারী বলল, 'আজীজের স্ত্রী তার যুবক দাস হতে অসৎকর্ম কামনা করছে, প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে - নিশ্চয়ই আমরা তাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে দেখছি।' (৩১) সে (আজীজের স্ত্রী) যখন ওদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল তখন সে ওদের ডেকে পাঠাল, 'ওদের জন্য আসন প্রস্তুত করল, ওদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল এবং ইউসূফকে বলল, ওদের সম্মুখে বের হও।' অতঃপর ওরা যখন তাকে দেখল তখন ওরা তার গরিমায় (রূপ-যৌবনে) অভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। ওরা বলল, 'অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিম্মান্বিত ফেরেস্তা। (৩২) সে বলল, 'এ-ই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করছ, আমি তো তা থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছি কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে, আমি তাকে যা আদেশ করি সে যদি তা না করে তবে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং নীচদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৩৩) ইউসূফ বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! এ নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি ওদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।' (৩৪) অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাকে ওদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৩৫) নিদর্শনাবলী দেখার পর ওদের মনে হল যে, তাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করতেই হবে।

৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৬) তার সাথে দুইজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। ওদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আঙ্গুর নিঙড়ে রস বার করছি' এবং অপরজন বলল, 'আমি আমার মস্তকে রুটি বহন করছি এবং পাখী তা হতে খাচ্ছে। আমাদের তুমি এর তাৎপর্য জানিয়ে দাও, আমরা তোমাকে পরোপকারী দেখছি।' (৩৭) ইউসূফ বলল, 'তোমাদের যে খাদ্য দেওয়া হয় তা আসার পূর্বে আমি তোমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব। আমি যা তোমাদের বলব তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে বলব। যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী আমি অবশ্যই তাদের মতবাদ বর্জন করেছি।' (৩৮) 'আমি আমার প্রিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে অংশী করা আমাদের কাজ নয়। এ আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।' (৩৯) 'হে কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না এক, পরাক্রমশালী আল্লাহ? (৪০) 'তাঁকে ছেড়ে তোমরা কতকগুলি নামের উপাসনা করছ - যা তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ, এগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতিত অন্য কারও উপাসনা না করতে, এটিই সরল ধর্ম কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ অবগত নয়। (৪১) 'হে কারা-সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তার প্রভুকে মদ্য পান করাবে এবং অপর জন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শূলবিদ্ধ হবে, অতঃপর তার মস্তক হতে পাখী আহার করবে - যে বিষয়ে তোমরা জানতে চাচ্ছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।' (৪২) ইউসূফ, ওদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল তাকে বলল, 'তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলো' কিন্তু শয়তান ওকে ওর প্রভুর নিকট তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দিল, সুতরাং ইউসূফ কয়েক বৎসর কারাগারে রইল।

৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৩) রাজা বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটি স্থূলকায় গাভী, সাতটি শীর্ণকায় গাভী তাদের (স্থূলকায় গাভীদের) ভক্ষণ করছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্নের সম্বন্ধে বিধান দাও।' (৪৪) ওরা বলল, 'এ অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা অর্থহীন স্বপ্ন - ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।' (৪৫) দইজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার ইউসূফের কথা স্মরণ হল সে বলল, 'আমি এর তাৎপর্য তোমাদের জানিয়ে দেব। সুতরাং

www.pathagar.com

তোমরা আমাকে যেতে দাও।' (৪৬) (সে বলল), 'হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, ওদের সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদের বিধান দাও, যাতে আমি রাজা ও সভাসদদের নিকট ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে।' (৪৭) ইউসূফ বলল, 'তোমরা সাত বৎসর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে ওর মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে তা ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত রেখে দেবে, (৪৮) এবং এর পর আসবে সাতটি খরার বৎসর, এ সাত বৎসর যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে। কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা রেখে দেবে, তা ব্যতীত। (৪৯) এবং এর পর আসবে এক বৎসর, সে বৎসর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বৎসর মানুষ প্রচুর ভোগ-বিলাস করবে।' ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫০) রাজা বলল, 'তোমরা ইউসূফকে আমার নিকট নিয়ে এসো।' যখন দূত তার নিকট উপস্থিত হল তখন সে বলল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর যে নারীগণ হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী, নিশ্চয়, আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্যক অবগত।' (৫১) রাজা নারীদের বলল, 'যখন তোমরা ইউসূফ হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে তখন তোমাদের কি হয়েছিল? তার বলল, 'অদ্ভুত আল্লাহর মহাত্ম্য। আমরা ওর মধ্যে কোন দোষ দেখিনি।' আজীজের স্ত্রী বলল, 'এক্ষণে সত্য প্রকাশ হল, আমিই তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলাম, নিশ্চয়ই সে সত্যবাদী।' (৫২) সে বলল, 'আমি এ বললাম, যাতে ইউসূফ জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, এবং আল্লাহ অবশ্যই অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।' (৫৩) সে বলল, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম-প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয়, আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৫৪) রাজা বলল, ইউসূফকে আমার নিকট নিয়ে এসা, আমি ওকে আমার বিশ্বস্ত সহচর নিযুক্ত করব।' অতঃপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, 'আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসভাজন হলে।' (৫৫) ইউসূফ বলল, 'আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন, আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অভিজ্ঞ।' (৫৬) এভাবে আমি ইউসূফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম, সে সে-দেশে যথা ইচ্ছা বসবাস করত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি। আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না। (৫৭) যারা বিশ্বাসী ও সাবধাণী তাদের পরলোকের পুরস্কারই উত্তম।

অদৃশ্য লোকের সংবাদ আমি তোমাকে ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করেছি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হূদ (এক পয়গম্বরের নাম) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৯) 'এ সমস্ত অদৃশ্য লোকের সংবাদ আমি তোমাকে (হযরত মোহাম্মদকে) ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করেছি যা এর পূর্বে তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানত না। সুতরাং ধৈর্যধারণ কর, শুভ পরিণাম সাবধাণীদেরই জন্য।'

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

৯

ফেরেস্তা

www.pathagar.com

তাদের শপথ যারা (যে ফেরেস্তারা) সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা সাফ্‌ফাত (শ্রেনীবদ্ধকারিগণ) *: ১ রুকূ : আয়াত : (১) তাদের শপথ যারা (যে ফেরেস্তারা) সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান (২) ও যারা সজোরে ধমক দিয়ে থাকে (৩) এবং যারা কোরআন আবৃত্তিতে রত (৪) নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য এক।*

সূরা সাফ্‌ফাত (শ্রেনীবদ্ধকারিগণ) *: ৫ রুকূ : আয়াত : (১৬৪) জিব্রাঈল বলেছিল, 'আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে' (১৬৫) 'আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান' (১৬৬) এবং আমরা তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।*

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুরপার্শ্বে ঘিরে আছে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা মুমিন (বিশ্বাসী) *: ১ রুকূ : আয়াত : (৭) যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুরপার্শ্বে ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রশংসার সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী;' অতএব যারা তাওবাহ করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।*

মানুষের জন্য তার সম্মুখ্যে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা রা'দ (বজ্রধ্বনী) *: ২ রুকূ : আয়াত : (১১) মানুষের জন্য তার সম্মুখ্যে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে, ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষনাবেক্ষণ করে। আল্লাহ অবশ্যই অবস্থা পরিবর্তন করেন না- যতক্ষন না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা বিরত করার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত ওদের কোন অভিভাক নেই।*

আল্লাহ, যিনি ফেরেস্তাদের বাণী-বাহক করেন যারা দুই, তিন অথবা চার পাখা বিশিষ্ট

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ফাত্বির (সৃষ্টিকর্তা) *: ১ রুকূ : আয়াত : (১) সকল প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই যিনি ফেরেস্তাদের বাণী-বাহক করেন যারা দুই, তিন অথবা চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি তার সৃষ্টির সঙ্গে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।*

শপথ উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান অশ্বসমূহের যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিষ্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা আ'দীয়াত (দ্রুতগামী অশ্ব) *: ১ রুকূ : আয়াত : (১) শপথ উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান অশ্বসমূহের (২) যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিষ্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে (৩) যারা অভিযান করে প্রভাতকালে (৪) ও সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে (৫) অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।*

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

১০

সৃষ্টি ও নিদর্শন (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য)

www.pathagar.com

মানুষ কি দেখে না আমি শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি? মানুষ আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা রচনা করে, এবং বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে ?

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইয়াসিন (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৮) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তাকে জরাগ্রস্ত করে দিই। তবুও কি ওরা বোঝে না? (৬৯) আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শেখাইনি এবং এ তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এ কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কোরআন; (৭০) যা দ্বারা রাসূল জাগ্রত চিত্ত ব্যক্তিদের সতর্ক করতে পারে এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা প্রকাশ করে। (৭১) ওরা কি লক্ষ্য করে না ওদের জন্য আমি নিজে সৃষ্টি করেছি পশু এবং ওরাই এগুলির অধিকারী? (৭২) এবং আমি এগুলিকে ওদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলির কিছু ওদের বাহক এবং কিছু ওদের খাদ্য। (৭৩) ওদের জন্য এগুলিতে বহু উপকারিতা আছে? আছে পানীয়, বস্ত্র। তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞ হবে না? (৭৪) ওরা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, ওরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (৭৫) কিন্তু এ সব উপাস্য ওদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়; এ সমস্ত উপাস্য যাদের ওরা ওদের সাহায্যকারী মনে করে তাদের উপস্থিত করা হবে (জাহান্নামে)। (৭৬) অতএব ওদের কথা তোমাকে যেন কষ্ট না দেয়। আমি জানি যা ওরা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। (৭৭) মানুষ কি দেখে না আমি শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি? অথচ পরে সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী হয়ে পড়ে। (৭৮) মানুষ আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; এবং বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে? (৭৯) যখন তা পচে গলে যাবে? বল, 'ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এ প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৮০) তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দ্বারা অগ্নি প্রজ্জলিত কর। (৮১) যিনি নিজ ক্ষমতাবলে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮২) তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তিনি কেবল বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যিনি প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

তোমাদের সুসংবাদ দেয়ার জন্য ও তার অনুগ্রহ আস্বাদন করার জন্য বায়ু প্রেরণ করেন

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা রূম (রাজ্যবিশেষ) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৬) আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তোমাদের সুসংবাদ দেয়ার জন্য ও তার অনুগ্রহ আস্বাদন করার জন্য বায়ু প্রেরণ করেন এবং যাতে তার বিধানে জলযানগুলি বিচরণ করে, তোমরা যাতে তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও সেজন্য (বায়ু প্রেরণ করেন)। (৪৮) আল্লাহ, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে মেঘ-মালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খন্ড-বিখন্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা থেকে বৃষ্টি ধারা নির্গত হয়; তিনি তার দাসদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছা এ দান করেন; ওরা তখন আনন্দিত হয়। (৪৯) ওরা অবশ্যই ওদের প্রতি বৃষ্টি প্রেরিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ থাকে। (৫০) আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন, এভাবেই আল্লাহ মৃত্যুকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৫১) এবং আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে ওরা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে তখন ওরা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

ওদের আমি আঠাল মাটি হতে সৃষ্টি করেছি

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা সাফ্ফাত (শ্রেনীবদ্ধকারীগণ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১) অবিশ্বাসীদের জিজ্ঞাসা কর, ওদের সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অবশিষ্ট যা সৃষ্টি করেছি তার সৃষ্টি কঠিনতর? ওদের আমি আঠাল মাটি হতে সৃষ্টি করেছি।

মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছি

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ত্বা-হা (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৫) মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব এবং মাটি হতে পুনরায় বের করব (কিয়ামত)।

কারও পরমায়ু বৃদ্ধি হলে অথবা তার পরমায়ু হ্রাস পেলে তা সংরক্ষিত ফলক অনুসারে হয়। আল্লাহর জন্য এ সহজ

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ফাত্বির (সৃষ্টিকর্তা) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১) (মানুষ) আল্লাহ তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, অতঃপর তোমাদের করেছেন যুগল। আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না অথবা সন্তানও প্রসব করে না। কারও পরমায়ু বৃদ্ধি হলে অথবা তার পরমায়ু হ্রাস পেলে তা সংরক্ষিত ফলক অনুসারে হয়। আল্লাহর জন্য এ সহজ। (১২) দুইটি সাগর এক রুপ নয় একটির পানি মিঠা ও তৃষ্ণা নিবারক, অপরটির পানি লোনা ও বিস্বাদ। প্রত্যেকটি হতে তোমরা মৎস্য আহার কর এবং তোমাদের ব্যবহার্য রত্নাবলী আহরণ কর এবং তোমরা দেখ ওর বুক চিরে জলযান চলাচল করে যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ-সাদা, লাল ও নিকষ কাল। এভাবে রং-বেরং এর মানুষ, জন্তু ও পশু রয়েছে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ফাত্বির (সৃষ্টিকর্তা) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৭) তুমি কি দেখ না আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন এবং এ দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফল-মূল উদগত করেন। পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ-সাদা, লাল ও নিকষ কাল। (২৮) এভাবে রং-বেরং এর মানুষ, জন্তু ও পশু রয়েছে। আল্লাহর দাসদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাকে ভয় করে; আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।

তোমরা সূর্যকে সিজদাহ্ করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদাহ্ কর আল্লাহ্কে যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তারই দাসত্ব কর।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা হামীম সিজদাহ (ব্যবচ্ছেদক বর্ণবিশেষ ও প্রণিপাত) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৭) তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদাহ করো না,

www.pathagar.com

চন্দ্রকেও নয়; সিজদাহ কর আল্লাহকে যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তারই দাসত্ব কর। (৩৮) ওরা (অবিশ্বাসীরা) অহঙ্কার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো দিন ও রাত তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত বোধ করে না। (৩৯) এবং তার নিকট নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, উষর, অতঃপর আমি ওতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই জীবিত করবেন মৃতকে। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা রা'দ (বজ্রধ্বনি)** ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭) তিনি আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ ওদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে। যখন অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয় তখন এরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে। এভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেওয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন।*

সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেন এবং তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ফোরকান (কোরআন)** ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৮) তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেন (৪৯) এ দ্বারা মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করার জন্য এবং অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য; (৫০) আমি এ ওদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে ওরা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। (৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সর্তককারী প্রেরণ করতে পারতাম। (৫২) সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কোরআনের সাহায্যে ওদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও। (৫৩) তিনিই দুটি সাগরকে প্রবাহিত করেছেন একটির পানি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, বক্ষজলনকারী (ক্ষারবিশিষ্ট), উভয়ের মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন এক সীমারেখা, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। (৫৪) এবং তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি মানবজাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।*

তিনিই তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত এবং দেখার জন্য দিন সৃষ্টি করেছেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ইউনুস (এক নবীর নাম)** ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৭) তিনিই তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন এবং দেখার জন্য দিন সৃষ্টি করেছেন। যে সম্প্রদায় কথা শোনে নিশ্চয়ই তাদের জন্য এতে নিদর্শন আছে।*

www.pathagar.com

তিনিই তোমাদের বিজলী দেখান-যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে, এবং বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা-রা'দ (বজ্রধ্বনি) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২) তিনিই তোমাদের বিজলী দেখান-যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনি সৃষ্টি করেন ঘন মেঘমালা। (১৩) বজ্র-নির্ঘোষ ও ফেরেস্তাগণ সভয়ে তার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন, তথাপি তারা আল্লাহর সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, যদিও তিনি মহাশক্তিশালী।*

আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্য ওকে করেছি সুশোভিত

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হিজর (বিচ্ছেদ) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬) আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্য ওকে করেছি সুশোভিত। (১৭) প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে আমি আকাশকে রক্ষা করে থাকি, (১৮) আর কেউ চুরি করে, আকাশের সংবাদ জানতে চাইলে উজ্জ্বল উল্কাপিন্ড তার পিছু ধাওয়া করে।*

তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা-হিজর (বিচ্ছেদ) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯) পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি, এবং ওতে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি, আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি, (২০) এবং তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও।*

আমি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং এর পূর্বে অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ হতে জ্বিন সৃষ্টি করেছি।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা-হিজর (বিচ্ছেদ) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬) আমি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করেছি, (২৭) এবং এর পূর্বে অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ হতে জ্বিন সৃষ্টি করেছি। (২৮) স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেস্তাদের বললেন, 'আমি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করছি;' (২৯) 'যখন আমি ওকে সুঠাম করব এবং ওতে আমার রুহ্ (প্রাণ) সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হও,' (৩০) তখন ফেরেস্তাগণ সকলেই সিজদাহ করল, (৩১) কিন্তু ইবলীস করল না, সে সিজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। (৩২) আল্লাহ বললেন, 'হে ইবলীস! তোমার কি হল যে তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? (৩৩) সে বলল, 'আপনি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজদাহ করবার নই।' (৩৪) আল্লাহ বললেন, 'তবে তুমি এখান হতে বেরিয়ে যাও, কারণ তুমি বিতাড়িত অভিশপ্ত।' (৩৫) 'এবং কর্মফল দিবস (কিয়ামত) পর্যন্ত অভিশপ্ত রইল।' (৩৬) সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' (৩৭) আল্লাহ বললেন, 'যাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে।' (৩৮) 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।' (৩৯) সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমার*

www.pathagar.com

অভিশপ্ত করলেন তার শপথ, আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কাজকে আকৃষ্ট করাব এবং তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব,' (৪০) 'তবে তাদের মধ্যে তোমার নির্বাচিত দাসগণকে নয়।' (৪১) আল্লাহ বললেন, 'এটিই আমার নিকট পৌছানোর সরল পথ,' (৪২) বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার দাসদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না,' (৪৩) অবশ্যই তোমার অনুসারীদের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম, (৪৪) 'ওর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।'

তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ফোরকান (কোরআন) *ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬১) কত মহান তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং ওতে স্থাপন করেছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র। (৬২) এবং যারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞচিত্ত তাদের জন্য রাত এবং দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের অনুগামীরূপে।*

তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪) তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ দেখ, সে প্রকাশ্যে বিতন্ডা করে।*

তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য ওতে শীতবস্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং কিছু সংখ্যককে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত (৫) তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য ওতে শীতবস্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং কিছু সংখ্যককে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক। (৬) এবং তোমরা যখন গোধুলি লগ্নে ওদের চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন ওদের চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর। (৭) এবং ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌছতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ার্দ, পরম দয়ালু। (৮) তোমাদের আরোহণের জন্য শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর ও গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।*

তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং এ থেকেই জন্মায় উদ্ভিদ

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত (১০) তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং এ থেকেই জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশুচারণ করে থাক। (১১) তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা শস্য জন্মান, জয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই এতে আছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন।*

www.pathagar.com

তিনিই তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে, নক্ষত্ররাজিও

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত (১২)** তিনিই তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে, নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।*

তিনি তোমাদের অধীন করেছেন বিবিধ প্রকার বস্তু

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩)** এবং তিনি তোমাদের অধীন করেছেন বিবিধ প্রকার বস্তু যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।*

তিনি সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা মাছ আহার করতে পার এবং আহরণ করতে পার রত্নাবলী

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪)** তিনি সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা মাছ আহার করতে পার এবং যাতে তা থেকে রত্নাবলী আহরণ করতে পার যা দিয়ে তোমরা অলংকৃত হও, এবং তোমরা দেখতে পাও; ওর বুক চিরে জলযান চলাচল করে এবং এজন্য যে তোমরা যেন তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।*

তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত (১৫)** এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং তিনি স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পার।*

তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ নির্ণয়ক চিহ্নসমূহ

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬)** এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ নির্ণয়ক চিহ্নসমূহ এবং ওরা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।*

উদরস্থিত জিনিস হতে গোবর এবং রক্তের মধ্য হতে তোমাদের নিঃসৃত পরিচ্ছন্ন দুধ পান করাই,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত (৬৬)** অবশ্যই পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে। তাদের উদরস্থিত জিনিস হতে গোবর এবং রক্তের মধ্য হতে নিঃসৃত পরিচ্ছন্ন দুধ তোমাদের পান করাই, যা পানকারীদের জন্য বিশুদ্ধ সুস্বাদু।*

www.pathagar.com

খেজুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর ফল হতে তোমরা মদ ও উত্তম খাদ্য লাভ করে থাক

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৭) এবং খেজুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর ফল হতে তোমরা মদ ও উত্তম খাদ্য লাভ করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

মৌমাছির উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, এতে মানুষের জন্য আছে রোগের প্রতিকার।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৮) তোমাদের প্রতিপালক মৌমাছিকে ওর অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন 'গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে,' (৬৯) এরপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পদ্ধতি সহজ করেছেন তার অনুসরণ কর।' ওর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, এতে মানুষের জন্য আছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহ তোমাদের হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত (৭২) এবং আল্লাহ তোমাদের হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কি ওরা (কাফেরা) মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং ওরা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

তিনি তোমাদের দিয়েছেন শ্রবনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৮) এবং আল্লাহ তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় নির্গত করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের দিয়েছেন শ্রবনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

পাখিরা আকাশে শুন্যগর্ভে সহজে বিচরণ করে? আল্লাহই ওদের স্থির রাখেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত (৭৯) তারা কি লক্ষ্য করে না পাখির প্রতি যে আকাশে শুন্যগর্ভে সহজে বিচরণ করে? আল্লাহই ওদের স্থির রাখেন, অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

www.pathagar.com

তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ভেড়ার পশম, উটের বাবরি চুল ও ছাগলের লোম ও কেশ হতে কিছু কালের জন্য ব্যবহার্য্য গৃহসামগ্রী।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮০) *এবং আল্লাহ তোমাদের গৃহকে তোমাদের আবাসস্থল করেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা ভ্রমণকালে তা সহজে বহন করতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পার এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ভেড়ার পশম, উটের বাবরি চুল ও ছাগলের লোম ও কেশ হতে কিছু কালের জন্য ব্যবহার্য্য গৃহসামগ্রী।*

তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার, পাহাড়ে আশ্রয়ের, পরিধেয় বস্ত্রের, বর্মের ব্যবস্থা করেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮১) *এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা হতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, তা তোমাদের তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, তা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।*

আমি রাতকে ও দিনকে দুইটি নিদর্শন করেছি, যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
বনি ইস্রাইল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২) *আমি রাতকে ও দিনকে দুইটি নিদর্শন করেছি, রাতকে করেছি আলোকহীন এবং দিনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং বর্ষসংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার, এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করছি।*

মানুষকে মাটির উপাদান হতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর শুক্রবিন্দু, রক্ত পিন্ডে, অস্থি-পাজরে, অবশেষে ওকে আরও এক রুপ দান করি।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা মোমেনুন (বিশ্বাসীগণ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২) *আমি মানুষকে মাটির উপাদান হতে সৃষ্টি করেছি, (১৩) অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রুপে এক নিরাপদ আধাঁরে স্থাপন করি, (১৪) পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিন্ডে এবং পিন্ডকে পরিণত করি অস্থি-পাজরে; অতঃপর অস্থি-পাজরে মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, অবশেষে ওকে আরো এক রুপ দান করি। সুনিপুন স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! (১৫) এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে, (১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে।*

www.pathagar.com

আকাশ হতে পরিমিতভাবে বৃষ্টিবর্ষণ করি, অতঃপর বাগান সৃষ্টি করি।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মোমেনুন (বিশ্বাসীগণ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭) আমিই তোমাদের উর্দ্ধে সৃষ্টি করেছি সপ্তাকাশ এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অজানা নই। (১৮) এবং আমি আকাশ হতে পরিমিতভাবে বৃষ্টিবর্ষণ করি, অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি ওকে অপসারিত করতেও সক্ষম। (১৯) অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল আছে; আর তা থেকে তোমরা আহার করে থাক। (২০) এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা সিনাই পর্বতে জন্মায়, এতে মানুষের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন হয়। (২১) এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই চতুষ্পদ জন্তুতে শিক্ষনীয় বিষয় আছে; তোমাদের আমি ওদের উদরে যা আছে তা হতে পান করাই এবং ওতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারিতা রয়েছে। তোমরা তাদের পশুর মাংসও ভক্ষণ কর, (২২) এবং তোমরা উটে ও জলযানে আরোহণও করে থাক।*

অবিশ্বাসী কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং ওদের পরিণাম কি হয়েছিল?

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মোহাম্মদ (নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০) ওরা (অবিশ্বাসী কাফের) কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? তিনি ওদের ধ্বংস করেছেন এবং অবিশ্বাসীদের অবস্থা অনুরুপই হবে। (১১) এ জন্য যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক এবং অবিশ্বাসীদের কোন অভিভাবক নেই।*

মানুষকে তিনি পোড়া মাটির মত শুকনো মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা হতে। তিনিই দুই উদয়াচল ও অস্তাচলের নিয়ন্তা মালিক।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আর-রহমান (আল্লাহর নাম বিশেষ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) পরম করুণাময় আল্লাহ (২) তিনিই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, (৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ (৪) তিনিই তাকে ভাবপ্রকাশ করতে শিখিয়েছেন (৫) সূর্য ও চন্দ্র চলে নির্ধারিত কক্ষপথে (৬) তৃণলতা বৃক্ষাদি তারই বিধান মেনে চলে (৭) তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন ভারসাম্য। (৮) যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর। (৯) ন্যায্য ওজনের মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিয়ো না, (১০) তিনি পৃথিবীকে সৃষ্ট জীবের জন্য স্থাপন করেছেন, (১১) রয়েছে ফলমূল এবং নতুন ফলবিশিষ্ট খেজুর গাছ, (১২) খোসা এবং দানা বিশিষ্ট শস্য, (১৩) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে (১৪) মানুষকে তিনি পোড়া মাটির মত শুকনো মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, (১৫) এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা হতে (১৬) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (১৭) তিনিই দুই উদয়াচল ও অস্তাচলের নিয়ন্তা মালিক। (১৮) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (১৯) তিনি প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র যারা পরস্পর মিলিত হয় (২০) কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না। (২১) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (২২) উভয় সমুদ্র হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল (২৩) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (২৪) সমূদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্নবপোতসমূহ তার নিয়ন্ত্রনাধীন; (২৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?*

www.pathagar.com

নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত ও দিনের পরিবর্তনে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা জাসীয়া (জানুপরি বসা) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) হা-মীম, (২) এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (৩) বিশ্বাসীদের জন্য আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর নিদর্শন রয়েছে। (৪) তোমাদের সৃজনে এবং জীবজন্তুর বংশবিস্তারে বিশ্বাসীদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে; (৫) নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত ও দিনের পরিবর্তনে, যে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে (৬) এগুলি আল্লাহর আয়াত যা তিনি তোমার নিকট আবৃত্তি করেছেন যথাযথভাবে; সুতরাং আল্লাহর আয়াতের পরিবর্তে ওরা (অবিশ্বাসীরা) কার বাণীতে বিশ্বাস করবে?*

ভূপৃষ্টে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংসশীল ধ্বংস হবে না কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আর-রহমান (আল্লাহর নাম বিশেষ) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬) ভূপৃষ্টে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংসশীল (২৭) ধ্বংস হবে না কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব; (২৮) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (২৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সকলেই তার প্রার্থী, তিনি প্রতিমুহূর্তে তার পরিকল্পনা রুপায়ণে রত। (৩০) সুতরাং তোমরা তোমাদের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?*

আমার অনুমতি ছাড়া নিজ শক্তিতে অতিক্রম করতে পারবে না। অগ্নিশিখা ও ধুম্রপুঞ্জ প্রেরিত হবে তখন তোমরা হয়ে পড়বে নিরুপায়।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আর-রহমান (আল্লাহর নাম বিশেষ) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩১) হে মানুষ ও জ্বিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের হিসাব নিকাশ নেব। (৩২) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা আমার অনুমতি ছাড়া নিজ শক্তিতে অতিক্রম করতে পারবে না। (৩৪) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৩৫) তোমাদের প্রতি অগ্নিশিখা ও ধুম্রপুঞ্জ প্রেরিত হবে তখন তোমরা হয়ে পড়বে নিরুপায়। (৩৬) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?*

শপথ ওই বায়ুর যা মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌঁছে দেয়

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুরসালাত (প্রেরিতগণ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) কল্যাণবাহী বায়ুর শপথ, (২) এবং প্রলয়ঙ্কারী ঝটিকার শপথ, (৩) মেঘ সঞ্চালণকারী বায়ুর শপথ, (৪) এবং মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর শপথ, (৫) শপথ ওই বায়ুর যা মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌঁছে দেয়, (৬) যাতে ওজর আপত্তির অবকাশ না থাকে এবং তোমরা সতর্ক হও।*

www.pathagar.com

তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? তোমরা তাকে সৃষ্টি কর না আমি সৃষ্টি করি? তোমরা যে বীজবপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি?

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ওয়াকিয়া (সংঘটনীয়) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ** (৫৭) আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না পুনরুত্থানে? (৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? (৫৯) তোমরা তাকে সৃষ্টি কর না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমি তোমাদের মৃত্যুকাল স্থির করেছি এবং আমি অক্ষম নই। (৬১) তোমাদের স্থলে অপরকে অস্তিত্বে আনয়ণ করতে এবং তোমাদের এমন এক আকৃতি দান করতে যা তোমরা জান না। (৬২) তোমরা অবগত হয়েছ প্রাথমিক সৃষ্টি সম্বন্ধে। তবে তোমরা অনুধাবণ কর না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? (৬৪) তোমরাই কি অঙ্কুরিত কর, না আমি করি? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে একে খড় কুটাই পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা, (৬৬) বলবে, 'আমাদের সর্বনাশ হয়েছে।' (৬৭) 'আমরা হতসর্বস্ব হয়ে পড়েছি।' (৬৮) তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করছ? (৬৯) তোমরাই কি মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? (৭০) আমি ইচ্ছা করলে লবনাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (৭১) তোমরা যে আগুন প্রজ্বলিত কর তখন লক্ষ্য করে দেখেছ কি? (৭২) তোমরাই কি অগ্নি-উৎপাদক বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি? (৭৩) আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু। (৭৪) সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।*

তিনি পৃথিবীতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমানভাবে সকলের জন্য যারা এর অনুসন্ধান করে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা হা মীম সিজদাহ (ব্যবচ্ছেক বর্ণবিশেষ ও প্রণিপাত) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ** (৯) বল, 'তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তার সমকক্ষ দাড় করাতে চাও? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (১০) তিনি ভূপৃষ্টে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং পৃথিবীতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমানভাবে সকলের জন্য যারা এর অনুসন্ধান করে। (১১) অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অতঃপর তিনি ওকে (আকাশে) ও পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্য ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় প্রস্তুত হও।' ওরা বলল, 'আমরা তো অনুগত হয়ে থাকতে প্রস্তুত আছি।' (১২) অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দুদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন এবং তিনি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলেন প্রদীপমালী দ্বারা এবং করলেন সুরক্ষিত। ঐ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।*

—·—·—·—·—·—·—

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

১১

হালাল বৈধ ও পবিত্র

www.pathagar.com

হে মানব সকল ! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ হালাল ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১৬৮) হে মানব সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ হালাল ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৯) সে কেবল তোমাদের মন্দ ও অশ্লীল কার্যের নির্দেশ দেয় এবং সে চাই যে, আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যারোপ কর যা তোমরা জান না তা বল। (১৭০) আর যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ (নির্দেশ) করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর,' তারা বলে, '(না-না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষ বাপ-দাদাদের (মতামত ও ধর্মাদির্শে) যা দেখেছি তার অনুসরণ করব।' যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও ছিল না। (১৭১) আর এই অমান্যকারী কাফেরদের উদাহরণ এরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে (পশুকে) ডাকে, যা হাক-ডাক চিৎকার ছাড়া আর কিছুই শুনে (বুঝে) না- তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, তাই তারা কিছুই বুঝতে পারে না। (১৭২) হে বিশ্বাসী (ঈমানদারগণ!) তোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র খাদ্য বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা শুকরিয়া কর যদি তোমরা শুধু তারই উপাসনা করে থাক।*

সে জন্তুর কথা তোমাদের বলা হচ্ছে তা ছাড়া চতুষ্পদ আনআম তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, তবে এহ্‌রামরত অবস্থায় শিকার যে বৈধ তা মনে করবে না।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১) হে বিশ্বাসী (ঈমানদারগণ!) তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। যে সে জন্তুর কথা তোমাদের বলা হচ্ছে তা ছাড়া চতুষ্পদ আনআম (উঠ, গরু, মেষ, ছাগল, হরিণ, নীলগাই, মহিষ ইত্যাদি কিন্তু ঘোড়া, গাধা ও হিংস্র জন্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়) তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, তবে এহরাম (হজ্জ অথবা ওমরাহ পালনের বিশেষ অনুষ্ঠান) রত অবস্থায় শিকার যে বৈধ তা মনে করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন। (২) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কোরবানীর জন্য কা'বা শরিফে প্রেরিত পশুর গলায় পরান চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ অভিমুখীদের পবিত্রতার অবমাননা করবে না। যখন তোমরা এহ্‌রাম মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। তোমাদের পবিত্র মসজিদে বাধা দেবার জন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনই সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।*

লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কি কি বৈধ করা হয়েছে? বল, সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৪) লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কি কি বৈধ করা হয়েছে? বল, সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে এবং শিকারী পশু-পক্ষী যেগুলোকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ যেভাবে আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন,*

www.pathagar.com

ঐগুলো (শিক্ষা দেওয়া পশুপাখী) যা তোমাদের জন্য ধরে তা ভক্ষণ করবে এবং এতে আল্লাহর নাম নেবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। (৫) আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হল, যাদের ধর্মগ্রন্থ দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং ঈমানদারী সৎচরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদের ধর্মগ্রন্থ দেয়া হয়েছে তাদের সৎচরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা বিবাহের জন্য মহর প্রদান কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয়। আর যে কেউ অবিশ্বাস করবে তার কাজ নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লাহ্ তোমাদের যে বৈধ ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা সকলে বিশ্বাসী।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) *ঃ ১২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৭) হে বিশ্বাসী (ঈমানদারগণ!) আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করেছেন সে সকলকে তোমরা অবৈধ (হারাম) করো না, সীমালঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ মোটেই ভালবাসেন না। (৮৮) এবং আল্লাহ তোমাদের যে বৈধ ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা সকলে বিশ্বাসী।*

আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি, তা তোমরা আহার করো না; উহা অবশ্যই পাপ; আর তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর;

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) *ঃ ১৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১৮) যদি তোমরা তার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাসী হও তবে যাতে আল্লাহর নাম (পশু জবাই করার সময়) নেয়া হয়েছে তোমরা তা আহার কর। (১১৯) আর তোমাদের কি হয়েছে যে, যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তা আহার করবে না? যদিও তোমরা নিরুপায় না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপদগামী করে; তোমার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (১২০) আর তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর; যারা পাপ করে তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি তাদের দেয়া হবে। (১২১) এবং যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি, তা তোমরা আহার করো না; উহা অবশ্যই পাপ; আর নিশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদের তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়, যদি তোমরা তাদের কথামত চল তবে অবশ্যই তোমরা অংশীবাদী হবে।*

—·—·—·—·—·—·—

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

১২

হারাম অবৈধ ও অপবিত্র

www.pathagar.com

তোমাদের জন্য অবৈধ (হারাম) করেছেন যেসব জন্তুর ওপরে আল্লাহ ছাড়া অন্য নাম নেয়া মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

__সূরা বাকারাহ (গাভী)__ ঃ ২১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭৩) নিশ্চয় (আল্লাহ) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, (মাছ ও টিড্ডী ছাড়া) রক্ত, শূকরের মাংস এবং যেসব জন্তুর ওপরে (জবাই কালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, তা তোমাদের জন্য অবৈধ (হারাম) করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার জন্য কোন পাপ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরমদয়ালু।

মদ ও জুয়া উভয়ের মধ্যে মহাপাপ

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

__সূরা বাকারাহ (গাভী)__ ঃ ২৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১৯) লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, 'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (কিছু) উপকারও আছে, কিন্তু ওদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।' লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (আল্লাহর পথে) তারা কি খরচ করবে? বল, 'যা উদ্বৃত্ত।' এভাবে আল্লাহ তার সকল নিদর্শন তোমার জন্য প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে মরা পশু, রক্ত ও শূকর-মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু আর গলা চেপে মারা জন্তু, ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

__সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র)__ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩) তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে মরা পশু, রক্ত ও শূকর-মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু আর গলা চেপে মারা জন্তু, আঘাত লেগে মৃত জন্তু, উচ্চ স্থান থেকে পড়ে যাওয়া মৃত জন্তু, জন্তুর শিং এর আঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে তোমরা যা জবেহ করে পবিত্র করেছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তিপূজার বেদীর ওপর বলি দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীরবিদ্ধ পশুর, এসব পাপকার্য। আজ অবিশ্বাসী (কাফেরগণ) তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম। তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় (নিষিদ্ধ হারাম জিনিস খেতে) বাধ্য হয় কিন্তু ইচ্ছা করে পাপের দিকে ঝোকে না- (তার জন্য) আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক লটারী শর ঘৃন্য বস্তু, শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

__সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র)__ ঃ ১২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯০) হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ)! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক লটারী শর ঘৃন্য বস্তু, শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৯১) শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়, এবং তোমাদের আল্লাহর স্বরণে ও নামাজে বাধা দিতে চায়! অতএব

www.pathagar.com

তোমরা কি ছেড়ে দেবে না? (৯২) এবং আল্লাহর অনুসরণ কর, ও রাসূলের অনুসরণ কর এবং সতর্ক হও, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও– তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য। (৯৩) যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তার জন্য তাদের কোন পাপ নেই। যদি তারা সাবধাণ হয় ও বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, সাবধাণ হয় ও ঈমান আনে, পুনরায় সাবধাণ হয় এবং উপকার করে। এবং আল্লাহ পরোপকারীগণকে ভালবাসেন।

আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করেননি বহীরা, স্বায়েবা, উস্বীলা ও হাম

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) *ঃ ১৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০৩) আল্লাহ নির্দিষ্ট করেননি বহীরা (দেবতার উদ্দেশ্যে কানচেরা উট), স্বায়েবা (দেবতার উৎসর্গকৃত উট), উস্বীলা (যে ছাগী একাধীকবার নর ও নারী বাচ্চা প্রসব করে) ও হাম (যে উট দশটি বাচ্চা প্রসব করে)। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, বস্তুত তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না।*

যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞানবশতঃ নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) *ঃ ১৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩৬) আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্য হতে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণানুযায়ী বলে, 'এ আল্লাহর জন্য এবং এ আমাদের দেবতাদের জন্য।' যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়, তারা যা মিমাংসা করে তা নিকৃষ্ট (১৩৭) এরূপে তাদের দেবতাগণ বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা এ করত না। সুতরাং তাদের মিথ্যা নিয়ে তাদের থাকতে দাও। (১৩৮) আর তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, 'এসব গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ, আমি যাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেউ এই সব আহার করতে পারে না' এবং কতক গবাদি পশু রয়েছে তাদের পৃষ্টে আহরণ করা নিষিদ্ধ এবং কিছু পশু আছে যাদের জবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম নেয় না। এ সমস্তই তারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে বলে, তাদের এ মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি শীঘ্রই তাদের দেবেন। (১৩৯) তারা আরও বলে, 'এ সব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এ আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ, আর এ যদি মৃত হয় তবে নারী-পুরুষ সকলে ওতে অংশীদার,' তাদের এরূপ বলার প্রতিফল তিনি তাদের শীঘ্রই দেবেন, নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ। (১৪০) যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞানবশতঃ নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী এবং তারা সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না।*

www.pathagar.com

তিনিই খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, জয়তুন ও দাড়িম্ব সৃষ্টি করেছেন, ওর ফল আহার করবে, ওর দেয় প্রদান করবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) ঃ ১৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪১) *এবং তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, জয়তুন ও দাড়িম্ব সৃষ্টি করেছেন- ঐগুলি একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন ওর ফল আহার করবে আর ফসল তোলার দিনে ওর দেয় (ফসলের কিছু অংশ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা, পরিমাণ দাতার ইচ্ছার ওপর) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না, কারণ তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (১৪২) আর গবাদি পশুর মধ্যে কিছু ভারবাহী ও কিছু ক্ষুদ্রাকার পশু রয়েছে। আল্লাহ যা জীবিকারূপে তোমাদের নিকট দিয়েছেন তা আহার কর এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করো না- নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, (১৪৩) এ পশুগুলি আট প্রকারঃ মেষ হতে দুটি ও ছাগল হতে দুটি। বল, 'নর-দুইটি কিংবা মাদী দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অথবা মাদী দুইটির গর্ভে যা আছে তা? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণসহ আমাকে জানাও।' (১৪৪) এবং উট হতে দুইটি ও গরু হতে দুইটি। বল, 'নর দুইটি কিংবা মাদী দুইটি কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অথবা মাদি দুইটির গর্ভে যা আছে তা? এবং আল্লাহ যখন এসব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? নিশ্চয়, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী (কাফের সম্প্রদায়কে) সৎপথে পরিচালিত করেন না।*

ইহুদীদের জন্য নখযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) ঃ ১৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪৫) *বল, 'আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে তার মধ্যে মরা, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না- কেননা এসব অপবিত্র- অথবা যা অবৈধ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেয়ার কারণে, তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালঙ্ঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হলে তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (১৪৬) এবং ইহুদীদের জন্য নখযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম, তবে এগুলির পৃষ্টের অথবা অন্ত্র কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি নিষিদ্ধ ছিল না, তাদের অবাধ্যতার দরুন তাদের এ প্রতিফল দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। (১৪৭) তবুও যদি তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তবে বল, 'তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক, এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের ওপর হতে তাঁর শাস্তি রদ হয় না।*

অংশী করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, সন্তানদের হত্যা করবে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) ঃ ১৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫১) *বল, 'এস, তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদের পড়ে শোনাই। তা এই; 'তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশী*

www.pathagar.com

করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটবর্তীও হয়ো না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না।' তোমাদের তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর। (১৫২) 'পিতৃহীন এতিম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে দেবে আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না, আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।' (১৫৩) এবং নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ করবে না করলে তা তোমাদের তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধাণ হও।

তারা বলে, 'বেচাকেনা তো সূদের মত।' অথচ আল্লাহ্ বেচাকেনাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। আল্লাহ্ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৭৫) যারা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শদ্বারা পাগল করে দিয়েছে। ইহা এই জন্য যে তারা বলে, 'বেচাকেনা তো সূদের মত।' অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে- তারপর সে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়েছে তারই, এবং তার ব্যাপার আল্লাহর অধিকারভুক্ত। আর যারা পুনরায় (সূদ) নিতে আরম্ভ করবে, তারাই জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (২৭৬) আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। (২৭৭) যারা বিশ্বাস করে ঈমান আনে এবং সৎকার্য করে, নামাজ যথাযথভাবে পড়ে এবং যাকাত (দান) দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই আর তারা কোন রকম দুঃখও পাবে না। (২৭৮) হে ঈমানদার (বিশ্বাসীগণ!) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৭৯) যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এ কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ (করার শামিল)। কিন্তু যদি তোমরা তাওবাহ (অনুশোচনা) কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিতও হয়ো না। (২৮০) যদি (ঋণ গ্রহীতা) অভাবী হয়, তবে তাকে স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ সময় দাও। আর যদি ঋণ মাফ করে দাও, তবে তো তোমাদের জন্য আরও উত্তম, যদি তোমরা তা জানতে, (২৮১) আর তোমরা ভয় কর সেই দিনকে যেদিনে তোমাদের আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে। আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না।

তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে সূদ খেয়ো না, এবং আল্লাহকে ভয় কর

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ১৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩০) হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ)। তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে (দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বা চক্রবৃদ্ধি হারে) সূদ খেয়ো না, এবং আল্লাহকে ভয় কর তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

১৩

বিবাহের বিধান

www.pathagar.com

হে নবী! আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীগণকে বৈধ করেছি যাদের তুমি দেন-মোহর প্রদান করেছ বৈধ করেছি তোমার চাচাতো বোন ও ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আহযাব (দলসমূহ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫০) হে নবী! আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীগণকে বৈধ করেছি যাদের তুমি দেন-মোহর প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছ তোমার মালিকানাভুক্ত দাসীগণকে যাদের আমি দান করেছি এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাতো বোন ও ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোন, যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে এবং কোন বিশ্বাসী নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ বৈধ করতে চাইল সেও বৈধ- এ বিশেষ করে তোমারই জন্য; অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়; যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। বিশ্বাসীদের স্ত্রী এবং তাদের দাসীগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারিত করেছি তা আমি জানি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৫১) তুমি ওদের মধ্যে যাকে তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। এ বিধান এজন্য যে, এতে ওদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং ওরা দুঃখ পাবে না এবং তাদের তুমি যা দেবে তাতে ওদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ; সহনশীল। (৫২) এরপর, তোমার কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও ওদের সৌন্দর্য তোমাকে মোহিত করে, তবে তোমার মালিকানাভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সমস্ত কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

অংশীবাদী রমণী ও অংশীবাদী পুরুষ যে পর্যন্ত না বিশ্বাস করে তোমরা বিবাহ করো না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২২১) এবং অংশীবাদী রমণী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে তোমরা বিবাহ করো না। অবিশ্বাসী (কাফের) নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে তোমাদের কন্যার বিবাহ দিও না, অংশীবাদী পুরুষ তোমাদের চমৎকৃত করলেও ধর্মে বিশ্বাসী কৃতদাস অপেক্ষা উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ তোমাদের নিজ অনুগ্রহ ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। যা তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। তারা নিজেদের জন্য কোন বিধিমত কাজ করলে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩৪) তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। যখন তারা ইদ্দত (চার মাস দশ দিন) পূর্ণ করবে তখন তারা নিজেদের জন্য কোন বিধিমত কাজ (বিবাহ) করলে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (২৩৫) আর তোমরা যদি আভাসে ইঙ্গিতে উক্ত রমণীদের বিবাহ প্রস্তাব কর অথবা অন্তরে তা গোপন রাখ, তাতে

www.pathagar.com

তোমাদের দোষ হবে না। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে। কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করো না; নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহকার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করো না। এবং জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। অতএব তাকে ভয় কর, এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।

যদি পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিবাহ করবে (স্বাধীনা) নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে বিবাহ করবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩) আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিবাহ করবে (স্বাধীনা) নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাসীকে (ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধবন্দিণীকে)। এতেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা। (৪) এবং তোমরা নারীদের তাদের মোহর সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও, পরে তারা খুশী মনে ওর (মোহরের) কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করবে।*

জোরজবরদস্তি করে নারীদের তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়;

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯) হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ)! জোরজবরদস্তি করে নারীদের তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়; তোমরা তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের উৎপীড়ন করো না। যদি না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে। তাদের সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন করবে; তোমরা যদি তাদের ঘৃনা কর তবে এমন হতে পারে যে আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃনা করছ। (২০) আর যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থ দিয়ে থাক তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না, তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য গোনাহগার এর মত তা গ্রহণ করবে? (২১) কিরুপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা পরস্পর সহবাস করেছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে, দৃঢ় প্রতিশ্রুতি অঙ্গিকার নিয়েছে? (২২) নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদের বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, অবশ্য যা অতীতে হয়ে গেছে তা নিশ্চয় অশ্লীল, অতিশয় ঘৃন্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।*

তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তোমাদের মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শাশুড়ী

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) *ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩) তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তোমাদের মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শাশুড়ী, ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে, যার সাথে সহবাস হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমার অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের (কন্যাদের মাতার) সাথে সহবাস না*

www.pathagar.com

হয়ে থাকে তবে তাতে তোমাদের (বৈধভাবে সংগত হওয়া) কোন দোষ নাই। এবং তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরষজাত পুত্রের স্ত্রী, ও দুই বোনকে এক সঙ্গে বিবাহ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যা গত তা গত। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৪) এবং নারীর মধ্যে তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ আল্লাহর বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থের বিনিময়ে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ ব্যভিচারের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদের তোমরা বিবাহ করবে তাদের নির্ধারিত মোহর দিবে। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বত্র, প্রজ্ঞাময়। (২৫) আর তোমাদের মধ্যে কারও স্বাধীনা বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের মালিকানাভুক্ত বিশ্বাসী ঈমানদার যুবতী বিবাহ করবে। আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা একে অপরের সমান। সুতরাং তাদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তাদের বিবাহ করবে এবং তারা ব্যাভিচারিণী অথবা উপপতি গ্রহণকারিনী না হয়ে সচ্চরিত্র হলে তাদের মোহর ন্যায়সঙ্গতভাবে দেবে। বিবাহিত হওয়ার পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এ তাদের জন্য, আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

লোকে তোমার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বল, 'আল্লাহ তোমাদের তাদের (বিবাহের) অনুমতি দেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নিসা (নারীগণ)* ঃ ১৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২৭) এবং লোকে তোমার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বল, 'আল্লাহ তোমাদের তাদের (বিবাহের) অনুমতি দেন এবং কোরআনে তোমাদের যা যা পাঠ করে শোনানো হয় তা ঐসব পিতৃহীনা নারীদের বিধান, যাদের তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না অথচ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ। আর অক্ষম শিশুদের বিধান এই যে, এতিমদের জন্য ন্যায্য বিচার এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। এবং যে কোন সৎকাজ কর আল্লাহ সব জানেন।*

বিশ্বাসীদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিবাহ করায় বিশ্বাসীদের কোন অসুবিধা না হয়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা আহ্‌যাব (দলসমূহ)* ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৭) স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না, আল্লাহকে ভয় কর।' তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকভয় করছিলে অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর জায়েদ যখন জয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিবাহ করায় বিশ্বাসীদের কোন অসুবিধা না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। (৩৮) আল্লাহ নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোন বাধা নেই। পূর্বে যে সব নবী অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এটিই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।*

www.pathagar.com

৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৯) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিশ্বাসী রমণীকে বিবাহ করার পর ওদের স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে ওদের ইদ্দত পালনে বাধ্য করবার অধিকার তোমাদের থাকবে না। তোমরা ওদের কিছু দিবে এবং সৌজন্যের সাথে বিদায় করবে।

তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী অথবা স্ত্রী নেই তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩২)** তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী অথবা স্ত্রী নেই তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) যাদের বিবাহে সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীর মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জান ওদের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা ওদের দান করবে। তোমাদের দাসীগণ সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদের ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না; তবে কেউ যদি বাধ্য করে, সেক্ষেত্রে তাদের ওপর জবরদস্তির পর, আল্লাহ্ তো তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৪) আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট বাক্য অবতীর্ণ করেছি এবং দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ও সাবধাণীদের জন্য দিয়েছি উপদেশ।*

বিশ্বাসী নারীগণ অবিশ্বাসীর জন্য বৈধ নয় এবং অবিশ্বাসী বিশ্বাসী নারীদের জন্য বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা মুমতাহানা (পরীক্ষিত) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০)** হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের নিকট বিশ্বাসী নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তাদের পরীক্ষা করও, আল্লাহ্ তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা বিশ্বাসী তবে তাদের অবিশ্বাসী কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিও না। বিশ্বাসী নারীগণ অবিশ্বাসী (কাফেরদের) জন্য বৈধ নয় এবং অবিশ্বাসী (কাফেরগণ) বিশ্বাসী নারীদের জন্য বৈধ নয়। অবিশ্বাসীরা যা ব্যয় করেছে তাদের ফিরিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা তাদের বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদের মোহর দাও। তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করছ তা ফেরত চাইবে এবং অবিশ্বাসীরা ফেরত চাইবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটিই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১১) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাত ছাড়া হয়ে অবিশ্বাসীদের নিকট চলে যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তাদের তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে, ভয় কর আল্লাহকে তোমরা যার বিশ্বাসী।*

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

১৪

তালাকের বিধান

www.pathagar.com

যারা তালাক দিতে সংকল্প করে, তারা চারমাস অপেক্ষা করবে, তারা যদি মিলে যায়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২২৬) যারা নিজেদের স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার শপথ (কসম) করে, তারা চারমাস অপেক্ষা করবে, অতঃপর তারা যদি মিলে যায়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২২৭) আর যদি তারা তালাকই দিতে (বিবাহ বিচ্ছেদ করতে) সংকল্প করে তবে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২২৮) তালাকপ্রাপ্তা (বর্জিতা) নারীগণ তিন রজঃস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে, (অর্থাৎ বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে) তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। এবং এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামীদের তাদের পুনরায় স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার অধিকার আছে, যদি তারা আপোষে মিলে-মিশে থাকতে চায়। নারীদের তেমনী ন্যায়-সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষের, কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, বিজ্ঞ।

২৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২২৯) এ তালাক দুইবার, অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিসম্মতভাবে রাখবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দেবে। আর স্ত্রীগণকে দেয়া কোন কিছু ফেরৎ নেয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। তবে যদি তাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে তারা আল্লাহর সীমারেখা (বাস্তবিকই) রক্ষা করে চলতে পারবে না তবে (সে অবস্থায়) স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে (স্বামী থেকে) নিস্পত্তি পেতে চাইলে তাতে (স্বামী-স্ত্রীর) কারও পাপ নেই। (২৩০) অতঃপর উক্ত স্ত্রীকে যদি সে তালাক দেয় তবে যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রীর অন্য স্বামীকে বিবাহ করছে তারপক্ষে সে বৈধ হবে না। অতঃপর ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় তবে তাদের পুনর্মিলনে কারও কোন দোষ নাই, যদি উভয়ে মনে করে যে আল্লাহর নির্দেশ বজায় রেখে চলতে পারবে। এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ এইগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের 'ইদ্দত' (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন তাদের আপন খুশীমত অন্য স্বামী গ্রহণ করতে বাধা দিও না

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩২) আর তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও (স্ত্রী বর্জন কর) এবং তারা তাদের 'ইদ্দত' (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন তাদের আপন খুশীমত অন্য স্বামী গ্রহণ করতে বাধা দিও না, এদ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদের উপদেশ দেওয়া হয়। এ তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। বস্তুত আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

www.pathagar.com

যদি তোমরা সহবাস করার বা মোহর ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, তবে কোন পাপ হবে না, কিন্তু তাদের যথাসাধ্য উপযুক্ত খরচপত্র দিও

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(২৩৬) যদি তোমরা সহবাস করার বা মোহর ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, তবে কোন পাপ হবে না, কিন্তু তাদের যথাসাধ্য উপযুক্ত খরচপত্র দিও, সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং গরীব লোক তার সামর্থ্যানুযায়ী নিয়মে খরচপত্র দানের ব্যবস্থা করবে, এ সত্যপরায়ণ লোকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। (২৩৭) এবং যদি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, অথচ মোহর পূর্বেই ধার্য করে থাক তা হলে নির্দিষ্ট মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহবন্ধন সে যদি মাফ করে দেয়, এবং মাফ করে দেয়াই আত্মসংযমের নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলে যেয়োনা। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা ভাল করে দেখেন।*

যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এই 'অসিয়ৎ' করবে যে, তাদের যেন এক বৎসর পর্যন্ত ভরণপোষণ দেয়া হয়

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(২৪০) এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এই 'অসিয়ৎ' করবে যে, তাদের যেন এক বৎসর পর্যন্ত ভরণপোষণ দেয়া হয় এবং গৃহ থেকে বের করে দেয়া না হয়, কিন্তু যদি (স্বেচ্ছায়) তারা বেরিয়ে যায় তবে নিয়মমত নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (২৪১) এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীও উত্তমরূপে ভরণপোষণ পাবে, সাবধানীদের জন্য এ অবশ্য কর্তব্য। (২৪২) এভাবে আল্লাহ তার সকল নিদর্শন স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।*

কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে তবে তারা আপোষ নিস্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই। বস্তুত আপোষ করা অতি উত্তম।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ১৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১২৮) কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে তবে তারা আপোষ নিস্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই। বস্তুত আপোষ করা অতি উত্তম। কিন্তু মানুষ লালসার প্রতি আসক্ত; এবং যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ ও সাবধাণী হও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সংবাদ রাখেন। (১২৯) এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়না ও অপরকে ঝোলান অবস্থায় রেখ না; আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সাবধাণ হও তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩০) এবং যদি তারা পরস্পর আলাদা হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তার প্রাচুর্য দ্বারা উভয়কে অভাবমুক্ত করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।*

www.pathagar.com

ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওদের তালাক দিও। তোমাদের যে সব স্ত্রীর ঋতুবতি হওয়ার আশঙ্কা নেই তাদের ইদ্দতকাল সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হলে জেনে রাখ তাদের ইদ্দতকাল একই এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ত্বালাক (বর্জন) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১) হে নবী, 'তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা কর ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওদের তালাক দিও, ইদ্দতের হিসাব রেখ এবং তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর; তোমরা ওদের বাসগৃহ থেকে বের করো না এবং ওরাও যেন বের না হয় যদি না ওরা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়; এগুলি আল্লাহর বিধান, যে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে সে নিজেরই ওপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ এরপর কোন উপায় করে দেবেন। (২) ওদের ইদ্দত পূর্ণ কাল আসলে তোমরা হয় যথাবিধি ওদের রেখে দেবে, না হয় ওদের যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; তোমরা আল্লাহকে স্মরণে রেখে সাক্ষ্য দেবে। এ দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে; যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দেবেন, (৩) এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে জীবনোপকরণ দান করবেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছাপূর্ণ করবেন, আল্লাহ সমস্ত কিছুর নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন। (৪) তোমাদের যে সব স্ত্রীর ঋতুবতি হওয়ার আশঙ্কা নেই তাদের ইদ্দতকাল সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হলে জেনে রাখ তাদের ইদ্দতকাল একই এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার সমাধাণ সহজ করে দেবেন। (৫) এ আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপমোচন করবেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেবেন। (৬) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরুপ বাড়ীতে বাস কর তাদের সেরূপ বাড়ীতে বাস করতে দিও; তাদের উত্যক্ত করে সঙ্কটে ফেল না, তারা গর্ভধারণ করলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্য দান করে তাদের পারিশ্রমিক দেবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী স্তন্য দান করবে। (৭) বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবেন এবং যার জীবনাপোকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদুপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দিবেন।*

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

১৫

নারীদের বিধান

www.pathagar.com

বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে ও তাদের লজ্জা স্থান রক্ষা করে; তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে তা ব্যতীত তাদের দৈহিক সৌন্দর্য আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩০) বিশ্বাসী ঈমানদারদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধাণে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। (৩১) বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে ও তাদের লজ্জা স্থান রক্ষা করে; তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে তা ব্যতীত তাদের দৈহিক সৌন্দর্য আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, তাদের মালিকানাভুক্ত দাসি, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের দেহ সৌন্দর্য আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে চলাফেরা না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'উহা অসূচি' সুতরাং রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে, এবং যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২২২) লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'উহা অসূচি' সুতরাং রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে, এবং যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়, তাদের নিকট (সহবাসের জন্য) যেও না। অতঃপর যখন তারা (উত্তমরূপে) পরিশুদ্ধ (পবিত্র) হবে, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। (২২৩) তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র (স্বরূপ)। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। এবং তোমরা তোমাদের (মুক্তির জন্য) কিছু কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর জেন রাখ যে, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর সম্মুক্ষিণ হবে এবং বিশ্বাসীগণকে সুসংবাদ দাও।

জননীগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বৎসর দুধ পান করাবে, যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩৩) এবং জননীগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বৎসর দুধ পান করাবে, যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করান। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। এবং উত্তরাধিকারীগণেরও অনুরুপ বিধান। আর যদি পিতামাতা পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুই বৎসরের মধ্যেই (শিশুর) দুধ পান ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোন দোষ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোন দোষ হবে না যদি তোমরা তাদের নির্ধারিত প্রদেয় বিধিমত অর্পণ কর। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভাল করেই দেখেন।

www.pathagar.com

তার (নবীর) স্ত্রীগণ তাদের (বিশ্বাসীদের) মাতাস্বরুপ। আল্লাহর বিধান অনুসারে বিশ্বাসী ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা আহযাব (দলসমূহ)** ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬) নবী, বিশ্বাসী ঈমানদারদের নিকট তাদের প্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তার (নবীর) স্ত্রীগণ তাদের (বিশ্বাসীদের) মাতাস্বরুপ। আল্লাহর বিধান অনুসারে বিশ্বাসী ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও- তা করতে পার। এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।*

হে নবী-পত্নীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা আহযাব (দলসমূহ)** ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৮) হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এস, 'আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দিই।' (২৯) 'তোমরা আল্লাহকে, তার রাসূলকে এবং পরকালকে কামনা করলে, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।' (৩০) হে নবী-পত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুন শাস্তি দেওয়া হবে এবং এ আল্লাহর জন্য সহজ। (৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে তাকে আমি দুইবার পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক জীবিকা রেখেছি। (৩২) হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা সদালাপ করবে। (৩৩) এবং তোমরা গৃহে অবস্থান করবে; প্রাক-ইসলামী যুগের মত (জাহেলিয়াতের যুগের মত) নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা নামাজ পড়বে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত হবে; হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে (চান); (৩৪) আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের ঘরে পাঠ করা হয় তোমরা সেগুলি স্মরণ রাখবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সর্ববিষয়ের।*

তোমরা নবীর পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাবে। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা আহযাব (দলসমূহ)** ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৩) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের অনুমতি না দেয়া হলে তোমরা খাবার দাবার প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে খাবারের জন্য নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। তবে, তোমাদের আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ করো এবং খাওয়ার শেষে তোমরা চলে যেও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না, কারণ এ নবীর জন্য কষ্টদায়ক,*

www.pathagar.com

সে তোমাদের উঠে যাবার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাবে। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের বিবাহ করা কখনও সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ঘোরতর অপরাধ। (৫৪) তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর অথবা গোপনই রাখ– আল্লাহ অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (৫৫) নবী-স্ত্রীদের জন্য তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, সেবিকাগণ এবং তাদের মালিকানাভুক্ত দক্ষিন হস্তগণের ব্যাপারে এ (পর্দা) পালন না করা অপরাধ নয়। হে নবী স্ত্রীগণ। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের মুখমন্ডলের ওপর টেনে দেয়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আহযাব (দলসমূহ) *ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৯) হে নবী ! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের মুখমন্ডলের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গিণী সৃষ্টি করেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গিণী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুই জন থেকে বহু নরনারীর (পৃথিবীতে) বিস্তার করেন, এবং আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাত্রা কর, জাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।*

নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চার জনের সাক্ষী নেবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫) তোমরা নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চার জনের সাক্ষী নেবে, যদি তারা সাক্ষ দেয় তবে তাদের গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন। (১৬) আর তোমাদের মধ্যে যে দুইজন এতে (ব্যাভিচারে) লিপ্ত হবে তাদের উভয়কে শাস্তি দেবে, তবে যদি তারা তাওবাহ করে এবং সংশোধন করে নেয় তবে তাদের রেহাই দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

www.pathagar.com

যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাদের কাউকেও কারও ওপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের একেকে অপরের ওপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩২) যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকেও কারও ওপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার জন্য (পুরুষের) প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার (নারীর) প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (৩৩) পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদের (প্রাপ্য) অংশ তাদের দেবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৪) পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের ওপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন, এবং এ (শ্রেষ্টত্ব) এ জন্য যে পুরুষ তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী নারীরা পুরুষদের অনুপস্থিতিতে লোক চক্ষুর অন্তরালে অনুগত্য (এবং নিজেদের) ইজ্জত রক্ষাকারীনি। আল্লাহর হেফাজতে তারা তা হেফাজত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন এবং তাদের প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ট। (৩৫) এবং যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা কর তবে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার হতে একজন ও ওর (স্ত্রী) পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে; যদি তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকুল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

স্ত্রী জাতির প্রত্যেকের গর্ভে যা আছে এবং জরায়ুতে যা কিছু পরিবর্তন ঘটে আল্লাহ তা জানেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা রা'দ (বজ্রধ্বনি) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮) স্ত্রী জাতির প্রত্যেকের গর্ভে যা আছে এবং জরায়ুতে যা কিছু পরিবর্তন ঘটে আল্লাহ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। (৯) যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত, তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাসদাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৮) হে বিশ্বাসী ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাসদাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাজের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বস্ত্র শিথিল কর তখন এবং এশার নামাজের পর; এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে

www.pathagar.com

প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের একজনকে অপরের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫৯) এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্টদের মত অনুমতি প্রার্থনা করে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তার নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

বৃদ্ধা নারী, তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৬০) বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।*

যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৬১) অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও তোমাদের সন্তানদের গৃহে আহার করা দোষণীয় নয় অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে, অথবা সে সব গৃহে যার চাবি তোমার হাতে আছে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে- এ হবে আল্লাহর নিকট কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তার এক নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।*

যারা নিজেদের স্ত্রীগণকে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়,

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুজাদালা (পরস্পর বিবাদ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১) হে রাসূল! তোমার সাথে যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে আল্লাহ্ তার কথা শুনছেন এবং আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; নিশ্চয়, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (২) তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীগণকে যিহার (আরব সমাজে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মায়ের পৃষ্টদেশ মনে করলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে ছিন্ন হয়ে যেত, এভাবে বিবাহ ছিন্নকে যিহার বলে) করে, তারা জেনে রাখুক, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়, যারা তাদের জন্মদান করে কেবল তারাই তাদের মাতা; ওরা তো অসংগত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপমোচনকারী ও ক্ষমাশীল। (৩) যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সাথে যিহার করে এবং পরে ওদের উক্তি প্রত্যাহার করে তাদের প্রায়শ্চিত্ত যৌন কামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি*

www.pathagar.com

দাসের মুক্তিদান; এ নির্দেশ তোমাদের দেয়া হল। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। (৪) কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না তার প্রায়শ্চিত্ত যৌনকামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোজা পালন; যে তাতেও অসামর্থ্য সে ষাটজন অভাবগ্রস্থকে খাওয়াবে; এ জন্য যে তোমরা যেন আল্লাহ ও তার রাসূলে বিশ্বাস কর। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি, এবং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মর্মন্তদ শাস্তি।

হে নবী ! বিশ্বাসী নারীগণ যখন তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ করে;

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুমতাহানা (পরীক্ষিত) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১২) হে নবী! বিশ্বাসী নারীগণ যখন তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ করতে এসে বলে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন অংশী স্থাপন করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, অপরের সন্তানকে স্বামীর ঔরসে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন, নূহ ও লূতের স্ত্রীর, ফেরাউন স্ত্রীর, আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরাণ-তনয়া মরিয়মের-

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাহরীম (অবৈধকরণ) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১০) আল্লাহ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছেন, ওরা ছিল আমার দুই সৎকর্মপরায়ণ দাসের অধীন। কিন্তু ওরা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে, নূহ ও লূত ওদের আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারল না এবং ওদের বলা হল, 'জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও প্রবেশ কর।' (১১) আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফেরাউন স্ত্রীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সাক্ষাতে জান্নাতে আমার জন্য একটি বাড়ী নির্মাণ করো এবং আমাকে উদ্ধার কর ফেরাউন ও তার দুস্কৃতিকারী হতে এবং সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় হতে আমাকে উদ্ধার কর।' (১২) আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরাণ-তনয়া মরিয়মের - যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল; ফলে, আমি তার মধ্যে আমার রুহ ফুকে দিয়েছিলাম এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তার নিদর্শনাবলী বাস্তবায়িত করেছিল, সে ছিল অনুগতদের একজন।*

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

১৬

সামাজিক বিধান

www.pathagar.com

কোন ঈমানদারকে (বিশ্বাসীকে) হত্যা করা কোন বিশ্বাসীর সঙ্গত কাজ নয়, আর যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯২) কোন ঈমানদারকে (বিশ্বাসীকে) হত্যা করা কোন বিশ্বাসীর সঙ্গত কাজ নয়, তবে ভুলক্রমে হত্যা করলে তা স্বতন্ত্র। এবং কেউ কোন বিশ্বাসীকে ভুলবশত হত্যা করলে সে একজন বিশ্বাসী মুসলমান এর দাস মুক্ত করা এবং তার পরিবার পরিজনদের রক্তপণ অর্পণ করা বিধান, যদি তারা ক্ষমা না করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের (কাফের) লোক হয় এবং বিশ্বাসী হয় তবে এক বিশ্বাসী দাসমুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং এক মুসলমান দাসমুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সঙ্গতিহীন সে একাদিক্রমে দুইমাস রোজা রাখবে। তাওবাহর (সংশোধনের) জন্য এ আল্লাহর বিধান। বস্তুত আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (৯৩) আর যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।

তোমার প্রতিপালক তিনি ছাড়া অন্য কারও উপাসনা না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩) তোমার প্রতিপালক তিনি ছাড়া অন্য কারও উপাসনা না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। ওদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও ওদের বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং ওদের ভৎসনাও করো না, ওদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলবে। (২৪) 'অনুকম্পায় ওদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো' এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! ওদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে ওরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' (২৫) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন, তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হলে, যারা সতত আল্লাহ অভিমূখী তাদের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল।

আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্ত হক দেবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬) আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্ত হক দেবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। (২৭) যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের নিকট অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (২৮) এবং তুমি নিজেই যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সম্পদলাভের প্রত্যাশায় ওর সন্ধানে থাক তখন ওদের (সাহায্য প্রার্থীদের) যদি বিমুখই কর ওদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। (২৯) তুমি মুষ্টিবদ্ধ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্ত হয়ো না, হলে, তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে। (৩০) তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন, তিনিই তার দাসদের (বান্দাদের) ভালভাবে জানেন ও দেখেন।

www.pathagar.com

সন্তানদের দারিদ্র-ভয়ে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই ওদের হত্যা করা মহাপাপ।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩১) তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র-ভয়ে হত্যা করো না, ওদের এবং তোমাদের আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই ওদের হত্যা করা মহাপাপ।

অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩২) অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৩) আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে, নিশ্চয়ই সে সাহায্যপ্রাপ্ত।

পিতৃহীন (এতিম) বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৪) পিতৃহীন (এতিম) বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ৎ তলব করা হবে।

পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন করবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৫) মাপ দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন করবে, এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।

অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। কান, চোখ, অন্তঃকরণ ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হবে।

www.pathagar.com

ভূ-পৃষ্টে দম্ভভরে বিচরণ করো না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) *ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৭) ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না।*

তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) *ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৬) তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৬৭) সমুদ্রের মধ্যে যখন তোমাদের বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল আল্লাহ ব্যতিত অপর যাদের আহ্বান করে থাক তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন স্থলে তোমাদের উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।*

নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (বিনিময়ের) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ২২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭৮) হে ঈমানদারগণ! (বিশ্বাসীগণ) নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (বিনিময়ের) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, তবে প্রচলিত নিয়ম প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এতো তোমাদর প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (১৭৯) হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য 'কিসাস' (সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান দেওয়া হয়েছে ইসলামের পরিভাষায় তাকেই 'কিসাস' বলে।) বিধানে (বিনিময় গ্রহণে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধাণ হতে পার।*

যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তবে অসিয়ৎ করার বিধান দেয়া হল।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ২২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৮০) তোমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয় স্বজনের জন্য অসিয়ৎ করার (ন্যায়সঙ্গত বন্টনের) বিধান দেয়া হল। সাবধাণীদের পক্ষে এটা অবশ্য পালনীয়। (১৮১) অতঃপর এ (বিধান) যদি কেউ অসিয়ৎ শোনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন করে, তবে যে পরিবর্তন করবে তার উপরেই অপরাধ নিদির্ষ্ট হবে। নিশ্চয়, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (১৮২) তবে যদি কেউ অসিয়ৎকারীর (সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশদাতার) পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, অতঃপর সে তাদের পরস্পরের মধ্যে (কিছু রদ-বদল করে) সন্ধি করে দেয়, তবে কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

www.pathagar.com

মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে ভোগ করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে উৎকোচ (ঘুষ) দিও না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৮৮) *এবং তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস করো না, এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে ভোগ করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে উৎকোচ (ঘুষ) দিও না।*

আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দলের দ্বারা দমন না করতেন, তবে নিশ্চয় পৃথিবী কলুষিত হয়ে যেত।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৫১) *সুতরাং তখন তারা আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের পরাজিত করল, এবং দাউদ জালূতকে বধ করল, এবং আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করলেন, এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দলের দ্বারা দমন না করতেন, তবে নিশ্চয় পৃথিবী কলুষিত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি একান্তই দয়ালু, করুণাময়।*

তোমরা যখন একে অন্যের সাথে ঋণ সংক্রান্ত কারবার করবে, তখন লিখে রেখ

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৮২) *হে বিশ্বাসী (ঈমানদারগণ!) তোমরা যখন একে অন্যের সাথে ঋণ সংক্রান্ত কারবার করবে, তখন লিখে রেখ, এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়, লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। যেহেতু আল্লাহ তাকে শিক্ষা (জ্ঞান) দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লেখে। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, এবং কিছু যেন কম না লেখায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তোমাদের পছন্দমত দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, আর যদি দুইজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোককে (সাক্ষী করে নেবে) স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের অপরজন স্মরণ করে দেবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন যেন তারা অস্বীকার না করে। আর দেনা কম হোক, কিংবা বেশী হোক, মেয়াদ (নির্দিষ্ট সময়সহ) লিখতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। আল্লাহর নিকট এ ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর তা তোমরা না লিখে রাখলে কোন দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখ, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে এ তোমাদের জন্য পাপ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। বস্তুত আল্লাহই তোমাদের শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সকল বিষয় জানেন। (২৮৩) আর যদি তোমরা প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধক রাখা বৈধ। আর যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন (বিশ্বাস ঈমান বজায় রেখে) আমানত ফেরত দিবে, এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, বস্তুত যে গোপন করে, নিশ্চয় তার অন্তরপাপী। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সব জানেন।*

www.pathagar.com

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)-

সূরা লুকমান (ব্যক্তিবিশেষের নাম) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দুই বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন। (১৫) তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সমকক্ষ দাড় করাতে পীড়াপীড়ি করে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তুমি তাদের কথা মান্য করো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদভাবে বসবাস করবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদের অবহিত করব।

স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' করেছ তাদের তোমাদের জননী করেননি এবং পোষ্যপুত্র- যাদের তোমরা পুত্র বল আল্লাহ্ তাদের তোমাদের পুত্র করেননি;

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আহযাব (দল সমূহ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪) আল্লাহ্ কোন মানুষের দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি; তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' (মা বলে সম্বোধন) করেছ তাদের তোমাদের জননী করেননি এবং পোষ্যপুত্র- যাদের তোমরা পুত্র বল আল্লাহ্ তাদের তোমাদের পুত্র করেননি; এগুলি তোমাদের মুখের কথা। সত্য কথা আল্লাহই বলেন এবং তিনি সরল পথ নির্দেশ করেন। (৫) তোমরা ওদের পিতৃ-পরিচয়ে ওদের ডাক; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই ন্যায়সঙ্গত, যদি তোমরা ওদের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে ওদের তোমরা ধর্মীয় ভ্রাতা এবং বন্ধুরূপে গণ্য করবে। এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু এ ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা; এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ১৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩৭) অতীতে তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ছিল সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম। (১৩৮) এ মানবজাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সাবধাণীদের জন্য দিশারী ও উপদেশ।

নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল গ্রাস করে তারা তাদের পেটে অগ্নিভক্ষণ করে, তারা জলন্ত আগুনে জলবে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা-নিসা (নারীগণ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২) এবং পিতৃহীনকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করবে না, এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রিত করে গ্রাস করো না; এ মহাপাপ। (৫) আর আল্লাহ্ তোমাদের সম্পদকে যা তোমাদের উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধদের (হাতে) অর্পণ করো না, তা হতে তাদের

www.pathagar.com

খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সাথে মিষ্টি কথা বলবে। (৬) পিতৃহীনদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়; এবং তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে উহা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল না। যে অভাবমুক্ত সে যেন যা অবৈধ তা থেকে বিরত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। (৭) মাতা-পিতা এবং আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক, (তাদের জন্য) এক নির্ধারিত অংশ রয়েছে। (৮) এবং সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন এবং অভাবগ্রস্থ লোক উপস্থিত থাকলে তাদের উহা থেকে কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে। (৯) আর (পিতৃহীনদের সম্পর্কে) মানুষের ভয় করা উচিত যদি তারা পিছনে অসহায় সন্তান ছেড়ে যেত তবে তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হতো। অতএব লোকের উচিত যে, আল্লাহকে ভয় করা এবং ন্যায়সঙ্গত কথা বলা। (১০) নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল গ্রাস করে তারা তাদের পেটে অগ্নিভক্ষণ করে, তারা জলন্ত আগুনে জলবে।

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ এ সব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১) আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ একজন পুত্রের অংশ দুইজন কন্যার অংশের সমান, কিন্তু দুই কন্যার অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের দুই ভাগ) আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধেক (অর্ধাংশ)। পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত তার সম্পত্তির ছয়ভাগের একভাগ সে নিঃসন্তান হলে এবং শুধু পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ, তার ভাই বোন থাকলে মাতার জন্য ছয়ভাগের একভাগ, এ (সবই) সে যা অসিয়ৎ (মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি ভাগ নির্দেশনামা) করে দেবার পর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা তো জান না তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারে অধিকতম উপকারী। এ আল্লাহর বিধান, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১২) তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চারভাগের একভাগ। এ তারা যা অসিয়ৎ করে দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতা-মাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক ভাই ও বোন (বৈ-পিত্রেয় ভাই-বোন) থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয়ভাগের একভাগ। তারা এর অধিক হলে সকলে তিনভাগের এক ভাগ অংশীদার হবে, যা অসিয়ৎ করা হয় তা দেবার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি এ কারও জন্য হানিকর না হয়। এ আল্লাহর নির্দেশ, বস্তুত আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (১৩) এ সব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। এবং যে আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দিবেন, যার নীচে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহাসাফল্য। (১৪) পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্ধারিত সীমালজ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, তার জন্য রয়েছে লাঞ্চনা-দায়ক শাস্তি।

www.pathagar.com

কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা (বৈধ)। এবং নিজেদের হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৯) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা (বৈধ)। এবং নিজেদের হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৩০) এবং যে কেউ সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে উহা (হত্যা) করবে, আমি অবশ্য তাকে অগ্নিদগ্ধ করব; এবং এ আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য।

যারা কৃপণতা করে এবং নির্দেশ দেয় আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন না।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৭) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন না। আর আমি এ অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা পরিচালনা করবে তখন ন্যায়-পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৮) আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিকের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা পরিচালনা করবে তখন ন্যায়-পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (৫৯) হে ঈমানদার (বিশ্বাসীগণ!) যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন কর, রাসূল ও তোমাদের শাসক বিচারকদের তাদের, তারপর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে সে বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের স্মরণ কর। এটিই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিকে উত্তম।

তোমরা ন্যায়-বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়;

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ২০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩৫) হে ঈমানদার (বিশ্বাসীগণ!) তোমরা ন্যায়-বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে ধনী হোক অথবা গরীবই হোক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতার অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে যেয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসারী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচানো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল তবে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।

www.pathagar.com

তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ আশঙ্কায় আল্লাহ্ তোমাদের পরিস্কারভাবে জানাচ্ছেন, পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ২৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১৭৬) লোকে তোমার নিকট পরিস্কারভাবে জানতে চায়। বল, পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদের আল্লাহ্ পরিস্কারভাবে জানাচ্ছেন, কেউ মারা গেলে সে যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার এক বোন থাকে সে পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের দুই ভাগ, পক্ষান্তরে যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ আশঙ্কায় আল্লাহ তোমাদের পরিস্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।*

চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর, কিন্তু কেউ অত্যাচার করার পর অনুশোচনা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৩৮) পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর, এ তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দন্ড, বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩৯) কিন্তু কেউ অত্যাচার করার পর অনুশোচনা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) ঃ ১২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৮৯) আল্লাহ তোমাদের দায়ী করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। অতঃপর এর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরণের খাদ্য দান কর যা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও, অথবা তাদের বস্ত্র দান করা, কিংবা একজন দাস মুক্ত করা এবং যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন রোজা রাখা। তোমরা শপথ করলে এটিই তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।*

দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৯০) আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।*

www.pathagar.com

তোমাদের কারও যখন মৃত্যুসময় উপস্থিত হয় তখন অসিয়ৎ করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) *ঃ ১৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০৬) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যুসময় উপস্থিত হয় তখন অসিয়ৎ করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হতে দুইজন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে উভয়কে নামাজের পর তাদের অপেক্ষমান রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'আমরা ওর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা নিশ্চয় পাপীদের দলভুক্ত হব।' (১০৭) তবে যদি এ প্রকাশ পায় যে, তারা (সাক্ষী) দুইজন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তবে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য হতে নিকটতম দুইজন তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের থেকে অনেক বেশী সত্য এবং আমরা সীমালঙ্ঘন করিনি, করলে আমরা অবশ্যই জালিমদের (অত্যাচারীর) দলভুক্ত হব।' (১০৮) এ পদ্ধতিতেই লোকের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অধিকতর সম্ভাবনা আছে অথবা শপথের পর আবার তাদের শপথ করান হবে এ ভয়ে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং শ্রবণ কর। অধিকন্তু আল্লাহ সত্যত্যাগী (কাফের) সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।*

যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না- ওদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৪) হে বিশ্বাসী (ঈমানদারগণ!) জ্ঞানী এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহর পথে নিবৃত্ত করে। যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না- ওদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। (৩৫) যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্টদেশে চিহ্ন দেয়া হবে (সেদিন বলা হবে) এগুলিই তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। সুতরাং যা তোমরা জমা করতে তার আস্বাদ গ্রহণ কর।*

আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তার মধ্যে চারটি (মহররম, রজব, যিলকদ এবং জিলহজ্জ্ব কলহ-যুদ্ধ) নিষিদ্ধ মাস, এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৬) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তার মধ্যে চারটি (মহরম, রজব, যিলকদ এবং জিলহজ্জ্ব কলহ-যুদ্ধ) নিষিদ্ধ মাস, এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না এবং তোমরা অংশীবাদীদের সাথে সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের সাথে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে থাকে। এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ সাবধাণীদের সঙ্গেই আছেন।*

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, এদেরই আল্লাহ্ কৃপা করবেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭১)** বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ নিষেধ করে, যথাযথভাবে নামাজ পড়ে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, এদেরই আল্লাহ্ কৃপা করবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*

জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এক পরীক্ষা এবং নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে মহাপুরস্কার।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা আনফাল (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৭)** হে বিশ্বাসী (ঈমানদারগণ!) জেনেশুনে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না, এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্যের সম্পর্কেও নয়। (২৮) এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এক পরীক্ষা এবং নিশ্চয় আল্লাহর নিকটে রয়েছে মহাপুরস্কার?*

ঘুন পোকাই জ্বিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। ওরা অদৃশ্য বিষয় অবগত হলে ওরা এতকাল লাঞ্চনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা সা-বা (দেশবিশেষ) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২)** আমি বাতাসকে সুলাইমানের অধীন করেছিলাম, তার প্রাতঃকালের ভ্রমণ এক মাসের পথ ছিল এবং সন্ধ্যাকালের ভ্রমণও এক মাসের পথ ছিল। আমি তার জন্য গলিত তাম্রের এক ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম। আল্লাহর অনুমতিক্রমে জ্বিনদের কিছু তার সম্মুখ্যে কাজ করত। ওদের মধ্যে যারা আমার নির্দেশ অমান্য করে তাদের আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি ভোগ করাব। (১৩) ওরা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, বৃহদাকার হাউজ-সদৃশ (পুকুরের ন্যায়) পাত্র (থালা) এবং চুল্লির ওপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম) 'হে দাউদ-পরিবার! কৃতজ্ঞার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার দাসদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ!' (১৪) যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুন পোকাই জ্বিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান মাটিতে পড়ে গেল তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারল যে, ওরা অদৃশ্য বিষয় অবগত হলে এতকাল লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।*

হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল;

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা আহযাব (দলসমূহ) ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭০)** হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; (৭১) তা হলে তিনি তোমাদের কর্মকে ক্রটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।*

www.pathagar.com

আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আহকাফ (স্থানবিশেষের নাম) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫) *আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করে এবং বেদনার সঙ্গে প্রসব করে, তাকে গর্ভেধারণ করতে এবং তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যোগ্য বয়সে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হওয়ার পর বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ দান করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর; আমার সন্তান-সন্ততিদের সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমূখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।*

ব্যভিচারিণী ও ব্যাভিচারী- ওদের প্রত্যেককে একশো কষাঘাত করবে; যারা সতি-সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদের আশিবার কশাঘাত করবে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) *এ একটি সূরা এ আমি অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা সতর্ক হও। (২) ব্যভিচারিণী ও ব্যাভিচারী- ওদের প্রত্যেককে একশো কষাঘাত করবে; আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে যদি তোমরা আল্লাহতে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (৩) ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিণীকেই বিবাহ করবে। বিশ্বাসী ঈমানদারদের জন্য এদের বিবাহ অবৈধ। (৪) যারা সতি-সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদের আশিবার কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। (৫) যদি এরপর ওরা তাওবাহ করে ও নিজেদের কাজ সংশোধন করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী, (৭) এবং পঞ্চমবার বলবে, 'সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসবে।' (৮) তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী, (৯) এবং পঞ্চমবার বলে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর আল্লাহর ক্রোধ নেমে আসবে।' (১০) তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময় না হলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেতে না।*

আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং সাবধাণতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আ'রাফ (জান্নাত ও জাহান্নামে মধ্যবর্তী স্থান) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬) *হে বনি আদম। (হে মানবজাতি)! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং সাবধাণতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। এ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।*

www.pathagar.com

যারা সতি-সাধ্বি, নিরীহ্ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহ্লোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(২৩) যারা সতি-সাধ্বি, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। (২৪) যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের রসণা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে- (২৫) সে দিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। (২৬) দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য; এদের সম্বন্ধে লোকে যা বলে এরা তা হতে পবিত্র। এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।*

তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না ও একে অপরের পিছনে নিন্দা করো না।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা হুজোরাত (কুটীর সকল) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১২) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনা বা অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না ও একে অপরের পিছনে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভায়ের মাংস খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা একে ঘৃনায় মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।*

কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, তোমরা যদি ওদের ক্ষমা কর ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা তাগাবোন (পরস্পর ক্ষতি করা) ঃ *২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেক। তোমরা যদি ওদের ক্ষমা কর, ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা; তোমাদের জন্য আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা তাগাবোন (পরস্পর ক্ষতি করা) ঃ *২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫) তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা; তোমাদের জন্য আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। (১৬) তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, তার আদেশ শোন, তার আনুগত্য কর ও ব্যয় কর; এতে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ রয়েছে, যারা কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম।*

www.pathagar.com

তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতিত অন্য কারও গৃহে বাসিন্দার অনুমতি না নিয়ে ও তাদের সালাম না নিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়,

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)-

সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৭) হে বিশ্বাসী (ঈমানদারগণ!) তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতিত অন্য কারও গৃহে বাসিন্দার অনুমতি না নিয়ে ও তাদের সালাম না নিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সতর্ক হও। (২৮) যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও তা হলে তোমাদের যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয় ততক্ষণ প্রবেশ করবে না; যদি তোমাদের বলা হয় 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ স্ববিশেষ অবহিত। (২৯) যে ঘরে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের জন্য উপকার থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনও পাপ নেই এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান পুত্র সন্তান অথবা দান করেন পুত্র কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা করে দেন।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা শূরা (মন্ত্রণাসকল) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, (৫০) অথবা দান করেন পুত্র কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই, তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুমতাহানা (পরীক্ষিত) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৮) ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিস্কৃত করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়, আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন। (৯) আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। তোমাদের স্বদেশ হতে বহিস্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিস্করণে সাহায্য করেছে; তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা সীমালঙ্ঘনকারী।

যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা এ সীমিত করেন;

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা সা-বা (দেশবিশেষ) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৪) যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি সেখানকার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, 'তুমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।' (৩৫) ওরা আরও বলত,'আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদের কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না।' (৩৬) বল, 'আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা এ সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ বোঝে না।

www.pathagar.com

বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই, ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হুজোরাত (কুটীর সকল) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯) বিশ্বাসী দুইদল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের এক দল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষন না তারা আল্লাহর নির্দেশের নিকট আত্মসমর্পণ করে যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা করবে এবং সুবিচার করবে। যারা ন্যায়বিচার করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন। (১০) বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই, ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।*

জুমআর দিনে যখন নামাজের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে তাড়াতাড়ি করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা জুমআ (শুক্রবার) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯) হে বিশ্বাসীগণ! জুমআর দিনে যখন নামাজের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে তাড়াতাড়ি করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখবে, এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (১০) নামাজ শেষ হলে তোমরা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখলে তোমাকে দাড়ানো অবস্থায় রেখে ওরা সেদিকে ছুটে যায়। বল, 'আল্লাহর নিকট যা আছে তা ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যবসার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।' আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট জীবনোপকরণদাতা।*

তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যা আল্লাহর নিকট আছে তা উত্তম এবং স্থায়ী।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা কাস্বাস্ (উপাখ্যানাবলী) *ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৮) কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা নিজেদের ভোগ-সম্পদের জন্য মদমত্ত ছিল। এগুলিই তো ওদের ঘরবাড়ি; ওদের পর এগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী! (৫৯) তোমার প্রতিপালক তাঁর বাক্য আবৃত্তি করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করে জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না এবং তিনি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করেন যখন এর অধিবাসীরা সীমালঙ্ঘন করে। (৬০) তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যা আল্লাহর নিকট আছে তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না ?*

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

১৭

যুদ্ধ

www.pathagar.com

যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না ও পরকালেরও নয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরুপ সেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২০) যারা বিশ্বাস করে তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ট, ধর্মের জন্য গৃহত্যাগ করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে- এরাই সফলকাম। (২১) তাদের প্রতিপালক তাদের নিজ দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের সংবাদ দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখসমৃদ্ধি রয়েছে।(২২) সেখানে তারা থাকবে চিরস্থায়ী, নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে আছে মহাপুরস্কার। (২৩) হে বিশ্বাসী (ঈমানদারগণ)। তোমাদের পিতা ও ভাই যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকে সঠিক জ্ঞান করে তবে ওদের অভিভাবকরুপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদের অভিভাবক করে, তারাই অপরাধী। (২৪) বল, 'তোমাদের পিতাপুত্র, ভ্রাতৃবৃন্দ, স্ত্রী-পরিজন, অর্জিত ধন-সম্পদসহ এবং ব্যবসা বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয় তবে আল্লাহর আদেশ পাঠান পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুত আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে প্রদর্শন করেন না।

৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৯) যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না ও পরকালেরও নয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্যধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরুপ সেচ্ছায় জিযিয়া (অমুসলিমদেরকে যে কর দিতে হয়) দেয়।

অবিশ্বাসী কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) ঃ ১৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২৩) হে বিশ্বাসী ঈমানদারগণ! অবিশ্বাসী কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। জেনে রাখ যে, আল্লাহ সাবধাণীদের সাথে আছেন।

আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯০) আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ বাড়াবাড়িকারীদের পছন্দ করেন না। (১৯১) আর তাদের হত্যা কর যেখানে পাও এবং যেখান থেকে তোমাদের বাহির করে দিয়েছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদের বাহির করবে। বস্তুতঃ ফেতনা ফ্যাসাদ (দাঙ্গা বা ধর্মদ্রোহিতা) হত্যা অপেক্ষাও কঠিন অপরাধ। আর মসজিদুল হারামের (কা'বা শরীফের) নিকটে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা

www.pathagar.com

তাদের হত্যা করবে, ইহাই তো অবিশ্বাসী কাফেরদের পরিণাম। (১৯২) কিন্তু তারা যদি বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৯৩) আর তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষন না (তাদের) ধর্মদ্রোহিতা দূর হয় এবং আল্লাহর দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত না হয়, কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে অত্যাচারীদের ওপর ছাড়া (অন্য কারো ওপর) হস্তক্ষেপ করা চলবে না। (১৯৪) পবিত্র মাসের বদলে পবিত্র মাস এবং সকল পবিত্র জিনিসের জন্য এরুপ বিনিময় সুতরাং যে তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাদের অনুরুপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ সাবধাণীদের সাথে থাকেন।

তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা বাকারাহ (গাভী)** ঃ ২৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১৬) তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ, কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর না। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।*

আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের জন্য উপদেশ রয়েছে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি)** ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩) দুইটি দলের (বদর যুদ্ধে) পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল, এবং অন্যদল অবিশ্বাসী কাফের ছিল। কাফেরগণ চোখের দেখায় ওদের (মুসলমানদের) দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের জন্য উপদেশ রয়েছে।*

নিশ্চয় বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি)** ঃ ১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২৩) এবং নিশ্চয় বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, তখন তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১২৪) স্মরণ কর, যখন তুমি বিশ্বাসীগণকে বলেছিলে, 'যদি তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার প্রেরিত ফেরেস্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কি তোমাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে না? (১২৫) হা, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধাণ হয়ে চল তবে তারা দ্রুত গতিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেস্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। (১২৬) আর এতো আল্লাহ তোমাদের জন্য সুসংবাদ করেছেন যাতে তোমাদের মন শান্ত থাকবে। এবং সাহায্য সুযোগ পরাক্রম প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট থেকেই হয়। (১২৭) এই জন্য যে, তিনি অবিশ্বাসীদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন অথবা লাঞ্ছিত করবেন, তখন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে।*

www.pathagar.com

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনই মৃত্যু মনে কর না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ১৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫৭) এবং যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ কর তবে তারা যা জমা করে তা থেকে উত্তম আল্লাহর ক্ষমা এবং দয়া। (১৫৮) এবং তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে তোমাদের আল্লাহর নিকটেই একত্রিত করা হবে। (১৬৮) 'যারা ঘরে বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলত যে, তারা তাদের মত চললে নিহত হত না, তাদের বল, যদি সত্যবাদি হও তবে নিজেদের মৃত্যু হতে রক্ষা কর।' (১৬৯) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনই মৃত্যু মনে কর না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

বস্তুত যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭১) হে ঈমানদারগণ (বিশ্বাসীগণ)। সতর্কতা অবলম্বন কর, অতঃপর হয় দলে দলে (যুদ্ধের সময়) বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা এক সাথে অগ্রসর হও। (৭২) আর তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে গড়িমসি করবেই। তোমাদের কোন বিপদ হলে সে বলবে, 'আল্লাহ আমার প্রতি অত্যন্ত দয়া করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম না।' (৭৩) আর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ (যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি) হয়, তবে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না এভাবে বলে, 'হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য (যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি) লাভ করতাম। (৭৪) অতএব, যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাদের আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা উচিত। বস্তুত যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব। (৭৫) তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য সংগ্রাম করবে না? যারা বলেছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ অত্যাচারী শাসকের দেশ হতে আমাদের অন্য স্থানে নিয়ে যাও এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী কর।' (৭৬) যারা ঈমানদার বিশ্বাসী তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী কাফের তারা তাগুতের পথে (তাগুত- যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায় উপকরণের নাম) সংগ্রাম করে, সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, শয়তানের চক্রান্ত কৌশল একান্তই দুর্বল।

যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর যারা জেহাদ করে তাদের আল্লাহ শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৫) ঈমানদারদের (বিশ্বাসীদের) মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং (আর) যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জেহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জেহাদ করে আল্লাহ তাদের যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর যারা জেহাদ করে তাদের আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন। (৯৬) এ তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া, বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

যে কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী (গৃহত্যাগ) হয়ে বের হলে আর (সে অবস্থায়) তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্র ওপর

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ১৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০০) আর যে কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করবে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থান ও সচ্ছলতা লাভ করবে এবং যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী (গৃহত্যাগ) হয়ে বের হলে আর (সে অবস্থায়) তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর ওপর, বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে অবিশ্বাসী তোমাদের নির্যাতন করবে, তবে নামাজ সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে নামাজ পড়া বিশ্বাসী ঈমানদারদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ১৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০১) এবং তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে অবিশ্বাসী কাফেরগণ তোমাদের নির্যাতন করবে, তবে নামাজ সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। অবিশ্বাসী কাফেরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১০২) এবং তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের নিয়ে নামাজ পড়বে তখন একদল তোমার সঙ্গে যেন দাড়ায় আর তারা যেন সশস্ত্র থাকে। অতঃপর সিজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা নামাজে শরীক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন নামাজে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। অবিশ্বাসী কাফেরগণ কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু তোমাদের কোন দোষ নেই যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমাদের অসুখ হয় আর তোমরা অস্ত্র রেখে দাও, কিন্তু অবশ্যই হুশিয়ার থাকবে। অবশ্যই, আল্লাহ অবিশ্বাসী কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন নিশ্চিত, (১০৩) তারপর যখন তোমরা নামাজ শেষ করবে, তখন দাড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে; যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথভাবে নামাজ পড়বে, নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে নামাজ পড়া বিশ্বাসী ঈমানদারদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (১০৪) আর শত্রুদলের সন্ধানে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেল না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহর কাছে তোমরা যা আশা কর তারা তা করে না। বস্তুত আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৩) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক (ডান হাত বাম পা অথবা বাম হাত ডান পা) হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে

www.pathagar.com

এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। (৩৪) তবে, তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে যারা তাওবাহ (অনুশোচনা) করবে তাদের জন্য নয়। সুতরাং জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আমি তোমাকে সাহায্য করব এক সহস্র ফেরেস্তা দ্বারা যারা একের পর এক আসবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনফাল (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯) স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং (বলেছিলেন) 'আমি তোমাকে সাহায্য করব এক সহস্র ফেরেস্তা দ্বারা যারা একের পর এক আসবে।' (১০) এবং আল্লাহ এ করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে, এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহর নিকট হতেই আসে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*

স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হতে তোমাদের ওপর বৃষ্টিবর্ষণ করেন তা দিয়ে তোমাদের পবিত্র করার জন্য

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনফাল (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১) স্মরণ কর, তিনি তার পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হতে তোমাদের ওপর বৃষ্টিবর্ষণ করেন তা দিয়ে তোমাদের পবিত্র করার জন্য, তোমাদের হতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য।*

তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন (যুদ্ধ) হয়েছিলে তখন তিনি তাদের তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনফাল (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৩) স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় স্বল্প, যদি তোমাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস হারাবে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করেছেন এবং অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত। (৪৪) স্মরণ কর, বস্তুত যা ঘটার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন (যুদ্ধ) হয়েছিল তখন তিনি তাদের তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং আল্লাহর দিকেই সকল কাজের শেষ স্থান।*

লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ (শত্রু সম্পদ) সম্বন্ধে প্রশ্ন করে বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনফাল (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ (শত্রু সম্পদ) সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদভাব স্থাপন কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।*

www.pathagar.com

৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪১) আরও জেনে রাখ যে যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের, রাসূলের স্বজন, পিতৃহীন দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য, যদি তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাস কর এবং তাতে মীমাংসার (বদরের দিন) যা আমি আমার দাসের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম যখন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।
৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৯) যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর ও আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকলে, আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে তারা দুই সহস্র এর ওপর বিজয় হবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা আনফাল (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী) *ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৫) হে নবী! বিশ্বাসীদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশতজন এর ওপর বিজয় হবে এবং তাদের মধ্যে একশতজন থাকলে এক সহস্র অবিশ্বাসীর ওপর বিজয় হবে। কারণ তারা এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই। (৬৬) আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশতজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশতজনের ওপর বিজয় হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকলে আল্লাহর অনুজ্ঞাক্রমে তারা দুই সহস্রের ওপর বিজয় হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।*

যদি কোন সত্যত্যাগী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনে, তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞাতবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা হুজোরাত (কুটীর সকল) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪) হে নবী! যারা ঘরের পিছন হতে তোমাকে উচ্চ স্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ, (৫) তুমি বাহির হয়ে ওদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি ওরা ধৈর্যধারণ করত তাই তাদের জন্য উত্তম হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন সত্যত্যাগী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনে, তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞাতবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।*

আমি মক্কা অঞ্চলে ওদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করার পর ওদের হাত তোমাদের হতে বিরত করেছি। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সব দেখেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ফাতাহ (বিজয়) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৮) বিশ্বাসীরা যখন বৃক্ষতলে (হোদাইবিয়া) তোমার নিকট তোমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদের তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদের জন্য স্থির করলেন আসন্ন বিজয়, (১৯) ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধেলভ্য সম্পদ যা ওরা লাভ করবে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধে বিজয়*

www.pathagar.com

বিপুল সম্পদের যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি এ তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রু হস্ত বিরত করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও; এবং বিশ্বাসীদের জন্য এ হবে এক নিদর্শন এবং আল্লাহ তোমাদের সরল পথে পরিচালিত করেন, (২১) আরও বহু সম্পদ আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২২) সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে পরিণামে ওরা অবাধ্য প্রদর্শন করত তখন ওদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকত না। (২৩) এটিই আল্লাহর বিধান, প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে; তুমি আল্লাহর এ বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না। (২৪) আমি মক্কা অঞ্চলে ওদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করার পর ওদের (অবিশ্বাসীদের) হাত তোমাদের হতে বিরত করেছি। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সব দেখেন।

যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এজন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করবেন ; তাদের তাওহীদের (সংযম) নীতিতে বলিষ্ট করলেন,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ফাতাহ (বিজয়)* ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৫) ওরাই সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তোমাদের বাহির করেছিল 'মসজিদুল হারাম' (পবিত্র মসজিদ) হতে ও বাধা দিয়েছিল কোরবানীর পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌছাতে। মক্কায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী না থাকলে- যাদের অজ্ঞাতসারে হত্যা করলে তোমরা অনুতপ্ত হতে- (তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হত) যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এজন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করবেন ; যদি ওরা পৃথক হত আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মর্মন্তদ শাস্তি দিতাম; (২৬) কেননা, তাদের অন্তরে মূর্খা অজ্ঞ-যুগের জেদ পোষণ করত; আল্লাহ তার রাসূল ও বিশ্বাসীদের প্রশান্তি দান করলেন; তাদের তাওহীদের (সংযম) নীতিতে বলিষ্ট করলেন, তারা ছিল এর অধিকতর যোগ্য এবং উপযুক্ত। আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।*

যারা আল্লাহর পথে গৃহত্যাগ করেছে এবং পরে নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা হজ্জ (মক্কা ব্রতবিশেষ)* ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৮) যারা আল্লাহর পথে গৃহত্যাগ করেছে এবং পরে নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; এবং আল্লাহ অবশ্যই সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকাদাতা। (৫৯) তিনি তাদের অবশ্যই এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ তো প্রজ্ঞাময়, সহনশীল। (৬০) এটিই হয়ে থাকে, কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে যথোপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন; আল্লাহ নিশ্চয়ই পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল।*

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

১৮

ফলাফল জান্নাত ও জাহান্নাম

www.pathagar.com

যারা বিশ্বাস করে ঈমান আনে সৎকাজ করে তাদের কৃতকর্মের ফলাফলস্বরুপ তাদের আপ্যায়ণের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা সিজদাহ্‌ (প্রণিপাত) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫) কেবল তারাই আমার নিদর্শণাবলী বিশ্বাস করে যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সিজদায়ে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহঙ্কার করে না। (১৬) তারা শয্যা ত্যাগ করে আশায় ও আশঙ্কায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। (১৭) কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের নয়ণ-প্রীতিকর কি পুরস্কার রক্ষিত আছে। (১৮) বিশ্বাসী কি সত্যত্যাগীর মতই? ওরা কখনও সমান হতে পারে না। (১৯) যারা বিশ্বাস করে ঈমান আনে সৎকাজ করে তাদের কৃতকর্মের ফলাফলস্বরুপ তাদের আপ্যায়ণের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান। (২০) এবং যারা সত্যত্যাগ করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখনই ওরা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই ওদের তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ওদের বলা হবে, 'যে অগ্নি-শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তোমরা এখন আস্বাদন কর।' (২১) কঠিন শাস্তির পূর্বে ওদের আমি অবশ্যই অল্প শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে ওরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। (২২) যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর আয়াতদ্বারা উপদিষ্ট হয়ে অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? আমি অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

কেউ বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করলে তার কর্মপ্রচেষ্টা বিফল হবে না এবং আমি তা লিখে রাখি।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আম্বীয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৪) সুতরাং কেউ বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করলে তার কর্মপ্রচেষ্টা বিফল হবে না এবং আমি তা লিখে রাখি। (৯৫) এ সম্ভব নয় যে, যে জনপথ আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসিবৃন্দ ফিরে আসবে, (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ওরা উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে। (৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল নিকটবর্তী হলে অবিশ্বাসী কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, ওরা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের। আমরা এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম। বরং আমরা সীমালঙ্ঘনকারীই ছিলাম। (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর সেগুলি জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা ওতে প্রবেশ করবে। (৯৯) যদি ওরা উপাস্যই হতো তবে ওরা জাহান্নামে প্রবেশ করত না; ওদের সকলেই ওখানে চিরকাল থাকবে, (১০০) সেখানে অংশীবাদীরা চিৎকার করবে এবং সেখানে ওরা কিছুই শুনতে পাবে না; (১০১) যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে (১০২) তারা ওর ক্ষীনতম শব্দও শুনবে না এবং সেখানে (জান্নাত) তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল ভোগ করবে। (১০৩) মহাভীতি তাদের চিন্তাতিত করবে না এবং ফেরেস্তাগণ তাদের এ বলে অভ্যার্থনা করবে, 'এই সে দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।' (১০৪) সে দিন আমি আকাশমন্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব যেভাবে লিখিত দফতর গুটানো হয়; যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এ পালন করবই। (১০৫) যবুর গ্রন্থে উপদেশ উল্লেখের পর আমি গ্রন্থে লিখে দিয়েছি যে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে। (১০৬) এতে সে সম্প্রদায়ের জন্য বাণী রয়েছে যারা উপাসনা করে।

www.pathagar.com

নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী কাফের থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেস্তাগণ এবং সকল মানুষেরই অভিসম্পাত।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ১৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬১) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী কাফের থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেস্তাগণ এবং সকল মানুষেরই অভিসম্পাত। (১৬২) তারা চিরকাল অভিসম্পাত পেতে থাকবে, তাদের শাস্তি কখনও হাল্কা করা হবে না এবং তারা কোন অবকাশও পাবে না। (১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য এক (আল্লাহ), তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনি করুণাময় পরম দয়ালু।

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্টে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ফাতির (সৃষ্টি কর্তা) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৯) যারা আল্লাহর গ্রন্থ পাঠ করে, যথাযথভাবে নামাজ পড়ে, আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারাই আশা করতে পারে- তাদের ব্যবসা ব্যর্থ হবে না- (৩০) এজন্য যে, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের আরও বেশী দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল, গুনগ্রাহী। (৩৩) তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, যেখানে তাদের স্বর্ণ নির্মিত, মুক্তাখচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (৩৬) কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত। ওদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে ওরা মরবে এবং ওদের জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৫) আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্টে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তাদের সময় পূর্ণ হলে আল্লাহ তার দাসদের শাস্তি অথবা পুরস্কার দেবেন।

সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে; তবে যাদের আল্লাহ রক্ষা করতে ইচ্ছা করবেন তারা নয়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা যুমার (মানুষের দল) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৮) সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে; তবে যাদের আল্লাহ রক্ষা করতে ইচ্ছা করবেন তারা নয়। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষনাৎ ওরা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। (৬৯) বিশ্বপ্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে বিশ্ব, আমলনামা উপস্থিত করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়-বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (৭০) প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। ওরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭১) সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন ওরা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন এর প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা ওদের বলবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল

www.pathagar.com

আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত (বাক্য) আবৃত্তি করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করত?' ওরা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল,' বস্তুত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি শাস্তির বাক্য বাস্তবায়িত হয়েছে। (৭২) ওদের বলা হবে, 'জাহান্নামে স্থায়ীভাবে উপস্থিতির জন্য ওখানে প্রবেশ কর। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল।

যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা যুমার (মানুষের দল) ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৭৩) যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা মুক্তদ্বার জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদের বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি) তোমরা সুখী হও এবং স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর। (৭৪) তারা প্রবেশ করে বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তোমাদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। এবং আমাদের এ ভূমির অধিকারী করেছেন; আমরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা বসবাস করব।' সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম। (৭৫) এবং তুমি ফেরেস্তাদের দেখতে পাবে যে, ওরা আরশের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে ওদের প্রতিপালকের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। ন্যায়ের সঙ্গে সকলের বিচার করা হবে; বলা হবে - প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য।*

নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, এদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আহযাব (দলসমূহ) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৩৫) নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী, যৌনঅঙ্গ হেফাজতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনঅঙ্গ হেফাজতকারী (সংযমী) নারী, আল্লাহকে অধিক স্বরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্বরণকারী নারী- এদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন। (৩৬) আল্লাহ্ ও তার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ অথবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ এবং তার রাসূলকে অমান্য করলে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে।*

যারা পরহেযগার সাবধাণ হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি সৌন্দর্য দর্শন রয়েছে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১৪) নারী, সন্তান, সোনা ও রুপার ভান্ডার এবং পছন্দসই ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু এবং ক্ষেত-খামারে প্রতি মোহগ্রস্ত আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ্ তাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। (১৫) বল, আমি কি তোমাদের এ সব বস্তু হতে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা পরহেযগার সাবধাণ হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ, বাগান যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিণী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি সৌন্দর্য দর্শন রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ তার দাসদের দ্রষ্টা।*

www.pathagar.com

তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জেহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল না জানছেন!

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম-অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ১৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪২) তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জেহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল না জানছেন! (১৪৩) এবং নিশ্চয়, তোমরা মৃত্যুর সম্মুখীন হবার পূর্বে উহা কামনা করতে, এখন তোমরা তা চোখে দেখছ ?*

১৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪৪) মোহাম্মদ রাসূল ব্যতীত কিছু নয়, তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ? এবং যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সে কখনও আল্লাহর কিছু ক্ষতি করতে পারে না। এবং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে পুরস্কৃত করবেন। (১৪৫) এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও মৃত্যু হবে না, কেননা ঐটির (মৃত্যুর) মিয়াদ অবধারিত। আর যে কেউ পার্থিব পুরস্কার চাবে আমি তাকে তার কিছু দেব এবং যে কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাবে আমি তাকে তার কিছু দেব এবং শ্রীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরুস্কৃত করব।

তারা যে ধনে কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন ঐটিই তাদের গলার বেড়ি হবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ১৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৮০) এবং তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন তাতে কৃপণতা করলে তাতে (কৃপণতা করাতে) মঙ্গল আছে। বরং এ (কৃপণতা) তাদের জন্য অমঙ্গল। তারা যে ধনে কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন ঐটিই তাদের গলার বেড়ি হবে। আকাশ পৃথিবীর চরম স্বত্বাধিকার আল্লাহরই। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সব বিশেষভাবে অবহিত।*

অনু পরিমাণ পূর্ণকার্য হলেও আল্লাহ্ ওকে দ্বিগুন করেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) *ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪০) নিশ্চয় আল্লাহ অনু পরিমাণও জুলুম করেন না, এবং অনু পরিমাণ পূর্ণকার্য হলেও আল্লাহ ওকে দ্বিগুন করেন এবং আল্লাহ তার নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।*

যারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছা করবে!

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) *ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪১) তখন তাদের কি অবস্থা হবে যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নবী) উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব? (৪২) যারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছা করবে! এবং তারা (সেদিন) আল্লাহর কাছ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না।*

www.pathagar.com

যারা বিশ্বাস (ঈমান) করে ও ভাল কাজ করে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৭) আর যারা বিশ্বাস (ঈমান) করে ও ভাল কাজ করে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিণী স্ত্রী আছে এবং তাদের চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় স্থান দান করব।

মুনাফেকগণ (কপটগণ) আগুনের নিম্নতর স্তরে থাকবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ২১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪৫) মুনাফেকগণ (কপটগণ) আগুনের নিম্নতর স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না।

স্থায়ী জান্নাত, ওতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা রা'দ (বজ্রধ্বনি) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২২) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্টবরণ করে, যথাযথভাবে নামাজ পড়ে, আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে এবং যারা ভাল দ্বারা খারাপকে দূর করে- এদেরই জন্য শুভ পরিণাম। (২৩) স্থায়ী জান্নাত, ওতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও, এবং ফেরেস্তাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দ্বার দিয়ে উপস্থিত হবে, (২৪) এবং বলবে, 'তোমরা কষ্টবরণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি, এ পরিণাম কত ভাল!

কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটি গ্রন্থ (আমলনামা) উন্মুক্ত পাবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩) প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটি গ্রন্থ (আমলনামা) বাহির করে দেব যা সে উন্মুক্ত (অবস্থায়) পাবে। (১৪) আমি বলব, 'তুমি তোমার গ্রন্থ পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

যে ইহলোকে অন্ধ- পরলোকেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭১) স্মরণ কর, সেদিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ওদের নেতাসহ আহবান করব। যাদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের ওপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। (৭২) যে ইহলোকে অন্ধ-পরলোকেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।

www.pathagar.com

কিয়ামতের দিন আমি ওদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত করব।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৭) আল্লাহ যাদের পথনির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদের তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাকে ব্যতীত অন্য কাউকেও অভিভাবক পাবে না। কিয়ামতের দিন আমি ওদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত করব। ওদের আবাসস্থল জাহান্নাম, যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন ওদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দেব। (৯৮) এটিই ওদের প্রতিফল, কারণ ওরা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ন-বিচূর্ন হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব ?' (৯৯) ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমাতাবান ? তিনি ওদের জন্য এক নির্দিষ্ট কাল স্থির করেছেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি সীমালঙ্ঘকারীগণ অস্বীকার করেই যাচ্ছে। (১০০) বল, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে তবুও তোমরা ব্যয় হয়ে যাবে' এ আশঙ্কায় তা ধরে রাখতে। মানুষ অতিশয় কৃপণ!

যার মনকে আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা কাহাফ (গর্ত) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৭) তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের গ্রন্থ আবৃত্তি কর। তার বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি কখনই তার ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় পাবে না। (২৮) তুমি নিজেকে ওদের সংসর্গে রাখবে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ওদের প্রতিপালককে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে ওদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। যার মনকে আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না। (২৯) বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করুক।' আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার বেষ্টনী ওদের পরিবেষ্টন করে থাকবে। ওরা পানীয় চাইলে ওদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা ওদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে; কি ভীষণ সে পানীয় আর নিকৃষ্ট তাদের আগুনের আরামের স্থান। (৩০) যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম করে আমি তার শ্রমফল নষ্ট করি না; (৩১) ওদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে ওদের স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, ওরা পরিধাণ করবে সুক্ষ ও পুরু রেশমের সবুজ কাপড়ের বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত সিংহাসনে, কত সুন্দর পুরস্কার আর কত সুন্দর আরামের স্থান।

উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং ওতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে, তুমি অপরাধীকে আতংকগ্রস্ত দেখবে এবং ওরা বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের।'

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা কাহাফ (গর্ত) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৭) স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতসমূহকে উন্মূলীত করব এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শুন্য প্রান্তর; (সেদিন মানুষকে)

www.pathagar.com

আমি একত্রিত করব এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দেব না। (৪৮) এবং তাদের তোমার প্রতিপালকের নিকট সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে এবং (বলা হবে), তোমাদের প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ; অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত দিন আমি উপস্থিত করব না। (৪৯) এবং (সেদিন) উপস্থিত করা হবে আমলনামা (পাপ-পুন্যের তালিকা গ্রন্থ) এবং ওতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীকে আতংকগ্রস্ত দেখবে এবং ওরা বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের। এ কেমন গ্রন্থ। এতো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না এবং এ সমস্ত হিসাব রেখেছে।' ওরা ওদের কাজের ফল সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি জুলুম করেন না।

যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে;

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মোমেনুন (বিশ্বাসীগণ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০১) এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না, এবং একে অপরের খোজ-খবর নেবে না, (১০২) এবং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। (১০৩) এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; ওরা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। (১০৪) 'অগ্নি' ওদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং ওদের মুখমন্ডল হবে বীভৎস।

যারা সত্য প্রত্যাখান করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়, আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না তার জন্য কোনও আলো নেই।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৮) (তারা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে) যাতে তারা যে সৎকাজ করে তার জন্য আল্লাহ তাদের উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (৩৯) যারা সত্য প্রত্যাখান করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে কিছুই নয় এবং সে সেখানে আল্লাহকে পাবে অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেবেন, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। (৪০) অথবা ওদের কর্মের উপমা সমুদ্রের অতল অন্ধকার, তরঙ্গের পর তরঙ্গ যাকে উদ্বেলিত করে, যার উর্ধ্বদেশে আকাশে ঘনমেঘ, এক অন্ধকারের ওপর আর এক অন্ধকার, যখন সে হাত বাহির করল, তখন তা একেবারেই দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না তার জন্য কোনও আলো নেই।

সেদিন গোনাহগার ব্যক্তি মুক্তিপণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে তার স্ত্রী ও ভাইকে তার জাতি-গোষ্টিকে, না কখনই নয়। এগুলি তাকে রক্ষা করবে না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়া'রেজ (সোপান শ্রেণী) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) এক ব্যক্তি চাইল অবধারিত শাস্তি সংঘটিত হোক, (২) যা অবধারিত সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য, এ প্রতিরোধ করার কেউ নেই। (৩) এ আসবে আল্লাহর নিকট হতে, যিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। (৪) ফেরেস্তা এবং রুহ্‌ (জীবন) আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হবে এমন একদিনে (কিয়ামতের দিনে) যেদিনটি পার্থিব

www.pathagar.com

পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। (৫) সুতরাং তুমি পূর্ণ ধৈর্যধারণ কর। (৬) ওরা শাস্তিকে সুদূরপরাহত মনে করে। (৭) কিন্তু আমি দেখছি, এ আমি দেখছি, এ নিকটে। (৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর (৯) এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত। (১০) সেদিন বন্ধু বন্ধুর খবর নেবে না (১১) যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহগার ব্যক্তি শাস্তি হতে রক্ষার জন্য মুক্তিপণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে (১২) তার স্ত্রী ও ভাইকে (১৩) তার জাতি-গোষ্টিকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত (১৪) এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু, যদি এ মুক্তিপণ তাকে মুক্ত করতে পারত, (১৫) না কখনই নয়, এগুলি তাকে রক্ষা করবে না. এতো লেলিহান আগুন, (১৬) যা চামড়া ঝলসিয়ে (তাকে) শরীর থেকে খসিয়ে দেবে। (১৭) জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্য হতে পলায়ণ করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (১৮) যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করত এবং আকড়িয়ে ধরে রাখত।

তোমরাই আমার আয়াতে (বাক্য) বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে; তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ আনন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা যুখরোফ (সুবর্ণ) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৮) হে আমার দাসগণ। আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (৬৯) তোমরাই আমার আয়াতে (বাক্য) বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে; (৭০) তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ আনন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৭১) ওদের খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পান পাত্রে, সেখানে রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ণ যাতে তৃপ্ত হয়, সমস্ত কিছু। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (৭২) এটিই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলস্বরুপ যার অধিকারী হয়েছ। (৭৩) সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে।

জান্নাতের দৃষ্টান্ত নিম্নরুপ: আছে নির্মল পানির নহর (ঝর্ণা), আছে দুধের নহর শূরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর, বিবিধ ফলমূল।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মোহাম্মদ (ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষের নাম) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫) সাবধাণীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত নিম্নরুপ: আছে নির্মল পানির নহর (ঝর্ণা), আছে দুধের নহর (ঝর্ণা) যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শূরার নহর (ঝর্ণা), আছে পরিশোধিত মধুর নহর (ঝর্ণা) এবং সেখানে ওদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। সাবধাণীরা কি তাদের সমান যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদের পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি যা নাড়িভূড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?

সুখের বাগানে তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে। তাদের ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ শূরা, আয়তলোচনা তরুণীগণ।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা সাফ্ফাত (শ্রেণীবদ্ধকারীগণ) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪১) তাদের জন্য আছে নির্ধারিত জীবনোপকরণ (৪২) ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত, (৪৩) সুখের বাগানে (৪৪) তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে। (৪৫) তাদের ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ শূরা,

www.pathagar.com

(৪৬) শুভ্র উজ্জ্বল পাত্রে, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (৪৭) ওতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং ওতে তারা মাতালও হবে না, (৪৮) তাদের সঙ্গে থাকবে লজ্জা-নম্র, আয়তলোচনা তরুণীগণ। (৪৯) সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্জ্বল গায়ের রং। (৫০) তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদের পথনির্দেশ করবেন। সুখদায়ক উদ্যানে যার-পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইউনুস (এক পয়গম্বরের নাম) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৯) যারা বিশ্বাসী (ঈমানদার) ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদের পথনির্দেশ করবেন। সুখদায়ক উদ্যানে যার-পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে। (১০) সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে, 'হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র!' এবং সেখানে তাদের শুভেচ্ছা হবে সালাম (শান্তি কামনা করা) এবং তাদের শেষ প্রার্থনা হবে, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য!'*

সাবধাণীরা থাকবে প্রস্রবণ বহুল জান্নাতে। সেখানে তাদের অবসাদ স্পর্শ করবে না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হিজর (বিচ্ছেদ) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৪৫) সাবধাণীরা (পরহেযগার) থাকবে প্রস্রবণ (ঝর্ণা) বহুল জান্নাতে। (৪৬) (তাদের বলা হবে) 'তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ওতে প্রবেশ কর।' (৪৭) আমি তাদের অন্তর হতে ইর্ষা (ক্রোধ) দূর করব, তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে, (৪৮) সেখানে তাদের অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান হতে বহিস্কৃত হবে না।*

ওকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যে। 'তোমরা তো এ শাস্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলে।' সাবধাণীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে ঝর্ণাবহুল জান্নাতে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা দোখান (ধুম্র) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৪৩) নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে (৪৪) পাপীর খাদ্য; (৪৫) গলিত তাম্রের মত তা পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে, (৪৬) ফুটন্ত পানীর মত। (৪৭) আমি বলব, 'ওকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যে। (৪৮) অতঃপর ওর মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও' (৪৯) এবং বল, 'আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। (৫০) 'তোমরা তো এ শাস্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলে।'(৫১) সাবধাণীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে (৫২) ঝর্নাবহুল জান্নাতে, (৫৩) ওরা পরিধাণ করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। (৫৪) এরুপই ঘটবে; ওদের আয়তলোচনা হূর (স্বর্গীয় নারী) দেব। (৫৫) সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে (৫৬) ইহকাল মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তোমার প্রতিপালক তাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। (৫৭) নিজ অনুগ্রহে। এটিই মহা সাফল্য। (৫৮) আমি তোমার (মোহাম্মদের) ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে (৫৯) সুতরাং তুমি প্রতিক্ষা কর, ওরাও তো প্রতীক্ষা করছে।*

www.pathagar.com

যারা বিশ্বাস করে তাদের সন্তান-সন্ততি বিশ্বাসে তাদের অনুগামী হলে তাদের মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে এবং তাদের কর্মফল হ্রাস করা হবে না।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তুর (পর্বত বিশেষ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭) সাবধাণীরা থাকবে জান্নাতে এবং ভোগ বিলাসে, (১৮) তাদের প্রতিপালক যা দেবেন তারা উপভোগ করবে এবং তিনি তাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন, (১৯) এবং তাদের বলা হবে 'তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক; (২০) তারা বসবে শ্রেনীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে আমি তাদের মিলন ঘটাব আয়তলোচনা হূরের সঙ্গে;' (২১) এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের সন্তান-সন্ততি বিশ্বাসে তাদের অনুগামী হলে তাদের মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে এবং তাদের কর্মফল হ্রাস করা হবে না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। (২২) আমি তাদের দেব ফলমূল এবং মাংস যা তারা পছন্দ করে। (২৩) সেখানে তারা একে অপরকে দেবে পানপাত্র যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না। (২৪) তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, সুরক্ষিত, মুক্তার মতো।

সাবধাণীরা থাকবে প্রস্রবণ (ঝর্ণা) বিশিষ্ট জান্নাতে; তারা রাত্রির সামান্য অংশই ঘুমিয়ে কাটাত, রাত্রির শেষ সময়ে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, বঞ্চিতের হক আদায় করত।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা যারিয়াহ (বিক্ষিপ্তকারী বায়ুরাশি) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫) সেদিন সাবধাণীরা থাকবে প্রস্রবণ (ঝর্ণা) বিশিষ্ট জান্নাতে; (১৬) উপভোগ করবে যা তাদের প্রতিপালক তাদের দেবেন; কারণ, পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, (১৭) তারা রাত্রির সামান্য অংশই ঘুমিয়ে কাটাত, (১৮) রাত্রির শেষ সময়ে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, (১৯) এবং তাদের ধনসম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক আদায় করত। (২০) নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে, (২১) এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (২২) আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু। (২৩) আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, তোমাদের কথাবার্তার মতই এসকল সত্য।

অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তার চেহারা হতে; ওদের কপালের চুল এবং পা ধরে নিক্ষেপ করা হবে। এই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আর রহমান (আল্লাহর নাম বিশেষ) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৭) কতই না ভয়াবহ হবে সেদিন যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে রঙে রঞ্জিত চামড়ার রং ধারণ করবে; (৩৮) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৩৯) সেদিন কোন মানুষকে কিংবা কোন জ্বিনকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে না, (৪০) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তার চেহারা হতে; ওদের কপালের চুল এবং পা ধরে নিক্ষেপ করা হবে। (৪২) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৪৩) এই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত, (৪৪) ওরা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (৪৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

www.pathagar.com

সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে রেশমের আস্তরবিশিষ্ট পুরু বিছানায়, দুই উদ্যানের ফল ঝুলবে তাদের নিকট, সেখানে থাকবে আয়তনয়না তরুণীগণ, যাদের পূর্বে মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আর রহমান (আল্লাহর নাম বিশেষ) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৬) কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখ্যে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুইটি বাগান, (৪৭) সুতরাং তোমরা তোমাদের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয়ই ঘন শাখা পল্লব বিশিষ্ট গাছে পূর্ণ; (৪৯) সুতরাং তোমরা তোমাদের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৫০) সেখানে থাকবে প্রবহমান দুইটি প্রস্রবন (ঝর্ণা ধারা); (৫১) সুতরাং তোমরা তোমাদের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৫২) সেখানে প্রত্যেক ফল থাকবে দুই প্রকার, (৫৩) সুতরাং তোমরা তোমাদের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৫৪) সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে রেশমের আস্তরবিশিষ্ট পুরু বিছানায়, দুই উদ্যানের ফল ঝুলবে তাদের নিকট, (৫৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৬) সেখানে থাকবে আয়তনয়না তরুণীগণ, যাদের পূর্বে মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি, (৫৭) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৮) প্রবল ও পদ্মরাগ সদৃশ এ সকল তরুণী, (৫৯) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৬০) উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতিত কি হতে পারে? (৬১) সুতরাং তোমরা তোমাদের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৬২) এ উদ্যানদ্বয় ছাড়া আরো দুইটি উদ্যান রয়েছে, (৬৩) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৬৪) ঘন সবুজ এ উদ্যান দুইটি, (৬৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৬৬) সেখানে রয়েছে উথলিত দুইটি ঝর্ণাধারা, (৬৭) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৬৮) সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার (৬৯) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ (৭১) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৭২) তাবুতে অবস্থানকারীনি হুরগণ, (৭৩) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৭৪) এদের ইতিপূর্বে মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি (৭৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৭৬) ওরা সুন্দর গালিচা বিছানো সবুজ চাদরের ওপর হেলান দিয়ে বসবে। (৭৭) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৭৮) কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।

যারা ডান পার্শ্বে থাকবে কত ভাগ্যবান তারা, তারা থাকবে এক উদ্যানে, যেখানে থাকবে কাটাবিহীন বদরীগাছ (কুলগাছ)।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ওয়াকিয়াহ (সংঘটনীয়) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫) তারা স্বর্ণখচিত সিংহাসনে (বসবে), (১৬) ওরা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মখোমুখি হয়ে, (১৭) তাদের সেবাই নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোরেরা, (১৮) পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবন (ঝর্ণা ধারা) নিঃসৃত শূরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, (১৯) সেই শূরাপানে তাদের মাথাব্যাথা হবে না, তারা জ্ঞানহারা হবে না। (২০) ওরা পরিবেশন করবে তাদের পছন্দমত ফলমূল, (২১) এবং তাদের আকাংক্ষিত পাখির মাংস, (২২) সেখানে

www.pathagar.com

তাদের জন্য থাকবে সুন্দরী হূর, (২৩) (তারা দেখতে) সুরক্ষিত মুক্তার মতো (২৪) তাদের কাজের পুরস্কারস্বরুপ। (২৫) সেখানে তারা অসার অথবা পাপ কথা শুনবে না, (২৬) কেবল শুনবে 'সালাম' আর 'সালাম' (শান্তি আর শান্তি) (২৭) যারা ডান পার্শ্বে থাকবে কত ভাগ্যবান তারা, (২৮) তারা থাকবে এক উদ্যানে, যেখানে থাকবে কাটাবিহীন বদরীগাছ (কুলগাছ)। (২৯) কাদি কাদি কলা, (৩০) সম্প্রসারিত ছায়া, (৩১) প্রবাহমান পানি (৩২) ও পর্যাপ্ত ফলমূল, (৩৩) যা শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধও হবে না। (৩৪) তাদের জন্য থাকবে সমভ্রান্ত শয্যাসঙ্গিণী (৩৫) ওদের আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরুপে- (৩৬) ওদের করেছি চিরকুমারী, (৩৭) সোহাগিণী ও সমবয়স্কা (৩৮) ডান পার্শ্বস্থ লোকদের জন্য।

সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যাআরোপ করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুরসালাত (প্রেরিতগণ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৮) সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যাআরোপ করে, (২৯) তোমরা যাকে অস্বীকার করতে আজ তোমরা চল তারই দিকে। (৩০) তিনটি কুন্ডলীর আকারে উত্থিত ধূম্রপুঞ্জের ছায়ার দিকে চল, (৩১) যে ছায়া শীতল নয় এবং অগ্নিশিখার উত্তাপ হতে রক্ষা করে না, (৩২) এ উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ অট্টালিকাতুল্য স্ফুলিঙ্গ, (৩৩) অথবা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সাদৃশ, (৩৪) সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। (৩৫) এ এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্ফূর্তি হবে না, (৩৬) এবং কাকেও দেওয়া হবে না অপরাধ মুক্তির অনুমতি, (৩৭) সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। (৩৮) সেদিন বলা হবে 'এটিই বিচারের দিন, তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের একত্রিত করেছি।' (৩৯) তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর। (৪০) সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে।*

যারা বাম দিকে থাকবে কত হতভাগ্য তারা। পার্থিব জীবনে ওরা বিলাসিতায় মগ্ন ছিল এবং অনমনীয়ভাবে লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপ কাজে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ওয়াকিয়াহ (সংঘটনীয়) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৯) তাদের অনেক হবে অগ্রগামীদের মধ্য হতে, (৪০) এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে, (৪১) যারা বাম দিকে থাকবে কত হতভাগ্য তারা! (৪২) ওরা থাকবে জাহান্নামে, যেখানে থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানি, (৪৩) কালো রংয়ের ধুয়ার ছায়া, (৪৪) যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয় (৪৫) পার্থিব জীবনে ওরা বিলাসিতায় মগ্ন ছিল (৪৬) এবং অনমনীয়ভাবে লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপ কাজে, (৪৭) ওরা বলত, 'আমরা মরে অস্থি ও মাটিতে পরিণত হলে কি পুনরুত্থিত হব?' (৪৮) এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও?' (৪৯) বল, 'পূর্ববর্তীগণ এবং পরবর্তীগণ;' (৫০) 'সকলকে একত্রিত করা হবে এবং নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে;' (৫১)'অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীগণ!' (৫২) 'তোমরা অবশ্যই আহার করবে যক্কুমগাছ হতে' (৫৩) 'এবং তা দ্বারা পেট পূর্ণ করবে,' (৫৪) 'তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি,' (৫৫) 'পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়।' (৫৬) 'কিয়ামতের দিন এটিই হবে ওদের আপ্যায়ন।' (৫৭) আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছনা পুনরুত্থানে ?*

www.pathagar.com

তাদের পোশাক হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদের পরিধাণ করানো হবে রৌপ নির্মিত কংকনে এবং তাদের পালনকর্তা তাদের পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা দাহ্র (কাল) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫) সৎকর্মশীলেরা পান করবে কর্পূরের পানি মিশ্রিত শরাব (৬) এ (কর্পুর) একটি ঝর্ণা বিশেষ যা হতে আল্লাহর দাসগণ পান করবে- তারা এ ঝর্ণাকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। (৭) তারা তাদের মানতপূর্ণ করে এবং সেদিনের (কিয়ামত) ভয় করে যেদিন ধ্বংসলীলা হবে ব্যাপক। (৮) তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত এতিম ও বন্দিদেরকে আহার্য্য দান করে, (৯) এবং বলে, 'কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের নিকট হতে কোন প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।' (১০) 'আমরা আশঙ্কা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপদ, ভয়ংকর দিনের।' (১১) পরিণামে আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন সেদিনের অনিষ্ট থেকে এবং তাদের দেবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ (১২) আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরুপ তাদের দেবেন বাগান ও রেশমী বস্ত্র। (১৩) সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে সমাসীন হবে, তারা সেখানে বেশী গরম অথবা বেশী শীত বোধ করবে না। (১৪) সন্নিহিত বৃক্ষ ছায়া তাদের ওপর ছায়া দেবে এবং ওর ফলসমূহ সম্পূর্ণরুপে তাদের আয়ত্ত্বাধীন করা হবে। (১৫) তাদের পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে; স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে (১৬) রুপালী স্ফটিক পাত্রে পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে। (১৭) সেখানে তাদের পান করতে দেয়া হবে যানযবীল এর পানি মিশ্রিত পানীয়, (১৮) এ জান্নাতের সালসাবীল নামক একটি ঝর্ণা। (১৯) তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চির কিশোরগণ, ওদের দেখে মনে হবে ওরা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা, (২০) তুমি তখন সেখানে দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। (২১) তাদের পোশাক হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদের পরিধাণ করানো হবে রৌপ নির্মিত কংকনে এবং তাদের পালনকর্তা তাদের পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। (২২) বলা হবে, 'এটিই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মের স্বীকৃতি।'*

তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দের সজীবতা দেখতে পাবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাত্বফীক (পরিমাণ ন্যূন-হ্রাস করা) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩) তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। (২৪) তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দের সজীবতা দেখতে পাবে। (২৫) তাদের মোহর করা পাত্র হতে বিশুদ্ধ শূরা পান করানো হবে; (২৬) যার দ্বারা তা মোহর হবে কস্তুরী, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগীতা করা উচিত। (২৭) ওতে মিশানো হবে তসনীমের পানি, (২৮) এ একটি ঝর্ণাধারা, যা হতে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে।*

তুমি কি জান সাক্বার কি? ওদের জীবিতাবস্থায় রাখবে না বা মৃত অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। 'সাক্বার' এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুদদাসৃষির (বস্ত্রাবৃত) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬) আমি তাকে (অবিশ্বাসীকে) নিক্ষেপ*

www.pathagar.com

করব সাক্কার-এ, (২৭) তুমি কি জান সাক্কার কি? (২৮) ওদের জীবিতাবস্থায় রাখবে না বা মৃত অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। (২৯) এ গায়ের চামড়া দগ্ধ করবে। (৩০) 'সাক্কার' এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী। (৩১) আমি ফেরেস্তাদের করেছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফেরদের পরীক্ষাস্বরুপই আমি ওদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে গ্রন্থধারীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবিরা ও মুমিনদের সন্দেহপোষন না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যধি আছে তার এবং অবিশ্বাসীরা বলবে, 'আল্লাহ এ অভিনব উক্তি দ্বারা কি বোঝাতে চাইছেন?' এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এ বর্ণনা মানুষের জন্য সাবধাণী বাণী।

কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদের আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হজ্ব (মক্কা ব্রতবিশেষ) *: ১ রুকূ : আয়াত : (১) হে মানুষ তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, কিয়ামতের ভূমিকম্প এক ভয়ংকর ব্যাপার। (২) যেদিন তোমরা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন দেখতে পাবে প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে। মানুষকে দেখবে মাতাল-ভুলে যাবে, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন। (৩) মানুষের মধ্যে কিছু অজ্ঞানতাবালক আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতন্ডী করে এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে। (৪) শয়তান সম্বন্ধে এ নিয়ম করে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে। (৫) হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও (তবে অনুধাবন কর)– আমি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র হতে, তারপর রক্তপিন্ড হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট অথবা অসম্পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিন্ড হতে। তোমাদের নিকট আমার শক্তির পরাকাষ্টা ব্যক্ত করার জন্য আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দিই, তারপর আমি তোমাদের শিশুরুপে বের করি, পরে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারও কারও মৃত্যু ঘটে এবং তোমাদের মধ্যে কিছুকে জরাগ্রস্ত করা হয় ফলে তারা যা জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞানে থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুস্ক, অতঃপর ওতে বৃষ্টিবর্ষণ করলে শস্য শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়ণাভিরাম উদ্ভিদ; (৬) এটিই প্রমাণ যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৭) কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদের আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন।*

তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পাবে না যতক্ষন না সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আ'রাফ (জান্নাত ও জাহান্নামে মধ্যবর্তী স্থান) *: ৫ রুকূ : আয়াত : (৪০) অবশ্য যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহঙ্কারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আকাশের দ্বার তাদের জন্য উম্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পাবে না যতক্ষন না সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদের প্রতিফল দেব।*

www.pathagar.com

আল্লাহ্ মুনাফেক (কপট) নর-নারী ও অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) *ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৭) মুনাফেক (কপট) নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ, ওরা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে, ওরা কৃপণ ওরা আল্লাহকে ভুলে আছে, ফলে তিনিও ওদের ভুলে আছেন, মুনাফেকরা (কপটেরা) তো সত্যত্যাগী। (৬৮) আল্লাহ্ মুনাফেক (কপট) নর-নারী ও অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে ওরা চিরকাল থাকবে। এটিই ওদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ ওদের অভিসম্পাত করেছেন এবং ওদের জন্যে আছে চিরস্থায়ী শাস্তি।*

জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ট এবং ঐটিই চরম সাফল্য

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) *ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭২) আল্লাহ বিশ্বাসী নর ও নারীকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এবং চিরস্থায়ী বাগানে মনোরম প্রাসাদসমূহ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ট এবং ঐটিই চরম সাফল্য।*

তুমি সত্তরবার ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ ওদের কখনই ক্ষমা করবেন না

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) *ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৯) বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদ্‌কা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না তাদের যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ ওদের বিদ্রূপ করুণ, ওদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (৮০) তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা, তুমি সত্তরবার ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ ওদের কখনই ক্ষমা করবেন না, এজন্য যে, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রাদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।*

যারা বিশ্বাস করেছে এবং যারা অংশীবাদী হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হজ্জ (মক্কা হজ্জ ব্রত বিশেষ) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬) এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরুপে কোরআন অবতীর্ণ করেছি; এবং স্বরণ রেখ, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। (১৭) যারা বিশ্বাস করেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে, যারা সাবেয়ী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা অংশীবাদী হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্তকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। (১৯) এ দুটি দল, এরা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে; যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, (২০) যাতে ওদের চামড়া এবং ওদের পেটে যা আছে গলে যাবে, (২১) এবং ওদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি। (২২) যখনই ওরা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বাহির হতে চাবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে; (ওদেরকে বলা হবে) 'আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা'।*

www.pathagar.com

যারা কেবল পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তারা কি ওদের সমতুল্য যারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে (কোরআনে) প্রতিষ্ঠিত।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা হূদ (এক পয়গম্বরের নাম) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫) যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তবে পৃথিবীতে আমি ওদের কর্মের পরিমিত ফল দান করি এবং পৃথিবীতে ওরা কম পাবে না। (১৬) ওদেরই জন্য পরলোকে আগুন (জাহান্নাম) ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিষ্ফল হবে এবং ওরা যা করে থাকে তা নিরর্থক। (১৭) যারা কেবল পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তারা কি ওদের সমতূল্য যারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে (কোরআনে) প্রতিষ্ঠিত, যারা (কোরআনের) অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত সাক্ষী (হযরত মোহাম্মদ) এবং যার পূর্ব-সাক্ষী মূসার গ্রন্থ, আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ? ওরাই এতে (কোরআনে) বিশ্বাসী। অন্যান্য দলের যারা একে অস্বীকার করে অগ্নিই (জাহান্নামই) তাদের প্রতিশ্রুত স্থান।*

সেই দিন তুমি অপরাধিগণকে দেখবে হাত-পা কাটা অবস্থায়। ওদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি ওদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ইব্রাহীম (এক পয়গম্বরের নাম) *ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৮) যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলী ও মানুষ আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে যিনি এক পরাক্রমশালী। (৪৯) সেই দিন তুমি অপরাধিগণকে দেখবে হাত-পা কাটা অবস্থায়। (৫০) ওদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি ওদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে, (৫১) এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয়, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। (৫২) এ মানুষের জন্য এক বার্তা যাতে এ দ্বারা ওরা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে তিনি একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করে।*

ঈসা তো কিয়ামতের অগ্রদূত; সুতরাং তোমরা কিয়ামতের সন্দেহ পোষন করো না এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটিই সরল পথ।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা যুখরোফ (সুবর্ণ) *ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬১) ঈসা তো কিয়ামতের অগ্রদূত; সুতরাং তোমরা কিয়ামতের সন্দেহ পোষন করো না এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটিই সরল পথ। (৬২) শয়তান যেন তোমাদের কিছুতেই এ হতে নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৬৩) ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ এল সে বলেছিল, 'আমি তোমাদের নিকট প্রজ্ঞাসহ এসেছি তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।' (৬৪) 'আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তাঁর উপাসনা কর, এটিই সরল পথ।' (৬৫) অতঃপর ওদের বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল; সুতরাং সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিনের শাস্তির। (৬৬) ওরা তো ওদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামতই আসার অপেক্ষা করছে। (৬৭) বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে সাবধানীরা নয়।*

www.pathagar.com

যখন ওরা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌছাবে তখন ওদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হা-মীম্ সিজদাহ্ (ব্যবচ্ছেদক বর্ণবিশেষ) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯) যেদিন আল্লাহর শত্রুদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য সমবেত করা হবে সেদিন ওদের বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে, (২০) পরিশেষে যখন ওরা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌছাবে তখন ওদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। (২১) জাহান্নামীরা ওদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন ? উত্তরে ত্বক বলবে, 'আল্লাহ যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (২২) 'তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে না' - এ বিশ্বাসে তোমরা এদের নিকট কিছু গোপন করতে না; ওপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তা অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। (২৩) 'তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ।'

মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তিবোধ করে না কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে;

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হা-মীম্ সিজদাহ্ (ব্যবচ্ছেদক বর্ণবিশেষ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৯) মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তিবোধ করে না কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে; (৫০) দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন সে বলেই থাকে, 'এ আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিতও হই তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।' আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং ওদের আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি। (৫১) মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহঙ্কারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। (৫২) বল,'তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি এ কোরআন আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা এ প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধচারণে লিপ্ত আছে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? (৫৩) আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যে; ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কোরআন) সত্য। এ কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত ? (৫৪) জেনে রাখ, এরা এদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান, জেনে রাখ সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

ইহলোকে আমি তাকে তারই কিছু দিই, পরলোকে এদের জন্য কিছুই থাকবে না।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা শূরা (মন্ত্রণাসকল) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২০) যে ব্যক্তি পরলোকে ফসল কামনা করে আমি তার জন্য পরলোকের ফসল বৃদ্ধি করে দিই এবং যে কেউ ইহলোকের ফসল কামনা করে আমি তাকে তারই কিছু দিই, পরলোকে এদের জন্য কিছুই থাকবে না।

www.pathagar.com

তুমি যদি তাদের দেখতে পেতে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৯) এবং তারা বলে 'আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না।' (৩০) তুমি যদি তাদের দেখতে পেতে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হবে এবং তিনি বলবেন, 'এটা কি প্রকৃত সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য।' তিন বলবেন, 'তবে তোমরা যে অবিশ্বাস করতে তার জন্য তোমরা এখন শাস্তিভোগ কর।

যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে নির্যাতিন করেছে, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বুরুজ (গ্রহ বা রাশিচক্র) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০) যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে নির্যাতিন করেছে এবং পরে তাওবাহ করেনি তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা। (১১) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এটিই মহাসাফল্য। (১২) তোমার প্রতিপালকের শাস্তি বড়ই কঠিন।

মানুষ তার ভাই, তার মাতা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের পরিহার করবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আ'বাসা (ভ্রু কুঞ্চিত করা) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৩) যেদিন কিয়ামত উপস্থিত হবে, (৩৪) মানুষ তার ভাই, (৩৫) তার মাতা, তার পিতা, (৩৬) তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের পরিহার করবে। (৩৭) সেদিন ওদের প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না করে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। (৩৮) অনেকের মুখমন্ডল সেদিন হবে উজ্জল, (৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল, (৪০) এবং অনেকের মুখমন্ডল সেদিন ধূলি ধূসর (৪১) ও কালিমাচ্ছন্ন হবে; (৪২) এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও দুস্কৃতিকারী।

সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং ওরা সাহায্যও পাবে না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা দোখান (ধুম্র) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৫) 'আমাদের প্রথম মৃত্যুই একমাত্র মৃত্যু এবং আমরা আর পুনরুত্থিত (কিয়ামত) হব না ? (৩৬) অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্বপুরুষদের উপস্থিত কর।' (৩৭) শ্রেষ্ঠ কারা ? ওরা না তুব্বা সম্প্রদায় ও ওদের পূর্ববর্তীরা? আমি ওদের ধ্বংস করেছিলাম, কারণ ওরা ছিল অপরাধী। (৩৮) আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; (৩৯) আমি ও দুটিকে অযথা সৃষ্টি করিনি; কিন্তু ওদের অধিকাংশই এ জানে না। (৪০) সকলের জন্য ওদের বিচার দিন নির্ধারিত রয়েছে। (৪১) সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং ওরা সাহায্যও পাবে না। (৪২) তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র। নিশ্চয়, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

ওরা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই; কাল-ই আমাদের ধ্বংস করে। বস্তুত এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা জাষীয়া (জানুপরি বসা) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(২২) আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে, তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (২৩) তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে যে তার খেয়াল-খুশিকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর (অন্ধ) করে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন আবরণ। অতএব, আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে ? তবুও তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ? (২৪) ওরা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই; কাল-ই আমাদের ধ্বংস করে। বস্তুত এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই, ওরা কেবল মনগড়া কথা বলে। (২৫) ওদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন ওদের কোন যুক্তি থাকে না কেবল এ উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদের উপস্থিত কর। (২৬) বল, 'আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদের কিয়ামতের দিনে একত্রিত করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।*

ওদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলবে 'আমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলাম।'

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ত্বা হা (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১০২) যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদের দৃষ্টিহীন (অন্ধ) অবস্থায় সমবেত করব। (১০৩) ওরা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে, 'তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে।' (১০৪) ওরা কি বলবে আমি তা ভাল জানি, ওদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলবে 'আমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলাম।'*

যে অর্থ সঞ্চয় করে সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হোতামায়; দীর্ঘায়িত স্তম্ভে জাহান্নামের।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হুমাযাহ (অপবাদ দেওয়া) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১) দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে; (২) যে অর্থ সঞ্চয় করে এবং অর্থ বার বার গণনা করে; (৩) সে ধারণা করে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে; (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হোতামায়; (৫) হোতামা কি, তা তুমি জান ? (৬) এ আল্লাহর প্রজ্জ্বালিত হুতাশন (অনুশোচনার আগুন) (৭) যা হৃদয়কে গ্রাস করে ; (৮) এ ওদের পরিবেষ্টন করে রাখবে (৯) দীর্ঘায়িত স্তম্ভে (জাহান্নামের সর্বনিম্নে)।*

www.pathagar.com

যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে ও বিনিময়ে স্বল্প মূল্যে গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট ভরে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা বাকারাহ (গাভী)* *ঃ ২১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭৪) আল্লাহ যে কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে ও বিনিময়ে স্বল্প মূল্যে গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট ভরে এবং শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, এবং তাদের পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে দুঃখজনক শাস্তি।*

করবে যারা আছে তাদের আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা হজ্ব (মক্কা ব্রত বিশেষ)* *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং করবে যারা আছে তাদের আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবে। (৮) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতন্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশক, না আছে কোন দীপ্তীময় গ্রন্থ (কোরআন)।*

(হাবিয়া) কি, তুমি জান কি ? ইহা উত্তপ্ত অগ্নি।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা কারীয়াহ (ভীষন বিপদ)* *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) মহাপ্রলয়, (২) মহাপ্রলয় কি ? (৩) মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কি জান ? (৪) সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত; (৫) এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত ঃ (৬) তখন যার পাল্লা ভারী হবে (৭) সে লাভ করবে সন্তোসজনক জীবন, (৮) কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে (৯) তার স্থান হবে হাবিয়া (১০) (হাবিয়া) কি, তুমি জান কি ? (১১) ইহা উত্তপ্ত অগ্নি।*

দুস্কৃতিকারীদের কর্মবিবরণী তো সিজ্জীনে আছে। সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কি জান? এ লিপিবদ্ধ কর্ম বিবরণী।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা তাত্ফীক্ (পরিমাণ ন্যূন হ্রাস করা)* *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য বড় আক্ষেপ! (২) যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেবার সময় গ্রহণ করে পূর্ণমাত্রায় (৩) এবং যখন তাদের জন্য মাপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (৪) ওরা কি চিন্তা করে না যে, ওরা পুনরুত্থিত হবে (৫) মহাদিনে (কিয়ামত)? (৬) সেদিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে! (৭) এ প্রকার আচরণ অনুচিত, দুস্কৃতিকারীদের কর্মবিবরণী সিজ্জীনে আছে। (৮) সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কি জান? (৯) এ লিপিবদ্ধ কর্ম বিবরণী। (১০) সেদিন মিথ্যাচারীদের হবে মন্দ পরিণাম, (১১) যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে; (১২) কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালঙ্ঘনকারী এ অস্বীকার করে।*

www.pathagar.com

যিনি মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুলক (রাজত্ব) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১) মাহামহিমান্বিত তিনি, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২) যিনি মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন– কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৩) যিনি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন, দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখ কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি না? (৪) অতঃপর তুমি বার বার তাকাও - তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ এবং ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে। (৫) আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওদের করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং ওদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। (৬) যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; তা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল! (৭) যখন ওরা নিক্ষিপ্ত হবে, ওরা লেলিহান জাহান্নাম হতে উদ্ভূত একটি বিকট শব্দ শুনবে। (৮) রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই ওতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের রক্ষীরা ওদের জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?'*

দুর্ভোগ যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং অল্প মূল্য পাবার জন্য তার জন্য এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্যেও তাদের শাস্তি।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৯ রুকূ *আয়াত ঃ (৭৮) তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যাদের নিজেদের ছাড়া কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু মনগড়া কথা বলে বেড়ায়। (৭৯) সুতরাং তাদের জন্যে দুর্ভোগ যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং অল্প মূল্য পাবার জন্য বলে, 'এটি আল্লাহর নিকট হতে এসেছে।' তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্যেও তাদের শাস্তি (রয়েছে)।*

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়- ইসলাম

১৯

যুক্তি ও নিদর্শন (অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের)

www.pathagar.com

কেউ ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬২) নিশ্চয় যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী এবং খৃষ্টান হয়েছে অথবা সাবেয়ী (যারা একত্ববাদের ধর্মে ছিল) হয়েছে এদের যে কেউ ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।*

যারা 'শনিবারে' সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদের তোমরা নিশ্চিতভাবে জান

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৫) তোমাদের মধ্যে যারা 'শনিবারে' (বিশ্রাম দিবস বা শনিবারে ইহুদীদের জন্য মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু ইহুদিদের একটি দল এই নির্দেশ অমান্য করে, ফলে তারা বানরাকৃতি জীবে পরিণত হয় এবং মারা যায়।) সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদের তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাদের বলেছিলাম। তোমরা ঘৃর্নিত বানর হও। (৬৬) অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত এবং সাবধাণীদের জন্য উপদেশস্বরুপ করেছি।*

'ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' এ তাদের মিথ্যা আশা।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১১) এবং তারা বলে, 'ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' এ তাদের মিথ্যা আশা। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ উপস্থিত কর।' (১১২) হা, যে সৎ কাজ করে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরুপে আত্মসমর্পণ করে তার ফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না।*

অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, ফেরেস্তাগণ, মানুষেরই অভিসম্পাত।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ১৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬১) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী (কাফের) থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেস্তাগণ এবং সকল মানুষেরই অভিসম্পাত। (১৬২) তারা চিরকাল অভিসম্পাত পেতে থাকবে, তাদের শাস্তি কখনও হাল্কা করা হবে না এবং তারা কোন অবকাশও পাবে না। (১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য এক (আল্লাহ), তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনি করুণাময় পরমদয়ালু।*

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে?

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা কিয়ামাহ (প্রলয় ঘটনা) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৬) মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? (৩৭) সে কি স্খলিত বির্য/শুক্র বিন্দু ছিল না? (৩৮) অতঃপর সে কি রক্তপিন্ডে পরিণত হয়নি? তারপর আল্লাহ তাকে কি আকৃতি দান করেননি ও সুঠাম করেননি?*

www.pathagar.com

(৩৯) অতঃপর তিনি কি তা হতে সৃষ্টি করেননি যুগল নর ও নারী? তবুও কি সেই আল্লাহ মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?

ওদের গলদেশে মোটা বেড়ী পরিয়েছি আমি ওদের সম্মুখ্যে ও পশ্চাতে অন্তরাল স্থাপন করেছি এবং ওদের দৃষ্টির ওপর আবরণ রেখেছি: ফলে ওরা দেখতে পায় না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ইয়াসীন (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ঃ ১ রুকূ ঃ** আয়াত ঃ (১) ইয়াসীন, (২) জ্ঞানগর্ভ কোরআনের শপথ, (৩) তুমি অবশ্যই প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত; (৪) তুমি সরলপথে প্রতিষ্ঠিত (৫) কোরআন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (৬) যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতীকে যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে ওরা অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়েছে। (৭) ওদের অধিকাংশের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে, সুতরাং ওরা বিশ্বাস করবে না। (৮) আমি ওদের গলদেশে মোটা বেড়ী পরিয়েছি– তা ওদের চিবুক পর্যন্ত বর্তমান, ফলে ওরা মাথা উচু করে আছে। (৯) আমি ওদের সম্মুখ্যে ও পশ্চাতে অন্তরাল স্থাপন করেছি এবং ওদের দৃষ্টির ওপর আবরণ রেখেছি: ফলে ওরা দেখতে পায় না। (১০) তুমি ওদের সতর্ক কর বা না কর ওদের পক্ষে উভয়ই সমান: ওরা বিশ্বাস করবে না। (১১) তুমি কেবল তাদের সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে। অতএব তাদের তুমি ক্ষমা কর এবং মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দাও। (১২) আমি মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি ওদের কৃতকর্ম ও যা ওরা পশ্চাতে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রন্থে প্রকাশ্যভাবে সংরক্ষিত রেখেছি।*

মৃত ধারিত্রী ওদের (অবিশ্বাসীদের) জন্য একটি নিদর্শন এবং শস্য, ফলমূল, উদ্ভিদ, মানুষ, রাত, দিন, চন্দ্র, সূর্য,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ইয়া-সীন (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ঃ ৩ রুকূ ঃ** আয়াত (৩৩) মৃত ধারিত্রী ওদের (অবিশ্বাসীদের) জন্য একটি নিদর্শন, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য যা ওরা ভক্ষণ করে। (৩৪) ওতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং উৎসারিত করি ঝর্ণা; (৩৫) যাতে ওরা ভক্ষণ করতে পারে এর ফলমূল যা ওদের হাতের সৃষ্টি নয়। তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? (৩৬) পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না তাদের প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। (৩৭) রাত ওদের জন্য এক নিদর্শন, এ হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, ফলে, সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। (৩৮) এবং সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্তীর মধ্যে আবর্তন করে; ঐ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। (৩৯) এবং চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন পক্ষ নির্দিষ্ট করেছি; অবশেষে তা শুকনা বাঁকা খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। (৪০) সূর্য চন্দ্রের কাছে পায় না; রাত দিনকে অতিক্রম করে না এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে চলাচল করে। (৪১) ওদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি ওদের পিতৃপুরুষদের (নূহ) বোঝাই জলযানে আরোহণ করিয়েছিলাম; (৪২) এবং ওদের জন্য অনুরুপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে ওরা আরোহণ করে। (৪৩) আমি ইচ্ছা করলে ওদের নিমজ্জিত করতে পারি; সে অবস্থায় ওরা কোন সাহায্যকারী পাবে না। এবং ওরা পবিত্রাণও পাবে না-- (৪৪) ওদের প্রতি আমার অনুগ্রহ না হলে এবং ওদের কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে। (৪৫) যখন ওদের বলা হয়, 'তোমরা ইহজীবনের শাস্তি ও পারলৌকিক শাস্তিকে ভয় কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।'*

www.pathagar.com

নিশ্চয় তারা অবিশ্বাস করে যারা বলে, 'মরিয়ম-তনয় মসীহ্ই আল্লাহ্।' ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়?'

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭) নিশ্চয় তারা অবিশ্বাস করে যারা বলে, 'মরিয়ম-তনয় মসীহ্ই আল্লাহ্।' বল, 'আল্লাহ্ মরিয়ম-তনয় মসীহ (ঈসা) তার মাতা এবং পৃথিবীর সকলকে যদি ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁকে বাধা দেবার শক্তি কার আছে?' আকাশমন্ডলি ও ভূমন্ডলের এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার আধিপত্য সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (১৮) ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়?' বল, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেন? বরং তোমরা তাঁরই সৃষ্ট মানুষ। যাকে ইচ্ছা তিনি (আল্লাহ্) ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন, এবং আকাশ-পাতালের এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার আধিপত্য সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই আর তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।' (১৯) হে ধর্মগ্রন্থধারিগণ! রাসূলগণের আগমন বন্ধ থাকার পর তোমাদের নিকট আবার রাসূল এসেছে, সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছে যাতে তোমরা বলতে না পার, 'কোন সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী আমাদের নিকট আসেনি, এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী এসেছে, বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

বল, 'আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও।' নিশ্চয় আল্লাহ্ আদম, নূহ ও ইব্রাহীম এর বংশধর এবং ইমরাণের (মরিয়মের পিতা) বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন বংশানুক্রমে এরা পরস্পর পরস্পরের বংশধর

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

*সূরা **ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি)** ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১) যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে, নবীগণকে অযথা হত্যা করে এবং যে সকল লোক ন্যায় সঙ্গত আদেশ দেয় তাদেরও হত্যা করে, তুমি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। (২৬) বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্যদান কর, এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও, এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। (যাবতীয়) কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২৭) তুমি রাতকে দিনে, দিনকে রাতে পরিবর্তন কর, এবং তুমি মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও। আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর।'*

৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩১) বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩২) বল, 'আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও।' কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের ভালবাসেন না। (৩৩) নিশ্চয় আল্লাহ্ আদম, নূহ ও ইব্রাহীম এর বংশধর এবং ইমরাণের (মরিয়মের পিতা) বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন (৩৪) বংশানুক্রমে এরা পরস্পর পরস্পরের বংশধর, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

www.pathagar.com

বল, 'আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে পাঠান হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি, আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্থদের দলভুক্ত

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৫) (স্মরণ কর), যখন ফেরেস্তাগণ বলল, 'হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছেন। যার নাম হবে মসীহ (পর্যটক, সাথী ও স্পর্শ। হযরত ঈসা (আঃ) রোগীকে স্পর্শ করলেই রোগী রোগমুক্ত হত। এজন্য ঈসা (যীশু) মসীহ নামে বিশেষ পরিচিত) মরিয়ম পুত্র ঈসা। সে হবে ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য (আল্লাহর) প্রাপ্তগণের অন্যতম। (৪৬) 'সে (ঈসা) দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।' (৪৭) সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কিভাবে? তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'এভাবেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন 'হও' তখনই তা হয়ে যায়। (৪৮) আর তিনি (আল্লাহ) তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, প্রজ্ঞা, তাওরাত ও ইঞ্জিল। (৪৯) এবং (তিনি) বণি ইস্রাঈলদের জন্য তাকে রাসূল করবেন। সে বলবে, 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এনেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করব অতঃপর আমি তাতে ফু দেব, ফলে আল্লাহর অনুমতিক্রমে উহা পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থকে নিরাময় করব এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবন্ত করব। আর তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার কর ও জমা করে রাখ তা তোমাদের বলে দেব। নিশ্চয়, এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৫০) আর আমি এসেছি আমার কাছে যে তাওরাত আছে, তার সমর্থকরুপে ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতকগুলিকে বৈধ করতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন এনেছি, সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর।'(৫১) 'আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা করবে এটিই সরল পথ।' (৫২) যখন ঈসা তাদের অবাধ্যতা উপলব্ধি করল তখন সে বলল, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী? শিষ্যগণ (হাওয়ারিগণ এর অর্থ রজক। হযরত ঈসা (আঃ) এর ঘনিষ্ঠ অনুসারীগণকে এ নামে সম্বোধন করা হয়) বলল, 'আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করেছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি (এ কথার) সাক্ষী থাক। (৫৩) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ আমরা তাতে বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদের সত্য সমর্থকদের তালিকাভুক্ত করে নাও।' (৫৪) তারা শঠতা করল, এবং আল্লাহও কৌশল করলেন। বস্তুত আল্লাহ উত্তম কৌশলী।

৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৫) (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ বললেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের মধ্য থেকে তোমাকে পবিত্র (মুক্ত) করছি। আর তোমার অনুসারিগণকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের ওপর জয়ী রাখব, অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন (ঘটবে)। তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটেছে তার মীমাংসা করে দেব (৫৬) যারা অবিশ্বাস করেছে আমি তাদের

www.pathagar.com

ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৫৭) আর যারা বিশ্বাস (ঈমান) করেছে এবং সৎকার্য করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অত্যাচারীগণকে ভালবাসেন না। (৫৮) যা আমি তোমার কাছে পাঠ করছি তা নিদর্শন ও সারগর্ভ বাণী থেকে। (৫৯) নিশ্চয় ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তাকে বলেছিলেন 'হও', ফলে সে হয়ে গেল। (৬০) এ সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে, সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (৬১) তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে (ঈসা সম্পর্কে) তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল, 'এস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের, অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং রাখি মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।' (৬২) নিশ্চয়ই এ সত্য কাহিনী আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, এবং নিশ্চয় আল্লাহ পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬৩) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ ঈসা সম্বন্ধে সত্য গল্পকে অস্বীকার করে।) তবে নিশ্চয় আল্লাহ কলহকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৪) তুমি বল, 'হে ধর্মগ্রন্থকারীগণ! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও উপাসনা করি না, কোন কিছুকেই তার অংশী করি না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করি না।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, 'আমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান), তোমরা সাক্ষী থাক।' (৬৫) হে ধর্মগ্রন্থকারীগণ! ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, যখন তাওরাত ও ইঞ্জিল তার পরে অবতীর্ণ হয়েছিল? তোমরা কি বুঝ না? (৬৬) দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল তোমরা সে বিষয়ে তর্ক করছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? বস্তুত আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (৬৭) ইব্রাহীম ইহুদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না, সে ছিল একনিষ্ট আত্মসমর্পণকারী এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না। (৬৮) যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নবী ও মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম এবং আল্লাহ ঈমানদারগণ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।

৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮১) আর যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিলেন যে, 'আমি তোমাদের কিতাব ও জ্ঞান দিচ্ছি- তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে, যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয় তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং অবশ্য তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাক্ষী রইলাম।' (৮২) অতএব এরপর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা (অবশ্যই) সত্যত্যাগী। (৮৩) তারা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম চায়? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে! এবং তাঁরই নিকট তারা প্রত্যাবর্তন করবে। (৮৪) বল, 'আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে পাঠান হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি, আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। (৮৫) এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্থদের দলভুক্ত। (৮৬) বিশ্বাসের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে (সে সম্প্রদায়কে) আল্লাহ কিরূপে সৎপথের নির্দেশ দেবেন? এবং আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথের নির্দেশ দেন না (৮৭) এ সকল কাফেরদের প্রতিফল এই যে, এদের ওপর

www.pathagar.com

আল্লাহর, ফেরেস্তাগণের এবং মানুষের সকলেরই অভিশাপ। (৮৮) তারা (জাহান্নামে) স্থায়ী, তাদের শাস্তি লঘু বা কমান হবে না এবং তাদের বিরতিও দেওয়া হবে না। (৮৯) তবে এরপর যারা তাওবাহ করে (অনুতপ্ত হয়), ও নিজেদের সংশোধন করে। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯০) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং যাদের অবিশ্বাস প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তাওবাহ কখনও মঞ্জুর করা হয় না। এবং এরাই তো পথভ্রষ্ট। (৯১) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে এবং কাফের অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পক্ষে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরুপ প্রদান করলেও কখনও কবুল ক্ষমা করা হবে না। এ সকল অবিশ্বাসী কাফেরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

দেখ! তোমরা বন্ধু ভেবে তাদের ভালবাস; কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ১২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১৯) দেখ! তোমরা বন্ধু ভেবে তাদের ভালবাস; কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না এবং তোমরা সমস্ত কিতাব বিশ্বাস কর (কিন্তু তারা তোমাদের কিতাবে বিশ্বাস করে না) এবং যখন তারা তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি।' কিন্তু যখন তারা একা হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুল দাঁতে কাটে। বল, 'আক্রোশেই তোমরা মর। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।'*

নিশ্চয় আল্লাহ্ তার অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৬) তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে ও কোন কিছুকে আল্লাহর অংশী করবে না, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ গর্বিতজন ও দাম্ভিককে ভালবাসেন না।

৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৮) নিশ্চয় আল্লাহ তার অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং কেউ আল্লাহর অংশী করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থকরুপে আমি যা (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৭) হে আসমানি গ্রন্থধারীগণ! তোমাদের যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তোমরা তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থকরুপে আমি যা (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমাদের এমনভাবে পথভ্রষ্ট করার পূর্বে যখন তোমরা আর কখনও বিশ্বাস করবে না। অথবা শনিবার অমান্যকারীদের যেরুপ অভিসম্পাদ করেছিলাম সেরুপ তোমাদের অভিসম্পাত করার পূর্বে। বস্তুত আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

www.pathagar.com

৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৪) অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদের ঈর্ষা করে? ইব্রাহীমের বংশধরকেও ধর্মগ্রন্থ ও জ্ঞান প্রজ্ঞা প্রদান করেছিলাম এবং তাদের বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম। (৫৫) অতঃপর তাদের কিছু লোক তাতে (তাওরাত, জব্বুর, ইঞ্জিলে) বিশ্বাস করেছিল এবং কিছু তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। বস্তুত দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। (৫৬) যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চামড়া দগ্ধ হবে তখনই এর পরিবর্তে নতুন চামড়া সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তার (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা দেবীর পূজা করে এবং অবাধ্য শয়তানের পূজা করে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) *ঃ ১৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১৭) তার (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা দেবীর পূজা করে এবং অবাধ্য শয়তানের পূজা করে। (১১৮) আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করেন এবং সে (শয়তান) বলে, 'আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে গ্রহণ (নিজের দলে) করবই। (১১৯) এবং তাদের পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদের নিশ্চয় নির্দেশ দেব এবং তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ (আরবদেশে জীবজন্তুর কর্ণে ছিদ্র করে তাকে বিভিন্ন দেবদেবীর নামে উৎসর্গ করা) করবেই, এবং তাদের নির্দেশ দেব এবং তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই, এবং যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়।' (১২০) সে তাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করে, এবং শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। (১২১) এ সকল লোকের বাসস্থান জাহান্নাম তা হতে তারা নিস্কৃতির উপায় পাবে না।*

আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম শ্রেষ্ট যে পরোপকারী হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্টভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) *ঃ ১৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২২) এবং যারা বিশ্বাস করে (ঈমান আনে) ও সৎকাজ করে তাদের জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করব, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; আর কে আছে আল্লাহর অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী? (১২৩) তোমাদের খেয়াল-খুশী ও ধর্মগ্রন্থকারীদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হবে না, যে মন্দ কার্জ করবে সে তার শাস্তি পাবে, এবং আল্লাহ ছাড়া সে তার জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। (১২৪) আর পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক যারাই বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অনু-পরিমাণও জুলুম করা হবে না। (১২৫) আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম শ্রেষ্ট যে পরোপকারী হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্টভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে যিনি একনিষ্ট ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? এবং আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (১২৬) নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই এবং সবকিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন।*

www.pathagar.com

মরিয়ম-তনয় ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্র রাসূল তোমরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলে বিশ্বাস কর এবং এ কথা বল না যে, 'আল্লাহ্ তিন (জন)

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ২৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭১) হে ধর্মগ্রন্থধারিগণ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না ও আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য বল। মরিয়ম-তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূল এবং তার বাণী যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং 'রুহ' (সত্তা ও আদেশ) তার কাছ থেকেই আগত। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলে বিশ্বাস কর এবং এ কথা বল না যে, 'আল্লাহ তিন (জন)।' নিবৃত্ত হও, তোমাদের মঙ্গল হবে। আল্লাহই একমাত্র উপাস্য, তার সন্তান হবে- তিনি এর থেকে অনেক উর্ধ্বে। আকাশমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই, কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

আর ইহুদীরা বলে, 'ওজাইর আল্লাহর পুত্র' এবং খৃষ্টানেরা বলে, 'মসীহ্ আল্লাহর পুত্র' এ তাদের মুখের কথা।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত (৩০) আর ইহুদীরা বলে, 'ওজাইর আল্লাহর পুত্র' এবং খৃষ্টানেরা বলে, 'মসীহ আল্লাহর পুত্র' এ তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা অবিশ্বাস করেছিল ওরা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুণ। তারা কেমন করে সত্যবিমুখ হয়! (৩১) তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পন্ডিতগণকে এবং সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়ম-তনয় মসীহকেও। কিন্তু ওরা এক উপাস্যের উপাসনা করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তারা যাকে অংশী করে তা হতে তিনি কত পবিত্র! (৩২) তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে দিতে চায়। অবিশ্বাসীগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চান না। (৩৩) অংশীবাদীগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্মসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন।

যারা শ্রবণ করে শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয় আর মৃতকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন, অতঃপর তার দিকেই তারা প্রত্যাবিত হবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম পশু) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৬) যারা শ্রবণ করে শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয় আর মৃতকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন, অতঃপর তার দিকেই তারা প্রত্যাবিত হবে। (৩৭) তারা (ইহুদি) বলে, 'তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন আসে না কেন?' বল, 'নিদর্শন অবতারণ করতে আল্লাহ সক্ষম', 'কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না।' (৩৮) ভূ-পৃষ্টে বিচরণ করে এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না যা তোমাদের মত এমন একটি দল নয়। কিতাবে (কোরআনে) কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ক্রটি করিনি, অতঃপর তারা সকলে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে একত্র হবে।

www.pathagar.com

তারা জ্বীনকে আল্লাহর অংশী স্থাপন করে, ওরা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে, তিনি আকাশ ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা, তার সন্তান হবে কিরুপে?

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) ঃ ১২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৫) নিশ্চয় আল্লাহ শস্যবীজকে ও আঁটিকে অঙ্কুরিত করেন। তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে নির্গত করেন।এই তো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে। (৯৬) তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, এবং তিনি বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য চাঁদ ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। (৯৭) আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তোমরা তা দিয়ে স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। (৯৮) আর তিনিই তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রয়েছে, অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য (তিনি) এ বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। (৯৯) এবং তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে (তিনি) সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উৎগত করেন, অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা উৎগত করেন, পরে তা থেকে ঘনসন্নিবিষ্ট শস্য-দানা সৃষ্টি করেন, এবং খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন আর আঙ্গুরের বাগান উদ্যানরাজি সৃষ্টি করেন এবং জয়তুন ও দাড়িম্বও যা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও যখন উহা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয় তখন সেগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, নিশ্চয়ই এগুলিকে বিশ্বাসী ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তারা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে, অংশীস্থাপন করে, আল্লাহর সন্তান হবে কিরুপে! তার কোন সঙ্গিণী নেই। (১০০) এবং তারা জ্বীনকে আল্লাহর অংশী স্থাপন করে, অথচ তিনিই ওদের সৃষ্টি করেছেন এবং ওরা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে, তিনি মহিমান্বিত। এবং ওরা যা বলে তিনি তার উর্দ্ধে (১০১) তিনি আকাশ ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা, তার সন্তান হবে কিরুপে? তার কোন সঙ্গী নেই, তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। (১০২) এই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তার উপাসনা কর, তিনি সব কিছুরই তত্ত্বাবধায়ক।

আ'দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এ যে, ওরা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত, 'আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে?' ওদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্য ওদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভদিনে প্রেরণ করেছিলাম।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হা মীম সিজদাহ (ব্যবচ্ছেক বর্ণবিশেষ ও প্রণিপাত) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯) বল, 'তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তার সমকক্ষ দাড় করাতে চাও? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! (১০) তিনি ভূপৃষ্টে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং পৃথিবীতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমানভাবে সকলের জন্য যারা এর অনুসন্ধান করে। (১১) অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অতঃপর তিনি ওকে (আকাশে) ও পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্য ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় প্রস্তুত হও।' ওরা বলল, 'আমরা তো অনুগত হয়ে থাকতে প্রস্তুত আছি।' (১২) অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দুদিনে

www.pathagar.com

সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন এবং তিনি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলেন প্রদীপমালী দ্বারা এবং করলেন সুরক্ষিত। ঐ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। (১৩) এরপরও এরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে এদের বল, 'আমিতো তোমাদের এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছি যেরুপ শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল আ'দ ও সামুদ; (১৪) যখন ওদের নিকট এবং ওদের পূর্ববর্তীগণের নিকট রাসূলগণ এসেছিল এবং তারা বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো উপাসনা করো না।' তখন ওরা বলেছিল, 'আমাদের প্রতিপালকের এরুপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফেরেস্তা প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম।' (১৫) আ'দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এ যে, ওরা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত, 'আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে?' ওরা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে আল্লাহ যিনি ওদের সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের অপেক্ষাও শক্তিশালী? অথচ ওরা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত। (১৬) অতঃপর আমি ওদের পার্থিব জীবনে লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্য ওদের বিরুদ্ধে ঝঞ্চাবায়ু অশুভদিনে প্রেরণ করেছিলাম। পরলোকের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্চনাদায়ক এবং এবং ওদের সাহায্য করা হবে না। (১৭) আর সামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তো এ যে, আমি ওদের পথনির্দেশ করেছিলাম কিন্তু ওরা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর আমি ওদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরুপ ওদের লাঞ্চনাদায়ক শাস্তির কশাঘাত হানলাম। (১৮) যারা বিশ্বাসী ও সাবধাণী আমি তাদের উদ্ধার করলাম।

ওরা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে, তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত! যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না- তাদের ধর্ম নিকৃষ্ট।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৭) ওরা আল্লাহর জন্য কন্যা-সন্তান (বুনখোযার লোকেরা ফেরেস্তাদের আল্লাহর কন্যা বলত) নির্ধারণ করে, তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত! এবং ওরা স্থির করে নিজেদের জন্য তাই যা ওরা কামনা করে! (৫৮) ওদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মানষিক অশান্তিতে ভোগে। (৫৯) ওকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। (সে চিন্তা করে) হীনতা সত্ত্বেও সে ওকে (কন্যা সন্তান) রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে দেবে! সাবধাণ! ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট! (৬০) যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না- তাদের ধর্ম নিকৃষ্ট। কিন্তু আল্লাহর ধর্ম মহান এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও পরে শুক্র হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানুষ আকৃতিতে?'

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা কাহাফ (গর্ত) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩২) তুমি ওদের নিকট একটি উপমা বর্ণনা কর- দুই ব্যক্তির উপমা: ওদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দুইটি আঙুরের বাগান এবং দুইটিতে আমি খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে করেছিলাম শস্য ক্ষেত্র। (৩৩) উভয় বাগানেই ফলদান করত এবং এতে কোন ত্রুটি করত না এবং উভয়ের ফাকে ফাকে নহর (ঝর্ণা ধারা) প্রবাহিত করেছিলাম। (৩৪) এবং তার প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার থেকে বড় এবং জনবলে তোমাপেক্ষা

www.pathagar.com

শক্তিশালী,' (৩৫) এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল, সে বলল, 'আমি মনে করি না যে এ কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে; (৩৬) আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই এ অপেক্ষা ভাল স্থান পাব।' (৩৭) তদুত্তরে (বন্ধুটি) তাকে বলল, 'তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও পরে শুক্র হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানুষ আকৃতিতে?' (৩৮) 'কিন্তু আমি বলি আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের অংশী করি না।' (৩৯) 'তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমার থেকে কম দেখলে তখন তোমার বাগানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললে না, 'আল্লাহ যা চাইছেন তাই হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি নেই।' (৪০) 'সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানে আকাশ থেকে অগ্নিবর্ষণ করবেন, যার ফলে তা গাছশুন্য মাটিতে পরিণত হবে।'(৪১) অথবা ওর পানি মাটির নিচে চলে যাবে এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। (৪২) তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং যখন তা ধ্বংস হয়ে গেল সে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগল। সে বলতে লাগল, 'হায়, আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের অংশী না করতাম!' (৪৩) এবং আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও ক্ষতিপুরণে সামর্থ্য হল না। (৪৪) এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার আল্লাহরই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ট।
৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৫) ওদের নিকট পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর এ পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে, যার জন্য শ্যামল-সবুজ ভূমিজ গাছ লতাপাতা ঘন সন্নিবেশিত হয়ে নির্গত হয়, অতঃপর তা শুষ্ক হয়ে এমন চূর্ন-বিচূর্ন হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

ওরা মাটি হতে তৈরী যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলি কি মৃতকে জীবিত করতে সম্ভব? যদি আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে বহু উপাস্য থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা আম্বীয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৪) রাসূল বলল, 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ।' (৫) বরং ওরা (অবিশ্বাসী) বলে, 'এ সমস্ত অলীক কল্পনা। হয় সে এ (কোরআন) উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের নিকট এক নিদর্শন আনুক যেরুপ নিদর্শনসহ পূর্ববর্তিগণ প্রেরিত হয়েছিল।' (৬) এদের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি ওর অধিবাসীরা বিশ্বাস করত না; তবে কি এরা বিশ্বাস করবে? (৭) তোমার পূর্বে আমি ওহিসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম! তোমরা যদি না জান তবে ধর্মগ্রন্থধারীদের জিজ্ঞাসা কর। (৮) এবং আমি তাদের এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না; তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (৯) অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, যথাঃ আমি ওদের এবং যাদের ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের ধ্বংস করেছিলাম। (১০) আমি তো তোমাদের প্রতি গ্রন্থ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ আছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?*

www.pathagar.com

২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১) আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি। যার অধিবাসীরা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী। এবং তাদের পরে অপর জাতি সৃষ্টি করেছি। (১৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তারই; তার সান্নিধ্যে যারা আছে তারা তার উপাসনা করতে অহঙ্কার করে না এবং ক্লান্তি বোধ করে না। (২০) তারা দিবারাত্রি তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তারা অলসতা করে না। (২১) ওরা মাটি হতে তৈরী যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলি কি মৃতকে জীবিত করতে সম্ভব? (২২) যদি আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে বহু উপাস্য থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু ওরা যা বলে তার থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।

প্রাণবান সমস্ত কিছু পানি হতে সৃষ্টি করলাম; তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না? জীব মাত্রই মরণশীল; এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আম্বীয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩০) অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করেদিলাম, এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু পানি হতে সৃষ্টি করলাম; তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না? (৩১) এবং আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত সৃষ্টি করেছি যাতে পৃথিবী ওদের নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং আমি ওতে প্রশস্ত পথ করে দিয়েছি যাতে তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে পারে। (৩২) এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু ওরা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৩৩) আল্লাহই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। (৩৪) আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি চিরঞ্জীবি হবে? (৩৫) জীব মাত্রই মরণশীল; আমি তোমাদের মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।*

যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ওরা উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে। অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল নিকটবর্তী হলে অবিশ্বাসী কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আম্বীয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) *ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৪) সুতরাং কেউ বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করলে তার কর্মপ্রচেষ্টা বিফল হবে না এবং আমি তা লিখে রাখি। (৯৫) এ সম্ভব নয় যে, যে জনপথকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসিবৃন্দ ফিরে আসবে, (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ওরা উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে। (৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল নিকটবর্তী হলে অবিশ্বাসী কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, ওরা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম! বরং আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারীই ছিলাম।' (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর সেগুলি জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা ওতে প্রবেশ করবে। (৯৯) যদি ওরা উপাস্যই হতো তবে ওরা জাহান্নামে প্রবেশ করত না; ওদের সকলেই ওখানে চিরকাল থাকবে, (১০০) সেখানে অংশীবাদীরা চিৎকার করবে এবং সেখানে ওরা কিছুই শুনতে পাবে না; (১০১) যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে*

www.pathagar.com

(১০২) তারা ওর ক্ষীনতম শব্দও শুনবে না এবং সেখানে (জান্নাত) তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল ভোগ করবে। (১০৩) মহাভীতি তাদের চিন্তাতিত করবে না এবং ফেরেস্তাগণ তাদের এ বলে অভ্যর্থণা করবে, 'এই সেদিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।' (১০৪) সেদিন আমি আকাশমন্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব যেভাবে লিখিত দফতর গুটানো হয়; যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এ পালন করবই। (১০৫) যবুর গ্রন্থে উপদেশ উল্লেখের পর আমি গ্রন্থে লিখে দিয়েছি যে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে। (১০৬) এতে সে সম্প্রদায়ের জন্য বাণী রয়েছে যারা উপাসনা করে। (১০৭) আমি তোমাকে বিশ্ব-জগতের প্রতি কেবল রহমতস্বরুপ প্রেরণ করেছি। (১০৮) বল, আমার প্রতি ওহি নাজিল হয় যে, তোমাদের উপাস্যের একমাত্র উপাস্য আল্লাহ, সুতরাং তোমরা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) হয়ে যাও।

আমি নিদর্শন রেখেছি মূসার, আ'দ এর, সামুদ এর বৃত্তান্তে, আমি ধ্বংস করেছিলাম এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, ওরা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা যারিয়াহ (বিক্ষিপ্তকারী বায়ুরাশি) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৮) এবং নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তে। যখন আমি তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, (৩৯) তখন সে ক্ষমতায় মত্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'এ ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।' (৪০) সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং ওদের সমুদ্রে (নীলনদে) নিক্ষেপ করলাম, সে ছিল দন্ডযোগ্য। (৪১) এবং নিদর্শন রয়েছে আ'দ এর ঘটনায়, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম বিধ্বংসী বায়ু; (৪২) এ যা কিছুর ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্নবিচূর্ন করে দিয়েছিল। (৪৩) আরও নিদর্শন রয়েছে সামুদ এর বৃত্তান্তে, যখন তাদের বলা হয়েছিল, 'ভোগ করে নাও অল্পকাল।' (৪৪) কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল, ফলে ওদের প্রতি বজ্রাঘাত করল এবং অসহায় অবস্থায় ওরা সেগুলি দেখছিল। (৪৫) ওরা উঠে দাড়াতে পারল না, এবং বজ্রাঘাত প্রতিরোধও করতে পারল না। (৪৬) আমি ধ্বংস করেছিলাম এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, ওরা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।*

যাদের তাওরাতের বিধান দেওয়া হলে তা অনুসরণ করেনি তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তকবহনকারী গাধা!

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা জুমুআ (শুক্রবার) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫) যাদের তাওরাতের বিধান দেওয়া হলে তা অনুসরণ করেনি তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তকবহনকারী গাধা! কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৬) বল, 'হে ইহুদিগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নয়; তবে তোমরা মৃত কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (৭) কিন্তু ওরা ওদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৮) বল, 'তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন করতে চাও তোমাদের সে মৃত্যুর সম্মুখীন হতেই হবে। তোমরা প্রত্যাবীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদের দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।'*

www.pathagar.com

যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের কর্মের দৃষ্টান্ত ভষ্য যাকে ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইব্রাহীম (এক পয়গম্বরের নাম) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬) ওদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে গলিত পুঁজ পান করান হবে। (১৭) যা সে অতিকষ্টে ঢোক গিলে পান করবে এবং গলার ভিতর প্রবেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। সব দিক থেকে তার মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে, কিন্তু সে মরবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে। (১৮) যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের কর্মের দৃষ্টান্ত ভষ্য যাকে ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এটিই ঘোর বিভ্রান্তি।*

আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা কখনও একটি মাছিও শৃষ্টি করতে পারবে না,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হজ্জ (মক্কা হজ্জ ব্রতবিশেষ) *ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৩) হে মানুষ ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা কখনও একটি মাছিও শৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হলেও। এবং মাছি যদি তাদের নিকট থেকে কিছু নিয়ে যায় এ-ও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। অক্ষম উদ্ধারকারী ও যার নিকট উদ্ধার করা হয় তা ! (৭৪) ওরা আল্লাহকে যথাচিত সম্মান করেনা। আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।*

তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরান্বিত করতে পারে না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) *ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬১) আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্টে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা তরান্বিত করতে পারে না। (৬২) যা তারা অপছন্দ করে তাই তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে। তাদের জীহ্বা মিথ্যা দাবী করে যে, মঙ্গল তাদের জন্য। নিশ্চয় তাদের জন্য আছে অগ্নি, এবং তাদেরই সর্বাগ্রে ওতে নিক্ষেপ করা হবে।*

আমি কোন জনপথকে তার নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হলে ধ্বংস করি না। কোন জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরাম্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হিজর (বিচ্ছেদ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আলীফ-লাম-রা; এগুলি পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত (বাক্য) (২) কখনও কখনও অবিশ্বাসীরা চাইবে যে, তারা মুসলমান হলে ভাল হত। (৩) ওরা যা করে করুক- খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদের মোহাচ্ছন্ন রাখুক- পরিণামে ওরা বুঝবে। (৪) আমি কোন জনপথকে তার নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হলে ধ্বংস করি না। (৫) কোন জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না।*

www.pathagar.com

বৃষ্টি দ্বারা সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ক্বাফ (ব্যবচ্ছেদ বর্ণ)** ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮) আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরুপ! (৯) আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি উপকারী বৃষ্টি এবং তা দিয়ে বাগান, শস্যরাজি সৃষ্টি করি! (১০) ও সমুন্নত খেজুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। (১১) আমার দাসদের জীবিকাস্বরুপ; বৃষ্টি দ্বারা সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এভাবে পুনরুত্থান ঘটবে (১২) ওদের পূর্বেও অবিশ্বাস করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রসসের অধিবাসী ও সামুদ সম্প্রদায় (১৩) আ'দ, ফেরাউন ও লূত সম্প্রদায়, (১৪) এবং শোয়াইব ও তুব্বা সম্প্রদায়, ওরা সকলেই রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে ওদের ওপর আমার শাস্তি আরোপিত হয়েছে। (১৫) আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে ওরা সন্দেহ পোষন করবে!*

অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি। কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতেও পারে না, বিলম্বিত করতেও পারে না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা মোমেনুন (বিশ্বাসীগণ)** ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৭) 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না !' (৩৮) 'সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তার ওপর বিশ্বাস রাখি না।' (৩৯) সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে সাহায্য কর; কারণ ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।' (৪০) আল্লাহ বললেন, 'অচিরে ওরা অনুতপ্ত হবেই।' (৪১) অতঃপর সত্য সত্যই এক মহাগর্জন ওদের আঘাত করল এবং আমি ওদের তরঙ্গতাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। সুতরাং সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। (৪২) অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি। (৪৩) কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতেও পারে না, বিলম্বিত করতেও পারে না। (৪৪) অতঃপর আমি একের পর এক রাসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন জাতির নিকট তার রাসূল এসেছে তখনই ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি ওদের একের পর এককে ধ্বংস করলাম। আমি ওদের কাহিনীর বিষয় করেছি। সুতরাং অবিশ্বাসীরা ধ্বংস হোক!*

আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে ?

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ক্বাসাস্‌ (উপাখ্যানাবলী)** ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৯) বল, 'তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট হতে এক গ্রন্থ আনয়ণ কর যা পথনির্দেশে এতদুভয় হতে উৎকৃষ্টতর হবে; আমি সে গ্রন্থ অনুসরণ করব।' (৫০) অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তা হলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে ? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না!*

www.pathagar.com

কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না পুনরুত্থানে ? তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে ? তোমরা তাকে সৃষ্টি কর না আমি সৃষ্টি করি ?

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ওয়াকিয়া (সংঘটনীয়) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৫৭) আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না পুনরুত্থানে ? (৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? (৫৯) তোমরা তাকে সৃষ্টি কর না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমি তোমাদের মৃত্যুকাল স্থির করেছি এবং আমি অক্ষম নই। (৬১) তোমাদের স্থলে অপরকে অস্তিত্বে আনয়ণ করতে এবং তোমাদের এমন এক আকৃতি দান করতে যা তোমরা জান না! (৬২) তোমরা অবগত হয়েছ প্রাথমিক সৃষ্টি সম্বন্ধে। তবে তোমরা অনুধাবণ কর না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? (৬৪) তোমরাই কি অঙ্কুরিত কর, না আমি করি? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে একে খড় কুটাই পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা, (৬৬) বলবে, 'আমাদের সর্বনাশ হয়েছে।' (৬৭) 'আমরা হতসর্বস্ব হয়ে পড়েছি।' (৬৮) তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করছ? (৬৯) তোমরাই কি মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? (৭০) আমি ইচ্ছা করলে লবনাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (৭১) তোমরা যে আগুন প্রজ্বলিত কর তখন লক্ষ্য করে দেখেছ কি? (৭২) তোমরাই কি অগ্নি-উৎপাদক বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি? (৭৩) আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু। (৭৪) সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।*

'যারা বর্তাবাহক নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিল যা তাদের নিকট আছে তাতে ভার ও বন্ধন বা তাদের ওপর দিন লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদের সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজ নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে তাদের (তা হতে) তাদের মুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।'

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আ'রাফ (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তীস্থান) ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(৫৯) অবশ্যই আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির নিশ্চিত আশঙ্কা করছি।' (৬০) তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।' (৬১) সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নেই, আমি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রাসূল, (৬২) আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি ও তোমাদের হিতোপদেশ দিচ্ছি এবং তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহর নিকট হতে জানি।' (৬৩) তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে, তোমরা সাবধাণ হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর। (৬৪) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল আমি তাদের উদ্ধার করি, এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখান করেছিল তাদের নিমজ্জিত করি। নিশ্চয়, তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।*

www.pathagar.com

৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৫) এবং আ'দ জাতির নিকট ওদের ভ্রাতা হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপসনা কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তোমরা কি সাবধাণ হবে না? (৬৬) তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা বলেছিল, 'আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা মিথ্যাবাদী মনে করি।' (৬৭) সে বলল 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, আমি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রাসূল।' (৬৮) 'আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা। (৬৯) তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো যে, তোমাদের নিকট তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদের নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থালভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হবে।' (৭০) তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে আমরা যেন শুধু আল্লাহর উপসনা করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার উপসনা করত তা বর্জন করি? সূতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ণ কর।' (৭১) হূদ বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের ওপর নির্ধারিত হয়েছে, তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও, এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সৃষ্টি করেছ এবং সে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন সনদ পাঠাননি? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।' (৭২) অতঃপর তাকে ও তার সঙ্গীদের আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম, আর আমার নিদর্শনসমূহকে যারা প্রত্যাখান করেছিল এবং যারা বিশ্বাসী ছিল না তাদের নির্মূল করেছিলাম।

১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৩) সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রাদায় ! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমার নিকট তোমাদের প্রতিপালক হতে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসেছে। এ আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। এটিকে আল্লাহর জমিতে চরে খেতে দাও এবং এটিকে কোন কষ্ট দিও না, দিলে তোমাদের ওপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে। (৭৪) স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদের তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি তোমাদের পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতলভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছ। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিও না। (৭৫) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা দুর্বল-বিশ্বাসীদের বলল, 'তোমরা কি জান যে সালেহ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত?' তারা বলল, 'তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী।' (৭৬) দাম্ভিকেরা বলল, 'তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা অবিশ্বাস করি।' (৭৭) অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রী বধ করে এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালেহ! তুমি রাসূল হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ণ কর।' (৭৮) অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। (৭৯) অতপর সে তাদের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায় ! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা উপদেষ্টাদের পছন্দ কর না। (৮০) এবং লূতকেও পাঠিয়েছিলাম, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।' (৮১) তোমরা কাম তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায়।' (৮২) উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'এদের (লূত এবং তার সঙ্গীদের) জনপদ হতে বহিস্কৃত কর এরা এমন

www.pathagar.com

লোক যারা পবিত্র হতে চায়।' (৮৩) অতঃপর তার স্ত্রী ব্যতীত তাকে ও তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম। তার স্ত্রী ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৪) তাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ কর।

১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৫) এবং মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে। লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না, এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটিও না, - তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের জন্য এটিই কল্যাণকর। (৮৬) এবং তোমরা বিশ্বাসীগণকে ভয় প্রদর্শনের জন্য কোন পথে বসে থাকবে না, আল্লাহর পথে তাদের বাধা দেবে না, এবং ওতে দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করবে না।' স্মরণ কর তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তা লক্ষ্য কর। (৮৭) এবং আমার প্রতি যা প্রেরিত হয়েছে তাতে যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্যধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। (৮৮) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলল, 'আমাদের ধর্মাদর্শে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। অন্যথায় হে শোয়াইব! তোমাকে ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে তাদের আমাদের জনপদ হতে বহিস্কৃত করবই।' সে বলল, 'কী আমরা অনুচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও ?' (৮৯) তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ আমাদের উদ্ধার করার পর যদি আমরা ওতে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করব, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আর ওতে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়, সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করি, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও, এবং তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' (৯০) আর তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসিগণ (নেতারা) বলল, 'তোমরা যদি শোয়াইবকে অনুসরণ কর তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (৯১) অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, ফলে তারা নিজগৃহে প্রত্যূষে উপুড় অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। (৯২) মনে হল শোয়াইবকে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেইনি। শোয়াইবকে যারা মিথ্যা ভেবেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। (৯৩) সে তাদের হতে মুখ ফিরাল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের সংবাদ আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়েছি, এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি। সুতরাং আমি এক ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করি।

১২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৪) আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে ওর অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাতে তারা নতি স্বীকার করে। (৯৫) অতঃপর অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি, অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণও আনন্দ-বেদনা ভোগ করেছে।' ফলে আমি তাদের এমন অতর্কিতভাবে আক্রমণ করি যে তারা টের পর্যন্ত পেল না। (৯৬) আর যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করত ও সাবধাণ হত তবে তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম, কিন্তু তারা অবিশ্বাস করেছিল, সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের শাস্তি দিয়েছি। (৯৭) তবে কি জনপদের অধিবাসিবৃন্দ ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের ওপর আসবে নিশীথকালে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন ? (৯৮) অথবা জনপদের অধিবাসিবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের ওপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত? (৯৯) তারা কি আল্লাহর চক্রান্তের ভয় রাখে না ? এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর চক্রান্ত হতে নিরাপদ বোধ করে না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০০) কোন দেশের জনগণের পর যারা ওর উত্তরাধিকারী হয় তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয়নি যে আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুন তাদের শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের হৃদয় মোহর করে দিতে পারি, আর তারা শুনবে না। (১০১) এই জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি ঃ তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল কিন্তু যা তারা পূর্বে অবিশ্বাস করেছিল তাতে তাদের আর বিশ্বাস করবার অবস্থা ছিল না। এভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের হৃদয় মোহর করে দেন। (১০২) এবং আমি তোমাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারীরূপে পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশকে সত্যত্যাগীই পেয়েছি। (১০৩) তাদের পর মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট পাঠাই, কিন্তু তারা অস্বীকার করে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর। (১০৪) মূসা বলল, 'হে ফেরাউন! আমি বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত, (১০৫) আমি এতে দৃঢ় যে আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলব না তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট এনেছি, সুতরাং বনি ইস্রাঈল সম্প্রদায়কে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও।' (১০৬) ফেরাউন বলল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাক তবে তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর।' (১০৭) অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ ঐটি এক সাক্ষাৎ অজগর হল, (১০৮) এবং সে হাত বাহির করল আর তৎক্ষনাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাব হল।

১৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০৯) ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'এ-তো একজন সুদক্ষ যাদুকর। (১১০) এ তোমাদের দেশ হতে তোমাদের বহিস্কৃত করতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?' (১১১) তারা বলল, 'তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ আবকাশ দাও।' (১১২) 'এবং নগরে সংগ্রাহকদের পাঠাও, যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।' (১১৩) যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট এসে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?' (১১৪) সে বলল, 'হাঁ, এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত হবে।' (১১৫) তারা বলল, 'হে মূসা! তুমিই নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করব?' (১১৬) সে বলল, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর।' যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকের চোখে যাদু করল, তাদের আতঙ্কিত করল এবং তারা এক বড় রকমের যাদু দেখাল। (১১৭) মূসার প্রতি আমি আদেশ করলাম, 'তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' সহাসা ঐটি (লাঠিটি) তাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল; (১১৮) ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। (১১৯) সেখানে তারা পরাভূত হল ও লাঞ্ছিত হল। (১২০) এবং যাদুকরেরা সিজদাবনত (মাথা নত) হল। (১২১) তারা বলল, 'আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (১২২) যিনি মূসা ও হারুণেরও প্রতিপালক।' (১২৩) ফেরাউন বলল, 'কী! আমি তোমাদের অনুমতি দেবার পূর্বে তোমরা ওতে বিশ্বাস করলে? তোমরা নগরবাসীদের ওখান হতে বহিষ্কারের জন্য এ চক্রান্ত করেছ। এ তো একটি চক্রান্ত। আচ্ছা: তোমরা শীঘ্রই এর (পরিণাম) জানবে। (১২৪) আমি তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করবই, অতঃপর তোমাদের সকলকেই শূলবিদ্ধ করবই।' (১২৫) তারা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।' (১২৬) তুমি তো আমাদের ওপর দোষারোপ করছ শুধু এজন্য যে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ যখন আমাদের নিকট এসেছে তাতে বিশ্বাস করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ধৈর্যদান কর এবং আত্মসমর্পণকারীরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও।

১৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২৭) ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদের বর্জন করতে দেবেন? সে বলল, 'আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করব এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখব

আর আমরা তো তাদের প্রতাপশালী।' (১২৮) মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর, রাজ্য তো আল্লাহরই! তিনি তার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা ওর উত্তরাধিকারী করেন এবং সাবধাণীদের জন্যই শুভ পরিণাম!' (১২৯) তারা বলল, 'আমাদের নিকট তোমরা আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও।' সে বলল, 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি রাজ্যে তাদের (বদলে) আমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তোমাদের কার্যকলাপ তিনি নিরীক্ষণ করবেন।

১৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩০) আমি ফেরাউনের অনুসারিগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের স্বল্পতা দ্বারা আক্রান্ত করেছি যাতে তারা অনুধাবন করে। (১৩১) যখন তাদের কোন কল্যাণ হত তারা বলত এতো আমাদের প্রাপ্য। আর যখন কোন অকল্যাণ হত তখন মূসা ও তার সঙ্গীদের ওপর দোষ আরোপ করত। শোন, তাদের শুভাশুভ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ জানে না। (১৩২) তারা বলল, 'আমাদের যাদু করার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট উপস্থিত কর না কেন আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না।' (১৩৩) অতঃপর আমি তাদের প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা কষ্টদিই। এগুলি স্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। (১৩৪) এবং যখন তাদের ওপর শাস্তি আসত তারা বলত, 'হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার সঙ্গে তার যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনযায়ী যদি তুমি আমাদের হতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবই এবং ইস্রাঈল বংশধরগণকেও তোমার সাথে যেতে দেব।' (১৩৫) যখনই তাদের ওপর হতে এক নির্দিষ্টকালের জন্য শাস্তি অপসারিত করতাম, যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। (১৩৬) সুতরাং আমি তাদের প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদের অতল সমূদ্রে (নিলনদে) নিমজ্জিত করেছি, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল অনবধান (তারা এর ধার ধারেনি)। (১৩৭) এবং যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হত তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের উত্তরাধিকারী করি, এবং ইস্রাঈলী সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হল, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল, আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল সেগুলী ধ্বংস করেছি। (১৩৮) এবং ইস্রাঈল সম্প্রদায়কে সমূদ্র পার করে দিই, অতঃপর তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে আসে। তারা বলল, 'হে মূসা ! তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়ে দাও।' (১৩৯) 'এ সব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো ধ্বংস করা হবে এবং তারা যা করছে তাও অমূলক।' (১৪০) সে আরও বলল, 'কী, আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্য আমি অন্য উপাস্য খুঁজব যখন তিনি তোমাদের বিশ্ব-জগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?' (১৪১) এবং স্মরণ কর, আমি তোমাদের ফেরাউনের অনুসারীদের হাত হতে উদ্ধার করেছি যারা তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিত, তারা তোমাদের পুত্র-সন্তানকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত। এবং এতে তোমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের মহাপরীক্ষা ছিল।

১৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪২) আরও স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দিয়ে তা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়। এবং মূসা তার ভ্রাতা হারুণকে বলল, 'আমার অনুপস্থিতিতে (চল্লিশ দিন) আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সদাচার করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না। (১৪৩) এবং মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্যকর, যদি তা স্ব-স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' যখন তার প্রতিপালক

www.pathagar.com

পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন তখন পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল, 'মহিমাময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমারেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।' (১৪৪) তিনি বললেন, 'হে মূসা! আমি তোমাকে আমার বাণী ও বাক্যালাপ দ্বারা লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও। (১৪৫) আর আমি তোমার জন্য ফলকে সর্ব বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি, সুতরাং এগুলি শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে ঐগুলির মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্রই সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদের দেখাব। (১৪৬) পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনাবলী হতে ফিরিয়ে দেব অতঃপর তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও ওতে বিশ্বাস করবে না, তারা সৎপথ দেখলেও ওকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে সে পথ ধরবে। এটি এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখান করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা উদাসীন ছিল। (১৪৭) যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও পরকালের সাক্ষ্যকে মিথ্যা বলে তাদের কার্য নিষ্ফল হবে। তারা যা করবে সে অনুযায়ীই তাদের প্রতিফল দেওয়া হবে।

১৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪৮) (আরও স্মরণ কর), মূসার লোকেরা তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলঙ্কার দিয়ে এক গো-বৎস গঠন করল, এক অবয়ব যা গরুর শব্দ করত। তারা কি দেখল না। তারা ঐটিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল অত্যাচারী। (১৪৯) তারা যখন অনুতপ্ত হল ও দেখল যে তারা বিপথগামী হয়ে গেছে তখন তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদের ক্ষমা না করেন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবই।' (১৫০) আর মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করল তখন বলল, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা কিই না জঘন্য কাজ করেছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বেই কেন তোমরা তাড়াহুড়া করতে গেলে?' এবং সে ফলকগুলি ফেলে দিল এবং তার ভাইকে চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনল। হারুণ বলল, 'হে আমার সহোদর! লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। তুমি আমার সঙ্গে এমন কারো না যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয়, এবং আমাকে পাপিষ্ঠদের দলভুক্ত করো না।' (১৫১) মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদের তোমার দয়ার আশ্রয় দাও আর দয়ালুদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ।'

১৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫২) নিশ্চয়, যারা গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে তাদের ওপর প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আসবে আর এভাবে আমি অপবাদ রচনাকারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি। (১৫৩) এবং যারা অসৎকাজ করে তারা পরে অনুতপ্ত হলে ও বিশ্বাস করলে তোমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৫৪) মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হল তখন সে ফলকগুলি তুলে নিল, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য ওতে যা লিখিত ছিল পথ-নির্দেশ ও দয়া। (১৫৫) এবং মূসা আপন সম্প্রদায় হতে সত্তর জন লোককে আমার প্রতিশ্রুতির সময়ে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করল। তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল তখন মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই এদের এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা যা করেছে সে জন্য কি তুমি আমাদের ধ্বংস করবে? এ তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যা দিয়ে তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ।' (১৫৬) এবং 'আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারিত কর, আর তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি।' আল্লাহ

www.pathagar.com

বললেন, 'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত' সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা সাবধাণ হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে।' (১৫৭) 'যারা বার্তাবাহক নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিল যা তাদের নিকট আছে তাতে ভার ও বন্ধন বা তাদের ওপর লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদের সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজ নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে তাদের (তা হতে) তাদের মুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।

শনিবারেই তাদের কাছে পানির ওপর মাছ ভেসে আসত তারা যখন নিষিদ্ধ কাজেও বাড়াবাড়ি করতে লাগল তখন তাদের বললাম, 'ঘৃর্নিত বানর হও;'

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আর'াফ (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান) *ঃ ২১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬৩) তাদের (ইহুদিদের) সাগর সৈকতে অবস্থিত জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করত। যখন উক্ত শনিবারেই তাদের কাছে পানির ওপর মাছ ভেসে আসত এবং শনিবার ছাড়া অন্যদিন আসত না। তারা অবাধ্য ছিল বলেই আমি এভাবে পরীক্ষা নিই। (১৬৪) এবং স্মরণ কর, তাদের একদল বলেছিল, 'আল্লাহ যাদের ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন তোমরা তাদের সদুপদেশ দাও কেন?' তারা বলেছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষ মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধাণ হয় এ জন্য।' (১৬৫) যে উপদেশ তাদের দেওয়া হয়েছিল তারা তা আশ্চার্য হয়, তখন যারা অসৎকাজ হতে নিবৃত্ত করত তাদের আমি উদ্ধার করি এবং যারা অত্যাচার করে তারা সত্যত্যাগ করত বলে আমি তাদের কঠোর শাস্তি দিই। (১৬৬) তারা যখন নিষিদ্ধ কাজেও বাড়াবাড়ি করতে লাগল তখন তাদের বললাম, 'ঘৃর্নিত বানর হও;' (১৬৭) আরও স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে, তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোককে তাদের ওপর শক্তিশালী করতে থাকবেনই যারা তাদের কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি দানে দ্রুত এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়- নামাজ

১

নিয়ম ও পদ্ধতি

www.pathagar.com

আরাকানে ইসলামের দ্বিতীয় বিষয় বা স্তম্ভ নামাজ

নামাজের যে নেয়ামত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মেরাজ রাতে আল্লাহ্‌র কাজ থেকে নিয়ে এসেছিলেন তার কোন উপকারীতা পাওয়া সম্ভব নয় যতক্ষন পর্যন্ত না সঠিকভাবে নামাজের শারীরিক ও মানষিক অনুশীলন করা হচ্ছে।

সঠিকভাবে নামাজের শারীরিক ও মানষিক অনুশীলনের এবং তাহা পালন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হল।

পাঞ্জেগানা নামাজের গোড়ার কথা

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মে'রাজ উপলক্ষে আল্লাহতাআলার সহিত সরাসরিভাবে সাক্ষাৎ লাভ করেন। তখন আল্লাহতাআলাহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর প্রথমে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন। অতপর তিনি পথিমধ্যে বিভিন্ন রাসূলের সহিত সাক্ষাত করেন ও আলোচনার মাধ্যমে ও সুপারিশ এর ভিত্তিতে অবশেষে আল্লাহ্‌ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযতভাবে পড়বার জন্য ফরজ করেন।

আল্লাহ্‌কে সিজদাহ্‌ করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে, সিজদাহ্‌ করে মানুষের মধ্যে অনেকে।

মহান আল্লাহ্‌ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হজ্জ (মক্কা হজ্জ ব্রতবিশেষ) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৮) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদাহ করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে, ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদাহ করে মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে। আল্লাহ যাকে হেও করেন তাকে কেউ সম্মানীত করতে পারে না, আল্লাহ অবশ্যই যা ইচ্ছা তাই করেন।*

তোমরা যথাযথভাবে নামাজ পড়, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক।

মহান আল্লাহ্‌ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হজ্জ (মক্কা হজ্জ ব্রতবিশেষ) *ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৭) হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ)! তোমরা রুকূ কর, সিজদাহ কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা কর ও সৎকাজ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৭৮) এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তোমাদের তিনি মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের ধর্মে তোমাদের জন্য কঠিন কোন বিধান দেননি; এ ধর্ম তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মের অনুরুপ। আল্লাহ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' (সদা অনুগত) এবং এ গ্রন্থেও করেছেন; যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরুপ হয় এবং তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরুপ হও। সুতরাং তোমরা যথাযথভাবে নামাজ পড়, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।*

www.pathagar.com

তোমরা যথাযথভাবে নামাজ পড় ও যাকাত দাও এবং নামাজে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ** (৪৩) তোমরা যথাযথভাবে নামাজ পড় ও যাকাত দাও এবং নামাজে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। (৪৪) কি আশ্চার্য! তোমরা নিজেদেরকে বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (কোরআন) অধ্যায়ন কর। তবে কি তোমরা চিন্তা কর না? (৪৫) তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন (৪৬) (তারাই বিনীত) যারা বিশ্বাস করে যে তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটবে এবং তার দিকে ফিরে যাবে।*

তোমরা নামাজকে যথাযথভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত কর

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ** (১১০) তোমরা নামাজকে যথাযথভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং যাকাত দাও (দান কর)। এই উত্তম কাজের যা কিছু পূর্বে প্রেরণ করবে আল্লাহর নিকট তা পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা দেখেন।*

তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাজকে সযত্নে রক্ষা করবে এবং আল্লাহ্র সামনে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ** (২৩৮) তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাজকে সযত্নে রক্ষা করবে এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়াবে। (২৩৯) যদি তোমরা (শত্রুর) আশঙ্কা কর, তবে পথচারী অথবা আরোহী অবস্থায় (নামাজ পড়বে), পরে যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা (পূর্বে) জানতে না।*

অজু পাক-পবিত্র হওয়া

১। অজুর পূর্বে মেসওয়াক বা দাতন দ্বারা দাত পরিস্কার করা।

২। নিয়্যত ঃ নাওয়াইতু আন আতাওয়াজ্জায়া লেরাফিল হাদাসে ওয়াস্তে-বাহাতাল লিছ ছালাতে ওয়া তাকাররোবান ইল্লাল্লাহে তায়ালা। (অর্থাৎ- আমি নাপাকি দূর করার, শুদ্ধভাবে নামাজ পড়ার ও আল্লাহতাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অজু করছি)

৩। অজু করার সময় প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' পড়া এবং ডানদিক হতে শুরু করা।

৪। প্রত্যেকবার নতুন পানি দিয়ে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধোওয়া।

৫। প্রত্যেকবার নতুন পানি নিয়ে তিন বার কুলি করা।

৬। প্রত্যেকবার নতুন পানি নিয়ে তিন বার নাকের ভিতর ধোওয়া।

www.pathagar.com

৭। কপালের উপরিভাগের চুল হতে থুতনীর নীচ পর্যন্ত এবং দুই পার্শ্বের কানের লতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখমন্ডল তিনবার ধোওয়া।৮। দুই হাত কুনুইসহ তিনবার ধোওয়া।

৯। সারা মাথা একবার মাসেহ করা একই সাথে।

১০। উভয় হাতের পিঠ দ্বারা একবার ঘাড় এবং উভয় কান মাসেহ্ করা।

১১। উভয় পা টাকনু (গোড়ালি) পর্যন্ত তিনবার ধোওয়া। পায়ের আঙ্গুলগুলী মাসেহ করা।

তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬)** হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ)! যখন তোমরা নামাজের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কুনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথায় হাত বুলাবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে, যদি তোমরা অপবিত্র (রেতঃপাত) থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র (গোসল করা) হবে। যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা বিদেশে (ভ্রমণে) থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও বিশুদ্ধ মাটির চেষ্টা করবে এবং উহা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে, আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।*

তোমরা নেশার অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ তা বুঝতে পার, এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৩)** হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ)! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ তা বুঝতে পার, এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা ভ্রমণে (বিদেশে) থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রশ্রাব-পায়খানা হতে আসে অথবা তোমরা নারী-সহবাস কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং মুখে ও হাতে বুলিয়ে নেবে। নিশ্চয়, আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।*

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং নামাজের পরেও।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ক্বাফ (ব্যবচ্ছেদ বর্ণ) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৮)** আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৩৯) অতএব, ওরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (৪০) তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং নামাজের পরেও।*

www.pathagar.com

অজুর ফরজ

১। সমস্ত মুখমন্ডল একবার ধোওয়া।
২। উভয় হাত কুনুইসহ একবার ধোওয়া।
৩। মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা।
৪। উভয় পা গোড়ালিসহ ধোওয়া।

অজুর সুন্নাত

১। অজুর নিয়্যত করা।
২। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' (অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি) পড়ে অজু শুরু করা।
৩। দাত পরিস্কার করা- দাতন, মিসওয়াক দ্বারা।
৪। দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোওয়া। কুনুইসহ দুই হাত ধোওয়ার সময় দুই হাতের কব্জি পুনরায় ধোওয়া।
৫। মুখ ভরে কুলি করা।
৬। নাকের ভিতর পানি পৌছে দেয়া।

তাইয়াম্মুন করা

অজুর পানি সংকট হলে তার পরিবর্তে শুকনা মাটি, বালি, পাথর, চুনা ইত্যাদি দ্বারা অজু করার প্রক্রিয়াকে তাইয়াম্মুন বলে।

তাইয়াম্মুন এর ফরজ

১। নিয়্যত করা ঃ নাওয়াইতু আন আতায়াম্মামা লেরাফইল হাদাসে ওয়াস্তে বাহাতাল লিছ ছালাতে ওযাতাকার রোবান ইল্লাহে তায়ালা। অর্থাৎ আমি নাপাকি দূর করার, নামাজ শুদ্ধরূপে পড়ার ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাইয়াম্মুন করছি।
২। সমস্ত চেহারা একবার মাসেহ করা।
৩। উভয় হাত কুনূইসহ একবার মাসেহ করা।

তাইয়াম্মুন এর সুন্নাত

১। শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা।
২। হাত মাসেহ করার সময় আঙুলগুলো খোলা রাখা।
৩। মেসওয়াক বা দাতন করা।
৪। হাত মাটিতে রাখার পর উভয়হাত ঐ স্থানে রাখা অবস্থায় একবার সামনের দিকে একবার পিছনের দিকে টেনে নেওয়া।
৫। হাত ঝাড়া।
৬। তাইয়াম্মুন এর তারতীর বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।
৭। অজুর মত একের পর এক অঙ্গগুলো মাসেহ করা।

আজান

নামাজের সময় ঘোষণা করে যে ব্যক্তি তাকে বলা হয় মুয়াযযিন- তিনি কাবার দিকে মুখ করে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন, যাকে বলা হয় আজান বা আহবান।

(১) আল্লাহ আকবার (আল্লাহ অত্যান্ত মহান) (এই শব্দ চারবার উচ্চারিত হয়)।
(২) আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই) (দুই বার উচ্চারিত হয়)

www.pathagar.com

(৩) আশহাদু আন্না মোহাম্মদান রাসূলুল্লাহ (সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল) (দুই বার)
(৪) হাইয়া আলাস সালাত (এসো নামাজের দিকে) (ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে দুই বার)
(৫) হাইয়া আলাল ফালাহ (এসো কল্যাণের দিকে) (বামদিকে মুখ ফিরিয়ে দুই বার)
(৬) আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) (দুই বার)
(৭) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই) (এক বার)

ফজরের আজান দেয়ার সময় পাঁচ নম্বর আহ্বানের পর বলতে হয় 'আসসালাতু খাইরুম মিনাননাউম' (নামাজ নিদ্রার চাইতে শ্রেষ্ঠ) (দুই বার)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়-

ফজর ঃ সকাল বেলায় যখন পূর্ব কোনে সূর্যের আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ে সেই সময়কে 'সুবেহ্ সাদেক' বলে। এবং সুবেহ্ সাদেক হতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজর নামাজের সময়।
জোহর ঃ ঠিক দুপুরের পর পশ্চিম আকাশে সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে জোহরের নামাজের সময়।
আছর ঃ সূর্য যখন দুপুর ও সূর্যাস্তের মাঝামাঝি সময় তখন আছরের নামাজের সময়।
মাগরিব ঃ সূর্যাস্তের পর হতে মাগরিবের নামাজের সময়।
এশা ঃ রাত্রির এক তৃতীয়াংশ সময় থেকে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত এশার নামাজের সময়।

নামাজ যথাযথভাবে পড়বে দিনের দুপ্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা হুদ (এক নবীর নাম) *ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১৪) নামাজ যথাযথভাবে পড়বে দিনের দুপ্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকাজ অবশ্যই অসৎকাজকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ তাদের জন্য এক উপদেশ।*

রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত যথাযথভাবে নামাজ পড়বে এবং যথাযথভাবে পড়বে ফজরের নামাজ। এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুত নামাজ পড়বে-

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বনি-ইস্রাঈল (ইস্রাইল সন্তানগণ) *ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৮) সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত যথাযথভাবে নামাজ পড়বে এবং যথাযথভাবে পড়বে ফজরের নামাজ। বিশেষভাবে ফজরের নামাজ পরিলক্ষিত হয়। (৭৯) এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুত নামাজ পড়বে- এ তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য, আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত স্থানে প্রশংসিত করবেন।*

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা তুর (পর্বত বিশেষ) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৮) তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ কর; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর, (৪৯) এবং তার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও রাত্রি শেষে।*

www.pathagar.com

সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও দিবাভাগে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ত্বা-হা (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২৯) তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে এবং এক নির্ধারিত কাল না থাকলে দ্রুত শাস্তি অবশ্যাম্ভাবী হত। (১৩০) সুতরাং ওরা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও দিবাভাগে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার। (১৩১) আমি অবিশ্বাসী কাফেরদের পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরুপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও লক্ষ্য করো না। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) এবং তোমার পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দাও এবং ওতে অবিচল থাক; আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং সাবধাণীদের জন্যই তো শুভপরিণাম।

এবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ গভীর মনোযোগ প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক এবং স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুজাম্মেল (কম্বলাবৃত) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী! (২) উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ কর, রাত্রির কিছু অংশ বাদ দিয়ে; (৩) অর্ধরাত্রি জাগতে পার কিংবা তদপেক্ষা অল্প (৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী। কোরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, (৫) আমি তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। (৬) এবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ গভীর মনোযোগ প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক এবং স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল। (৭) নিশ্চয় দিনের বেলা তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৮) সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্টভাবে তাতে মগ্ন হও। (৯) তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিকর্তা; তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, অতএব তাকেই কর্মবিধায়করুপে গ্রহণ কর।

সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর। রাত্রিতে তার প্রতি সিজদাবনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা দাহর (কাল) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩) আমি পর্যায়ক্রমে তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি (২৪) সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতিক্ষা কর এবং ওদের মধ্যে যে পাপিষ্ট অথবা অবিশ্বাসী তার আনুগত্য করো না। (২৫) এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর। (২৬) রাত্রিতে তার প্রতি সিজদাহবনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

www.pathagar.com

নামাজের সময় নির্দ্ধারণী চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নিমিত্ত ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুযায়ী

মাস ও তারিখ	১	২	৩	৪	৫	৬
	ছেহ্‌রীর শেষ সময়	সূর্য উদয়	জোহর আরম্ভ	আছর আরম্ভ	মাগরিব ইফতার	এশা আরম্ভ
	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ
১লা জানুয়ারী	৫ - ১৪	৬ - ৪১	১২ - ০৩	৩ - ৪৯	৫ - ৩০	৬ - ৪৬
৫ই "	৫ - ১৫	৬ - ৪২	১২ - ০৫	৩ - ৫২	৫ - ৩৩	৬ - ৪৯
১০ই "	৫ - ১৬	৬ - ৪৩	১২ - ০৭	৩ - ৫২	৫ - ৩৬	৬ - ৫২
১৫ই "	৫ - ১৮	৬ - ৪৫	১২ - ০৯	৩ - ৫৭	৫ - ৩৮	৬ - ৫৪
২০শে "	৫ - ১৮	৬ - ৪৪	১২ - ১১	৪ - ০৩	৫ - ৪৩	৬ - ৫৮
২৫শে "	৫ - ১৭	৬ - ৪৩	১২ - ১২	৪ - ০৬	৫ - ৪৬	৭ - ০১
১লা ফেব্রুয়ারী	৫ - ১৭	৬ - ৪১	১২ - ১৪	৪ - ১১	৫ - ৫২	৭ - ০৫
৫ই "	৫ - ১৫	৬ - ৩৯	১২ - ১৪	৪ - ১৩	৫ - ৫৪	৭ - ০৭
১০ই "	৫ - ১২	৬ - ৩৬	১২ - ১৪	৪ - ১৬	৫ - ৫৭	৭ - ১০
১৫ই "	৫ - ১০	৬ - ৩৩	১২ - ১৪	৪ - ১৮	৬ - ০০	৭ - ১২
২০শে "	৫ - ০৮	৬ - ৩০	১২ - ১৪	৪ - ২০	৬ - ০৩	৭ - ১৪
২৫শে "	৫ - ০৪	৬ - ২৬	১২ - ১৩	৪ - ২৩	৬ - ০৫	৭ - ১৬
১লা মার্চ	৪ - ৫৮	৬ - ২০	১২ - ১৩	৪ - ২৫	৬ - ০৭	৭ - ১৮
৫ই "	৪ - ৫৭	৬ - ১৯	১২ - ১২	৪ - ২৭	৬ - ১০	৭ - ২১
১০ই "	৪ - ৫৩	৬ - ১৫	১২ - ১১	৪ - ২৮	৬ - ১২	৭ - ২৩
১৫ই "	৪ - ৪৮	৬ - ০৯	১২ - ০৯	৪ - ২৮	৬ - ১৪	৭ - ২৪
২০শে "	৪ - ৪৩	৬ - ০৫	১২ - ০৬	৪ - ৩০	৬ - ১৬	৭ - ২৭
২৫শে "	৪ - ৩৮	৫ - ৫৬	১২ - ০৮	৪ - ৩০	৬ - ২০	৭ - ২৮

www.pathagar.com

নামাজের সময় নির্দ্ধারণী চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নিমিত্ত ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুযায়ী

মাস ও তারিখ	১	২	৩	৪	৫	৬
	ছেহরীর শেষ সময়	সূর্য উদয়	জোহর আরম্ভ	আছর আরম্ভ	মাগরিব ইফতার	এশা আরম্ভ
	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ
১লা এপ্রিল	৪ - ৩০	৫ - ৫৩	১২ - ০৫	৪ - ৩১	৬ - ২১	৭ - ৩২
৫ই ”	৪ - ২৬	৫ - ৪৯	১২ - ০৩	৪ - ৩১	৬ - ২২	৭ - ৩৪
১০ই ”	৪ - ২১	৫ - ৪৫	১২ - ০২	৪ - ৩১	৬ - ২৪	৭ - ৩৭
১৫ই ”	৪ - ১৫	৫ - ৪০	১২ - ০০	৪ - ৩১	৬ - ২৫	৭ - ৩৯
২০শে ”	৪ - ১১	৫ - ৩৬	১১ - ৫৯	৪ - ৩২	৬ - ২৭	৭ - ৪১
২৫শে ”	৪ - ০৬	৫ - ২৯	১১ - ৫৭	৪ - ৩২	৬ - ২৯	৭ - ৪৪
১লা মে	৪ - ০১	৫ - ২৮	১১ - ৫৭	৪ - ৩২	৬ - ৩১	৭ - ৪৭
৫ই ”	৩ - ৫৭	৫ - ২৫	১১ - ৫৭	৪ - ৩৩	৬ - ৩৪	৭ - ৫১
১০ই ”	৩ - ৫২	৫ - ২১	১১ - ৫৬	৪ - ৩৩	৬ - ৩৬	৭ - ৫৪
১৫ই ”	৩ - ৫০	৫ - ১৯	১১ - ৫৬	৪ - ৩৩	৬ - ৩৮	৭ - ৫৬
২০শে ”	৩ - ৪৬	৫ - ১৭	১১ - ৫৬	৪ - ৩৪	৬ - ৪০	৮ - ০০
২৫শে ”	৩ - ৪৪	৫ - ১৬	১১ - ৫৭	৪ - ৩৫	৬ - ৪৩	৮ - ০৪
১লা জুন	৩ - ৪২	৫ - ১৪	১১ - ৫৭	৪ - ৩৭	৬ - ৪৫	৮ - ০৮
৫ই ”	৩ - ৪০	৫ - ১৩	১১ - ৫৮	৪ - ৩৭	৬ - ৪৮	৮ - ১০
১০ই ”	৩ - ৪০	৫ - ১৩	১১ - ৫৯	৪ - ৩৮	৬ - ৫০	৮ - ১২
১৫ই ”	৩ - ৪১	৫ - ১৩	১২ - ০০	৪ - ৩৯	৬ - ৫২	৮ - ১৩
২০শে ”	৩ - ৪১	৫ - ১৪	১২ - ০১	৪ - ৪০	৬ - ৫৩	৮ - ১৬
২৫শে ”	৩ - ৪১	৫ - ১৫	১২ - ০২	৪ - ৪০	৬ - ৫৪	৮ - ১৭

www.pathagar.com

নামাজের সময় নির্দ্ধারণী চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নিমিত্ত ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুযায়ী

মাস ও তারিখ	১	২	৩	৪	৫	৬
	ছেহ্‌রীর শেষ সময়	সূর্য উদয়	জোহর আরম্ভ	আছর আরম্ভ	মাগরিব ইফতার	এশা আরম্ভ
	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ	ঘন্টা মিঃ
১লা জুলাই	৩ - ৪৩	৫ - ১৭	১২ - ০৪	৪ - ৪১	৬ - ৫৫	৮ - ১৭
৫ই "	৩ - ৪৫	৫ - ১৯	১২ - ০৫	৪ - ৪৩	৬ - ৫৫	৮ - ১৭
১০ই "	৩ - ৪৭	৫ - ২১	১২ - ০৫	৪ - ৪৫	৬ - ৫৪	৮ - ১৬
১৫ই "	৩ - ৫১	৫ - ২৩	১২ - ০৬	৪ - ৪৪	৬ - ৫৪	৮ - ১৫
২০শে "	৩ - ৫৩	৫ - ২৫	১২ - ০৬	৪ - ৪৪	৬ - ৫২	৮ - ১৩
২৫শে "	৩ - ৫৬	৫ - ২৭	১২ - ০৬	৪ - ৪৪	৬ - ৫০	৮ - ১০
১লা আগষ্ট	৪ - ০১	৫ - ৩০	১২ - ০৬	৪ - ৪৩	৬ - ৪৭	৮ - ০৫
৫ই "	৪ - ০৩	৫ - ৩২	১২ - ০৬	৪ - ৪২	৬ - ৪৫	৮ - ০৩
১০ই "	৪ - ০৬	৫ - ৩৪	১২ - ০৫	৪ - ৪১	৬ - ৪১	৭ - ৫৮
১৫ই "	৪ - ০৯	৫ - ৩৫	১২ - ০৪	৪ - ৩৯	৬ - ৩৮	৭ - ৫৩
২০শে "	৪ - ১১	৫ - ৩৭	১২ - ০৩	৪ - ৩৭	৬ - ৩৪	৭ - ৪৯
২৫শে "	৪ - ১৫	৫ - ৪০	১২ - ০২	৪ - ৩৪	৬ - ২৯	৭ - ৪৩
১লা সেপ্টেম্বার	৪ - ১৮	৫ - ৪২	১২ - ০০	৪ - ৩১	৬ - ২৩	৭ - ৩৬
৫ই "	৪ - ২২	৫ - ৪৩	১১ - ৫৯	৪ - ২৯	৬ - ২০	৭ - ৩২
১০ই "	৪ - ২২	৫ - ৪৫	১১ - ৫৭	৪ - ২৫	৬ - ১৪	৭ - ২৬
১৫ই "	৪ - ২৩	৫ - ৪৬	১১ - ৫৫	৪ - ২১	৬ - ০৯	৭ - ২১
২০শে "	৪ - ২৬	৫ - ৪৮	১১ - ৫৪	৪ - ১৮	৬ - ০৫	৭ - ১৬
২৫শে "	৪ - ২৭	৫ - ৪৯	১১ - ৫২	৪ - ১৪	৬ - ০০	৭ - ১১

www.pathagar.com

নামাজের সময় নির্দ্ধারণী চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নিমিত্ত ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুযায়ী

মাস ও তারিখ	১ ছেহ্‌রীর শেষ সময় ঘন্টা মিঃ	২ সূর্য উদয় ঘন্টা মিঃ	৩ জোহর আরম্ভ ঘন্টা মিঃ	৪ আছর আরম্ভ ঘন্টা মিঃ	৫ মাগরিব ইফতার ঘন্টা মিঃ	৬ এশা আরম্ভ ঘন্টা মিঃ
১লা অক্টোবর	৪ - ৩০	৫ - ৫২	১১ - ৫০	৪ - ০৯	৫ - ৫৩	৭ - ০৪
৫ই "	৪ - ৩১	৫ - ৫৩	১১ - ৪৯	৪ - ০৪	৫ - ৫০	৭ - ০১
১০ই "	৪ - ৩৪	৫ - ৫৫	১১ - ৪৮	৪ - ০৪	৫ - ৪৬	৬ - ৫৬
১৫ই "	৪ - ৩৪	৫ - ৫৭	১১ - ৪৬	৩ - ৫৮	৫ - ৩৯	৬ - ৫১
২০শে "	৪ - ৩৬	৫ - ৫৯	১১ - ৪৫	৩ - ৫৪	৫ - ৩৬	৬ - ৪৮
২৫শে "	৪ - ৩৮	৬ - ০১	১১ - ৪৪	৩ - ৫০	৫ - ৩২	৬ - ৪৪
১লা নভেম্বর	৪ - ৪২	৬ - ০৩	১১ - ৪৪	৩ - ৪৭	৫ - ৩০	৬ - ৪০
৫ই "	৪ - ৪৪	৬ - ০৮	১১ - ৪৪	৩ - ৪৫	৫ - ২৫	৬ - ৩৮
১০ই "	৪ - ৪৬	৬ - ১০	১১ - ৪৪	৩ - ৪২	৫ - ২৩	৬ - ৩৬
১৫ই "	৪ - ৪৯	৬ - ১৪	১১ - ৪৫	৩ - ৪১	৫ - ২১	৬ - ৩৫
২০শে "	৪ - ৫২	৬ - ১৭	১১ - ৪৬	৩ - ৩৯	৫ - ২০	৬ - ৩৪
২৫শে "	৪ - ৫৪	৬ - ২০	১১ - ৪৭	৩ - ৩৮	৫ - ১৯	৬ - ৩৪
১লা ডিসেম্বর	৪ - ৫৮	৬ - ২৪	১১ - ৪৯	৩ - ৩৮	৫ - ১৯	৬ - ৩৪
৫ই "	৫ - ০৩	৬ - ২৭	১১ - ৫১	৩ - ৩৮	৫ - ১৯	৬ - ৩৫
১০ই "	৫ - ০৩	৬ - ৩০	১১ - ৫৩	৩ - ৩৯	৫ - ২১	৬ - ৩৭
১৫ই "	৫ - ০৬	৬ - ৩৩	১১ - ৫৫	৩ - ৪১	৫ - ২২	৬ - ৩৮
২০শে "	৫ - ০৮	৬ - ৩৫	১১ - ৫৭	৩ - ৪৩	৫ - ২৪	৬ - ৪০
২৫শে "	৫ - ১১	৬ - ৩৮	১২ - ০০	৩ - ৪৬	৫ - ২৭	৬ - ৪৩

www.pathagar.com

শরীয়তের মূলভিত্তি

চারটি সূত্রের ভিত্তিতে ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিধি বিধান প্রনীত হয়েছে -

১। কোরআন, আসমানী কিতাব যাহা ওহীর মাধ্যমে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট নাজিল হয়েছে।

২। সুন্নাত, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে সব কাজ নিজে করেছেন এবং সাহাবীগণ উহাতে সম্মতি দিয়াছেন, তৎসমূদয়ের সংকলিত রূপকে হাদিস বা সুন্নাত বলা হয়।

৩। ইজমা, কোনও ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলমান আলেমগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে ইজমা বলে।

৪। কেয়াস, বা মুক্তবুদ্ধির প্রয়োগ ধর্মশাস্ত্রবিশারদ মুজতাহেদগণ কোরআন সুন্নাত ও ইজমার ভিত্তিতে যে বিচার বিশ্লেষন দ্বারা জটিল ও সূক্ষ বিষয়সমূহের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন উহাকে কেয়াস বলা হয়।

কোরআন ও হাদীসে যে সমস্ত হুকুম-আহকাম অর্থাৎ আদেশ নিষেধসমূহ রয়েছে, উহাদিগকে আহকামে শরীয়ত বলা হয়। উক্ত আহকামে শরীয়তসমূহ আটভাবে বিভক্ত। যেমন ঃ (১) ফরজ, (২) ওয়াজিব, (৩) সুন্নাত, (৪) নফল, (৫) হালাল, (৬) হারাম, (৭) মাকরূহ, (৮) মোবাহ। এই আহকামে শরীয়তসমূহ মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য এবং ইহা ঈমানের অঙ্গস্বরূপ। ধারাবাহিকভাবে উহাদের বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ফরজ ঃ কোরআনের মধ্যে যে সকল হুকুম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, উহাকে ফরজ বলা হয়। আবার ফরজ দুইভাবে বিভক্ত

(১) ফরজে আইন। ফরজে আইন যাহা আলাদাভাবে প্রত্যেককেই মান্য করতে হবে ও আদায় করতে হবে। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও রমজানের রোজা।

(২) ফরজে কেফায়া। ফরজে কেফায়া যাহা সকলের ওপরই ফরজ কিন্তু কিছু লোক আদায় করলে উহা সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়। যেমন- জানাযার নামাজ। কোন লোক ফরজ হুকুম স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে কঠিন গুনাহগার হবে এবং অস্বীকার করলে অবিশ্বাসী কাফের হবে।

ওয়াজিব ঃ যে সমস্ত হুকুম কোরআন শরীফে দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, উহাকে ওয়াজিব বলা হয়। ওয়াজিব হুকুম বিনা ওজরে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে, কঠিন গুনাহগার হবে। ফরজ এবং ওয়াজিবের ভিতরে পার্থক্য এই যে, স্বেচ্ছায় ফরজ ত্যাগ করলে সে কাফের হবে, কিন্তু ওয়াজিব ত্যাগ করলে কাফের হবে না তবে কঠিন গুনাহগার হবে। যেমন ঃ বিতরের নামাজ।

সুন্নাত ঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ফরজ এবং ওয়াজিব ব্যতীত যে সকল কার্যাদি সর্বদা নিজে করেছেন এবং অন্যকে করতে আদেশ করেছেন, উহাকে সুন্নাত বলা হয়। সুন্নাত দুই প্রকার ঃ (১) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ঃ যে সকল কার্যাদি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সর্বদা পালন করেছেন, কোন সময় পরিত্যাগ করেন নাই এবং অন্যকেও পালন করতে আদেশ করেছেন, উহাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলা হয়। যেমন ফজরের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাজ।

সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা ঃ যে সকল কার্যাদি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কোন কোন সময় পালন করেছেন আবার কোন সময় পরিত্যাগ করেছেন এবং অন্যকে পালন করতে আদেশ করেন নাই, ইহাকে সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা বা মুস্তাহাব বলা হয়। যেমন আছরের চার রাকায়াত সুন্নাত নামাজ। ইহা আদায় করিলে ছওয়াব হয়, আর আদায় না করলে কোন গুনাহ হয় না।

নফল ঃ যে সকল কার্যাদি আদায় করলে ছওয়াব হয়, আর আদায় না করলে গুনাহ হয় না উহাকে নফল বলা হয়।

www.pathagar.com

হালাল ঃ যে সকল কার্যাদি করা ও যে সকল বস্তু খাওয়া সম্পর্কে শরীয়তে হুকুম আছে, নিষেধ নাই, উহাকে হালাল বলা হয়।

হারাম ঃ যে সকল কার্যাদি করা ও যে সকল বস্তু খাওয়া সম্পর্কে শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে উহাকে হারাম বলা হয়। যেমন মদ পান করা, ঘুষ দেয়া ও নেওয়া, সূদ খাওয়া ও দেয়া, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি। হারাম কার্যকে হালাল বা সঠিক মনে করলে সে অবিশ্বাসী কাফের হবে।

মাকরূহ ঃ যে সকল কার্যাদি কোরআন শরীফের অস্পষ্ট দ্বৈর্থবোধক আয়াত দ্বারা নিষেধ করা হয়েছে উহাকে মাকরূহ বলা হয়। আবার মাকরূহ দুই প্রকার ঃ (১) মাকরূহ তাহরিমী (২) মাকরূহে তানযিহী।

মাকরূহে তাহরিমী ঃ যে সকল কার্যাদি হারামের নিকটবর্তী, উহাকে মাকরূহে তাহরিমী বলা হয়। ইহা করলে কঠিন গুনাহ হবে। যেমন - কিবলামূখী হয়ে পায়খানা-প্রস্রাব করা।

মাকরূহে তানযিহী ঃ যে সকল কার্যাদি মাকরূহ তাহরিমীর মত কঠিন অপরাধ নয় বরং হালালের নিকটবর্তী। ইহা করলে ছগীরা গুনাহ হবে।

মোবাহ ঃ ঐ সকল কার্যাবলীকে মোবাহ বলা হয় যাহা ভালও নয় বা মন্দও নয় এবং শরীয়তে যাহার হুকুম বা নিষেধ নাই ইহা করলে বা না করলে কোন গুনাহ হয় না।

নামাজের আরকান আহকাম ১৩টি ফরজ

নামাজের বাহিরে পালনীয় ৬টি ফরজ বা নামাজের শর্ত

(১) শরীর পাক হওয়া ঃ প্রাকৃত অপ্রাকৃত সর্ব প্রকার নাপাকী থেকে শরীর পবিত্র হওয়া। অজু না থাকলে অজু করে নেয়া। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করে নেয়া। শরীরে কোন নাপাকী লেগে থাকলে ধৌত করে নেয়া।
(২) কাপড় পাক হওয়া ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ পাক হওয়া। কাপড়ে গাঢ় অথবা পাতলা যে কোন প্রকারের নাপাকী লেগে থাকলে ধৌত করে নেয়া।
(৩) জায়গা পাক হওয়া ঃ যে জায়গায় নামাজ পড়বে তা পাক হওয়া।
(৪) শরীর ঢাকা ঃ নামাজীর শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয়া। পুরুষদের জন্য এরূপ কাপড় পরিধাণ করবে, যেন নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে এমন কাপড় পরিধাণ করবে যেন দুই হাতের কব্জি থেকে দুই পা ও মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত থাকে।
(৫) কিবলামূখী হয়ে নামাজ পড়া ঃ কাবা শরিফের (কিবলা) দিকে মুখ করে নামাজ পড়া।
(৬) নিয়্যত করা ঃ নামাজের নিয়্যত করা। অর্থাৎ মনে মনে কোন ওয়াক্তের নামাজ, কোন প্রকার নামাজ এবং কত রাকায়াত এ সমস্ত বিষয় স্থির করা।

নামাজের ভিতরে পালনীয় ৭টি ফরজ কাজ বা নামাজের শর্ত

(১) তাকবীরে তাহরীমা ঃ নামাজের নিয়্যত করার সময় আল্লাহ আকবার বলা।
(২) দাড়িয়ে নামাজ পড়া ঃ দাড়িয়ে নামাজ পড়া তবে দাড়াতে অক্ষম হলে বসে বা যেভাবে সম্ভব।
(৩) কিরাত করা ঃ সূরা ফাতেহা বা আলহাম্‌দু সূরা পাঠের পর পবিত্র কোরআন শরিফ থেকে তিনটি ছোট আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত পাঠ করা। যে কোন সূরার একটি পূর্ণাঙ্গ রুকূ পাঠ করা।
(৪) রুকূ করা ঃ ভালভাবে রুকূ করা ও তৎপ্রতি সতর্ক থাকা।
(৫) সিজদাহ করা ঃ রুকূ হতে সিজদাহ চলে যাওয়া।
(৬) শেষ বৈঠক করা ঃ যে কয়েক রাকায়াত নামাজ পড়বে শেষবারের মত বৈঠক করা।
(৭) নামাজ হতে বাহির হওয়া ঃ সালাম ফিরিয়ে নামাজ হতে বাহির হওয়া।

www.pathagar.com

নামাজের ভিতরে পালনীয় সাতটি ফরজ

	নামাজের অবস্থান	উচ্চারণ	অর্থ
১ তাকবীরে তাহরীমা আল্লাহ আকবার	নামাজের জন্য জায়নামাজে দাড়িয়ে পড়ি– "জায়নামাজের দোয়া"	উচ্চারণ ঃ ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারা চ্ছামাওয়াতে ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা-আনা মিনাল মুশরিকীন।	নিশ্চয়ই আমি তাঁর দিকে মুখ করলাম, যিনি আকাশ পাতাল সৃষ্টি করেছেন, আমি অবশ্যই মোশরেক-গণের দলভুক্ত নই।
	নামাজের যথাযথ নিয়্যত করে তাকবীর অর্থাৎ 'আল্লাহ আকবার' বলে হাত বেঁধে প্রথম রাকায়াতে পড়ি- 'ছানা'ঃ	সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ও তাবারাকাছমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।	হে আল্লাহ আমি তোমারই পবিত্রতা প্রশংসা করছি। তোমার গৌরব উচ্চতম এবং তুমি ছাড়া উপাস্য নেই।
২ দাড়িয়ে নামাজ পড়া	ও 'তা' আউয'- ঃ	আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজিম।	অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
	প্রতি রাকায়াতে পড়ি 'তাসমিয়াহ'	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।	অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
৩ কিরাত করা	ও 'সূরা-ফাতিহা'	আলহামদুল্লিাহি রাব্বিল আ'লামীন। আররাহমানির রাহীম। মা-লিকীয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকানা'বুদু ওয়াইয়াকানাসতায়ীন। ইহদিনাছ ছীরাত্বল মুস্তাক্বীম। সীরাত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহীম। গাইরিল মাগ্‌দুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্দল্লিন আমীন।	অর্থ ঃ (১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক। (২) যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু, (৩) (যিনি) বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদেরকে সরল সঠিক পথে চালিত করুন। (৬) তাদের পথে যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, (৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমীন।
	সূরা ফাতিহা পরে সূরা-	সূরা ফাতিহার পরে যে কোন একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা বা সূরার অংশ (কমপক্ষে ৩টি ছোট আয়াত বা উহার সমান) (বিসমিল্লাহ সহ) "অথবা" কয়েকটি রুকূর সমষ্টি একটি সূরা, সাধারণত নামাজ পাঠের সময় যে কোন সূরা হতে একটি পূর্ণ রুকূ পড়তে হয়।	

www.pathagar.com

	নামাজের অবস্থান	উচ্চারণ	অর্থ
৪ রুকূ করা	'আল্লাহ আকবার' বলে রুকূতে গিয়ে পড়ি- রুকূর তাসবিহ ঃ	সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম। (৩, ৫, বা ৭ বার)	অতি পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান।
	দাড়িয়ে পড়ি 'তাসমী'ঃ	'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা'	প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শুনতে পান।
		'রাব্বানা লাকাল হাম'	হে আমার প্রতিপালক, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য।
৫ সিজদাহ করা	'আল্লাহু আকবার' বলে প্রথম সিজদাহ পড়ি সিজদাহর তাসবিহ'ঃ	সুবহানা রাব্বিয়াল আলা। (৩, ৫ বা ৭ বার)	অতি পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বশ্রেষ্ট।
	প্রথম সিজদাহর পরে বৈঠকে পড়ি	আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়ারযুক্বনী ওয়াহদিনী।	হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, রিজিক দান কর এবং সৎপথ প্রদর্শন কর।
	'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সিজদাহে পড়ি 'সেজদাহ তাসবিহ' ঃ	সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা (৩, ৫ বা ৭ বার)	অতি পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বশ্রেষ্ট।
৬ শেষ বৈঠক করা	২ রাকায়াত নামাজের বৈঠকে এবং অন্য নামাজের ১ম ও শেষ বৈঠকে পড়ি আত্তাহিয়াতু ঃ	আত্তাহিয়্যাতুলিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লা-হিচ্ছালিহীন। আশহাদু আললা ইলা হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।	আমার আন্তরিক ও মৌখিক যাবতীয় প্রশংসা, শারীরিক ও আর্থিক সমূদয় এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যেই। হে নবী আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হউক। আমাদের প্রতিও আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি ও আপনাদের অশেষ শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

www.pathagar.com

	নামাজের অবস্থান	উচ্চারণ	অর্থ
	যে কোন নামাজের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে পড়ি- 'দরূদ' ঃ	আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছালাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বাকির আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইব্রাহীমা, ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।	হে আল্লাহ আপনি মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত অনুগ্রহ বর্ষণ করুণ যেরূপ ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ আপনি মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত দান করুণ যেরূপ ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত দান করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।
	ও 'দোয়ামাছুরাহ' ঃ	আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসিরাওঁ ওয়ালা ইয়াগ ফিরু যুনুবা ইল্লা আনতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী, ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম।	হে আল্লাহ, আমি আমার নিজের প্রতি বড়ই জুলুম করেছি এবং আপনি ছাড়া কেউ পাপসমূহ মাফ করতে পারবে না। আপনি আমাকে মাফ করুণ এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুণ। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।
৭ নামাজ হতে বাহির হওয়া	দোয়া মাছুরার পরে, ডানে বাঁয়ে 'সালাম' করি	আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।	আপনাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক।
	নামাজ শেষ করে মোনাজাত করি।	রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাত হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালক্বিহী মোহাম্মাদিও ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।	হে আমার প্রতিপালক! আমাদিগকে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল দান করুণ এবং আমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করুণ। সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও তাহার সন্তান এবং সাহাবাগণ সকলের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। তোমার দয়া বিতরণ কর, হে শ্রেষ্ট দায়াময়।

www.pathagar.com

নামাজে স্বর উচ্চ করনা এবং অতিশয় ক্ষীনও করোনা

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ১২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১০) বল, 'তোমরা "আল্লাহ" নামে আহবান কর, বা "রহমান" নামে আহবান কর, তোমরা যে নামেই আহবান কর তার সকল নামই সুন্দর। নামাজে স্বর উচ্চ করনা এবং অতিশয় ক্ষীনও করোনা, এদুয়ের মধ্য পথ অবলম্বন কর।'

প্রত্যেক নামাজে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধাণ করবে। পানাহার করবে কিন্তু অপচয় করবে না।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আ'রাফ (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৯) বল, 'আমার প্রতিপালক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক নামাজে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তারই আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাকে ডাকবে, তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে। (৩০) একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি সংগতভাবে নির্ধারিত হয়েছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছিল ও নিজেদের তারা সৎপথগামী মনে করত। (৩১) হে আদমের বংশধরগণ। প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধাণ করবে। পানাহার করবে কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।

তোমার পোশাক পবিত্র কর, অপবিত্রতা হতে দূরে থাক, অধিক পাওয়ার আশায় অন্যকে কিছু দিয়ো না

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুদ্দাসসির (বস্ত্রাবৃত) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! (২) ওঠ ও সতর্কবাণী প্রচার কর, (৩) এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্টত্ব ঘোষণা কর। (৪) তোমার পোশাক পবিত্র কর, (৫) অপবিত্রতা হতে দূরে থাক, (৬) অধিক পাওয়ার আশায় অন্যকে কিছু দিয়ো না, (৭) এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ কর।

নামাজের সুন্নাত

(১) তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলার পূর্বে উভয় হাত কান পর্যন্ত তোলা।
(২) উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে কিবলামুখী করে রাখা।
(৩) তাকবীর বলার সময় মাথা নত না করা।
(৪) ইমামের জন্য তাকবীরে তাহ্‌রীমা এবং অন্যান্য রুকনের তাকবীরসমূহ যথাসম্ভব উচ্চস্বরে বলা।
(৫) ডান হাত বাম হাতের ওপর নাভীর নীচে বাঁধা।
(৬) ছানা অর্থাৎ সুবহানাকাল্লাহুম্মা .... শেষ পর্যন্ত পাঠ করা।
(৭) আউযুবিল্লাহ .... পড়া।
(৮) বিসমিল্লাহ .... পড়া।
(৯) ফরজ নামাজের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকায়াতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়া।
(১০) আমীন আস্তে বলা।।

www.pathagar.com

(১১) সুন্নাত অনুযায়ী কিরআত পড়া।
(১২) রুকূ ও সিজদাহ্ ৩ বার তাসবিহ্ পড়া। তবে ৫ ও ৭ বার পড়া উত্তম।
(১৩) রুকূ করার সময় মাথা ও পিঠ বরাবর রাখা এবং উভয় হাতের আঙ্গুল দ্বারা হাঁটুকে আঁকড়িয়ে ধরা।
(১৪) রুকূ হতে দাঁড়ানোর সময় ইমাম সাহেব অথবা একাকি নামাজ পড়লেও 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ' এবং মুক্তাদী 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলা।
(১৫) সিজদাহ্ যাওয়ার সময় প্রথমে উভয় হাঁটু তারপর উভয় হাত অতঃপর কপাল রাখা।
(১৬) বসাকালীন সময়ে পুরুষের জন্য বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসবে এবং ডান পা এভাবে খাড়া করে রাখবে, যেন তার আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী থাকে। উভয় হাত রানের অগ্রভাগে রাখা।
(১৭) তাশাহুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে 'লাইলাহা' পড়ার সময় ডান হাতের তর্জনী (শাহাদাত আঙ্গুলী) দ্বারা ঈশারা করা।
(১৮) শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দরূদ পড়া।
(১৯) প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরানো।

নামাজের ওয়াজিব কাজ

(১) ফরজের প্রথম দুই রাকায়াত কিরআত পাঠের জন্য প্রস্তুত থাকা।
(২) সূরা ফাতিহা পাঠ করা অর্থাৎ ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকায়াতে এবং সুন্নাত ও নফল নামাজের সকল রাকায়াতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা।
(৩) নফল অথবা বিতর নামাজের সমস্ত রাকায়াতে সূরা ফাতিহাসহ যে কোন সূরা বা তিন আয়াত পাঠ করা ওয়াজিব এবং ফরজ নামাজের শুধু প্রথম দুই রাকায়াতে সূরা ফাতিহাসহ যে কোন সূরা বা তিন আয়াত পাঠ করা।
(৪) প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়া।
(৫) নামাজের অঙ্গগুলো ক্রমাগত আদায় করা অমনোযোগিতা অথবা ভুলবশতঃ নামাজের এক অংশ আদায় করার পর অন্য অংশ আদায় করতে যদি তিন তাসবিহ্ পরিমাণ বিলম্ব হয়, তখন সিজদাহে সাহো দেয়া ওয়াজিব হবে। দোয়া ইত্যাদি পড়ার মধ্যে যত বিলম্বই হোক না কেন সিজদাহে সাহো দিতে হবে না।
(৬) কিয়াম, রুকূ, কিরআত ও সিজদাহের মধ্যে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে হবে। অর্থাৎ রুকূর আগে সিজদাহ্ অথবা সিজদাহের আগে বৈঠক করলে সিজদাহ্ সাহো ওয়াজিব হবে।
(৭) রুকূ ও সিজদাহর মধ্যে এতটুকু বিলম্ব করা, যাতে একবার তাসবিহ্ পাঠ করা যায়। অতি তাড়াতাড়ি করে রুকূ সিজদাহ্ করলে নামাজ আদায় না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।
(৮) কওমা করা। রুকূ করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ান। সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই সিজদাহ্ চলে যায়, এরূপ করলে নামাজ হবে না।
(৯) জলসা করা। এক সিজদাহ্ করার পর ভাল করে বসা, তারপর দ্বিতীয় সিজদাহ্ করা।
(১০) প্রথম বৈঠকে তিন অথবা চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামাজের দুই রাকায়াত পড়ার পর তাশাহুদ পাঠ করতে পারা যায়, এতটুকু সময় বসা।
(১১) উভয় বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ করা। দুই রাকায়াত বিশিষ্ট নামাজে দ্বিতীয় রাকায়াতে, তিন রাকায়াত বিশিষ্ট নামাজে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামাজে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকায়াতে তাশাহুদ পড়া।
(১২) নামাজের অঙ্গগুলো ধীরস্থির ভাবে আদায় করা। কওমা, রুকূ, সিজদাহ্ ও জলসা ইত্যাদি শান্ত-শিষ্টভাবে আদায় করা। নামাজের দোয়াগুলোও ধীরস্থিরভাবে পড়া যেন কোন কিছু বাদ বা ভুল হতে না পারে।

www.pathagar.com

(১৩) যে নামাজে কিরআত আস্তে পড়ার বিধান আছে, যেমন যোহর ও আছরের নামাজ, আর যে নামাজে জোরে কিরআত পড়ার বিধান আছে, যেমন- ফজর, মাগরিব ও ইশা; এগুলোতে যথাক্রমে আস্তে ও জোরে পড়া।
(১৪) আসসালামু আলাইকুম বলে নামাজ শেষ করা।
(১৫) বিতরের তৃতীয় রাকায়াতে দোয়া কুনুত পড়া।
(১৬) দুই ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা। তবে জামায়াত অতি বড় হলে তাকবীর ছুটে গেলে অথবা অন্য কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে সিজদাহে সাহো দিতে হবে না।

নামাজের মুস্তাহাব

(১) তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় জামার হাত থেকে হাতলী বের করা।
(২) কিরয়াতের পূর্বে বিসমিল্লাহ ..... পড়া।
(৩) একাকী নামাজী রুকূর ও সিজদাহর মধ্যে তিনবারের অধিক তাসবিহ্ বলা।
(৪) দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদাহর স্থলে, রুকূর সময় উভয় পায়ের আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানে, বসাকালীন সময় কোলের দিকে, সিজদাহর সময় নাকের অগ্রভাগে এবং সালাম ফেরানোর সময় কাঁধের ওপর দৃষ্টি রাখা।
(৫) যথাসাধ্য কাশি দমন করা।
(৬) হাই আসলে মুখ বন্ধ রাখা, যদি মুখ খুলে যায় তবে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাতের পেট ও অন্যান্য অবস্থায় বাম হাতের পিঠ দ্বারা মুখ ঢেকে রাখা।
(৭) দরূদের পর দোয়া মাছুরা বা অন্য কোন দোয়া পড়া।

নামাজের নিয়ম

ফজর এর নামাজ

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নামাজের নিয়্যত
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	২ রাকায়াত	উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই ছালাতিল ফাজরি, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।
		অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফজরের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাজের নিয়্যত করছি। আল্লাহু আকবার।
ফরজ	২ রাকায়াত	উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই ছালাতিল ফাজরি, ফারযুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।
		অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফজরের দুই রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

জোহর এর নামাজ

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নামাজের নিয়্যত
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	৪ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবাআ রাকআতি ছালাতিল জুহরি, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে জোহরের চার রাকায়াত সুন্নাত নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
ফরজ	৪ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবাআ রাকআতি ছালাতিল জুহরি, ফারযুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে জোহরের চার রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই ছালাতিল জুহরি, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে জোহরের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
নফল	২ রাকায়াত	উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআ'তাই ছালাতিল নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।
		অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত নফল নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

আছর এর নামাজ

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নামাজের নিয়্যত
সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা	৪ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবাআ রাকআতি ছালাতিল আছরি, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আছরের চার রাকায়াত সুন্নাত নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
ফরজ	৪ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবাআ রাকআতি ছালাতিল আছরি, ফারযুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আছরের চার রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

মাগরিব এর নামাজ

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নামাজের নিয়্যত
ফরজ	৩ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা ছালাছা রাকআতি ছালাতিল মাগরিবি, ফারযুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মাগরিবের তিন রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআ'তাই ছালাতিল মাগরিবি, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মাগরিবের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
নফল	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআ'তাই ছালাতিল নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত নফল নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

এশা এর নামাজ

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নামাজের নিয়্যত
সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা	৪ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবাআ রাকআতি ছালাতিল এশাই সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল বা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এশার চার রাকায়াত সুন্নাত নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
ফরজ	৪ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবাআ রাকআতি ছালাতিল এশাই, ফারযুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এশার চার রাকায়াত ফরজ নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই ছালাতিল এশাই সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এশার দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
নফল	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআ'তাই ছালাতিন নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত নফল নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
বিতর ওয়াজিব	৩ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা ছালাছা রাকআতি ছালাতিল বিতরি, ওয়াজিবুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিতরের তিন রাকায়াত ওয়াজিব নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
		দোয়া কুনুত
		উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈ'নুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আ'লাইকা ওয়া নুসনী আ'লাইকাল খাইরা, ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ' ওয়া নাতরুকু মাঁই ইয়াফ, জুরুকা, আল্লাহুম্ম ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুছাল্লী ওয়া নাস জুদু ওয়া ইলাইকা নাসয়া ওয়া নাহ্‌ 'ফিদু ওয়া নারজু রাহ্‌মাতাকা ওয়া নাখশা আ'যাবাকা, ইন্না আ'যাবাকা বিল্‌ কুফফারি মুলহিক।
		অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি; আমরা তোমার প্রতি ঈমান রাখি ও তোমার প্রতি নির্ভর করি, আমরা তোমার প্রতি উত্তম প্রশংসা আরোপ করি এবং তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আমরা তোমার অবাধ্য হই না, বরং বর্জন করি ও ত্যাগ করি ঐ ব্যক্তিকে যে তোমার অবাধ্যতা করে। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই এবাদত করি ও তোমার জন্যই নামাজ পড়ি ও সিজদাহ করি এবং তোমারই দিকে ধাবিত হই তোমারই দিকে দৌড়ি। (হে আল্লাহ!) আমরা তোমার রহমতের আশা রাখি এবং তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই, তোমার শাস্তি কাফেরদের জন্য অবধারিত।

www.pathagar.com

কাযা নামাজ

ওয়াক্তের সময় ফরজ নামাজ পড়তে না পারলে সেই নামাজ 'কাযা' পড়তে হবে। কিন্তু বিনা কারণে বা সামান্য ওজরে নামাজ ত্যাগ করলে কঠিন গুনাহগার হবে। কোন অবস্থায় নামাজ ত্যাগ করার নিয়ম নাই। তবুও কোনও ক্রমে কাযা হয়ে গেলে আদায় না করা পর্যন্ত পরবর্তী ওয়াক্তের নামাজ আদায় হয় না।

কাযা নামাজ দুই প্রকার ঃ

(১) ফাওয়ায়েতে কালীল এবং
(২) ফাওয়ায়েতে কাছীর।

পাঁচ ওয়াক্ত পরিমাণ কাযা হলে উহাকে ফাওয়ায়েতে কালীল বা অল্প কাযা বলে। এরূপ কাযা হলে পরবর্তী ওয়াক্তের নামাজ পড়বার পূর্বে ধারাবাহিকভাবে একে একে পাঁচ ওয়াক্তের কাযা আদায় করতে হবে। পাঁচ ওয়াক্তের অধিক যত দিনের নামাজই কাযা হউক, উহা ফাওয়ায়েতে কাছীর বা অধিক কাযা বলে গণ্য হবে। এই অবস্থায় পর্যায়ক্রমে এক এক ওয়াক্তের কাযা আদায় করতে হবে। কাযা নামাজ সবার আগে পড়বে। কিন্তু তিন কারণে কাযা ওয়াক্তের নামাজের পরে পড়া যায়।

(১) কাযার কথা ভুলে গেলে।
(২) কাযা পড়তে গেলে ওয়াক্তের নামাজের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে।
(৩) কাযা পাচঁ ওয়াক্তের অধিক হলে।

কাযা নামাজ আদায় করতে এইরূপ নিয়্যত করা।
ফজরের কাযায় - রাকাআতাই ছালাতি ফাওতিল ফাজ্‌রি।
জোহরের কাযায় - আরবাআ রাকাআ'তি ছালাতি ফাওতিয জোহ্‌রি।
আছরের কাযায় - আরবাআ রাকাআ'তি ছালাতি ফাওতিল আছরি।
মাগরিবের কাযায় - ছালাছা রাকাআ'তি ছালাতি ফাওতিল মাগরিবি।
এশার কাযায় - আরবাআ রাকাআ'তি ছালাতি ফাওতিয এশা ইত্যাদি।

কাযা নামাজের নিয়্যত

কাযা নামাজ ও ওয়াক্তিয়ার নামাজের নিয়্যত একই রকম, তবে এইটুকু পার্থক্য যে, কাযা নামাজে (আন উছাল্লিয়া) শব্দের জায়গায় (আন আকদ্বিয়া) এবং যে নামাজ তাহার নাম বলে (আল ফায়েতাতে) বলতে হবে। যথা ঃ আছরের নামাজ কাযা হলে নিম্নরূপ নিয়্যত।

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আকদ্বিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায় রাকায়াতি ছালাতিল আছরে আল ফায়েতাতি ফারযুল্লাহি তা'আলা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহ পাকের নিমিত্তে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে ছুটে যাওয়া আছরের ফরজ চার রাকায়াতের কাযা নামাজ আদায় করার নিয়্যত করলাম, আল্লাহু আকবার।

কসর নামাজ

কসর আরবী শব্দ যাহার আভিধানিক অর্থ কম করা অথবা সংক্ষেপ করা। কোন ব্যক্তি যদি ৪৮ মাইল দূরে বা তিন মঞ্জিল দূরবর্তী স্থানে সফরে যায় এবং কমপক্ষে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়্যত করে সে মুসাফির বলে গণ্য হবে এবং কসর নামাজ পড়বে। পক্ষান্তরে যদি ১৫ দিনের বেশী থাকার নিয়্যত করে তাহলে তার জন্য কসর নামাজ হবে না।

www.pathagar.com

মুসাফিরকে চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরজ নামাজ যেমন জোহর, আছর এবং এশার নামাজ কসর বা সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকায়াত আদায় করতে হয়। এই বিধান দুই অথবা তিন রাকায়াত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের জন্য প্রযোজ্য নয়। ফজর এবং মাগরিবের নামাজের কোন কসর বা সংক্ষিপ্ত নেই।

যদি সফরে ব্যস্ততা থাকে তাহলে সুন্নাত নামাজ ত্যাগ করা যাবে অন্যথাই ব্যস্ততা না থাকলে সুন্নাত নামাজ পড়া উত্তম, সুন্নাত নামাজের কোন কসর বা সংক্ষিপ্ত হয় না।

নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে নামাজ পড়া বিশ্বাসী ঈমানদারদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ১৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০১) এবং তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে অবিশ্বাসী কাফেরগণ তোমাদের নির্যাতন করবে, তবে নামাজ সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। অবিশ্বাসী কাফেরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১০৩) তারপর যখন তোমরা নামাজ শেষ করবে, তখন দাড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে; যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথভাবে নামাজ পড়বে, নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে নামাজ পড়া বিশ্বাসী ঈমানদারদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

নামাজের নিষিদ্ধ সময় ঃ

তিনটি সময়ে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ

১। সূর্যোদয়ের সময়
২। ঠিক দুপুরের সময় ও
৩। সূর্যাস্তের সময়

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত উকবা আ'মের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নির্ধারিত তিন সময়ে নামাজ আদায় করতে এবং আমাদের মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেনঃ

১) সূর্যোদয়ের সময়, যতক্ষন না সূর্য উপরে উঠবে (এ সময়টি প্রায় ২০-২৩ মিনিট)।
২) সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সময় যতক্ষন না ঢলে পড়ে এবং
৩) সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়, যতক্ষন না অস্ত যাবে (এ সময় প্রায় ২০ মিনিট) উপরোক্ত তিনটি সময়ে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ও সব ধরনের নামাজ নিষিদ্ধ।

জুমআর দিনে যখন নামাজের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে তাড়াতাড়ি করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা জুমআ (শুক্রবার) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯) হে বিশ্বাসীগণ! জুমআর দিনে যখন নামাজের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে তাড়াতাড়ি করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখবে, এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (১০) নামাজ শেষ হলে তোমরা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখলে তোমাকে দাড়ানো অবস্থায় রেখে ওরা সেদিকে ছুটে যায়। বল, 'আল্লাহর নিকট যা আছে তা ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।' আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট রিজিকদাতা।

www.pathagar.com

জুমআ এর নামাজ

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নামাজের নিয়্যত
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	২ রাকায়াত তাহিয়্যাতুল অজু	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই ছালাতিল তাহিয়্যাতিল অজুই সুন্নাতু রাসূল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাহিয়্যাতুল অজুর দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
	২ রাকায়াত দুখুলুল মসজিদ	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই ছালাতি দুখুলিল মসজিদি সুন্নাতু রাসূল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত দুখুলুল মসজিদ সুন্নাত নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
	৪ রাকায়াত ক্বাবলাল জুমআ	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবাআ রাকআতি ছালাতি ক্বাবলাল জামুআতি সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে চার রাকায়াত ক্বাবলাল জুমআর সুন্নাত নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
ফরজ	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসক্বিতা আন জিম্মাতি ফারযাজ জুহরি বিআদাই রাকয়াতাই ছালাতিল জুমুআতি ফারযুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত জুমআ এর ফরজ নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	৪ রাকায়াত বাদল জুমআ	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া ল্লিাহি তায়ালা আরবাআ রাকআতি ছালাতি বা'দাল জুমআ'তি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে চার রাকায়াত বাদল জুমআর সুন্নাত নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।
নফল	২ রাকায়াত করে যত ইচ্ছা পড়া যায়।	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া ল্লিঅহি তায়ালা রাকআ'তাই ছালাতিন নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত নফল নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

তারাবীহ্ এর নামাজ

বিবরণ

নারী-পুরুষ সকলের জন্য রমজান মাসে এশার নামাজের পর বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। দুই রাকায়াত করে পড়া উত্তম, চার রাকায়াত শেষে চার রাকায়াত পড়ার সময় পরিমাণ বসা মুস্তাহাব।

নিয়ম

সূরা তারাবীহ্ ঃ

(১) সূরা তারাবীহর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় রাকায়াতে কোরআনের যে কোন অংশ বা যে কোন সূরা পড়তে হবে অথবা দ্বিতীয় রাকায়াতে প্রতিবারই সূরা ইখলাস পড়া উত্তম।

(২) সূরা ফীল হতে সূরা নাস পর্যন্ত দশটি সূরার দ্বারা দশ রাকায়াত পড়ে আবার সূরা ফীল হতে নাস পর্যন্ত বাকী দশ রাকায়াত পড়া।

খতম তারাবীহ্ ঃ

(১) রমজান মাসে তারাবীহর মধ্যে তারতীব অনুযায়ী একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

(২) তারাবীহর খতমের মধ্যে যে কোন একটি সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' জোরে পড়া।

(৩) নাবালগ এর পিছনে ইক্তেদা করা সঠিক হবে না।

(৪) ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল লোকমা দিয়ে হাফেজকে বিব্রতকর করা নিষিদ্ধ।

(৫) তারাবীহতে এত দ্রুত তিলাওয়াত করা যা বুঝা যায় না এরুপ তিলাওয়াত সঠিক নয়।

(৬) হাফেজ যদি ভুলে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে অথবা বৈঠকে তাশাহহুদের আগে বা পরে চিন্তা করতে থাকেন এবং এর মধ্যে এক রুকন পরিমাণ (তিনবার সুবহানাল্লাহ বলার পরিমাণ) সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সিজদাহে সাহো দিতে হবে।

(৭) কোন আয়াত ভুলে গেলে বা ভুল পড়া হয়ে থাকলে পরবর্তী রাকায়াতে বা পরবর্তী তারাবীহর নিয়্যতে পড়ে নিতে হবে, তা' নাহলে খতম পূর্ণ হবে না।

দোয়া

প্রতি দুই রাকায়াতের পর দোয়ার উচ্চারণ ঃ হা-যা-মিন ফাদলি রাব্বী, ইয়া কারীমাল মা'রুফি ইয়া ক্বাদীমাল্ ইহ্সান্, আহছিন্ ইলাইনা বি-ইহ 'সানিকাল্ ক্বাদীম, ছাব্বিত কুলুবানা আ'লা ত্বায়াতিকা বিরাহ 'মাতিকা ইয়া আর হামা রা-হি'মীন।

অর্থ ঃ ইহা (তারাবীহের নামাজ) আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ মাত্র। হে শ্রেষ্ট দাতা! হে সর্ব দয়াময়! তুমি অনুগ্রহের সহিত আমাদের প্রতি সদয় হও এবং আমাদের অন্তরকে তোমার উপাসনার ওপর স্থায়ী রাখ। হে খোদা! তুমি সর্বাপেক্ষা দয়ালু।

প্রতি চার রাকায়াতের পর দোয়ার উচ্চারণ ঃ "সোবহানা যিলমুলকি ওয়াল মালাকুতি, সোবহানা যিল্ ইযযাতি ওয়াল্ আযমাতি ওয়াল হায়বাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল জাবারুত; সোবহানাল মালিকিল হাইয়্যিল্লাযী লা-ইয়ানা-মু ওয়ালা-ইয়ামুতু আবাদান আবাদা; সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাববুনা ওয়া রাব্বুল মালা-ইয়াকাতি ওয়াররূহ।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আমি তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি এই সকল সাম্রাজ্য ও ফেরেস্তাকুলের মালিক। আমি তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি সমুদয় সম্মানের, অধিকারী, মহীয়ান, ভয়দাতা, ক্ষমতাশালী, গৌরবান্বিত ও বৃহত্তম। আমি সেই চিরজীবী শাহানশাহের পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি তন্দ্রা যান না ও অমর, তিনি পবিত্র, তিনিই আমাদের প্রতিপালক এবং ফেরেস্তা ও আত্মাসমূহের প্রতিপালক।

প্রতি চার রাকায়াত পর অথবা বিশ রাকায়াত শেষে মোনাজাত উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউ'যুবিকা মিনান্নারি, ইয়া খা-লিকাল জান্নাতি ওয়ান্নার, বিরাহ্ মাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফফারু, ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিকু ইয়া বাররু, আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি, ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু, বিরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমরা তোমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম হতে তোমার আশ্রয় চাই। হে জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টিকর্তা। তুমিই কৃপাকারী, হে সর্বজয়ী ! হে অতি ক্ষমাশীল ! হে উপকারী ! হে আল্লাহ ! আমাদিগকে জাহান্নাম হতে রক্ষা কর। হে মুক্তিদাতা! হে ত্রানকর্তা ! হে রক্ষাকারী ! হে সর্বশ্রেষ্ট দয়ালু ! তোমারই আপন অনুগ্রহে আমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর।

বিবরণ

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	২ রাকায়াত করে ২০ রাকায়াত	উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিত তারাবীহ; সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলাজ্জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তারাবীহর দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাজের নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

ঈদুল ফিতরের নামাজ

বিবরণ

শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখের ঈদকে ঈদুল ফিতর এবং এই দিনে মুসলমানদের একত্রিত হয়ে শোকরানা আদায়ের জন্য যে দুই রাকায়াত নামাজ পড়া হয় তাকে ঈদুল ফিতরের নামাজ বলে।

(১) ঈদুল ফিতরের দুই রাকায়াত নামাজ ওয়াজিব।
(২) এই দুই রাকায়াতে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর বলা ওয়াজিব।
(৩) খুতবা ব্যতীত জুমআর নামাজের জন্য যে সব শর্ত, ঈদের নামাজের জন্যও সে সব শর্ত।
(৪) ঈদুল আযহার তুলনায় ঈদুল ফিতরের জামায়াত একটু দেরী করে পড়া সুন্নাত।
(৫) ঈদের নামাজ মাঠে পড়া মুস্তাহাব। মহল্লার মসজিদেও পড়া যাবে।
(৬) কোন ওজর বশতঃ পয়লা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়তে না পারলে ২রা শাওয়াল পড়ে নেওয়া সঠিক। তবে বিনা ওজরে এরূপ করলে নামাজ হবে না।
(৭) ঈদের নামাজে প্রথম রাকায়াতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা গায়িশা পড়া মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

নিয়ম

প্রথমে আল্লাহু আকবার বলে নিয়্যত বাধা

প্রথম রাকায়াত ঃ ছানা পড়ার পর নামাজের তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে এবং হাত ছেড়ে দেবে। অতঃপর তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা যায় পরিমাণ দেরী করে আবার অনুরূপ হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে ও হাত ছেড়ে দেবে। আবার অনুরূপ বিলম্ব পূর্বক হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত বাধা এবং আউযূ বিল্লাহ ...., বিসমিল্লাহ .... সহ সূরা ফাতিহা ও কিরআত ইত্যাদি সহকারে প্রথম রাকায়াত শেষ করা।

দ্বিতীয় রাকায়াত ঃ সূরা ফাতিহা ও কিরআত পড়ার পর প্রথম রাকায়াতের ন্যায় অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলা। এখানে তৃতীয় তাকবীরের পরও হাত ছাড়া অবস্তায় রাখা। তারপর রুকূর তাকবীর বলে রুকূতে যাওয়া এবং যথা নিয়মে এই রাকায়াত শেষ করা।

ঈদুল ফিতরের খুতবায় বিবরণ

(১) ঈদুল ফিতরের দুই খুতবা পাঠ করা সুন্নাত। এই খুতবাদ্বয় নামাজের পরে পড়া সুন্নাত। এই খুতবা মিম্বারের ওপর দাড়িয়ে পাঠ করা সুন্নাত।
(২) দুই খুতবার মাঝখানে জুমআর খুতবার ন্যায় কিছুক্ষন (তিন আয়াত পড়া পরিমাণ সময়) বসা সুন্নাত।
(৩) এই খুতবা শোনা ওয়াজিব যেমন জুমআর খুতবা শোনা ওয়াজিব। দূরত্বের কারণে খুতবা না শুনলে চুপ করে কান লাগিয়ে থাকা ওয়াজিব।
(৪) জুমআর খুতবার মধ্যে যেসব বিষয় থাকবে ঈদের খুতবার মধ্যেও সে সব বিষয় থাকবে।
(৫) মিম্বরে উঠে না বসেই ঈদের খুতবা শুরু করা সুন্নাত এবং ঈদুল ফিতরের খুতবার মধ্যে ছদকায়ে ফিতর সম্বন্ধে বর্ণনা করতে হবে আর তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে ঈদের খুতবা আরম্ভ করা সুন্নাত।

ঈদুল ফিতরের সুন্নাত

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদুল আযহার দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন সর্বমোট এই ৫ দিন যে কোন প্রকারের রোজা রাখা নিষেধ। ঈদুল ফিতরের দিন ১৩টি সুন্নাত ঃ
(১) ভোরে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা।
(২) মিসওয়াক করা।
(৩) গোসল করা।
(৪) উত্তম পোশাক পরিধাণ করা।
(৫) শরীয়ত সম্মতভাবে সাজ-সজ্জা করা।
(৬) খুশবু লাগানো।
(৭) ঈদগাহ যাওয়ার পূর্বে কোন মিষ্টি /খাদ্য দ্রব্য খেয়ে যাওয়া।
(৮) আগে আগে ঈদগাহে যাওয়া।
(৯) ঈদগাহ যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতর (ফেতরা) না দিয়ে থাকলে দিয়ে যাওয়া।
(১০) ঈদগাহ যেয়ে ঈদের নামাজ পড়া। বিনা ওজরে মসজিদে না পড়া।
(১১) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া।
(১২) যাওয়ার সময় এই তাকবীর আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে যাওয়া- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লালাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়লিল্লাহে হামদ্।
অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।
(১৩) এক রাস্তায় যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা।

www.pathagar.com

ঈদুল ফিতরের নামাজের বিবরণ			
নামাজ	নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
ঈদুল ফিতর	ওয়াজিব	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকয়াতাই ছালাতি ঈদুল ফিতর মাআ' ছিত্তাতি তাকবীরাতি ওয়াজিবুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
			অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঈদুল ফিতর এর দুই রাকায়াত ওয়াজিব নামাজ ছয় তাকবীরসহ আদায় করছি আল্লাহু আকবার।

ঈদুল আযহার নামাজ

বিবরণ

জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখের ঈদকে ঈদুল আযহা বলে। এই দিনও দুই রাকায়াত শোকরানা নামাজ পড়া ওয়াজিব।

নিয়ম

(১) ঈদুল আযহার নামাজের নিয়ম ঈদুল ফিতরের নামাজের ন্যায়। শুধু নিয়্যতের মধ্যে "ঈদুল ফিতর" শব্দের স্থলে "ঈদুল আযহা" শব্দ ব্যবহার করতে হবে। এবং ঈদুল ফিতরের নামাজের তুলনায় ঈদুল আযহার নামাজ একটু আগে পড়ে নেয়া সুন্নাত।
(২) কোন ওজর বশতঃ ১০ তারিখে এই নামাজ পড়তে না পারলে ১১ বা ১২ তারিখ পর্যন্ত পড়া যায়, তবে বিনা ওজরে ১০ তারিখে না পড়া সঠিক নয়।
(৩) ঈদুল আযহার নামাজের পর তাকবীর তাশরীক বলা ওয়াজিব।

ঈদুল আযহার খুতবার বিবরণ

ঈদুল আযহার খুতবাও ঈদুল ফিতরের খুতবার ন্যায়। পার্থক্য এতটুকু যে, ঈদুল আযহার খুতবায় ছদকায়ে ফিতরের বর্ণনার স্থলে কোরবানী ও তাকবীরে তাশরীকের বিধান বর্ণনা করতে হবে।

ঈদুল আযহার সুন্নাত

(১) ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু না খাওয়া। (২) ঈদুল আযহায় যাওয়ার সময় তাকবীর আস্তে আস্তে নয় বরং জোরে বলা। (৩) ঈদুল আযহায় নামাজের পর কোরবানীর বিধান রয়েছে।

ঈদুল আযহার নামাজের বিবরণ			
নামাজ	নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
ঈদুল আযহা	ওয়াজিব	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকয়াতাই ছালাতি ঈদুল আজহা মাআ' ছিত্তাতি তাকবীরাতি ওয়াজিবুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
			অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঈদুল আযহার দুই রাকায়াত ওয়াজিব নামাজ ছয় তাকবীরসহ আদায় করছি আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

জানাজার নামাজ

বিবরণ

(১) জমহুর ফুকাহার মতে জানাজার নামাজ ফরজে কিফায়া। সুতরাং জীবিতদের কতিপয় ব্যাক্তি যদি আদায় করে, সকলের পক্ষ থেকেই আদায় হবে। তবে যদি জীবিতদের কেউই আদায় না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে।

(২) জানাজার নামাজের উদ্দেশ্য মৃত্যু ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট 'মাগফিরাতের' দোয়া করা। জীবিতদের মধ্যে যারা মৃত্যু সংবাদ শুনবে তাদের ওপরই ফরজে কিফায়া হিসাবে বিবেচ্য হবে।

(৩) জানাজার নামাজে জামায়াত শর্ত নয়; তাই ইমাম একা একা নামাজ পড়লেও সকলের পক্ষ থেকে আদায় হবে।

নিয়ম

(১) চারবার তাকবীর বলা, (২) দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা।

ওয়াজিব

ওয়াজিব একটি। চতুর্থ তাকবীর বলার পর দুই দিকে সালাম ফেরানো।

জানাজার সুন্নাত

(১) ইমাম মৃত পুরুষ ও মহিলাদের বুক বরাবর দাঁড়াবে।
(২) প্রথম তাকবীরের পর ছানা পাঠ করা।
(৩) দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ পাঠ করা।
(৪) তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা।

www.pathagar.com

নামাজের ধরণ	তাকবীর	নিয়্যত/দোয়া/মোনাজাত
ফরজে কিফায়া	৪ তাকবীর	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উআদ্দিয়া বিআরবাআ তাকবীরাতি ছালাতিল জানাজাতি ফারযিল কিফায়াতি আছছানাউ লিল্লাহি তায়ালা ওয়াছছালাতু আলান্নাবিয়্যি ওয়াদ্দোয়াউ লিহাজাল মাইয়্যিতি তাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল বা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।* অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে চার তাকবীরের সাথে জানাজার ফরজে কেফায়া নামাজ আল্লাহর জন্য প্রশংসা, নবী করীম (সাঃ) এর ওপর দরূদ এবং এই মৃতদের জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে ইমামের পিছনে পড়ছি। মৃত যদি স্ত্রীলোক হয় তবে লিহাজাল মাইয়্যিতির স্থলে লিহাজিহিল মাইয়্যিতি বলতে হবে। **মৃত যদি নাবালিকা হয় তবে এই দোয়া পড়বে ঃ** *আল্লাহুম্মাজআলহা লানা ফারত্বাওঁ ওয়াজ আলহা লানা আজরাওঁ ওয়া জুখরাওঁ ওয়াজআলহা লানা শাফেআতাওঁ ওয়া মুশাফফাআতান।* কিন্তু মৃত যদি নাবালগ ছেলে হয় তবে তৃতীয় তাকবীরের পর এই দোয়া পড়বে ঃ *আল্লাহুম্মাজআলহু লানা ফারত্বাওঁ ওয়াজ আলহু লানা আজরাওঁ ওয়া জুখরাওঁ ওয়াজআলহু লানা শাফেআওঁ ওয়া মুশাফফাআন।* তারপর ছানা পড়ে দ্বিতীয় তাকবীর বলবে। **ছানা ঃ** *সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাছমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।* **দরূদ ঃ** *আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছালাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বাকির আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইব্রাহীমা, ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।* **অর্থ ঃ** হে আল্লাহ আপনি মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুণ যেরূপ ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ আপনি মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল করুণ যেরূপ ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত নাজিল করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।
		দোয়া ঃ *আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গাইবিনা ওয়া গাইবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উনছানা। আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহঈহী আলাল ইসলামি ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান।*
		অতপর চতুর্থ তাকবীর বলার পর আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে একবার ডান দিকে ও একবার বাম দিকে ইমাম জোরে এবং মুক্তাদিগণ আস্তে সালাম ফিরালে জানাজার নামাজ শেষ হবে।

www.pathagar.com

তাহাজ্জুদ এর নামাজ

বিবরণ

তাহাজ্জুদ নামাজ অর্ধ রাত্রির পর হতে সুবহে সাদেক (প্রকৃত ভোর) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত- পড়তে হয়। তাহাজ্জুদের অর্থ নিদ্রা ত্যাগ করা। এই নামাজ নিদ্রা ত্যাগ করে পড়া হয় বলে ইহার নাম ছালাতিত্তাহাজ্জুদ। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) গভীর রাত্রিতে দীর্ঘক্ষন দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা সূরা কিরআত সহকারে নামাজ পড়তে থাকতেন; ফলে তাঁহার পা দুখানি রসে ফুলে উঠত। একদিন সাহাবায়ে-কেরাম আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) আল্লাহতাআলা আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি বিচ্যুতি মাফ করে দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আপনি এবাদতে এত কষ্ট করেন কেন?" হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) উত্তরে বললেন, "আল্লাহতাআলার নেক বান্দা হওয়া কি আমার কর্তব্য নয়?"

নিয়ম

এই নামাজ দুই দুই রাকায়াত করে পড়তে হয়। এই নামাজের মধ্যে কোরআন শরীফ তিন, পাঁচ, সাত, দশ, পনের, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ দিনে খতম করা উত্তম। ইহা না পারলে প্রত্যেক রাকায়াতে যে সূরা ইচ্ছা পড়তে পারে। তবে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাছ তিন বার পড়া উত্তম। এতদ্ব্যতীত এই নামাজের আরও নিয়ম আছে। ইহা কমপক্ষে চার রাকায়াত এবং উর্ধ্বে বার রাকায়াত পড়তে হয়।

দোয়া

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) রাত্রি জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ উপলক্ষ্যে এই দোয়া পড়তেন–

উচ্চারণ ঃ *লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা, আস্তাগফিরুকা লিজামবী ওয়া আসয়ালুকা রাহমাতাকা; আল্লাহুম্মা জিদনী এলমাও ওয়ালা তুজিগ ক্বালবী বা'দা ইয হাদাইতানী, ওয়াহাবলী মিল্লাদুনকা রাহমাতান, ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহহাব।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তুমি অতি পবিত্র ; তোমাকে তোমার প্রশংসার সহিত স্মরণ করছি; তোমার দরবারে আমার গুনাহের জন্য মাফ চাচ্ছি; তোমার নিকট তোমার রহমত প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ ! তুমি আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, আর আমার অন্তরকে তুমি সৎপথে চালিত করার পর পুনরায় বাঁকা করে দিও না (অর্থাৎ পূণ্যের পথ হতে খারাপের দিকে চালিত কর না) আর আমাকে তোমার যথা রহমত বর্ষণ কর ; তুমি নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত দাতা।

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
নফল	২ রাকায়াত করে কমপক্ষে ৪ রাকায়াত সর্বোচ্চ ১২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সালাতিত তাহাজ্জুদ, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।* *অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।*

রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) *ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৯) রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বে এ তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য, আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত স্থানে প্রশংসিত করবেন।*

www.pathagar.com

এশরাক এর নামাজ

বিবরণ

সূর্যোদয়ের পর যে দুই বা চার রাকায়াত নফল নামাজ পড়া হয়, তাকে ইশরাক এর নামাজ বলে। সূর্যোদয়ের আনুমানিক দশ/বার মিনিট পর থেকে ইশরাকের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকী থাকে। তবে ওয়াক্তের শুরুতেই পড়ে নেয়া উত্তম।

নিয়ম

ফজরের নামাজ আদায়ের পর সেই স্থানেই বসে থেকে দোয়া দরূদ, যিকির-আযকার ও তাসবিহ তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকা; দুনিয়াদারীর কোন কথা বা কাজে লিপ্ত হবে না এবং সময় হয়ে গেলে ইশরাকের নামাজ আদায় করা। ইশরাকের নামাজে যে কোন সূরা/কিরআত পড়া যায়।

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
নফল	২ রাকায়াত করে সর্বোচ্চ ৪ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সালাতিত ইশরাক, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত ইশরাকের নামাজ পড়ার নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

চাশ্‌ত এর নামাজ

বিবরণ

আনুমানিক নয়/দশটার দিকে যে নফল নামাজ পড়া হয় তাকে সালাতুয-যোহা বা চাশতের নামাজ (বা আওয়াবীনের নামাজও) বলা হয়। এই দুই রাকায়াত পাঠ করলে তাকে পাপিদের তালিকাভুক্ত করা হয় না। চার রাকায়াত পাঠ করলে তাকে এবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত করা হয়। ছয় রাকায়াত পাঠ করলে ঐ দিন তার (নফল এবাদতের) জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। আট রাকায়াত পাঠ করলে আল্লাহ তাকে আনুগত্যকারীদের তালিকাভুক্ত করেন, আর বার রাকায়াত পাঠ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর তৈরি করেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেন, চাশ্‌ত এর নামাজ আর দারিদ্র একত্র হতে পারে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে চাশ্‌ত এর নামাজ পড়ে, তার আর্থিক অভাব-অনটন থাকতে পারে না।

নিয়ম

ইশরাক নামাজ আদায়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত এ নামাজের ওয়াক্ত থাকে। তবে দিনের এক চতুর্থাংশ যাওয়ার পর অর্থাৎ আনুমানিক নয়/দশটার দিকে পড়া উত্তম। এই নামাজ দুই থেকে বার রাকায়াত। তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাধারণতঃ চার রাকায়াত পড়তেন। মাঝে মধ্যে বেশীও পড়তেন। চাশ্‌ত এর নামাজে যে কোন সূরা/কিরআত পড়া যায়।

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
নফল	২ রাকায়াত করে সর্বোচ্চ ১২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই ছালাতিজ্জোহা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত চাশ্‌তের নামাজ পড়ার নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

আওয়াবীন এর নামাজ

বিবরণ

মাগরিবের ফরজ এবং সুন্নাতের পর কমপক্ষে ছয় রাকায়াত এবং সর্বাপেক্ষা বিশ রাকায়াত নফল নামাজকে আওয়াবীনের নামাজ বলা হয়। হাদীসে এই ছয় রাকায়াত আওয়াবীনের ফযীলতে বার বৎসর এবাদত করার ছওয়াব অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকায়াত (নফল) নামাজ পড়ে, আল্লাহতাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর প্রতিষ্ঠিত করেন।"

নিয়ম

মাগরিবের ফরজ এবং সুন্নাতের পর কমপক্ষে ছয় রাকায়াত এবং সর্বোচ্চ বিশ রাকায়াত নফল নামাজ পড়তে হয়। প্রতি দুই রাকায়াত অন্তর নিম্নলিখিত দোয়া পড়া উত্তম-

দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলুবি ছাব্বিত ক্বালবী আলা দীনিক।
অর্থ ঃ হে অন্তরসমূহের পরিচালক আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে তোমার মনোনীত ধর্মের ওপর স্থায়ী রাখ।

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
নফল	২ রাকায়াত করে কমপক্ষে ৬ রাকায়াত সর্বোচ্চ ২০ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই ছালাতিল আউওয়াবীন মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জ্বিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত আওয়াবীন নামাজ পড়ার নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

তাসবিহ্ এর নামাজ

বিবরণ

চার রাকায়াত নফল নামাজে প্রত্যেক রাকায়াতে ৭৫ বার করে ৪ রাকায়াতে সর্বমোট ৩০০ বার "সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" তাসবিহটি পাঠ করা হয়, এই নামাজকে সালাতুল তাসবিহ্ বলে। এই নামাজ দ্বারা জীবনের ছোট-বড় নতুন-পুরাতন ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত গোপন-প্রকাশ্য, সব ধরনের পাপ আল্লাহ মাপ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর চাচা আব্বাছ (রাঃ)-কে বলেছিলেন, চাচা! পারলে প্রতিদিন এই নামাজ পড়ুন, না পারলে প্রতি সপ্তাহে পড়ুন, না পারলে প্রতি মাসে, না পারলে প্রতি বৎসরে পড়ুন, না পারলে অন্ততঃ জীবনে একবার হলেও এই নামাজ পড়ুন।

www.pathagar.com

নিয়ম

চার রাকায়াত সালাতুল তাসবিহ্ নফল নামাজের নিয়্যত করে যথারীতি সূরা ফাতিহার পর সূরা/কিরআত পাঠ করে তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় উক্ত তাসবীহ ১৫ বার পড়া, তারপর রুকূতে রুকূর তাসবীহ পড়ার পর উক্ত তাসবীহ ১০ বার, রুকূ থেকে উঠে রাব্বানা লাকাল হামদ বলার পর উক্ত তাসবীহ ১০ বার, সিজদাহে সিজদাহর তাসবীহ বলার পর উক্ত তাসবীহ ১০ বার, সিজদাহ থেকে উঠে দুই সিজদাহর মাঝখানে বসে ১০ বার পড়া। দ্বিতীয় সিজদাহই অনুরূপ ১০ বার, দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে উঠে বসে ১০ বার পড়া। প্রথম এক রাকায়াতে সর্বমোট ৭৫ বার। (আল্লাহু আকবার বলা ব্যতীত) দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্য উঠবে এবং এইরূপে দ্বিতীয় রাকায়াত পড়া। যখন দ্বিতীয় রাকায়াতে আত্তাহিয়্যাতু .... পড়ার জন্য বসবে তখন আগে উক্ত তাসবীহ ১০ বার পড়া তারপর আত্তাহিয়্যাতু .... পড়বে। আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকায়াতের জন্য উঠবে। তৃতীয় রাকায়াত ও চতুর্থ রাকায়াতেও উক্ত নিয়মে তাসবীহ পাঠ করা। কোন একস্থানে উক্ত তাসবিহ পড়তে সম্পূর্ণ ভুলে গেলে বা ভুলে নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম থেকে গেলে পরবর্তী যে কোন রুকনেই স্মরণ আসুক সেখানে তথাকার সংখ্যার সাথে এই ভুলে যাওয়া সংখ্যাগুলোও আদায় করা। এই নামাজে কোন কারণে সিজদাহে সাহো ওয়াজিব হলে সেই সিজদাহ এবং তার মধ্যকার বৈঠকে উক্ত তাসবিহ পাঠ করতে হবে না। তাসবীহের সংখ্যা স্মরণ রাখার জন্য আঙ্গুলের কর গণনা করা যাবে না তবে আঙ্গুল চেপে চেপে স্মরণ রাখা যেতে পারে। এই নামাজ একাকী পড়তে হয়, জামায়াতের সাথে এই নামাজ পড়া সঠিক নয়। মাকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত দিন-রাতের যে কোন সময়ে এ নামাজ পড়া যায়, তবে সবচেয়ে উত্তম সূর্যাস্তের পর পড়া। যে কোন সূরা দিয়ে এই চার রাকায়াত নামাজ পড়া যায় তবে কেউ কেউ বলেছেন এই নামাজে সূরা আছর, কাউছার, কাফেরূন ও এখলাছ বা সূরা হাদীদ, হাশর, স্বা-ফ, ও তাগাবোন পড়া উত্তম।

দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুবি ছাব্বিত ক্বালবী আলা দীনিক।

অর্থ ঃ হে অন্তরসমূহের পরিচালক আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে তোমার মনোনীত ধর্মের ওপর স্থায়ী রাখ।

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
নফল	৪ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ "নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া' রাকয়াতি ছালাতিত তাসবিহ; মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।"*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে চারি রাকায়াত ছালাতুল তাসবিহ নামাজ পড়ার নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

তাওবাহ এর নামাজ

বিবরণ

তাওবাহ এর তাৎপর্য- মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সমগ্র সৃষ্টির সেরা কিন্তু মানুষ ইহকালের জীবনে তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা কতখানি রক্ষা করে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহতাআলা 'নফসে আম্মারা' বা কুপ্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন। মানুষ নিজ নফসের প্ররোচনায় ও শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অনেক সময়- নিজের ধ্বংসের পথে পরিচালিত হয়। কিন্তু আল্লাহর প্রিয়তম মাখলুক 'ইনসান' পাপ করে ধ্বংস হয়ে যাক- ইহা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। সুতরাং তিনি দয়া করে মানুষের পাপমুক্তির জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা করেছেন। তারমধ্যে সর্বোত্তম ব্যবস্থা 'তাওবাহ'। কৃতপাপের জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে মাফ চাওয়া এবং অনুরূপ পাপের পুনরাবৃত্তি করবে না বলে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গিকারবদ্ধ হওয়ার নামই তাওবাহ।

www.pathagar.com

নিয়ম

কারও থেকে কোন পাপ সংঘটিত হলে তৎক্ষনাত পবিত্রতা অর্জন করে দুই রাকায়াত নফল নামাজ পাঠ পূর্বক আল্লাহর নিকট অনুনয়-বিনয় করে ক্ষমা প্রার্থনা করা। নিজের পাপের প্রতি অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে না করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেবে, তাহলে আল্লাহ্ তার পাপকে ক্ষমা করবেন। এই নামাজকে 'সালাতুল তাওবাহ' অর্থাৎ তাওবাহর নামাজ বলে। এই নামাজের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
নফল	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই ছালাতিল সালাতুত্তাওবা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত তাওবাহর নামাজ পড়ার নিয়্যত করছি আল্লাহ্ আকবার।

এস্তেখারার নামাজ

বিবরণ

যখন কোন আশা ও সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয় (ফরজ ওয়াজিব কিংবা খারাপ কাজের জন্য এস্তেখারা নেই) যেমন কাহার সহিত বিবাহ করব ? বিদেশ যাত্রা করব কিনা ? বা হজ্জে কোন তারিখে যাব (হজ্জে যাব কি না-এরূপ এস্তেখারা হয় না) ইত্যাদি বিষয়ে মন স্থির করতে না পারলে বিশেষ এক পদ্ধতিতে আল্লাহর নিকট আশা আকাংকার প্রার্থনা করাকে এস্তেখারা নামাজ বলে।

নিয়ম

দুই রাকায়াত নফল নামাজ পড়ে মনোযোগের সাথে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা, তারপর মনের মাঝে যে দিকে অধিক ঝোঁক সৃষ্টি হয় কিংবা যে বিষয়টা অধিক কল্যাণজনক মনে হয় সেটা করা। এক দিনে মনের অবস্থা এরূপ না হলে সাত দিন করা। তারপরও মন কোন দিকে না ঝুকলে ভাল মন্দ বিবেচনা পূর্বক কাজ করে ফেললে এস্তেখারার বরকতে এবং আল্লাহর রহমতে সার্থক হবে। এস্তেখারা রাতের বেলায় করা এবং এস্তেখারার পর শয়ন করা এবং স্বপ্নের মাধ্যমেই এস্তেখারার ফল জানা যাবে- এরূপ জরুরী নয়। এস্তেখারা যে কোন সময় করা যায়, এস্তেখারার পর শয়ন করাও জরুরী নয়, জাগ্রত অবস্থায়ও তার মন যে কোন এক দিকে ঝুঁকে যেতে পারে আবার স্বপ্নের মাধ্যমেও কিছু জানতে পারে।

দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলুবি ছাব্বিত ক্বালবী আলা দীনিক।
অর্থ ঃ হে অন্তরসমূহের পরিচালক আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে তোমার মনোনীত ধর্মের ওপর স্থায়ী রাখ।

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
নফল	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই ছালাতিল ইস্তিখারাতি নফলি রাসূলুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত এস্তেখারার নফল নামাজ পড়ার নিয়্যত করছি আল্লাহ্ আকবার।

www.pathagar.com

শবেবরাত এর নামাজ

বিবরণ

'শব' এর অর্থ রাত এবং 'বরাত' শব্দের অর্থ মুক্তি। অতএব 'শবে বরাত' এর অর্থ রাত মুক্তির। এই রাতে আল্লাহতাআলা অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি চাওয়ার জন্য মানুষকে আহবান জানান এবং তার নিকট চাইলে তিনি এসব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। শাবান মাসের ১৫ই রাত অর্থাৎ ১৪ই শাবান দিবাগত রাতই এই শবেবরাত।

নিয়ম

সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থেকে নফল নামাজ, তাসবিহ তাহলীল পড়লে এবং কোরআন তিলাওয়াত ও যিকির আযকারে রত থাকলে সওয়াব হয়। এই নামাজ দুই রাকায়াত বা চারি রাকায়াতের নিয়্যত করে পড়তে হয়। যত বেশী নামাজ পড়া যায় ততই উত্তম। প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা পড়া যায়। তবে প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর তিন, পাঁচ, সাত, নয়বার অর্থাৎ বেজোড় সংখ্যক সূরা ইখলাছ পাঠ করা উত্তম। শবে বরাতের রাতে (১৪ই শাবান দিবাগত রাতে) গোসল করা মুস্তাহাব।

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
নফল	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই ছালাতিল লাইলাতিল বারাআতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত শবেবরাতের নামাজ পড়ার নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

শবে ক্বদর এর নামাজ

বিবরণ

'শবে ক্বদর' কথাটি ফারসী শব্দ। এর আরবী অর্থ 'লাইলাতুল কদর'। শব ও লাইলাত শব্দের অর্থ রাত। আর ক্বদর শব্দের অর্থ মহাত্ম্য ও সম্মান। এ রাতের মহাত্ম্য ও সম্মানের কারণেই একে শবেক্বদর বা লাইলাতুল ক্বদর বলা হয়। ক্বদর শব্দের অর্থ তাকদীর ও আদেশ। এ রাতে পরবর্তী এক বৎসরের জন্ম-মৃত্যু, রিযিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের তাকদীর লেখা হয় (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজ থেকে নির্দেশ অবিকল করে সংশ্লিষ্ট ফেরেস্তাদের কাছে পাঠানো হয়)। এই রাতকে শবে কদর বা লাইলাতুল ক্বদর বলা হয়। লাইলাতুল ক্বদর এর এবাদত হাজার মাসের এবাদত করার চেয়েও শ্রেষ্ট।

www.pathagar.com

আমি এ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাত্রিতে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ক্বদর (সম্মান) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আমি এ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাত্রিতে; (২) শবে ক্বদর রাত্রি সম্বন্ধে তুমি কি জান? (৩) মহিমান্বিত রাত্রি এক সহস্র (হাজার) মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ট। (৪) প্রত্যেক কাজে সে রাতে ফেরেস্তাগণ ও রুহ্ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে। (৫) উষার আবির্ভাব পর্যন্ত সে রাত্রির মহিমা অব্যাহত থাকে।

শবে ক্বদরের জন্য কোন নির্দিষ্ট রাত্রি নাই। তবে রমজানের শেষ ১০ রোজার কোন এক বেজোড় রাত্রি যেমন ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে হয়ে থাকে। কিন্ত অধিকাংশের মতে ২৬ শে রমজানের দিবাগত রাত ২৭ শে রমজানে শবে ক্বদর হয়ে থাকে। এই রাত্রে নফল নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত ও যিকির আযকারে রত থাকা কর্তব্য। কারণ এই রাত্রির এবাদত হাজার মাসের এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নামাজের জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। তবে শবে বরাতের নামাজের ন্যায় এই নামাজও পাঠ করা যেতে পারে, প্রথম রাকায়াতে সূরা ক্বদর ও দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা ইখলাছ তিন বার পড়ে যত বেশী নামাজ পড়া যায় ততই উত্তম।

নিয়ম

শবে ক্বদর নফল নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদি যে কোন এবাদত করা যায়। কত রাকায়াত নফল বা কি কি সূরা দিয়ে পড়তে হবে নির্দিষ্ট নেই- যত রাকায়াত ইচ্ছা, যে সূরা দিয়ে ইচ্ছা পড়া যায়। শবে ক্বদরের নামাজের বিশেষ কোন নিয়্যত নেই- ইশার পর ছুবহে ছাদেক পর্যন্ত যে নফল নামাজ পড়া হয় তাকে তাহাজ্জুদ বলে, তাই নফল বা তাহাজ্জুদের নিয়্যতেও নামাজ পড়া যায়।

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
নফল	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই, ছালাতিল লাইলাতিল ক্বাদরি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত শবেক্বদরের নামাজ পড়ার নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুন আফওয়া ফা'ফু আন্নী ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুরু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমাকে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। হে অতি ক্ষমাকারী, হে অতি ক্ষমাকারী, হে অতি ক্ষমাকারী।

www.pathagar.com

সালাতুল কুসূফ (সূর্য গ্রহণ) এর নামাজ

বিবরণ

সূর্য গ্রহণের সময় মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দুই রাকায়াত নামাজ পড়া সুন্নাত।
সূর্য গ্রহণের নামাজের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

এই নামাজ জামায়াতের সাথে পড়তে হয়। বাদশাহ, তার নায়েব এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদের ইমাম নিজ নিজ মসজিদে কুসূফের নামাজ পড়াতে পারেন। এরূপ ইমাম না পাওয়া গেলে প্রত্যেকে একা একা পড়বে। আর স্ত্রী লোক নিজ নিজ গৃহে পৃথক পৃথক ভাবে এই নামাজ আদায় করবে। এই নামাজ সূরা বাকারাহ ন্যায় অনেক লম্বা কিরআত, লম্বা রুকূ ও লম্বা সিজদাহ সহকারে পড়া সুন্নাত। এই নামাজে কিরাআত আস্তে পড়া উত্তম। নামাজ শেষে ইমাম কিবলামূখী হয়ে বসে বা লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ সূর্যের গ্রহণ সম্পূর্ণ না শেষ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করতে থাকা। অবশ্য কোন ওয়াক্তের নামাজের সময় এসে গেলে দোয়া বন্ধ করে নামাজ পড়া।

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুয়ান উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাতাই সালাতিল কুসূফি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ জিহান ইলাজিহাতিল কাবাতিস সারিফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত কুসূফের সুন্নাত নামাজ পড়ার নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

সালাতুল খুসূফ (চন্দ্র গ্রহণ) এর নামাজ

বিবরণ

চন্দ্র গ্রহণের সময়ও দুই রাকায়াত নামাজ পড়া সুন্নাত। তবে এই নামাজে জামায়াত সুন্নাত নয় বরং প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে নামাজ পড়া এবং নিজ ঘরের মধ্যে পড়া। মসজিদে যাওয়াও সুন্নাত নয়। চন্দ্র গ্রহণের নামাজের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুয়ান উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাতাই সালাতিল খুসূফি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ জিহান ইলাজিহাতিল কাবাতিস সারিফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত খুসূফের সুন্নাত নামাজ পড়ার নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

এস্তেস্কার (বৃষ্টি) এর নামাজ

বিবরণ

যখন অনাবৃষ্টিতে লোকের কষ্ট হতে থাকে, তখন দুই রাকায়াত নামাজ আদায় পূর্বক আল্লাহর নিকট পানির জন্য আবেদন করা এবং দোয়া করা সুন্নাত। এই নামাজকে এস্তেস্কার নামাজ বলে।

নিয়ম

এস্তেস্কার মুস্তাহাব

১। দেশের সমস্ত মুসলমান পুরুষ, বালক, বৃদ্ধসহ সম্ভব হলে পায়ে হেটে গরীবানা পোশাকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা নীচু করে ময়দানে হাজির হওয়া। ময়দানে গমনের পূর্বেই খাঁটি অন্তরে আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ এস্তেগফার করা। কেননা পাপের দরুনই প্রায়শঃ বৃষ্টি বন্ধ হয় এবং অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কারও হক নষ্ট করে থাকলেও তা আদায় করে যাওয়া। ময়দানে যাওয়ার সময় কোন কাফেরকে নিয়ে যাবে না। জীব-জানোয়ার সাথে নেয়া যায় তাতে আল্লাহর রহমত আকর্ষিত হবে।

২। ময়দানে আজান ইকামত ব্যতীত দুই রাকায়াত নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করা।

৩। এই নামাজে কিরাআত উচ্চস্বরে পাঠ করা।

৪। নামাজের পর ঈদের খুতবার ন্যায় দুইটা খুতবা পাঠ করা। তবে এই খুতবা পড়া হবে মাটিতে দাড়িয়ে এবং হাতে লাঠি বা তলোয়ার নিয়ে। খুতবার পর ইমাম কিবলামূখী হয়ে দাড়িয়ে উভয় হাত উঠিয়ে আল্লাহর নিকট পানির জন্য দোয়া করা। উপস্থিত সকলেও দোয়া করা। পরপর তিন দিন এরূপ করা

৫। এই তিন দিন রোজা রাখা। যদি ময়দানে পৌঁছার পূর্বেই কিংবা তিন দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বৃষ্টি হয়ে যায় তবুও তিন দিন এরূপে পূর্ণ করা।

৬। ময়দানে যাওয়ার পূর্বে সদকা-খয়রাত করা।

৭। রাসূল (সাঃ) চাদর মোবারক উল্টিয়েছেন, দোয়ার মধ্যে হাতের পিট আসমানের দিকে করেছেন এবং হাত এতটুকু উঁচু করেছেন যে, বগল দৃষ্টি গোচরে আশে। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর মতে এগুলো করা জরুরী নয় তবে অবস্থা পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত ও শুভ লক্ষণ হিসেবে করা যেতে পারে।

৮। এস্তেস্কার নামাজের জন্য গোসল করা।

নামাজের ধরণ	রাকায়াত	নিয়্যত
সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা	২ রাকায়াত	*উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুয়ান উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাতাই সালাতিল এস্তেস্কার সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ জিহান ইলাজিহাতিল কাবাতিস সারিফাতি আল্লাহু আকবার।*
		অর্থ ঃ আমি কিবলামূখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত এস্তেস্কার সুন্নাত নামাজ পড়ার নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়- নামাজ

২

পুরুষদের নামাজ চিত্রসহকারে

www.pathagar.com

পুরুষদের নামাজ চিত্রসহকারে

নামাজের ভিতরে সাতটি ফরজ

১ম ফরজ তাকবীরে তাহরীমা- আল্লাহু আকবার

নামাজ শুরু করার সময়

১। মনে মনে নিয়্যত করবে যে, আমি অমুক নামাজ পড়ছি। মুখে নিয়্যতের ভাষা উচ্চারণ করা জরুরী নয়, তবে মুস্তাহাব।

২। দুই হাত কান বরাবর এমনভাবে উঠাতে হবে যাতে উভয় হাতলী কিবলার দিকে হয়, আঙ্গুলগুলোর মাথা যেন কিবলামুখী ও স্বাভাবিকভাবে ফাক থাকে। অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলী দুইটির মাথা কানের সাথে হয়তো একেবারে মিলে যাবে অথবা বরাবর হবে, বাকী আঙ্গুলগুলো উপরের দিকে থাকবে।

শুদ্ধ নিয়ম

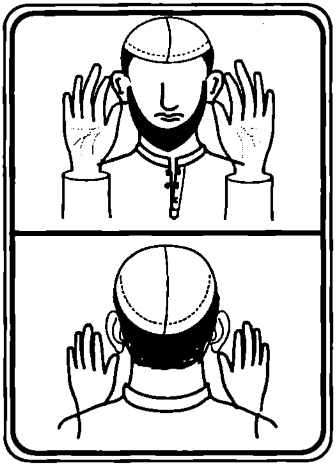

ভুল নিয়ম

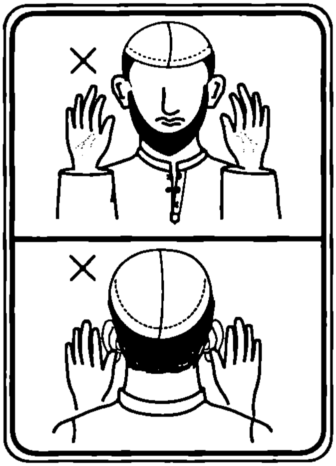

৩। কান থেকে হাত সোজা হাত বাঁধার দিকে নিয়ে যাবে, হাত সোজা নীচের দিকে ছেড়ে দেবে না বা পিছনের দিকে ঝাড়া দেবে না।

শুদ্ধ নিয়ম

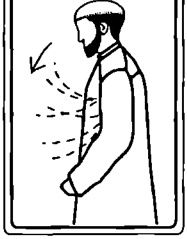

ভুল নিয়ম

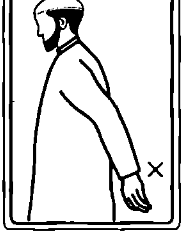

৪। উপরোক্ত নিয়মে হাত তোলার সময় আল্লাহু আকবার বলবে। অতঃপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা হালকা বানিয়ে বাম হাতের পাঞ্জাকে ধরবে এবং অবশিষ্ট তিনটি আঙ্গুল বাম হাতের পিঠের ওপর স্বাভাবিক ভাবে বিছিয়ে রাখবে যাতে আঙ্গুলের মাথাগুলো কুনুই-এর দিকে থাকে।

বাম হাত

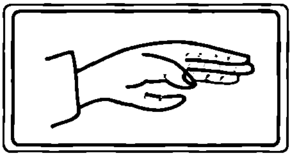

ডান হাত

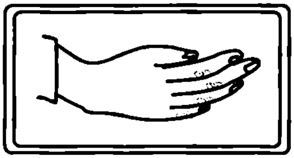

শুদ্ধ নিয়ম

ভুল নিয়ম

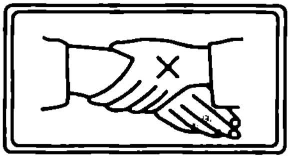

৫। উভয় হাত নাভীর সামান্য নীচে পেটের সাথে কিছুটা চেপে ধরে উপরোক্ত নিয়মে বাঁধবে।

চিত্র

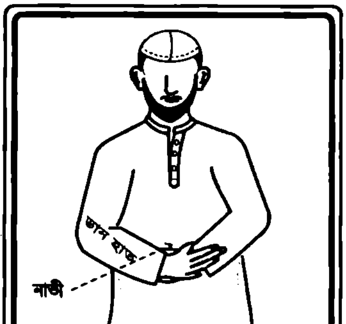

৬। একাকী নামাজ পড়লে অথবা ইমামতী করলে প্রথমে সুবহানাকা, সূরায়ে ফাতিহা ও অপর একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হলে সুবহানাকা পড়ে চুপ করে একাগ্র মনে ইমামের কিরআত শুনতে থাকবে। ইমাম কিরআত নীরবে পড়বে তবে জিহ্বা হেলানো ব্যতীত মনে মনে সূরা ফাতিহার ধ্যান করবে।

www.pathagar.com

২য় ফরজ দাড়িয়ে নামাজ পড়া

দাড়ানো অবস্থায়

১। দাঁড়ানো অবস্থায় প্রথমে অবশ্যই কিবলামূখী হতে হবে।

২। অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সিজদাহর জায়গায় থাকবে। গর্দান সামান্য ঝুকিয়ে রাখতে হবে। থুতনীকে সীনার সাথে মিলিয়ে রাখা মাকরূহ। নামাজের নিয়্যত বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত হাত ছাড়া অবস্থায় রাখতে হবে।

শুদ্ধ নিয়ম

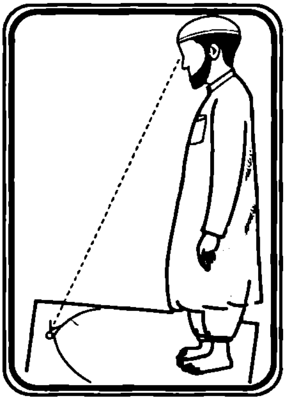

ভুল নিয়ম

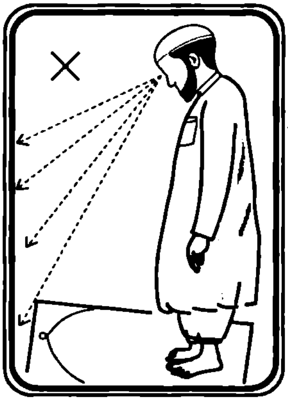

৩। পা ও পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামূখী থাকবে। পা অবশ্যই সোজা রাখতে হবে।

শুদ্ধ নিয়ম

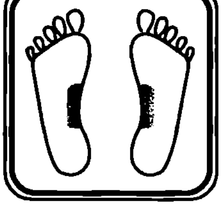

ভুল নিয়ম

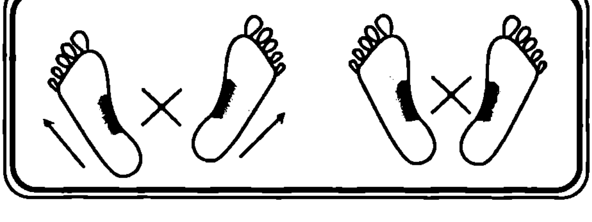

www.pathagar.com

৪। উভয় পায়ের মাঝখানে কমপক্ষে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক থাকবে। সামনে পিছনে সমান ফাঁক রাখতে হবে যাতে পা সোজা কিবলামূখী হয়।

শুদ্ধ নিয়ম

ভুল নিয়ম

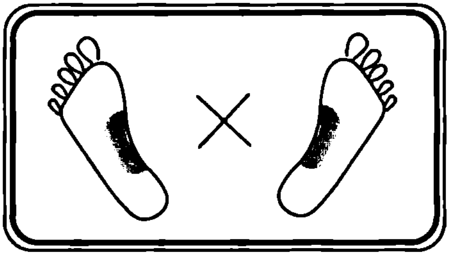

৫। জামায়াতে নামাজ পড়ার সময় সোজা হওয়া প্রয়োজন, কাতার সোজা করার সহজ পদ্ধতি যেমন- প্রত্যেকে নিজ নিজ পায়ের গোড়ালীর শেষ মাথা এক বরাবর রাখবে।

শুদ্ধ নিয়ম

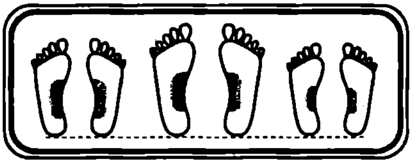

ভুল নিয়ম

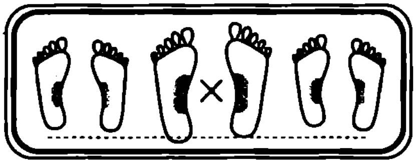

৬। জামায়াতের সময় ডানে বামে পরস্পরের বাহুগুলো সমান থাকবে। দুই বাহুর মাঝখানে কোন ফাঁক থাকবে না।

শুদ্ধ নিয়ম

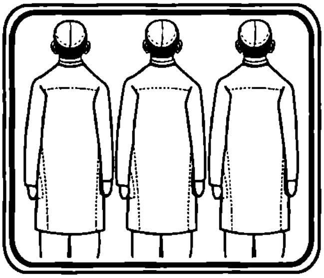

ভুল নিয়ম

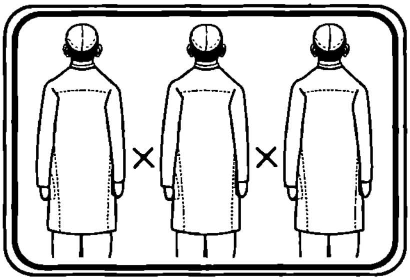

www.pathagar.com

৭। পায়জামা অথবা লুঙ্গী টাকনু (গোড়ালি) উপরে থাকবে।

শুদ্ধ নিয়ম

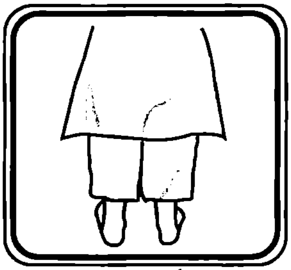

ভুল নিয়ম

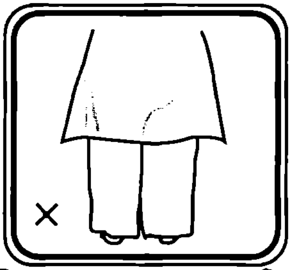

৮। হাতের আস্তিন সম্পূর্ণ লম্বা হওয়া চাই যাতে কবজি বরাবর ঢেকে থাকে। আস্তিন গুটিয়ে পরা মাকরূহ।

শুদ্ধ নিয়ম

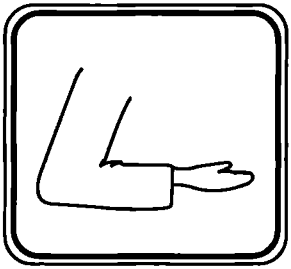

ভুল নিয়ম

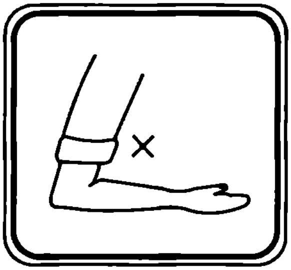

৯। যে ধরণের পোশাক পরে মানুষ জনসমুক্ষে যায় না সে ধরণের পোশাক পরে নামাজ পড়া মাকরূহ।

আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং সাবধাণতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আ'রাফ (জান্নাত ও জাহান্নামে মধ্যবর্তী স্থান) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬) হে বনি আদম! (হে মানবজাতি)! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং সাবধাণতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। এ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।*

৩য় ফরজ কিরাত করা

৭। যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করবে তখন এক এক আয়াত থেমে থেমে পড়বে। প্রত্যেক আয়াতের শেষে নিঃশ্বাস ছেড়ে দেবে। যেমন- আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (থামবে)। আর রাহমানির রাহীম (থামবে) মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (থামবে)। এভাবে সূরা শেষ করবে। এক নিঃশ্বাসে কয়েক আয়াত পড়বে না। সূরা ফাতিহা ছাড়া অপর যে কোন সূরা পাঠ করার সময় এক নিঃশ্বাসে এক বা একাধিক আয়াত পাঠ করা যায়।

সূরা ফাতিহার সাত আয়াত (বাক্য) দিয়েছি যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয়

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হিজর (বিচ্ছেদ) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৬) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। (৮৭) আমি অবশ্যই তোমাকে সূরা ফাতিহার সাত আয়াত (বাক্য) দিয়েছি যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় এবং দিয়েছি মহা কোরআন।

৮। বিনা কারণে শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করবে না।

৯। উভয় পায়ের ওপর সমান ভার রেখে দাঁড়াতে হবে।

শুদ্ধ নিয়ম

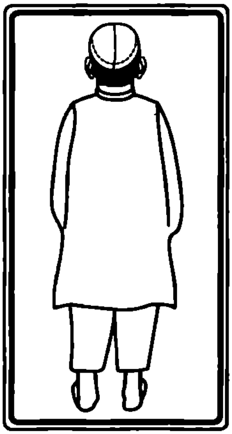

ভুল নিয়ম

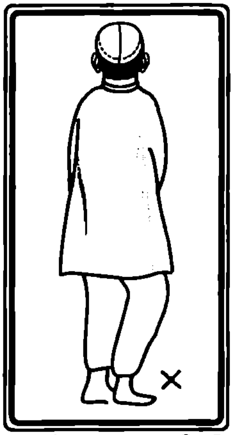

১০। হাই তোলা বা চুলকানো থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকার চেষ্টা করবে। যদি বিরত রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে হাত বাঁধা অবস্থায় ডান হাতের পেট দিয়ে মুখ বন্ধ করবে। অন্য অবস্থায় বাম হাতের পিঠ দিয়ে মুখ বন্ধ করবে।

হাত বাঁধা অবস্থায়

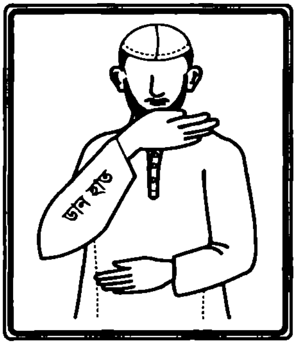

বসা বা রুকূ অবস্থায়

১১। দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সিজদাহর স্থানে রাখবে। এদিক ওদিক দেখা বা সামনের দিকে দেখা থেকে বিরত থাকবে।

www.pathagar.com

৪র্থ- ফরজ রুকূ করা

রুকূর মধ্যে

১। শরীরের উপর অংশকে এভাবে ঝুঁকাবে যাতে করে গর্দান ও পিঠ এক বরাবর হয়, এর চেয়ে বেশী ও কম করবে না।

শুদ্ধ নিয়ম

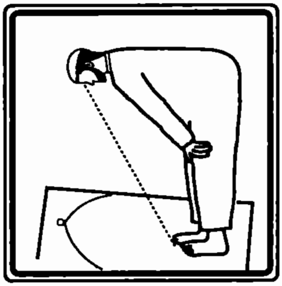

ভুল নিয়ম

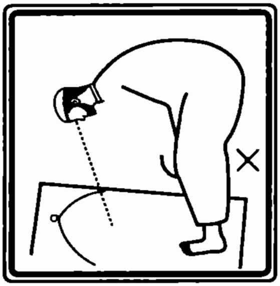

২। রুকূর অবস্থায় গর্দান এতটুকু ঝুকাবে না যাতে থুতনী সীনার সাথে মিশে যায়। আবার এতটুকুও উপরে রাখবে না যাতে করে গর্দান ও কোমর এক বরাবর হয়ে যায়।

ভুল নিয়ম

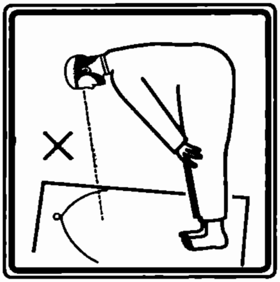

ভুল নিয়ম

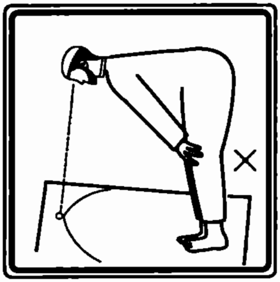

৩। রুকূর মধ্যে পা সোজা রাখবে, পা যেন বাঁকা না হয়।

৪। পায়ের নলা সোজা খাড়া রাখবে, সামনে বা পিছনে ঝুকবে না।

শুদ্ধ নিয়ম

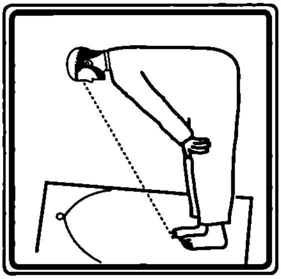

ভুল নিয়ম

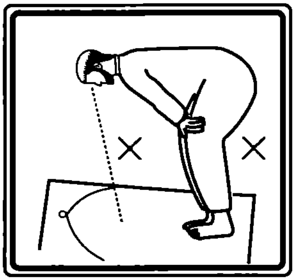

৫। রুকুতে যাওয়ার সময় হাত সোজা ছেড়ে দেবে না বা পিছনের দিকে ঝাড়া দেবে না।

৬। উভয় হাত হাঁটুর ওপর এমনভাবে রাখবে যাতে আঙ্গুলগুলো খোলা থাকে এবং দুই আঙ্গুলের মাঝখানে ফাঁক থাকে। এভাবে ডান হাত দ্বারা ডান হাঁটু এবং বাম হাত দ্বারা বাম হাঁটু শক্তভাবে ধরবে।

শুদ্ধ নিয়ম

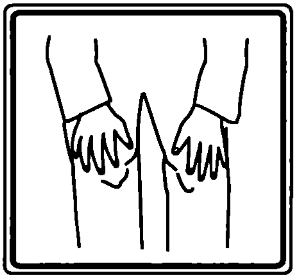

ভুল নিয়ম

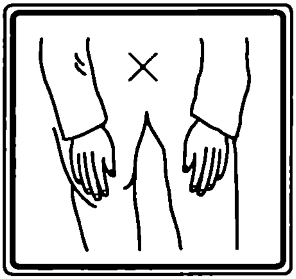

৭। রুকূকালীন সময়ে হাত ও বাহু সোজা থাকা চাই কোন অবস্থাতেই যেন বক্রতা না আসে। পাজড় থেকে বাহুকে পৃথক রাখবে।

শুদ্ধ নিয়ম

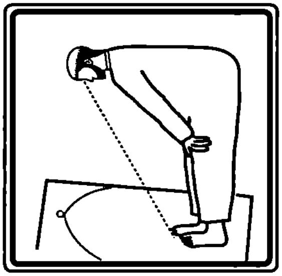

ভুল নিয়ম

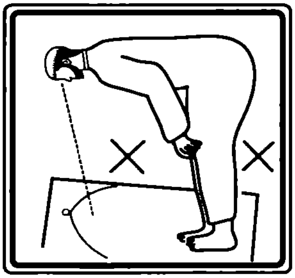

৮। রুকূকালীন সময়ে দৃষ্টি উভয় পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের ওপর রাখবে।

www.pathagar.com

৯। রুকূতে স্থিরতার সাথে ততক্ষণ দেরী করবে, যাতে কমপক্ষে ৩ বার **'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম'** অর্থাৎ **'অতি পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান'** সহীহ-শুদ্ধভাবে আদায় করা যায়। সম্ভব হলে ৫, ৭ ও ৯ বার পড়া উত্তম।

১০। উভয় পায়ের ভারসাম্য সমান থাকবে এবং গোড়ালী দুইটি পাশাপাশি থাকবে। আগে পিছে নয়।

রুকূ থেকে দাঁড়ানোর সময়

১। রুকূ থেকে দাঁড়ানোর সময় এভাবে সোজা হবে যাতে শরীরে কোথাও বক্রতা না থাকে। হাত নীচের দিকে ছেড়ে সোজা রাখবে।
২। এ সময়ও দৃষ্টি সিজদাহর স্থানে রাখবে
৩। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদাহে যেতে হবে।

শুদ্ধ নিয়ম

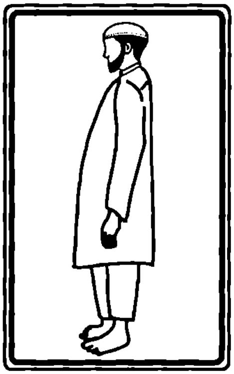

ভুল নিয়ম

৫ম ফরজ সিজদাহ করা

সিজদাহে যাওয়ার সময়

১। প্রথমে হাঁটু বাঁকা করে জমিনের দিকে এমনভাবে নিয়ে যাবে যাতে সীনা ও মাথা আগে না ঝুঁকে। যখন হাঁটু মাটিতে লেগে যায় তখন সীনা ও মাথা ঝুঁকাতে হবে।

২। হাঁটু জমিনে ঠেকাবার আগ পর্যন্ত শরীরের উপরের অংশ সামনের দিকে ঝুঁকাবে না।

৩। সীনা সামনের দিকে না ঝুঁকার নিয়ম যেমন- সিজদাহে যাওয়ার সময় হাঁটুর ওপর হাত দিয়ে ভর না দেয়া, এতে হাঁটু মাটিতে লাগার পূর্বে সীনা ও মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে যায়।

www.pathagar.com

পর্যায়ক্রমে সিজদাহে যাওয়া

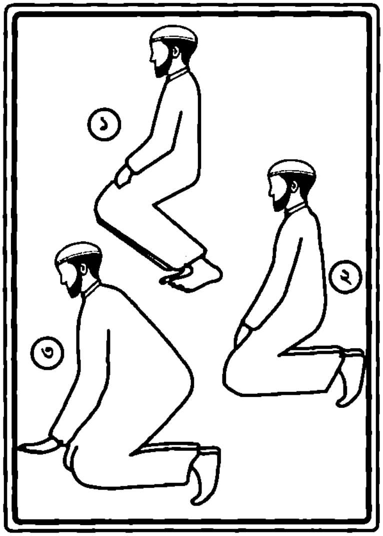

এভাবে যাওয়া অনিয়ম

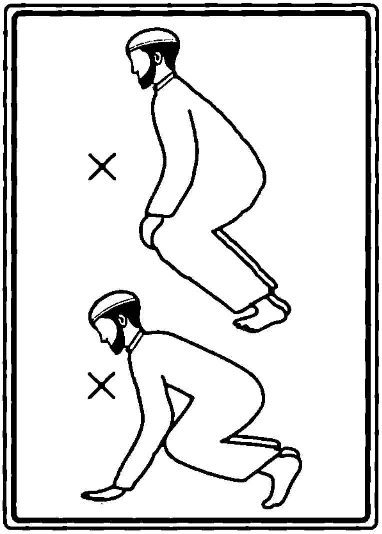

মাথা ও সীনা না ঝুকানোর কারণ

১। সিজদাহে যাওয়ার সময় হাঁটু মাটিতে লাগার পূর্বে নিজ কোমর, বুক তথা শরীরের উপরিভাগ সম্পূর্ণ সোজা রাখতে হবে।

২। সিজদাহে যাওয়ার সময় হাঁটুতে হাত রাখার কোন প্রমাণ নেই। তবে সিজদাহ থেকে উঠার সময় হাঁটুতে হাত রাখা মুস্তাহাব।

৩। হাঁটুর পর প্রথমে জমিনের ওপর হাত, তারপর নাক, অতঃপর কপাল রাখবে।

শুদ্ধ নিয়ম

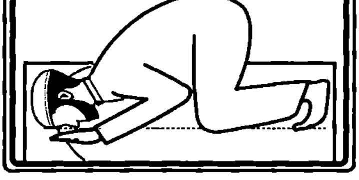

ভুল নিয়ম

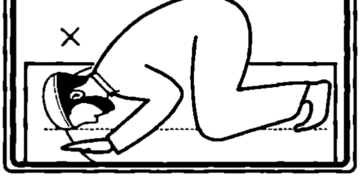

সিজদাহ্ অবস্থায়

১। সিজদাহতে মাথা উভয় হাতের মাঝখানে এমনভাবে রাখবে, যাতে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথা কান বরাবর হয়। উভয় হাতের মাঝে চেহারার আকার পরিমাণ ফাঁক রাখবে।

শুদ্ধ নিয়ম

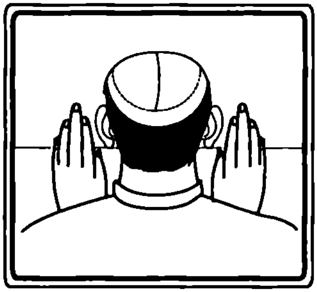

ভুল নিয়ম

২। সিজদাহে উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলে থাকবে। আঙ্গুলের মাঝখানে যেন কোন ফাঁক না থাকে।

শুদ্ধ নিয়ম

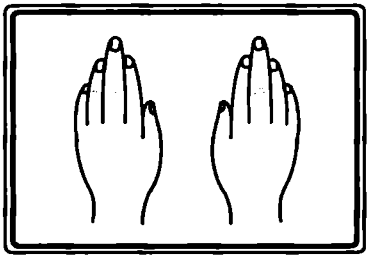

ভুল নিয়ম

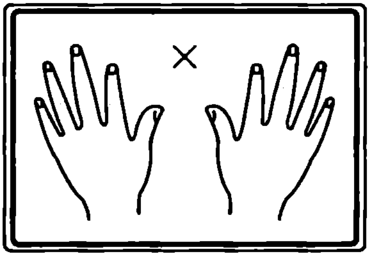

৩। সিজদাহে উভয় পায়ের গোড়ালি কাছাকাছি রাখবে মিলিয়ে রাখবে না এবং আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী থাকবে।

শুদ্ধ নিয়ম

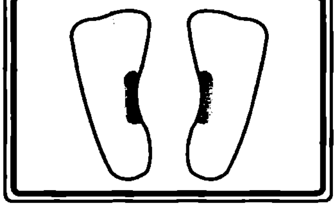

ভুল নিয়ম

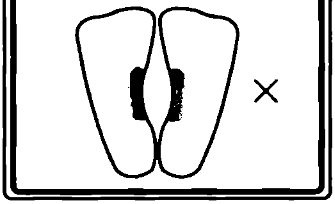

৪। উভয় হাতের কনুইদ্বয় জমিন থেকে উপরে থাকবে।

শুদ্ধ নিয়ম

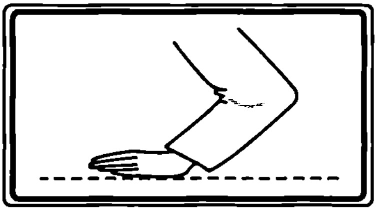

ভুল নিয়ম

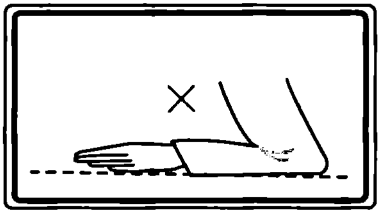

৫। উভয় বাহু বগল থেকে পৃথক রাখা চাই, বগল ও বাহু মিলিয়ে রাখবে না।

শুদ্ধ নিয়ম

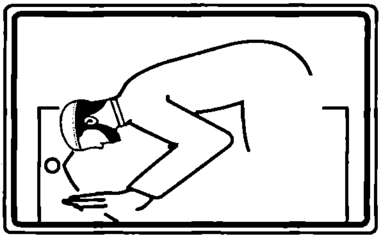

ভুল নিয়ম

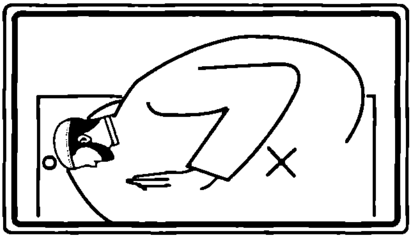

৬। কুনুইদ্বয়কে এত দূরে রাখতে হবে যাতে পাশের নামাজীর কোন অসুবিধা না হয়।

শুদ্ধ নিয়ম

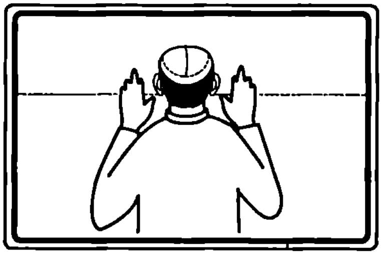

ভুল নিয়ম

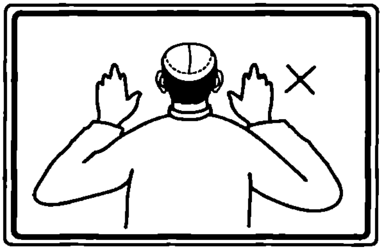

৭। পেট ও রান আলাদা আলাদা রাখবে। পেট ও রান মিলিয়ে রাখবে না।

শুদ্ধ নিয়ম

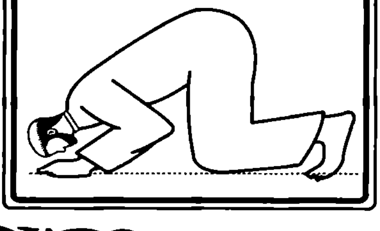

ভুল নিয়ম

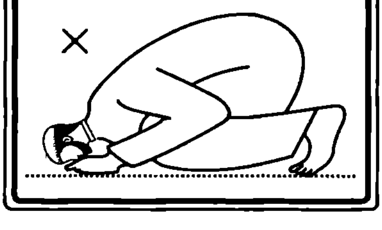

www.pathagar.com

৮। সম্পূর্ণ সময় সিজদাহর মধ্যে নাক মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে। মাঝে মধ্যে তুলে ফেলা ঠিক নয় এবং নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখতে হবে।

৯। উভয় পা এমনভাবে খাড়া রাখবে যেন পায়ের গোড়ালী উঁচু থাকে এবং আঙ্গুলগুলো মোড় দিয়ে কিবলামূখী থাকে।

শুদ্ধ নিয়ম

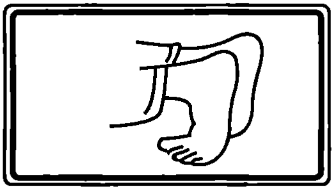

ভুল নিয়ম

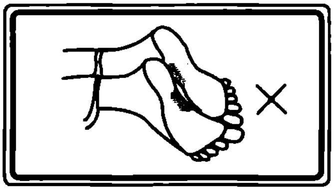

১০। সিজদাহর সময় উভয় পা পূর্ণ সময় জমিনের সাথে লাগানো থাকবে। সিজদাহে তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় পা মাটিতে না রাখলে সিজদাহ আদায় হয় না।

শুদ্ধ নিয়ম

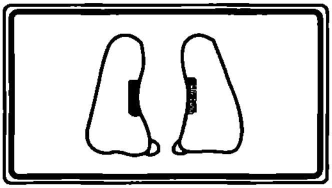

ভুল নিয়ম

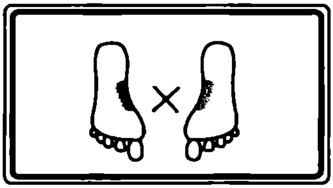

১১। সিজদাহে কমপক্ষে এতক্ষণ অবস্থান করবে যাতে ধীরস্থিরভাবে ৩ বার **'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা।'** অর্থাৎ **'অতি পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ'** পড়া যায় সম্ভব হলে ৫, ৭ ও ৯ বার পড়া উত্তম।

দুই সিজদাহর মধ্যখানে

১। প্রথম সিজদাহ থেকে উঠে ধীরস্থিরতার সাথে দোজানু হয়ে সোজা বসবে। অতঃপর দ্বিতীয় সিজদাহ করবে।

শুদ্ধ নিয়ম

ভুল নিয়ম

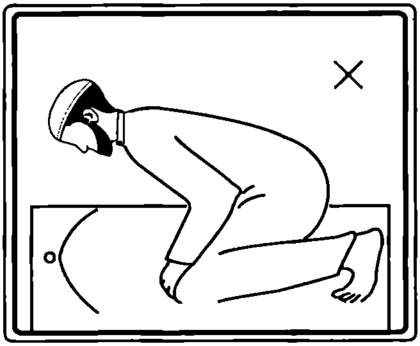

২। বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসবে এবং ডান পা এভাবে খাড়া রাখবে যেন আঙ্গুলগুলো মুড়িয়ে কিবলার দিকে থাকে।

শুদ্ধ নিয়ম

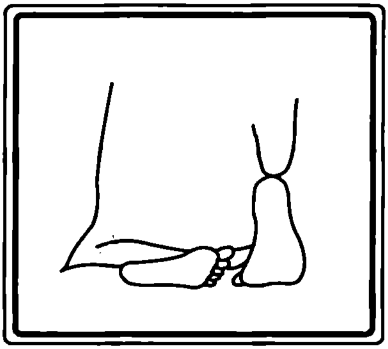

ভুল নিয়ম

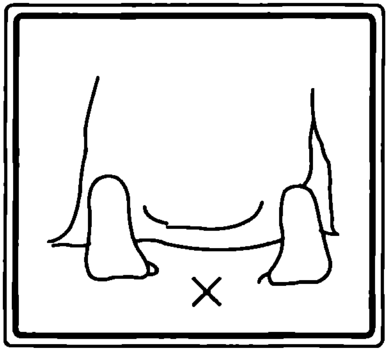

৩। বসা অবস্থায় উভয় হাত রানের অগ্রভাগে হাঁটুর সমানে রাখবে, আঙ্গুলগুলো যেন হাঁটুর ওপর লটকানো না থাকে। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় সামান্য ফাঁক থাকবে।

শুদ্ধ নিয়ম

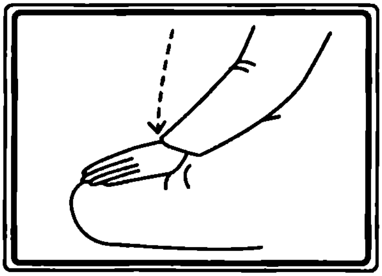

ভুল নিয়ম

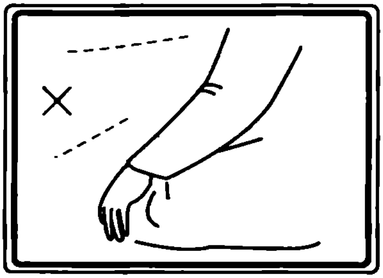

৪। বসা অবস্থায় দৃষ্টি নিজ কোলের মধ্যবর্তি স্থানের দিকে থাকবে।

দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে উঠা

১। দ্বিতীয় সিজদাহেও এভাবে যেমন প্রথমে উভয় হাত তারপর নাক অতঃপর কপাল মাটিতে রাখবে।

২। দ্বিতীয় সিজদাহ ও প্রথম সিজদাহর মতই হবে।

www.pathagar.com

৩। সিজদাহ্ থেকে উঠার সময় প্রথম কপাল তারপর নাক তারপর হাত অতঃপর হাঁটু মাটি থেকে উঠবে।

চিত্র

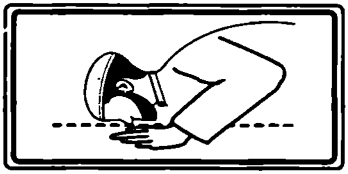

৪। সিজদাহ্ থেকে উঠার সময় হাঁটুর ওপর হাতে ভর দিয়ে উঠবে। বসা ছাড়াই মাটিতে ভর না দিয়ে সরাসরি দাঁড়াবে। তবে শরীরের ওজনবৃদ্ধি বা রোগ-ব্যাধি অথবা বার্ধক্যের কারণে শরীর দুর্বল হলে মাটিতে ভর দেয়া যায়।

শুদ্ধ নিয়ম

ভুল নিয়ম

৬ষ্ঠ ফরজ শেষ বৈঠক করা

বসা অবস্থায়

১। দুই সিজদাহ্র মাঝখানে বসার অনুরূপে দুই রাকায়াত পর বসবে।

২। তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ার সময় 'আশহাদু' বলার সময় বৃত্ত করবে, 'লাইলাহা' বলার সময় তর্জনী তুলে ইশারা করবে এবং 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় আঙ্গুল নামিয়ে ফেলবে।

৩। ইশারা করার নিয়ম, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যমা দ্বারা বৃত্ত তৈরী করে এবং কনিষ্ঠ ও অনামিকা বন্ধ করে এবং তর্জণীকে এভাবে রাখতে হবে যেন এর মাথা কিবলামূখী থাকে।

চিত্র

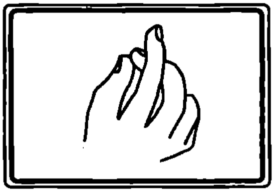

www.pathagar.com

শুদ্ধ নিয়ম

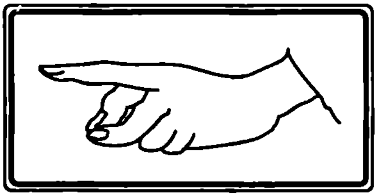

ভুল নিয়ম

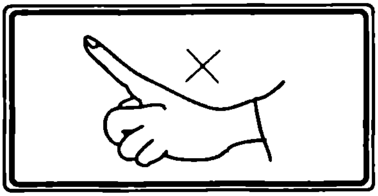

৪। ইল্লাল্লাহ বলার সময় তর্জণীর মাথা নীচু করবে তবে সম্পূর্ণ মিলাবে না এবং একটু উঁচু রাখবে এবং অন্যান্য আঙ্গুল যেভাবে আছে নামাজের শেষ পর্যন্ত ঐভাবে রাখবে।

চিত্র

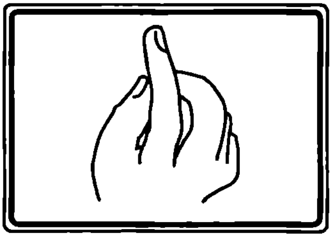

৭ম ফরজ নামাজ হতে বাহির হওয়া

সালাম ফিরানোর সময়

উভয়দিকে সালাম ফিরানোর সময় গর্দান এতটুকু ঘুরাবে যাতে পিছনে বসা ব্যক্তি যেন চোয়াল দেখতে পায়।

শুদ্ধ নিয়ম

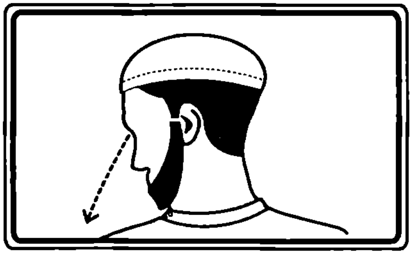

ভুল নিয়ম

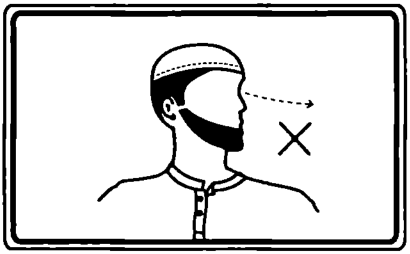

২। সালাম ফিরানোর সময় দৃষ্টি কাঁধের ওপর রাখবে।

www.pathagar.com

মোনাজাতের সময়

১। দোয়া করার সময় উভয় হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁক থাকবে। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফাঁক থাকবে।

শুদ্ধ নিয়ম

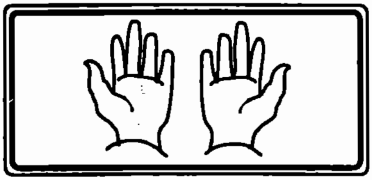

ভুল নিয়ম

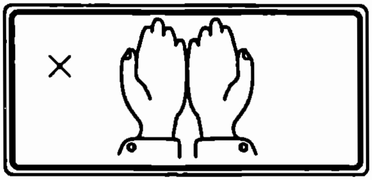

২। দোয়া করার সময় হাত সীনা বরাবর তুলবে এবং হাতের তালু চেহারার দিকে রাখবে। দৃষ্টি দুই হাতের মধ্যখানে থাকবে।

শুদ্ধ নিয়ম

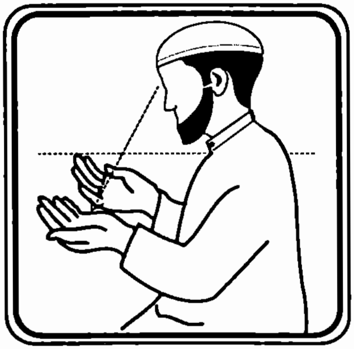

ভুল নিয়ম

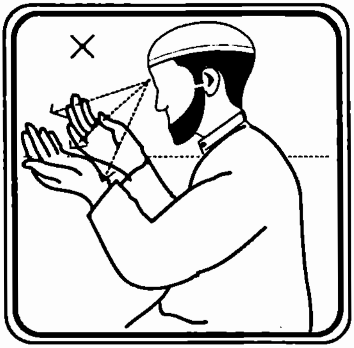

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়- নামাজ

৩

মেয়েদের নামাজ চিত্রসহকারে

www.pathagar.com

মেয়েদের নামাজ চিত্রসহকারে

বিশেষ বিশেষ স্থলে পুরুষ ও মেয়েদের নামাজের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। নিম্নে মেয়েদের নামাজ সম্পর্কে চিত্রসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

১। মেয়েদের নামাজ আরম্ভ করার আগে মুখমন্ডল, হাত ও পা ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখতে হবে।

২। মেয়েদের জন্য ঘরের খোলা জায়গায় নামাজ পড়ার চেয়ে নির্জন কক্ষে নামাজ পড়া উত্তম এবং উঠানে বা বারান্দায় পড়ার চেয়ে ঘরের ভিতরে নামাজ পড়া উত্তম।

৩। মেয়েদের উভয় পা মিলিয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে উভয় গোড়ালী যেন কাছাকাছি মিলে যায়। দুই পায়ের মাঝখানে কোন ফাঁক থাকবে না।

শুদ্ধ নিয়ম

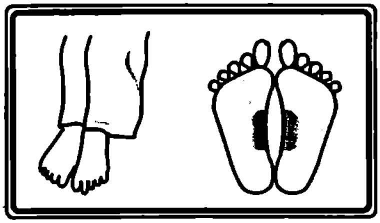

ভুল নিয়ম

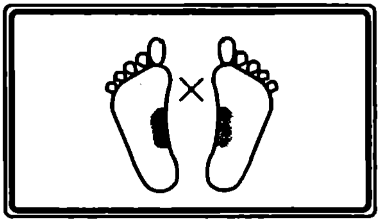

৪। মেয়েদের তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় কান বরাবর হাত উঠাবে না বরং কাঁধ বরাবর উঠাবে। আবার তাও হাত কাপড়ের ভিতরে রেখে, কাপড় থেকে বের করে নয়।

শুদ্ধ নিয়ম

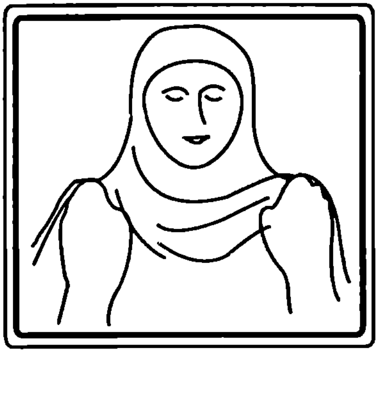

ভুল নিয়ম

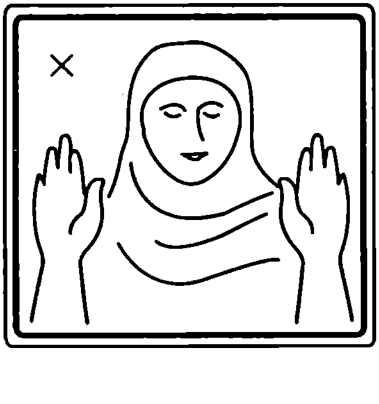

হাত রাখার নিয়ম (কাপড়ের ভিতর হাত রাখবে)

৫। মেয়েরা পুরুষদের মত নাভীর নীচে হাত বাঁধবে না বরং বুকের ওপর শুধু বাম হাতের পিঠের ওপর ডান হাতের তালু দ্বারা চেপে ধরবে।

৬। রুকূতে মেয়েরা পুরুষদের মত কোমর সোজা রাখা প্রয়োজন নেই। মেয়েরা কম ঝুঁকবে।

শুদ্ধ নিয়ম

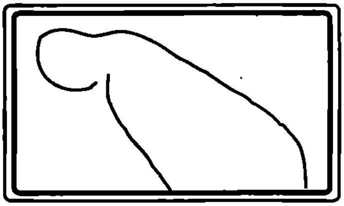

ভুল নিয়ম

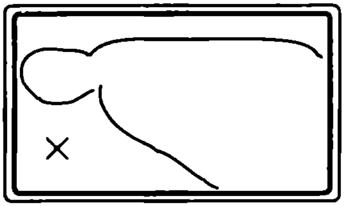

৭। রুকূর অবস্থায় মেয়েরা হাঁটুর ওপর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে, যাতে আঙ্গুলের মাঝখানে ফাঁক না থাকে। শুধু হাঁটুর ওপর হাত চেপে রাখবে, হাঁটুকে আকড়িয়ে ধরবে না।

৮। রুকূর মেয়েদের পুরুষদের মত পাগুলো সোজা রাখবে না বরং হাঁটু সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে রাখবে আর পিঠ সামান্য বাঁকা রাখবে।

চিত্র

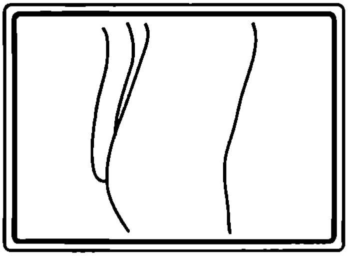

www.pathagar.com

৯। মেয়েরা রুকূ করার সময় নিজের বগল ও বাহু মিলিয়ে রাখবে পুরুষদের মত বগল ও বাহু পৃথক থাকবে না।

চিত্র

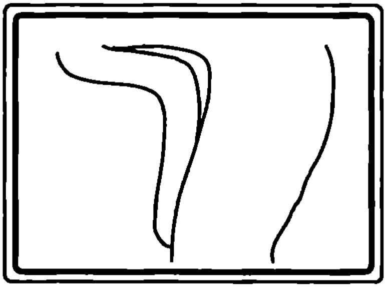

১০। সিজদাহে যাওয়ার সময় পুরুষরা হাঁটু জমিনে ঠেকানোর আগে সীনা ঝুকবে না। কিন্তু মেয়েরা প্রথম থেকেই শরীর সামনে ঝুকাতে পারবে।

চিত্র

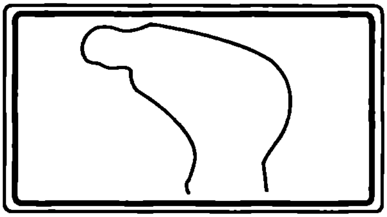

১১। মেয়েরা সিজদাহে রান পেটের সাথে এবং বাহু বগলের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং উভয় পা খাড়া করে রাখার পরিবর্তে ডানদিকে বাহির করে বিছিয়ে দেবে।

উভয় পা ডানদিকে বাহির করবে

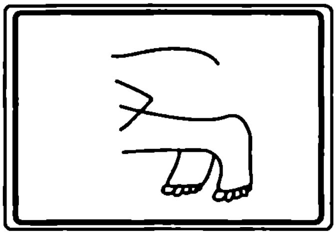

রান ও বাহুর অবস্থা

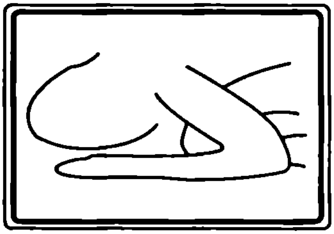

www.pathagar.com

১২। পুরুষরা সিজদাহ করার সময় হাত মাটি থেকে ওপরে রাখবে কিন্তু মেয়েরা হাত মাটিতে বিছিয়ে রাখবে

শুদ্ধ নিয়ম

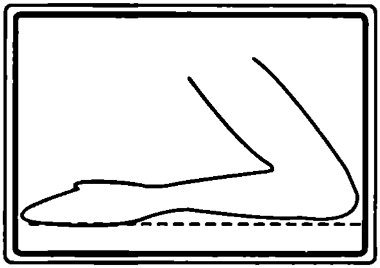

ভুল নিয়ম

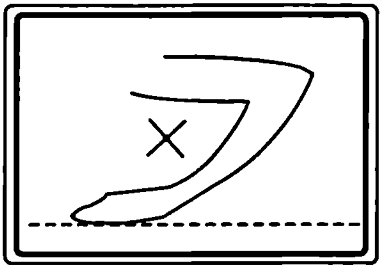

১৩। দুই সিজদাহর মধ্যবর্তী সময় ও আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় উভয় পা ডানদিকে বের করে বাম নিতম্বের (পিছনের নিম্নাংশর) ওপর বসবে। উভয় পা ডানদিকে বের করে দিবে এবং ডান পায়ের নলা বাম পায়ের নলার ওপর রাখবে।

চিত্র

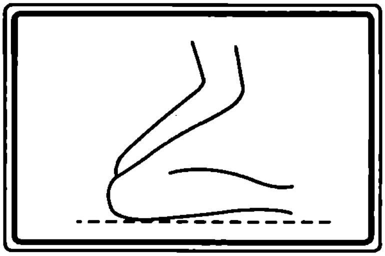

১৪। সর্ব অবস্থায় রুকু, সিজদাহ, বসা, সকল স্থানেই আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে, কোন অবস্থাতেই আঙ্গুলের মাঝে ফাঁক রাখবে না।

চিত্র

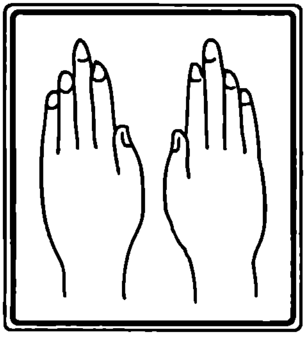

www.pathagar.com

মোনাজাতের সময়

১। দোয়া করার সময় উভয় হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁক থাকবে। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফাঁক থাকবে।

শুদ্ধ নিয়ম

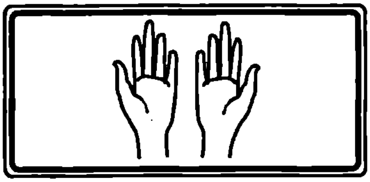

ভুল নিয়ম

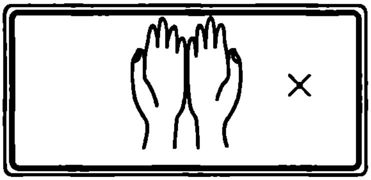

২। দোয়া করার সময় হাত সীনা বরাবর তুলবে এবং হাতের তালু চেহারার দিকে রাখবে। দৃষ্টি দুই হাতের মধ্যখানে থাকবে।

শুদ্ধ নিয়ম

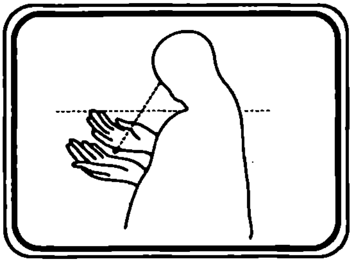

ভুল নিয়ম

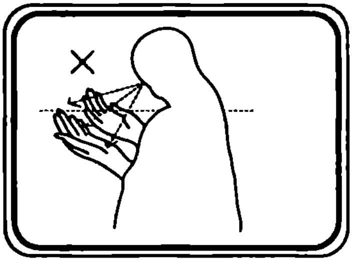

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়- নামাজ

৪

প্রয়োজনীয় সূরা এবং দোয়া

www.pathagar.com

সূরা ফাতিহা (উদঘাটিকা)

সূরা নং-১, মক্কী-৫, আয়াত-৭, রুকূ-১, শব্দ-২৫, অক্ষর-১২৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ *(১) আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন, (২) আররাহমা-নির রাহীম, (৩) মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন। (৪) ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তা'ঈন। (৫) ইহদিনাচ্ছিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম। (৬) ছিরা-ত্বাল্লাজীনা আন'আমতা আলাইহিম। (৭) গ্বাইরিল মাগ্বদুবি 'আলাইহিম অলাদ্দ্বা---ল্লীন।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক। (২) যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু, (৩) (যিনি) বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদেরকে সরল সঠিক পথে চালিত করুন। (৬) তাদের পথে যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, (৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমিন।

সূরা নাস (মনুষ্য)

সূরা নং-১১৪, মক্কী-২১, আয়াত-৬, রুকূ-১, শব্দ-২০, অক্ষর-৮১

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ *(১) কুল আ'উ-জু বিরাব্বিন না-ছ, (২) মালিকিন না-ছ, (৩) ইলা-হিন না-ছ। (৪) মিন শাররিল ওয়াছওয়া-ছিল খান্না-ছ। (৫) আল্লাজী ইয়ুওয়াছবিছু ফী ছুদূরিন না-ছ, (৬) মিনাল জ্বিন্নাতি ওয়ান্না-ছ।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) বল, 'আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের (২) মানুষের অধীশ্বরের, (৩) মানুষের উপাস্যের, (৪) তার কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে যে সুযোগ মত আসে ও সরে পড়ে, (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের হৃদয়ে (৬) জ্বিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে।'

সূরা ফালাক্ব (ঊষা)

সূরা নং-১১৩, মক্কী-২০, আয়াত-৫, রুকূ-১, শব্দ-২৩, অক্ষর-৭৩

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ *(১) কুল আ'উ-জু বিরাব্বিল ফালাক্ব, (২) মিন শাররি মা- খালাক্ব। (৩) ওয়ামিন শাররি গ্বা-ছিক্বিন ইজা-ওয়াক্বাব। (৪) অমিন শাররিন নাফ্ফা-ছা-তি ফিল 'উক্বাদ। (৫) ওয়ামিন শাররি হা-ছিদিন ইজা- হাছাদ।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) বল, আমি শরণ নিচ্ছি ঊষার স্রষ্টার (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। (৩) অনিষ্ট হতে রাতের, যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় (৪) এবং সে সমস্ত নারীদের অনিষ্ট হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে যাদু করে (৫) এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে।'

www.pathagar.com

সূরা ইখলাস (নির্মলতা; বিশুদ্ধ)

সূরা নং-১১২, মক্কী-২২, আয়াত-৪, রুকূ-১, শব্দ-১৭, অক্ষর-৪৯

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ *(১) কূল হুয়াল্লা-হু আহাদ। (২) আল্লা-হুছ ছামাদ। (৩) লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ূলাদ। (৪) ওয়ালাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) বল, তিনি আল্লাহ্-এক (২) আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে স্বতন্ত্র। (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। (৪) এবং না তার সমকক্ষ আছে কেউ।

সূরা লাহাব (শিখাময় বহ্নি)

সূরা নং-১১১, মক্কী-৬, আয়াত-৫, রুকূ-১, শব্দ-২৪, অক্ষর-৮১

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ *(১) তাব্বাৎ ইয়াদা আবী লাহাবিঁও ওয়া তাব্ব। (২) মা-আগ্না- 'আনহু মা-লুহূ ওয়ামা- কাছাব। (৩) ছাইয়াছলা- না-রান জা-তা লাহাবিঁও (৪) অমরাআতুহ ; হাম্মা- লাতাল হাত্বাব। (৫) ফী জ্বীদিহা- হাবলুম মিম মাছাদ।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ভঙ্গ হউক, নিজেও হউক বিনাশ। (২) তার মাল ও উপার্জন তার কোন কাজে আসে নাই। (৩) সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে। (৫) তার গলায় খেজুর আঁশের রশি।

সূরা নাস্বর (সাহায্য)

সূরা নং-১১০, মদানী-১১৪, আয়াত-৩, রুকূ-১, শব্দ-১৯, অক্ষর-৮১

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ *(১) ইজা-জ্বা আ নাছরুল্লা-হি ওয়াল ফাতহ। (২) অরাআইতান না-ছা ইয়াদখুলূনা ফী দীনিল্লা-হি আফওয়া-জ্বা। (৩) ফাছাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াছতাগ্‌ফিরহ; ইন্নাহূ কা-না তাওয়্যা-বা।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আসবে যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, (২) দেখবে তুমি মানুষকে আল্লাহর দ্বীন দলে দলে গ্রহণ করতে (৩) তখন তোমার রব্বের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

সূরা কাফেরূন (ধর্মদ্রোহিগণ; অবিশ্বাসীগণ)

সূরা নং-১০৯, মক্কী-১৮, আয়াত-৬, রুকূ-১, শব্দ-২৬, অক্ষর-৯৯

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ *(১) কূল ইয়া- আইয়্যুহাল কা-ফিরূন, (২) লা-আ'বুদু মা- তা'বুদূনা (৩) অলা-আনতুম 'আ-বিদূনা মা- আ'বুদ। (৪) অলা-আনা আ-বিদুম মা- 'আবাদতুম (৫) অলা-আনতুম 'আ-বিদূনা মা- আ'বুদ। (৬) লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়াদীন।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) বল, হে অবিশ্বাসীগণ (কাফেরগণ)! (২) আমি এবাদত করি না, যার এবাদত তোমরা কর, (৩) তোমরাও তার উপাসক নহ যার উপাসক আমি। (৪) তোমাদের প্রভুর উপাসক আমি নহি, (৫) তোমরাও তাঁর উপাসক নহ যাঁর উপাসক আমি। (৬)) তোমাদের ধর্ম তোমাদের আমার ধর্ম আমার কাছে (প্রিয়)।

www.pathagar.com

সূরা-কাওষার (জান্নাতের সরোবর বিশেষ; অমৃত)

সূরা নং-১০৮, মক্কী-১৫, আয়াত-৩, রুকু-১ শব্দ-১০, অক্ষর-৩৭

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***উচ্চারণ ঃ** (১) ইন্না আ'ত্বাইনা- কালকাওছার। (২) ফাছাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার। (৩) ইন্না শা-নিআকা হুয়াল আবতার।*

অর্থ ঃ ১ রুকু ঃ আয়াত ঃ (১) নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে প্রচুর মঙ্গলদান করেছি। (২) সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় কর এবং কোরবানী কর। (৩) যে তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে সে-ই তো নির্বংশ।

সূরা-মায়ুন (পরস্পরের সাহায্য দানের বস্তু)

সূরা নং-১০৭, মক্কী-১৭, আয়াত-৭, রুকু-১, শব্দ-২৫, অক্ষর-১১৫

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***উচ্চারণ ঃ** (১) আরাআইতাল্লাজী ইয়ুকাজ্জিবু বিদ্দীন। (২) ফাজা-লিকাল্লাজী ইয়াদু'য়ুল ইয়াতীম, (৩) অলা- ইয়াহুদ্দু 'আলা- ত্বা'আ-মিল মিছকীন। (৪) ফাওয়াইলুল লিল মুছাল্লীনাল (৫) লাজীনা হুম 'আন ছালা-তিহিম ছা-হুনাল (৬) লাজীনা হুম ইয়ুরা- উ-ন, (৭) ওয়া ইয়ামনা'উ -নাল মা-উ-ন।*

অর্থ ঃ ১ রুকু ঃ আয়াত ঃ (১) দ্বীনকে যে অবিশ্বাস করে তাকে কি দেখেছ? (২) সে তো রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এতীমকে (৩) এবং মিসকিনে অন্নদানে করে না সতুষ্ট। (৪) তাই সে নামাজের জন্য দুর্ভোগ- (৫) যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন (৬) যারা তা করে লোক প্রদর্শনীর জন্য, (৭) এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট খাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।

সূরা কোরাইশ (আরবের একটি গোত্র)

সূরা নং-১০৬, মক্কী-২৯, আয়াত-৪, রুকু-১, শব্দ-১৭, অক্ষর-১১৫
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***উচ্চারণ ঃ** (১) লিঈলা-ফি কুরাইশিন (২) ঈলা-ফিহিম রিহ্‌লাতাশ শিতা-য়ি ওয়াছ্ছাইফ। (৩) ফালাইয়া'বুদূ রাব্বা হা-জ্বাল বাইতিল (৪) লাজী আত্বা'আমাহুম মিন জু'ইওঁ ওয়া আ-মানাহুম মিন খাওফ।*

অর্থ ঃ ১ রুকু ঃ আয়াত ঃ (১) যেহেতু কোরাইশদের আসক্তি আছে, (২) আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের (৩) ওরা উপাসনা করুক এ গৃহের রক্ষকের, (৪) যিনি ওদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে ওদের নিরাপদ করেছেন।

সূরা ফীল (হস্তী)

সূরা নং-১০৫, মক্কী-১৯, আয়াত-৫, রুকু-১, শব্দ-২৪, অক্ষর-৯৪

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***উচ্চারণ ঃ** (১) আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বি আছহা-বিল ফীল। (২) আলাম ইয়াজ্'আল কাইদাহুম ফী তাদ্বলীলিওঁ (৩) ওয়া আরছালা 'আলাইহিম ত্বাইরান আবা-বীলা (৪) তারমীহিম বিহিজ্বা-রাতিম মিন ছিজ্জীল, (৫) ফাজ্বা'আলাহুম কা'আছফিম মা'কুল।*

www.pathagar.com

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তিবাহিনীর প্রতি কি করেছিলেন ? (২) তিনি কি ওদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি ? (৩) ওদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী (আবাবিল) প্রেরণ করেন, (৪) যারা ওদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে। (৫) অতঃপর তিনি ওদের ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।

সূরা হুমাযাহ (অপবাদ দেওয়া)

সূরা নং-১০৪, মক্কী-৩২, আয়াত-৯, রুকূ-১, শব্দ-৩৩, অক্ষর-১৩৫

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ *(১) অইলুল লিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযাতি (২) নিল্লাজী জ্বামা'আ মা-লাও ওয়া 'আদ্দাদাহ, (৩) ইয়াহছাবু আন্না মা-লাহু- আখলাদাহ। (৪) কাল্লা- লাইয়ুম্বাজান্না ফিল হুত্বামাতি (৫) অমা- আদরা-কা মাল হুত্বামাহ। (৬) না-রুল্লা-হিল মুক্বাদাতুল (৭) লাতী তাত্বালি'উ 'আলাল আফয়িদাহ। (৮) ইন্নাহা- 'আলাইহিম মুছাদাতুন (৯) ফী 'আমাদিম মুমাদ্দাদাহ।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে; (২) যে অর্থ সঞ্চয় করে এবং তা বার বার গণনা করে; (৩) সে ধারণা করে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে; (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হোতামায়; (৫) হোতামা কি, তা তুমি কি জান? (৬) এ আল্লাহর প্রজ্জলিত হূতাশন (অনুশোচণার আগুন), (৭) যা হৃদয়কে গ্রাস করে; (৮) এ ওদের পরিবেষ্টন করে রাখবে, (৯) দীর্ঘায়িত স্তম্ভে। (সর্ব নিম্নে জাহান্নামের তলদেশে)

সূরা আস্বর (কাল, অপরাহ্ন)

সূরা নং-১০৩, মক্কী-১৩, আয়াত-৩, রুকূ-১, শব্দ-১৪, অক্ষর-৭৮

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ *(১) অল 'আছর, (২) ইন্নাল ইনছা-না লাফী খুছর, (৩) ইল্লাল্লাজীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ্ছা-লিহা-তি ওয়া তাওয়া-ছাওবিল হাক্বক্বি ওয়া তাওয়া-ছাও বিছ ছাবর।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) মহাকালের শপথ, (২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, (৩) কিন্তু ওরা নয় যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

সূরা ঃ তাকাযুর (প্রাচুর্যের গর্ব করা)

সূরা নং-১০২, মক্কী-১৬, আয়াত-৮, রুকূ-১, শব্দ-২৮, অক্ষর-১২৩

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ *(১) আলহা-কুমুত তাকা-ছুরু (২) হাত্তা-যুরতুমুল মাক্বা-বির। (৩) কাল্লা-ছাওফা তা'লামূন, (৪) ছুম্মা কাল্লা- ছাওফা তা'লামুন। (৫) কাল্লা- লাও তা'লামূনা 'ইলমাল ইয়াক্বীন। (৬) লাতারাবুন্নাল জ্বাহীম, (৭) ছুম্মা লাতারাবুন্নাহা- 'আইনাল ইয়াক্বীন। (৮) ছুম্মা লাতুছআলুন্না ইয়াওমায়িজিন 'আনিন না'ঈম।*

www.pathagar.com

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছান্ন করে রাখে (২) যতক্ষণ না তোমরা কবরের সম্মুখীন হও; (৩) এ সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই এ জানতে পারবে; (৪) আবার বলি, এ সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পরবে। (৫) তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না। (৬) তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই ; (৭) আবার বলি, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে, (৮) এরপর অবশ্যই তোমাদের আল্লাহর অবদানের ভোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে?

সূরা কারীয়াহ্ (ভীষণ বিপদ)

সূরা নং-১০১, মক্কী-৩০, আয়াত-১১, রুকূ-১, শব্দ-৩৫, অক্ষর-১৬০

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***উচ্চারণ ঃ** (১) আল ক্বা-রি'আতু (২) মাল ক্বা-রি'আহ। (৩) অমা- আদরা-কা মাল ক্বা-রি'আহ। (৪) ইয়াওমা ইয়াকূনুন না-ছু কাল ফারা-শিল মাবছূছ। (৫) ওয়া তাকূনুলজ্বিবা-লু কাল 'ইহনিল মানফুশ। (৬) ফাআম্মা-মান ছাকুলাৎ মাওয়া-যীনুহূ। (৭) ফাহুয়া ফী 'ঈশাতির রা-দ্বিয়াহ। (৮) ওয়া আম্মা- মান খাফ্যাত মাওয়া -যীনহূ (৯) ফাউম্মুহূ হা-বিয়াহ। (১০) অমা-আদরা-কা মা-হিয়াহ। (১১) না-রুন হা-মিয়াহ।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) মহাপ্রলয় (কিয়ামত), (২) কিয়ামত কি? (৩) কিয়ামত সম্বন্ধে তুমি কি জান? (৪) মানুষ সেদিন হবে উৎক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায়, (৫) পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙিন পশমের মত। (৬) অতঃপর যার ওজন ভারী হবে, (৭) সে সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে। (৮) এবং যার ওজন হাল্কা হবে, (৯) তার স্থল হবে হাবিয়া। (১০) (হাবিয়া) কি তুমি জান? (১১) তা উত্তপ্ত অগ্নি।

সূরা যিলযাল (ভূমিকম্প হওয়া)

সূরা নং-৯৯, মক্কী-৯৩, আয়াত-৮, রুকূ-১, শব্দ-৩৭, অক্ষর-১৫৮

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***উচ্চারণ ঃ** (১) ইজা- যুলযিলাতিল আরদ্বু যিলযা-লাহা, (২) ওয়া আখরাজ্বাতিল আরদ্বু আছক্বা-লাহা, (৩) ওয়া ক্বা-লাল ইনছা-নু মা- লাহা। (৪) ইয়াওমায়িজিন তুহাদ্দিছু আখবা-রাহা। (৫) বিআন্না রাব্বাকা আওহা- লাহা। (৬) ইয়াওমায়িজিইঁ ইয়াছদুরুন্না-ছু আশতা-তাল লিইয়ুরাও আ'মা -লাহুম। (৭) ফামাইঁ ইয়া'মাল মিছক্বা-লা জাররাতিন খাইরাইঁ ইয়ারাহ। (৮) ওয়া মাই ইয়া'মাল মিছক্বা-লা জাররাতিন শাররাই ইয়ারাহ।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রকম্পিত হবে, (২) এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দেবে ! (৩) এবং মানুষ বলবে 'এর কি হল?' (৪) সেদিন (পৃথিবী) তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, (৫) কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন; (৬) সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে কারণ ওদের কৃতকর্ম ওদের দেখানো হবে; (৭) কেউ অণুপরিমাণ সৎকাজ করলে তা দেখবে (৮) ও কেউ অণুপরিমাণ অসৎকাজ করলে তাও দেখবে।

www.pathagar.com

সূরা ক্বাদর (সম্মান)

সূরা নং-৯৭, মক্কী-২৫, আয়াত-৫, রুকূ-১, শব্দ-৩০, অক্ষর-১১৫

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***উচ্চারণ ঃ** (১) ইন্না আনযালনা-হু ফী লাইলাতিল ক্বাদর। (২) অমা আদরা-কা মা- লইলাতুল ক্বাদর। (৩) লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহর। (৪) তানায্যালুল মালা-য়িকাতু ওয়াররূহু ফীহা বিইজনি রাব্বিহিমমিন কুল্লি আমর। (৫) ছালা-মুন হিয়া হাত্তা- মাত্বলা'ইল ফাজ্বর।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আমি এ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাত্রিতে; (২) শবে কদর রাত্রি সম্বন্ধে তুমি কি জান? (৩) মহিমান্বিত রাত্রি এক সহস্র (হাজার) মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ট। (৪) প্রত্যেক কাজে সে রাতে ফেরেস্তাগণ ও রুহু অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে। (৫) উষার আবির্ভাব পর্যন্ত সে রাত্রির মহিমা অব্যাহত থাকে।

সূরা ত্বীন (আঞ্জির ফল বা জয়তুনের গাছ)

সূরা নং-৯৫, মক্কী-২৮, আয়াত-৮, রুকূ-১, শব্দ-৩৪, অক্ষর-১৬৫

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***উচ্চারণ ঃ** (১) অত্তীনি ওয়ায্যাইতূন, (২) ওয়া তুরি ছীনীন, (৩) ওয়া হা-জাল বালাদিল আমীন, (৪) লাক্বাদ খালাক্বনাল ইনছা-না ফী- আহছানি তাক্বীম। (৫) ছুম্মা রাদাদনা-হু আছফালা ছা-ফিলীন। (৬) ইল্লাল্লাজীনা আ-মানূ ওয়াআমিলুছ ছা-লিহা-তি ফালাহুম আজ্বরুন গ্বাইরু মামনূন। (৭) ফামা-ইয়ুকাজ্জিবুকা বা'দু বিদ্দীন। (৮) আলাইছাল্লা-হু বিআহকামিল হা-কিমীন।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) শপথ ত্বীন (এক জাতীয় ফলের গাছ, বটগাছ সদৃস) ও জয়তুনের (আরবের ফল বিশেষ, তৈলরূপে ব্যবহার হয়) এবং (২) শপথ 'সিনাই' পর্বতের, (৩) এবং শপথ এ নিরাপদ নগরীর– (৪) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে, (৫) অতঃপর আমি ওকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি। (৬) কিন্তু তাদের নয় যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ; এদের জন্য আছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার। (৭) সুতরাং এর পর কি সে কর্মফলে অবিশ্বাস করে? (৮) আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

সূরা জ্বোহা (দিবসের প্রথম প্রহর)

সূরা নং-৯৩, মক্কী-১১, আয়াত-১১, রুকূ-১, শব্দ-৪০, অক্ষর-১৬৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***উচ্চারণ ঃ** (১) অদ্দুহা– (২) অল্লাইলি ইজা- ছাজ্বা, (৩) মা- ওয়াদ্দাআকা রাব্বুকা ওয়ামা-ক্বালা। (৪) অলাল আ-খিরাতু খঅইরুল লাকা মিনাল উ-লা। (৫) ওয়া লাছাওফা ইয়ু'ত্বীকা রাব্বুকা ফাতারদ্বা (৬) আলাম ইয়াজ্বিদকা ইয়াতীমান ফাআ- ওয়া, (৭) ওয়া ওয়াজ্বাদাকা দ্বা-লান ফাহাদা। (৮) ওয়া ওয়াজ্বাদাকা আ-লিয়ান ফাআগ্বনা। (৯) ফাআম্মাল ইয়াতীমা ফালা তাক্বহার। (১০) ওয়াআম্মাছা-য়িলা ফলা-তানহার। (১১) ওয়াআম্মা- বিনি'মাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিছ।*

www.pathagar.com

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) শপথ পূর্বাহ্নের, (২) শপথ রজনীর যখন তা হয় নিঝুম, (৩) তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। (৪) তোমার জন্য পরকাল তো ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (৫) তোমার প্রতিপালক তো তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেনই এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে। (৬) তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি এবং তোমাকে আশ্রয় দান করেননি ? (৭) তিনি তোমাকে পান পথহারা অতঃপর পথনির্দেশ করেন, (৮) তিনি তোমাকে পান নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করেন। (৯) সুতরাং তুমি পিতৃহীনের প্রতি রূঢ় হয়ো না (১০) এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ভৎসনা করো না; (১১) তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও।

সূরা ইন্‌শেরাহ্ (বিদারন)

সূরা নং-৯৪, মক্কী-১২, আয়াত-৮, রুকূ-১, শব্দ-২৭, অক্ষর-১০২

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ *(১) আলাম নাশরাহলাকা ছাদরাক, (২) ওয়া ওয়াদ্বা'না-'আনকা বযরাকাল (৩) লাজী- আনক্বাদ্বা কাহরাক, (৪) ওয়া রাফা'না- লাকা জিকরাক। (৫) ফাইন্না মা'আল 'উছরি ইয়ুছরা। (৬) ইন্না মা'আল 'উছরি ইয়ুছরা। (৭) ফাইজা-ফারাগ্‌তা ফানছাব। (৮) ওয়া ইলা-রাব্বিকা ফারগ্বাব।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আমি কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিইনি ? (২) আমি লাঘব করেছি তোমার ভার (যুদ্ধ) (৩) যা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক; (৪) এবং আমি তোমার স্তুতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। (৫) কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, (৬) নিশ্চয় আছে কষ্টের সাথে স্বস্তি। (৭) অতএব যখন অবসর পাও পরিশ্রম করো (৮) এবং প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো।

সূরা লাইল (রাত্রি)

সূরা নং-৯২, মক্কী-৯, আয়াত-২১, রুকূ-১, শব্দ-৭১, অক্ষর-৩১৪

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ *(১) অল্লাইলি ইজা- ইয়াগশা, (২) অন্নাহা-রি ইজা- তাজাল্লা, (৩) অমা-খালাক্বাজ্জাকারা ওয়াল উনছা (৪)ইন্না ছাইয়াকুম লাশাত্তা। (৫) ফাআম্মা- মান আ'ত্বা-ওয়াত্তাক্বা, (৬) ওয়া ছাদ্দাক্বা বিলহুছনা, (৭) ফাছানুইয়াচ্ছিরুহু লিল ইয়ুছরা (৮) ওয়াআম্মা-মাম বাখিলা ওয়াস্তাগ্বনা, (৯) ওয়া কাজ্জাবা বি হুছনা, (১০) ফাছানুইয়াচ্ছিরুহু লিল উছরা। (১১) অমা ইয়ুগ্বনী 'আনহু মা-লুহু- ইজা- তারাদ্দা। (১২) ইন্না 'আলাইনা- লালহুদা। (১৩) অইন্না লানা- লাল আ-খিরাতা ওয়াল উ-লা (১৪) ফাআণ্ডারতুকুম না-রান তালাজ্জা। (১৫) লা-ইয়াছলা-হা ইল্লাল আশক্বাল (১৬) লাজী কাজ্জাবা ওয়া তাওয়াল্লা। (১৭) ওয়া ছাইয়ুজ্বান্নাবুহাল আতক্বাল (১৮) লাজী ইয়ুতী মা-লাহু ইয়াতাযাক্কা। (১৯) অমা-লিআহাদিন 'ইন্দাহু মিন নি'মাতিন তুজ্বযা (২০) ইল্লাবতিগ্ব আ ওয়াজ্বহি রাব্বিহিল আ'লা। (২১) ওয়া লাছাওফা ইয়ারদ্বা।*

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) শপথ রজনীর যখন সে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে, (২) শপথ দিনের যখন তা আবির্ভূত হয়, (৩) এবং শপথ তাঁর যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন - (৪)

www.pathagar.com

অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির। (৫) সুতরাং কেউ দান করলে, সাবধাণী হলে (৬) এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে (৭) আমি তার জন্য সুখদ পরিণামের পথ সহজ করে দেব, (৮) এবং কেউ কৃপণ ব্যয়কুষ্ঠ হলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে। (৯) ও যা উত্তম তা বর্জন করলে (১০) তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ সহজ করে দেব, (১১) এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না যখন তার অধঃপতন ঘটবে। (১২) আমার কর্তব্য তো কেবল পথনির্দেশ করা, (১৩) আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের। (১৪) আমি তোমাদের লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি; (১৫) ওতে প্রবেশ করবে সে-ই যে নিতান্ত হতভাগ্য, (১৬) যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়; (১৭) তা হতে দূরে রাখা হবে সাবধাণীকে (১৮) যে সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য, (১৯) এবং কারও প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদান প্রত্যাশায় নয়, (২০) কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য, (২১) সে তো সন্তোষ লাভ করবেই।

সূরা ইয়াসীন (ব্যবচ্ছেদক শব্দ)

সূরা নং-৩৬, মক্কী-৪১, আয়াত-৮৩, রুকূ-৫, শব্দ-৭৩৯, অক্ষর-৩০৯০

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

উচ্চারণ ঃ ১ রুকূ ঃ *(১) ইয়া-ছীন (২) অল কুরআ-নিল হাকীম। (৩) ইন্নাকা লামিনাল মুরছালীন। (৪) আলা- ছিরা-ত্বিম মুস্তাক্বীম। (৫) তানযীলাল 'আযীযির রাহীম। (৬) লিতুন্জিরা ক্বাওমাম মা- উন্জিরা আ-বা উহুম ফাহুম গ্ব-ফিলুন। (৭) লাক্বাদ হাক্বক্বাল ক্বওলু 'আলা- আকছারিহিম ফাহুম লা- ইয়ুমিনূন। (৮) ইন্না-জ্বা'আলনা-ফী-আনা ক্বিহিম আগ্বলা-লান ফাহিয়া ইলাল আজক্বা-নি ফাহুম মুক্বমাহূমন। (৯) অ জ্বা'আলনা- মিম বাইনি আইদীহিম ছাদ্দাওঁ ওয়া মিন খালফিহিম ছাদ্দান ফাআগ্বশাইনা-হুম ফাহুম লা- ইয়ুবছিরূন। (১০) অ ছাওয়া -উন আলাইহিম আ আন্জারতাহুম আম লাম তুন্জিরহুম লা-ইয়ুমিনূন। (১১) ইন্নামা- তুন্জিরু মানিত্তাবাআজ্জিকরা ওয়া খাশিয়ার রাহমা-না বিল গ্বাইব, ফাবাশ্বিরহু বিমাগ্বফিরাতিওঁ ওয়া আজ্বরিন কারীম। (১২) ইন্না- নাহনু নুহয়িল মাওতা- ওয়া নাকতুবু মা- ক্বাদ্দামূ ওয়া আ-ছা-রাহুম; ওয়া কুল্লা শাইয়িন আহছাইনা-হু ফী-ইমা-মিম মুবীন।*

২ রুকূ ঃ (১৩) অদ্বরিব লাহুম মাছালান আছহা-বাল ক্বারইয়াহ। ইজ জ্বা আহাল মুরছালুন। (১৪) ইজ আরছালনা ইলাইহিমুছ নাইনি ফাকাজ্জাবুহুমা- ফা'আয্যাযনা- বিছা-লিছিন ফাক্বা- লু ইন্না ইলাইকুম মুরছালুন। (১৫) কা-লু মা আনতুম ইল্লা- বাশারুম মিছলুনা- ওয়ামা আনযালার রাহমা-নু মিন শাইয়িন ইন আনতুম ইল্লা- তাকজিবূন। (১৬) ক্বা-লু রাব্বুনা- ইয়া'লামু ইন্না ইলাইকুম লামুরছালুন। (১৭) অমা- আলাইনা- ইল্লাল বালা-গুল মুবীন। (১৮) ক্বা-লু ইন্না- তাত্বাইয়্যার্ণা-বিকুম, লায়িল লা তান্তাহু লানারজুমান্নাকুম ওয়া লাইয়ামাচ্ছান্নাকুম মিন্না- 'আজা-বুন আলীম। (১৯) ক্বা-লূ ত্বায়িরুকুম মা'আকুম; আয়িন জুক্কিরতুম; বাল আনতুম ক্বাওমুম মুছরিফূন। (২০) অ জ্বা-আ মিন আক্বছাল মাদীনাতি রাজুলুই ইয়াছ'আ- ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমিত তাবি'উল মুরছালীন। (২১) ইত্তাবিউ- মাল লা- ইয়াছআলুকুম আজরাও ওয়া হুম মুহতাদূন। (২২) অমা-লিয়া লা আ'বুদুল্লাজী ফাত্বারানী ওয়া ইলাইহি তুরজ্বাউ-ন (২৩) আআত্তাখিজু মিন দূনিহী আ-লিহাতান ইঁ ইয়ুরিদনির রাহমা-নু বিদ্বুররিল লা- তুগ্বনি 'আন্নী শাফা- আতুহুম শাইআওঁ ওয়ালা-ইয়ুনক্বিজুন। (২৪) ইন্নী-ইজাল লাফী দ্বালা-লিম মুবীন। (২৫) ইন্নী- আ-মান্ত বিরাব্বিকুম ফাছমা'উ-ন। (২৬) ক্বীলাদখুলিল জ্বান্নাহ; ক্বা-লা ইয়া-লাইতা ক্বাওমী ইয়ালামূন। (২৭) বিমা-গ্বাফারালী রাব্বী ওয়া জ্বাআলানী মিনাল মুকরামীন। (২৮) অমা-আনযালনা- আলা- ক্বাওমিহী

www.pathagar.com

মিম বা'দিহী মিন জুন্দিম মিনাচ্ছামা-য়ি ওয়ামা- কুন্না- মুনযিলীন। (২৯) ইন কা-নাত ইল্লা- ছাইহাতাও ওয়া-হিদাতান ফাইজা-হুম খা-মিদুন। (৩০) ইয়া হাছরাতান আলাল ইবা-দ, মা ইয়াতীহিম মির রাছুলিন ইল্লা- কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহযিউ-ন। (৩১) আলাম ইয়ারাও কাম আহলাকনা- ক্বালাহুম মিনাল কুরূনি আন্নাহুম ইলাইহিম লা- ইয়ারজিউ-ন। (৩২) অইন কুল্লুল লাম্মা-জ্বামীউল লাদাইনা মুহদ্বারূন।

৩ রুকূ ঃ (৩৩) অআ-ইয়াতুল লাহুমুল আরদ্বুল মাইতাতু আহইয়াইনা-হা- ওয়া আখরাজ্বনা- মিনহা- হাব্বান ফামিনহু ইয়া'কুলুন। (৩৪) অজ্বা'আলনা- ফীহা- জ্বান্না-তিম মিন নাখীলিও ওয়া আ'না-বিউ ওয়া ফাজ্বার্ণা- ফীহা- মিনাল 'উইয়ুন। (৩৫) লিয়াকুলু মিন ছামারিহী ওয়ামা- 'আমিলাতহু আইদীহিম; আফালা- ইয়াশকুরূন। (৩৬) ছুবহা-নাল্লাজী খালাক্বাল আযওয়া-জ্বা কুল্লাহা- মিম্মা- তুম্বিতুল আরদ্বু ওয়ামিন আনফুছিহিম ওয়া মিম্মা- লা- ইয়া'লামুন। (৩৭) ওয়াআ-ইয়াতুল লাহুমুল লাইলু নাছলাখু মিনহুম নাহা-রা ফাইজা-হুম মুজলিমূন। (৩৮) অশ্বামছু তাজ্বরী লিমুস্তাক্বারিল্লাহা; জা-লিকা তাক্বদীরুল 'আযীযিল আলীম। (৩৯) অল ক্বামারা ক্বাদ্দারনা-হু মানা- যিলা হাত্তা- আ-দা কাল 'উরজুনিল ক্বাদীম। (৪০) লাশ্বামছু ইয়াম্বাগী লাহা- আন তুদরিকাল ক্বামারা ওয়ালাল্লাইলু ছা-ব্বিুন নাহা-র; ওয়া কুল্লুন ফী ফালাকিই ইয়াছবাহুন। (৪১) অআ-ইয়াতুল লাহুম আন্না- হামালনা- জুররিয়্যাতাহুম ফিল ফুলকিল মাশহুন। (৪২) অ খালাক্বনা- লাহুম মিম মিছলিহী মা- ইয়ারকাবুন। (৪৩) অইন নাশা' নুগ্বরিক্বহুম ফালা- ছারীখা লাহুম ওয়া লা- হুম ইয়ুনক্বাজুন। (৪৪) ইল্লা- রাহমাতাম মিন্না- ওয়া মাতা- আন ইল্লা- হীন। (৪৫) অ ইজা- ক্বীলা লাহুমুত্তাকু মা- বাইনা আইদীকুম ওয়ামা- খালফাকুম লা'আল্লাকুম তুরহামুন। (৪৬) অমা- তা'তীহিম মিন আ-ইয়াতিম মিন আ-ইয়া-তি রাব্বিহিম ইল্লা- কা-নূ আনহা মুরিদ্বীন (৪৭) অ ইজা- ক্বীলা লাহুম আনফিকু মিম্মা- রাযাক্বাকুমুল্লা-হু ক্বা-লাল্লাজীনা কাফারূ লিল্লাজীনা আ-মানূ আনুত্বইমু মাল লাও ইয়াশা- উল্লা-হু আত্বআমাহু ইন আনতুম ইল্লা- ফী দ্বালা-মিম মুবীন। (৪৮) অ ইয়াকূলুনা মা- হা-জাল ওয়াদু ইন কুন্তুম ছা-দিক্বীন। (৪৯) মা- ইয়াঙ্জুরূনা ইল্লা-ছাইহাতাওঁ ওয়া-হিদাতান তা'খুজুহুম ওয়া হুম ইয়াখিচ্ছিমুন। (৫০) ফালা- ইয়াস্তাত্বীউ-না তাওছিয়াতাওঁ ওয়ালা-ইলালিহিম ইয়ারজ্বিউ-ন।

৪ রুকূ ঃ (৫১) অ নুফিখা ফিচ্ছুরি ফাইজা-হুম মিনাল আজ্বাদা-ছি ইলা- রাব্বিহিম ইয়াঙ্গিলুনা। (৫২) ক্বা-লু ইয়া- ওয়াইলানা- মাম বা আছানা- মিম মারক্বাদিনা। হা-জা- মা- ওয়া'আদার রহমা-নু ওয়া ছাদাক্বাল মুরছালূন। (৫৩) ইন কা-নাত ইল্লা- ছাইহাতাও ওয়া-হিদাতান ফাইজা- হুম জ্বামীউল লাদাইনা- মুহদ্বারূন। (৫৪) ফাল ইয়াওমা লা- তুজলামু নাফছুন শাইআওঁ ওয়ালা- তুজ্বযাওনা ইল্লা- মা- কুনতুম তা'মালুন। (৫৫) ইন্না আছহা-বাল জ্বান্নাতিল ইয়াওমা ফী শুগুলিন ফা-কিহুন। (৫৬) হুম ওয়া আযওয়া-জুহুম ফী জিলা-লিন 'আলাল আরায়িকি মুত্তাকিউ-ন। (৫৭) লাহুম ফীহা- ফা-কিহাতুও ওযা লাহুম মা- ইয়াদ্দাউ-ন। (৫৮) ছালা-মুন ক্বাওলাম মির রাব্বির রাহীম। (৫৯) অমতা - যুল ইয়ামা আইয়্যুহাল মুজ্বরিমূন। (৬০) আলাম আ'হাদ ইলাইকুম ইয়া-বানী আ-দামা আল্লা- তা'বুদুশ শাইত্বা-ন, ইন্নাহু লাকুম 'আদুব্বুম মুবীন। (৬১) অ আনি'বুদুনী; হা-জা- ছিরা-তুম মুস্তাক্বীম। (৬২) অ লাক্বাদ আদ্বাল্লা মিনকুম জ্বিবিল্লান কাছীরা; আফালাম তাকুনূ তা'ক্বিলুন। (৬৩) হা-জিহী জ্বাহান্নামুল্লাতী কুন্তুম তু'আদূন। (৬৪) ইছলাওহাল ইয়াওমা বিমা- কুন্তুম তাকফুরূন। (৬৫) আল ইয়াওমা নাখতিমু আলা আফওয়া-হিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা- আইদীহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা- কা-নূ ইয়াকছিবুন। (৬৬) অ লাও নাশা- উ লাত্বামাছনা- 'আলা আইয়ুনিহিম ফাছতাবাকুছ ছিরা- ত্বা ফাআন্না- ইয়ুবছিরুন। (৬৭) অ লাও নামা- উ লামাছাখনা-হুম 'আলা- মাকা-নাতিহিম ফামাস্তাত্বা-উ- মুদ্বিয়্যাও ওয়ালা- ইয়ারজ্বিউ-ন।

www.pathagar.com

৫ রুকূ ঃ (৬৮) অ মান নু'আম্মিরহু নুনাক্কিছহু ফিল খালক্ব; আফালা- ইয়া'ক্বিলুন। (৬৯) অমা- 'আল্লামনা-হুশ্বিরা ওয়ামা- ইয়াম্বাগী লাহ; ইন হুয়া ইল্লা- জিকরুওঁ ওয়া কুরআ-নুম মুবীন। (৭০) লিইয়ুন্জিরা মান কা-না হাইয়্যাওঁ ওয়া ইয়াহিক্কুক্বাল ক্বাওলু 'আলাল কা-ফিরীন। (৭১) আওয়া লাম ইয়ারাও আন্না- খালাক্বনা- লাহুম মিম্মা- আমিলাৎ আইদীনা আনআ-মান ফাহুম লাহা- মা-লিকূন। (৭২) অজাল্লালনা-হা- লাহুম ফামিনহা- রাকুবুহুমু ওয়া মিনহা- ইয়াকুলুন। (৭৩) অ লাহুম ফীহা- মানা-ফিউ ওয়া মাশা-রিব; আফালা- ইয়াকুরূন। (৭৪) অত্তাখাজু মিন দুনিল্লা-হি আ-লিহাতাল লা'আল্লাহুম ইয়ুন্সারূন। (৭৫) লা- ইয়াস্তাত্বীউ-না নাছরাহুম ওয়াহুম লাহুম জুনদুম মুহদ্বারূন। (৭৬) ফালা- ইয়াহযুনকা ক্বাওলুহুম। ইন্না- না'লামু মা- ইয়ুছিররূনা ওয়ামা- ইয়ুলিনূন। (৭৭) আওয়া লাম ইয়ারাল ইনসা-নু আন্না- খালাক্বানা-হু মিন নুত্বফাতিন ফাইজা-হুওয়া খাছীমুম মুবীন। (৭৮) অ দ্বারাবা লানা- মাছালাওঁ ওয়া নাছিয়া খালক্বাহ; ক্বা-লা মাঈঁ ইয়ুহয়িল 'ইজা-মা ওয়া হিয়া রামীম। (৭৯) কুল ইয়ুহয়ীহাল্লাজী আনশাআহা আওয়্যালা মাররাহ; ওয়া হুয়া বিকুল্লি খালক্বিন 'আলীমু (৮০) নিল্লাজী জ্বা'আলা লাকুম মিনাশ্বাজারিল আখদ্বারি না-রান ফাইজা আনতুম মিনহু তুক্বিদূন। (৮১) আওয়া লাইছাল্লাজী খালাক্বছ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা বিক্বা-দিরিন 'আলা আই ইয়াখলুক্বা মিছলাহুম; বালা- ওয়া হুয়াল খাল্লা-কুল আলীম। (৮২) ইন্নামা আমরুহু ইজা আরা-দা শাইয়ান আঈঁ ইয়াকূলা লাহূ কুন ফাইয়াকূন। (৮৩) ফাছুবহানাল লাজী বিয়াদিহী মালাকুতু কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া ইলাইহি তুরজ্বাউ-ন।

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) ইয়া-সীন, (২) জ্ঞানগর্ভ কোরআনের শপথ, (৩) তুমি অবশ্যই প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত; (৪) তুমি সরলপথে প্রতিষ্ঠিত (৫) কোরআন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (৬) যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ-পুরষদের সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে ওরা অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়েছে। (৭) ওদের অধিকাংশের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে, সুতরাং ওরা বিশ্বাস করবে না। (৮) আমি ওদের গলদেশে মোটা বেড়ী পরিয়েছি- তা ওদের চিবুক পর্যন্ত পৌছেছে, ফলে ওরা মাথা উচু করে আছে। (৯) আমি ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে অন্তরাল স্থাপন করেছি এবং ওদের দৃষ্টির ওপর আবরণ রেখেছি; ফলে ওরা দেখতে পায় না। (১০) তুমি ওদের সতর্ক কর বা না কর ওদের পক্ষে উভয়ই সমান; ওরা বিশ্বাস করবে না। (১১) তুমি কেবল তাদের সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে। অতএব তাদের তুমি ক্ষমা কর এবং মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দাও। (১২) আমিও মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি ওদের কৃতকর্ম ও যা ওরা পশ্চাতে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রন্থে প্রকাশ্যভাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩) ওদের নিকট এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর যাদের নিকট রাসূল এসেছিল। (১৪) ওদের নিকট দুইজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম কিন্তু ওরা তাদের মিথ্যাবাদী বলল; তখন আমি তাদের তৃতীয় একজন দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম এবং তারা বলেছিল, 'আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।' (১৫) ওরা বলল, 'তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ, দয়াময় আল্লাহ তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ।' (১৬) তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ– আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।' (১৭) স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব। (১৮) ওরা বলল, 'আমরা তোমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদের অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং তোমাদের আমরা মর্মন্তদ শাস্তি দেব।' (১৯) তারা বলল, 'এ কি এজন্য যে, আমরা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি? তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই, বস্তুত তোমরা এক সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (২০) নগরীর এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি (হাবীব নাজ্জারী) ছুটে এল

www.pathagar.com

এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর' (২১) 'অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত।' (২২) 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমরা তাঁর উপাসনা করব না কেন?' (২৩) 'আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করব? দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে চাইলে ওদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং ওরা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।' (২৪) এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব।' (২৫) 'আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের বিশ্বাসী, অতএব আমার কথা শোন।' (২৬) (তখন তারা হাবীব নাজ্জারীকে নিহত করল- মৃত্যুর পর তার প্রতি নির্দেশ এল) তাকে বলা হল, 'জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বলে উঠল, 'হায় আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত'- (২৭) 'কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।' (২৮) আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং এর প্রয়োজনও ছিল না। (২৯) কেবলমাত্র এক মহাগর্জন হল। ফলে ওরা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। (৩০) পরিতাপ আমার দাসদের জন্য; ওদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই ওরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। (৩১) ওরা কি লক্ষ্য করে না ওদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যারা ওদের মধ্যে ফিরে আসবে না। (৩২) এবং অবশ্যই ওদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৩) মৃত ধরিত্রী ওদের জন্য একটি নিদর্শন, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য যা ওরা ভক্ষণ করে। (৩৪) ওতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ (ঝর্ণা); (৩৫) যাতে ওরা ভক্ষণ করতে পারে এর ফলমূল যা ওদের হাতের সৃষ্টি নয়। তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? (৩৬) পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না তাদের প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। (৩৭) রাত ওদের জন্য এক নিদর্শন, এ হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, ফলে সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। (৩৮) এবং সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্তীর মধ্যে আবর্তন করে; এ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। (৩৯) এবং চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করেছি; অবশেষে তা শুকনো বাঁকা খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। (৪০) সূর্য চন্দ্রের নিকট পায় না; রজণী দিবসকে অতিক্রম করে না এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে চালাচল করে। (৪১) ওদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি ওদের পিতৃপুরুষদের বোঝাই জলযানে আরোহণ করিয়েছিলাম; (৪২) এবং ওদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে ওরা আরোহণ করে। (৪৩) আমি ইচ্ছা করলে ওদের নিমজ্জিত করতে পারি; সে অবস্থায় ওরা কোন সাহায্যকারী পাবে না এবং ওরা পরিত্রাণও পাবে না- (৪৪) ওদের প্রতি আমার অনুগ্রহ না হলে এবং ওদের কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে। (৪৫) যখন ওদের বলা হয়, 'তোমরা পার্থিব শাস্তি ও পারলৌকিক শাস্তিকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ-ভাজন হতে পার; (তখন ওরা তা অগ্রাহ্য করে)। (৪৬) যখনই ওদের প্রতিপালকের কোন নিদর্শন ওদের নিকট আসে তখনই ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) যখন ওদের বলা হয়, 'আল্লাহ তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা হতে ব্যয় কর' তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বলে, 'যাকে ইচ্ছা করলে আল্লাহ খাওয়াতে পারতেন আমরা কেন তাকে খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।' (৪৮) ওরা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিজ্ঞা কখনও পূর্ণ হবে? (৪৯) এরা তো এক মহাগর্জনের অপেক্ষায় আছে যা এদের বাক-বিতন্ডাকালে এদের আঘাত করবে, (৫০) ওরা ওসীয়ত করতে (শেষ কথা বলতে) সামর্থ্য হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসতে পারবে না।

www.pathagar.com

৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫১) যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখনই মানুষ কবর থেকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। (৫২) ওরা বলবে 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদের পুনরুত্থিত করল? দয়াময় আল্লাহ তো এটিরই কথা বলেছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন? (৫৩) এ হবে এক মহানাদ (ভূমিকম্প); তখনই ওদের সকলকে আমার সম্মুখ্যে উপস্থিত করা হবে। (৫৪) এবং বলা হবে, 'আজ কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে। (৫৫) এ দিন জান্নাতবাসিগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে, (৫৬) তারা এবং তাদের সঙ্গিগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-মূল এবং আকাঙ্খিত সমস্ত কিছু। (৫৮) পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের বলা হবে 'সালাম' (শান্তি) (৫৯) এবং আরও বলা হবে, 'হে অপরাধিগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।' (৬০) হে আদম সন্তান-সন্ততিগণ! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের শত্রু, (৬১) এবং আমার অনুসরণ কর। আর এটিই সরল পথ। (৬২) শয়তান তো তোমাদের পূর্বে বহুজনকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বোঝ না? (৬৩) এটিই জাহান্নাম, যার কথা তোমাদের বলা হয়েছিল। (৬৪) আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর; কারণ তোমরা এটিকে অবিশ্বাস করেছিলে। (৬৫) আমি আজ এদের মুখ মোহর করে দেব, এদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং এদের পা এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। (৬৬) আমি ইচ্ছা করলে এদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিতে পারতাম। তখন এরা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত? (৬৭) এবং আমি ইচ্ছা করলে এদের নিজ-নিজ স্থানে স্তম্ভিত করে দিতে পারতাম, ফলে এদের সামনে পিছনে চলাফেরা করবার সামর্থ্য থাকত না।

৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৮) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তাকে জরাগ্রস্থ করে দিই। তবুও কি ওরা বোঝে না? (৬৯) আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শেখাইনি এবং এ তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কোরআন; (৭০) যা দ্বারা রাসূল জাগ্রত চিত্ত ব্যক্তিদের সতর্ক করতে পারে এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা প্রকাশ করে। (৭১) ওরা কি লক্ষ্য করে না ওদের জন্য আমি নিজে সৃষ্টি করেছি পশু এবং ওরাই এগুলির অধিকারী? (৭২) এবং আমি এগুলিকে ওদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলির কিছু ওদের বাহক এবং কিছু ওদের খাদ্য। (৭৩) ওদের জন্য এগুলিতে বহু উপকারিতা আছে; আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞ হবে না? (৭৪) ওরা তো আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, ওরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (৭৫) কিন্তু এ সব উপাস্য ওদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়; এ সমস্ত উপাস্য যাদের ওরা ওদের সাহায্যকারী মনে করে তাদের উপস্থিত করা হবে (জাহান্নামে)। (৭৬) অতএব ওদের কথা তোমাকে যেন কষ্ট না দেয়। আমি জানি যা ওরা গোপন করে এবং যা ওরা প্রকাশ করে। (৭৭) মানুষ কি দেখে না আমি তাকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি? অথচ পরে যে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী হয়ে পড়ে? (৭৮) মানুষ আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; এবং বলে, 'অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে? যখন তা পচে গলে যাবে? (৭৯) বল, 'ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এ প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।' (৮০) তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত কর। (৮১) যিনি নিজ ক্ষমতাবলে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সামর্থ্য নন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮২) তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তিনি কেবল বলেন 'হও' ফলে হয়ে যায়। (৮৩) অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যিনি প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

www.pathagar.com

সূরা আররাহমান (আল্লাহর নাম বিশেষ)

সূরা নং-৫৫, মাদানী-৫৭, আয়াত-৭৮, রুকূ-৩, শব্দ-৩৫১, অক্ষর-১৬৮৩

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

উচ্চারণ ঃ ১ রুকূ ঃ (১) আররাহমান-ন (২) 'আল্লামানল কুরআ-ন (৩) খালাক্বাল ইনছা-ন (৪) আল্লামাহুল বাইয়া-ন (৫) আশ্বামছু ওয়াল ক্বামারু বিহুছবা-নিওঁ (৬) ওয়ান নাজ্মু ওয়াশ্বাজ্বারু ইয়াছজুদা-ন (৭) অচ্ছামা- আ রাফা'আহা- ওয়া ওয়াদ্বা আল মীযা-ন (৮) আল্লা- তাত্বগাও ফিল মীযা-ন (৯) অ আক্বীমুল ওযাযনা বিলক্বিছত্বি ওয়ালা- তুখছিরুল মীযা-ন (১০) ওয়াল আরদ্বা ওয়াদ্বা-আহা- লিল আনা-ম (১১) ফীহা- ফা-কিহাতুওঁ ওয়ান্নাখলু জা-তুল আকমা-ম (১২) অলহাব্বু জুল 'আছফি ওয়ার রাইহা-ন, (১৩) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (১৪) খালাক্বাল ইনছা-না মিন ছালছা-লিন কালফাখ্যা-র (১৫) অ খালাক্বাল জ্বা ন্না মিম মা- রিজ্বিম মিন্না-র (১৬) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (১৭) রাব্বুল মাশরিক্বাইনি ওয়া রাব্বুল মাগ্বরিবাইন। (১৮) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন (১৯) মারাজ্বাল বাহরাইনি ইয়ালতাক্বিয়া-ন (২০) বাইনাহুমা- বারযাখুল লা- ইয়াবগ্বিয়া-ন (২১) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা-তুকাজ্জিবা-ন (২২) ইয়াখরুজু মিনহুমাল লু'লুউ ওয়াল মারজ্বা-ন (২৩) ফাবিআয়্যি আ-লা যি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবা-ন (২৪) অ লাহুল জ্বাওয়া-রিল মুনশাআ-তু ফিল বাহরি কাল আ'লা-ম। (২৫) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা-তুকাজ্জিবা-ন।

২ রুকূ ঃ (২৬) কুল্লু মান 'আলাইহা- ফা-নিউঁ (২৭) ওয়া ইয়াবক্ব- ওয়াজ্হু রাব্বিকা জুল জ্বালা-লি ওয়াল ইকরা-ম। (২৮) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা-তুকাজ্জিবা-ন। (২৯) ইয়াছআলুহা মান ফিচ্ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব; কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফী শা'ন (৩০) ফাবিআয়্যি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৩১) ছানাফরুগু লাকুম আইয়ুহাছ ছাক্বালা-ন। (৩২) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৩৩) ইয়া- মা'শারাল জ্বিন্নি ওয়াল ইনছি ইনিস্তাত্বা'তুম আন তানফুজু মিন আক্বত্বা-রিছ ছামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ফানফুজু; লা- তানফুজুনা ইল্লা- বিছুলত্বা-ন (৩৪) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন (৩৫) ইয়ুরছালু 'আলাইকুমা- শুওয়া-জুম মিন না-রিওঁ ওয়া নুহা-ছুন ফালা- তান্তাছিরা-ন (৩৬) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৩৭) ফাইজান শাক্বক্বাতিচ্ছামা উ ফাকা-নাৎ ওয়ারদাতান কাদ্দিহা-ন। (৩৮) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৩৯) ফাইয়াওমায়িজিল লা- ইয়ুছআলু 'আন জাম্বিহী ইনছুওঁ ওয়ালা- জ্বা ন । (৪০) ফাবিআয়্যি আ-লা রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৪১) ইয়ু'রাফুল মুজ্বরিমূনা বিছীমা-হুম ফাইয়ু'খাজু বিন্নাওয়া-ছী ওয়াল আক্বদা-ম। (৪২) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৪৩) হা-জিহী জ্বাহান্নামুল্লাতী ইয়ুকাজ্জিবু বিহাল মুজ্বরিমূন। (৪৪) ইয়াত্বুফূনা বাইনাহা- ওয়া বাইনা হামীমিন আ-ন (৪৫) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা-তুকাজ্জিবা-ন।

৩ রুকূ ঃ (৪৬) অ লিমান খা-ফা মাক্বা-মা রাব্বিহী জ্বান্নাতা-ন। (৪৭) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা-তুকাজ্জিবা-ন। (৪৮) জাওয়াতা আফনা-ন (৪৯) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৫০) ফীহিমা- 'আইনা-নি তাজ্বারিয়া-ন। (৫১) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা– তুকাজ্জিবা-ন (৫২) ফীহিমা- মিন কুল্লি ফা-কিহাতিন যাওজ্বা-ন। (৫৩) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৫৪) মুত্তাকিঈনা 'আলা- ফুরুশিম বাতা য়িনুহা- মিন ইস্তাবরাক্ব; ওয়াল জ্বানাল জ্বান্নাতাইনি দা-ন। (৫৫) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন (৫৬) ফীহিন্না ক্বা-ছিরা-তুত্ব ত্বারফি লাম ইয়াত্বমিছহুন্না ইনছুন ক্বাবলাহুম ওয়ালা-

www.pathagar.com

জ্বা ন্ন। (৫৭) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৫৮) কাআন্নাহুন্নাল ইয়া-কুতু ওয়াল মারজ্বা-ন। (৫৯) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৬০) হাল জ্বায়া উল ইহছা-নি ইল্লাল ইলছা-ন। (৬১) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৬২) অ মিন দুনিহিমা- জ্বান্নাতা-ন। (৬৩) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৬৪) মুদহা-ম্মাতা-ন। (৬৫) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৬৬) ফীহিমা- 'আইনা-নি নাদ্দা-খাতা-ন। (৬৭) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৬৮)ফীহিমা- ফা-কিহাতুওঁ ওয়া নাখলুওঁ ওয়া রুম্মা-ন। (৬৯) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৭০) ফীহিন্না খাইরা-তুন হিছা-ন। (৭১) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৭২) হুরুম মাকছুরা-তুন ফিল খিয়া-ম। (৭৩) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৭৪) লাম ইয়াত্বমিছহুন্না ইনছুন ক্বালাহুম ওয়ালা- জ্বা ন্ন। (৭৫) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৭৬) মুত্তাকিঈনা 'আলা- রাফরাফিন খুদ্বরিওঁ ওয়া 'আবক্বারিয়্যিন হিছা-ন। (৭৭) ফাবিআয়্যি আ-লা য়ি রাব্বিকুমা- তুকাজ্জিবা-ন। (৭৮) তাবা রাকাছমু রাব্বিকা জিল জ্বালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।

অর্থ ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) পরম করুণাময় আল্লাহ (২) তিনিই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, (৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ (৪) তিনিই তাকে ভাবপ্রকাশ করতে শিখিয়েছেন (৫) সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে, (৬) তৃণলতা বৃক্ষাদি তাঁরই বিধান মেনে চলে (৭) তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন ভারসাম্য। (৮) যাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর। (৯) ন্যায্য ওজনের মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিয়ো না, (১০) তিনি পৃথিবীকে সৃষ্ট জীবের জন্য স্থাপন করেছেন, (১১) এতে রয়েছে ফলমূল এবং নতুন ফলবিশিষ্ট খেজুর গাছ, (১২) খোসা এবং দানাবিশিষ্ট শস্য, (১৩) অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (১৪) মানুষকে তিনি পোড়া মাটির মত শুকনো মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, (১৫) এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে, (১৬) সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (১৭) তিনিই দুই উদয়াচল ও অস্তাচলের নিয়ন্তা। (১৮) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (১৯) তিনি প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র যারা পরস্পর মিলিত হয়, (২০) কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না। (২১) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (২২) উভয় সমুদ্র হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। (২৩) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (২৪) সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতপ্রমাণ অর্ণবপোতসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন; (২৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬) ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংসশীল, (২৭) ধ্বংস হবেনা কেবল তোমরা প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব; (২৮) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (২৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সকলেই তার প্রার্থী, তিনি প্রতিমুহূর্তে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণে রত। (৩০) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৩১) হে মানুষ ও জ্বিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের হিসাব নিকাশ নেব। (৩২) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর। কিন্তু তোমরা আমার অনুমতি ছাড়া নিজ শক্তিতে অতিক্রম করতে পারবে না। (৩৪) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন

www.pathagar.com

অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৩৫) তোমাদের প্রতি অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ প্রেরিত হবে- তখন তোমরা হয়ে পড়বে নিরুপায়। (৩৬) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৩৭) কতই না ভয়াবহ হবে সেদিন যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে; (৩৮) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৩৯) সেদিন কোন মানুষকে কিংবা কোন জ্বিনকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে না, (৪০) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তার চেহারা হতে; ওদের চুল এবং পা ধরে ওদের নিক্ষেপ করা হবে। (৪২) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৪৩) এটিই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত, (৪৪) ওরা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (৪৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৬) কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখ্যে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুইটি উদ্যান, (৪৭) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয়ই ঘন শাখা- পাতাবিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ; (৪৯) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৫০) সেখানে থাকবে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ (ঝর্ণা); (৫১) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৫২) সেখানে প্রত্যেক ফল থাকবে দুই প্রকার, (৫৩) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৫৪) সেখানে ওরা হেলান দিয়ে বসবে রেশমের আস্তরবিশিষ্ট পুরু বিছানায়, দুই উদ্যানের ফল ঝুলবে তাদের নিকট, (৫৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৫৬) সেখানে থাকবে আয়তনয়ণা তরুণীগণ, যাদের পূর্বে মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি, (৫৭) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৫৮) প্রবল ও পদ্মরাগ সদৃশ এ সকল তরুণী, (৫৯) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৬০) উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া কি হতে পারে? (৬১) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৬২) এ উদ্যানদ্বয় ছাড়া আরো দুইটি উদ্যান রয়েছে, (৬৩) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৬৪) ঘন সবুজ এ উদ্যান দুইটি, (৬৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৬৬) সেখানে আছে উচ্ছলিত দুটি প্রস্রবণ (ঝর্ণা), (৬৭) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৬৮) সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার, (৬৯) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে থাকবে সুশীলা ও সুন্দরী রমণীগণ; (৭১) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৭২) সুলোচণা ও তাঁবুতে অবস্থানকারিণী এ সকল রমণী, (৭৩) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৭৪) এদের ইতিপূর্বে মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি (৭৫) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৭৬) ওরা সুন্দর গালিচা বিছানো সবুজ চাদরের ওপর হেলান দিয়ে বসবে। (৭৭) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৭৮) কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব!

www.pathagar.com

সূরা হাশর (একত্র হওয়া) (শেষ তিন আয়াত)

সূরা নং-৫৯, মাদানী, আয়াত-২৪, রুকূ-৩, শব্দ-৪৫৫, অক্ষর-২০১৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ ৩ রুকূ ঃ (২২) হুওয়াল্লাহু ল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহু আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ হুওয়ার রাহমানুর রাহীম (২৩) হুওয়া ল্লাহু ল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহু আলমালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আ'যীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির সুবহানা ল্লাহি আ'ম্মা ইউশরিকুন (২৪) হুওয়া ল্লাহুল খালিক্বুল বারিউল মুসাব্বিরু লাহুল আসমা উল হুসনা ইউসাব্বিহু লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ওয়া হুওয়াল আযীযুল হাকীম।

অর্থ ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২২) তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু,। (২৩) তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা-বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনিই অহঙ্কারের অধিকারী; ওরা যাকে অংশী স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। (২৪) তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আয়াতুল কুরসী

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম লা তা'খুযুহু সিনাতুউ ওয়া লা নাউম লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ্ব। মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইয নিহ ইয়ায় লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়া লা ইউহীতুনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ ওয়াসিআ' কুরসিইয়ু হুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ওয়া লা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল আলিইয়্যুল আযীম।

অর্থ ঃ আল্লাহতাআলা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই, তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করেনা; আসমান যমীনের সব কিছুর অধিকারী তিনিই; কে আছে এমন? যে তাঁহার নিকট সুপারিশ করতে পারে তাঁহার অনুমতি ছাড়া; বান্দাহর আগে পিছে যাহা আছে সব কিছু তিনি জানেন, তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া তার জ্ঞানের কিছুই তারা পরিবেশন করতে পারে না, তাঁহার কুরসী আসমান ও যমীন সর্বত্র রয়েছে, আসমান ও যমীনের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহার পক্ষে মোটেই কষ্টকর নহে, তিনি সু-উচ্চ ও মহান।

দরূদ শরীফ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
উচ্চারণ ঃ আসসালামু আ'লাইকা ইয়া নাবিইয়্যা ল্লাহি আসসালামু আ'লাইকা ইয়া রাসূলা ল্লাহি আসসালামু আ'লাইকা ইয়া খাতামাল আমবিইয়্যা-ই আস্‌সালামু আ'লাইকা ইয়া হাবীবাল ফুক্বারা-ই আস্‌সালামু আ'লাইকা ইয়া মুঈনাদ্ব দ্বুআ'ফা-ই আসসালামু আ'লাইকা ইয়া সাইয়্যিদাল মুরসালীনা আস্‌সালামু আ'লাইকা ইয়া শাফীআ'ল মুযনিবীনা আস্‌সালামু

www.pathagar.com

আ'লাইকা ইয়া সাহিবাল কাউছারি আসসালামু আ'লাইকা ইয়া শাফীআল আকবারি আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিম মা ইযাবক্বা মিনাত্তাহি ইয়্যাতি শাইউন আল্লহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিম মা ইয়াবক্বা মিনাল বারাকাতি শাইউন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিম মাইয়াবক্বা মিনাত্তাহান্নুনি শাইউন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ইযা যাকারাহুল আবরার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিম মাখতালাফাল লাইলু ওয়ান্নাহার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিম বিআদাদি কুল্লি শাইয়িন ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি সালা ওয়াতু ল্লাহি ওয়া মালা- ইকাতিহী ওয়া আমবিইয়া- ইহী ওয়া রুসুলিহী ওয়া জামীই খালক্বিহী আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া ইমামিল মুত্তাক্বীনা ওয়া খাতামিন নাবিইয়্যীনা ওয়া রাসূলি রাব্বিল আলামীনাওয়া আলা-আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিইয়্যাতিহী ওয়া আহলি বাইতিহী ওয়া ইত।

অর্থ ঃ হে আল্লাহর নবী! আপনার ওপর সালাম। হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপর সালাম। হে শেষ নবী! আপনার ওপর সালাম। হে ঝান্ডার অধিকারী! আপনার ওপর সালাম। হে গরীবের বন্ধু! আপনার ওপর সালাম। হে দুর্বলের সাহায্যকারী! আপনার ওপর সালাম। হে রাসূলগণের সর্দার! আপনার ওপর সালাম। হে গুনাহগারদের সুপারিশকারী! আপনার ওপর সালাম। হে কাওষারের মালিক! আপনার ওপর সালাম। হে মহান সুপারিশকারী। আপনার ওপর সালাম। হে আল্লাহ! রহমত নাযিল কর মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর বাকী রহিয়াছে যাহা কিছু বরকত হতে, হে আল্লাহ! রহমত নাযিল কর মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর যাহা কিছু বাকী রয়েছে দরুদ হতে, হে আল্লাহ! রহমত নাযিল কর মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর যাহা কিছু বাকী রয়েছে দয়া ও রহমতের, হে আল্লাহ! রহমত নাযিল কর মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর যখন তাঁহাকে নেককারগণ স্মরণ করে, হে আল্লাহ! রহমত নাযিল কর মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর ততবার যতবার রাত্র এবং দিনের আবর্তন হয়, হে আল্লাহ! রহমত নাযিল কর মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর এবং তাঁহার বংশধরদের দুনিয়া ও আখেরাতের সব কিছুর সংখ্যা অনুপাতেও সালাত নাযিল হউক আল্লাহর এবং ফেরেস্তাদের এবং আম্বিয়াগণের এবং রাসূলগণের, সমস্ত সৃষ্টির মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর যিনি সকল নবীগণের সর্দার এবং মুত্তাকীদের ইমাম এবং সারা জাহানের শেষ নবী ও প্রভূর রাসূল। আর দরূদ তাঁহার সন্তান ও আসহাবের ওপর এবং তাঁহার স্ত্রীগণ ও পরিবারবর্গের এবং সন্তান-সন্তুতি সকলের ওপর, হে খোদা! হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর রহমত নাযিল কর এবং জিব্রাঈল, মীকাঈল ও ইস্রাফীল (আঃ) এর ওপর এবং আজরাঈল (আঃ), মুনকার ও নকীর এবং আরশের বাহকের ওপর এবং কিরামান কাতিবীন ফেরেস্তার ওপর অনেক সালাম বর্ষিত হউক, হে আল্লাহ! আমাদের সর্দার মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি রহমত নাযিল কর মূহুর্তে এবং সময়ে এবং অবস্থায় ও কালে, তোমার সৃষ্টির সংখ্যা অনুপাতে এবং এর চাইতেও বহুগণ অধিক পরিমাণে, এত অধিক পরিমাণে যাহা তুমি ছাড়া কেহ গণনা করতে পারে না। নিশ্চয়ই তুমি যাহা চাও তাই করতে পার, হে আল্লাহ! হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর রহমত নাযিল কর যাহা অসীম, অসংখ্য, ও অগণিত, এত সংখ্যক সালাত যাহা পূর্ণ করে দেয় এবং ভরে দেয় যমীন ও আসমানকে। আর রহমত নাযিল কর তাঁহার ওপর এবং তাঁহার সন্তানের ওপর তোমার সন্তুষ্টি পরিমাণে তোমার রহমতে- হে সর্বশ্রেষ্ট দয়ালু।

www.pathagar.com

ইসমে আ'যম

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নাকা আন্তা ল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্তাল আহাদুস সামাদু ল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফূওয়ান আহাদ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হামদু লা ইলাহা ইল্লা আন্তাল হান্নানুল মান্নানু বাদীউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামি ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম আসআলুক, ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুউ ওয়াহিদ লা ইলাহা ইল্লা হুওয়ার রাহমানুর রাহীম, আলিফ লা-ম মী-মা লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম লা-ইলাহা ইল্লা-আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যালিমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি, যেহেতু তুমিই আল্লাহ তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তুমি এক, অমুখাপেক্ষী, যাহার কোন সন্তান নেই এবং তিনি কাহারো সন্তান নহেন। আর তাঁহার সমতুল্য কেহ নেই, হে আল্লাহ! আমি! তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি যেহেতু তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি করুণাময়, অনুগ্রহদাতা, তুমি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। হে মহত্ব ও গৌরবের অধিকারী। হে চিরজীবন্ত, হে চিরস্থায়ী, তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি। আর তোমাদের মা'বুদ একমাত্র আল্লাহ; মেহেরবান দয়ালু আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আলিফ, লাম, মীম, আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি চিরস্থায়ী, চিরজীবন্ত, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তুমি পাক ও পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়- নামাজ

৫

দান-যাকাত

www.pathagar.com

আরাকানে ইসলামের তৃতীয় বিষয় বা ভিত্তি- দান

তারা কি দান করবে? বল, 'তোমরা যা খরচ কর, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত, পিতৃহীন এবং প্রবাসীদের জন্য

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা বাকারাহ (গাভী)* ঃ ২৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১৫) তারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, তারা কি জিনিস দান করবে? বল, 'তোমরা যা খরচ কর, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত, পিতৃহীন এবং প্রবাসীদের জন্য আর তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন আল্লাহ তা ভালভাবে জানেন।*

দান কর সেই দিন (শেষ বিচারের দিন) আসার পূর্বে, যেদিন ক্রয়-বিক্রয় থাকবে না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা বাকারাহ (গাভী)* ঃ ৩৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৫৪) হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ)! আমি যা তোমাদের দিয়েছি তা থেকে তোমরা দান কর সেই দিন (শেষ বিচারের দিন) আসার পূর্বে, যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না। অবিশ্বাসীরাই সীমালঙ্ঘনকারী।*

যারা আপনধন আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য-বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য দানা। এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুনে বৃদ্ধি দেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
***সূরা বাকারাহ (গাভী)* ঃ ৩৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬১) যারা আপনধন আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য-বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য দানা। এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুনে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ অতি দানশীল, (প্রাচুর্যময়) মহাজ্ঞানী। (২৬২) যারা আল্লাহর পথে আপনধন ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং (ঐ দানের বদলে কাউকে) কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (২৬৩) যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে মিষ্টি কথা বলা এবং ক্ষমা করা উত্তম। আল্লাহ অভাবমুক্ত, সম্পদশালী, পরম সহনশীল। (২৬৪) হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ)! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট কর না ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি শক্ত পাথরের মত যার ওপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে মসৃণ করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ অবিশ্বাসী (কাফের) সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (২৬৫) পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং নিজের হৃদয়কে শক্তিশালী করার জন্য তাদের ধন*

www.pathagar.com

দান করে, তাদের তুলনা কোন উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি বাগান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে ফল-মূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট। বস্তুত তোমরা যা কর আল্লাহ যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন। (২৬৬) তোমাদের কেউ কি চায় যে তার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকুক যার নীচে দিয়ে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সকল প্রকার ফল-মূল আছে, আর সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয়, আর তার অসহায় দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকে- (এমন অবস্থায়) ঐটিকে (ঐ বাগানকে) এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্নিঝড় আক্রমণ করে উহা জ্বলে যায় (ভস্ম হয়ে যায়) এভাবে আল্লাহ তার সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

শয়তান তোমার দারিদ্রতার ভয় দেখায় এবং জঘন্য কাজে উৎসাহ দেয়, পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ তোমাদের তার ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬৭) হে বিশ্বাসী (ঈমানদারগণ)! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করে দিই, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা দান কর। মন্দ জিনিস দান করার সংকল্প করো না–যেহেতু তোমরা উহা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক। এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (২৬৮) শয়তান (কুমন্ত্রণাদাতা) তোমার দারিদ্রতার ভয় দেখায় এবং জঘন্য কাজে উৎসাহ দেয়, পক্ষান্তরে, আল্লাহ তোমাদের তার ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে উহা ভাল, আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৭০) যা তোমরা দান কর অথবা যা কিছু তোমরা নজরমানত কর, আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন। এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৭১) তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে উহা ভাল, আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল এবং এতে তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন, বস্তুত তোমরা যা কর আল্লাহ খবর রাখেন। (২৭২) তাদের সৎপথ গ্রহণের দায় তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর তোমরা যা কিছু দান কর, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তা কর, আর যা কিছু তোমরা দান কর, তার পুরস্কার পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। (২৭৩) (দান) অভাবগ্রস্থ লোকদের প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে নিয়োজিত যে জীবিকার সন্ধান করতে পারে না; কিন্তু তাই বলে অবিবেচক লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা লোকের কাছে নাছোড় হয়ে কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষা করে না। তোমরা যা কিছু দান কর, আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

www.pathagar.com

যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের ধন-সম্পদ খরচ করে এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিনকে বিশ্বাস করে না, 'আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন না'

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নিসা (নারীগণ)* ঃ ৬ রুকু ঃ আয়াত ঃ (৩৮) এবং যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের ধন-সম্পদ খরচ করে এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিনকে (কিয়ামত) বিশ্বাস করে না, 'আল্লাহ তাদের ভালবাসেন না,' এবং শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ। (৩৯) তারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ তাদের যা প্রদান করেছেন তা থেকে (সৎকাজ) ব্যয় করলে তাদের কি ক্ষতি হত? আল্লাহ তাদের ভালভাবে জানেন। (৪০) নিশ্চয় আল্লাহ অনু-পরিমাণও জুলুম করেন না। এবং অনু-পরিমাণ পূর্ণ কার্য হলেও আল্লাহ তাকে দ্বিগুন করেন। আল্লাহ তার নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।*

আল্লাহ্ কল্যাণকারীদের ভালবাসেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি)* ঃ ১৪ রুকু ঃ আয়াত ঃ (১৩৪) যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ কল্যাণকারীদের ভালবাসেন।*

দান-খয়রাত, এ আল্লাহর বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা)* ঃ ৮ রুকু ঃ আয়াত ঃ (৬০) দান-খয়রাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থ ও দান-খয়রাতের কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের মনকে (ইসলামের প্রতি) অনুরাগী করা আবশ্যক তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণে ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও পর্যটকদের জন্য। এ আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।*

তোমাদের ঐশ্বর্য্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে- যারা উদাসীন হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা মুনাফেকুন (কপটগণ)* ঃ ২ রুকু ঃ আয়াত ঃ (৯) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে- যারা উদাসীন হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ। (১০) আমি তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তোমরা প্রত্যেকেই মৃত্যু আসার পূর্বেই তা হতে ব্যয় করবে, অন্যথায় মৃত্যু এলে সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছু দিনের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' (১১) কিন্তু নির্ধারিতকাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ কখনও কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।*

www.pathagar.com

তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্থকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২২) তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্থকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদের ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

যে সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং কারও প্রতিদানের আশাই নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য; সে শিঘ্রই সন্তোষ লাভ করবেই।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা লায়িল (রাত্রি) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) শপথ রাত্রির যখন সে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে, (২) শপথ দিনের যখন তা আবির্ভূত হয় (৩) এবং শপথ তার যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন- (৪) অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির। (৫) সুতরাং কেউ দান করলে, সাবধাণী হলে (৬) এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে (৭) আমি তার জন্য সুখের পথ সহজ করে দেব, (৮) এবং কেউ কৃপণতা করলে, নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করলে, (৯) ও যা উত্তম তা বর্জন করলে (১০) তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ সহজ করে দেব। (১১) এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না যখন তার অধঃপতন ঘটবে। (১২) আমার কর্তব্য কেবল পথনির্দেশ করা, (১৩) আমি তো মালিক পরলোকের এবং ইহলোকের (১৪) আমি তোমাদের লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি; (১৫) ওখানে যে প্রবেশ করবে সেই যে নিতান্ত হতভাগ্য, (১৬) যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়; (১৭) আগুন হতে দূরে রাখা হবে সাবধাণীদের (১৮) যে সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য (১৯) এবং কারও প্রতিদানের আশাই নয়, (২০) কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য; (২১) সে শিঘ্রই সন্তোষ লাভ করবেই।

আত্মীয় স্বজনকে, অভাবগ্রস্থ এবং পথের কাঙ্গালকে তাদের প্রাপ্য দেবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা রুম (রাজ্য বিশেষ) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৬) আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই ওরা তাতে উৎফুল্ল হয় এবং ওদের কৃতকর্মের ফলে ওরা দূর্দশাগ্রস্থ হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) ওরা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করেন অথবা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৩৮) অতএব আত্মীয় স্বজনকে, অভাবগ্রস্থ এবং পথের কাঙ্গালকে তাদের প্রাপ্য দেবে। এ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়- নামাজ

৬

হজ্জ্ব

www.pathagar.com

আরাকানে ইসলামের চতুর্থ বিষয় বা ভিত্তি- হজ্জ্ব

আরবীতে 'হজ্জ্ব' শব্দের অর্থ জিয়ারতের ইচ্ছা করা। কা'বা শরীফের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর মুসলমানেরা এই কেন্দ্রের দিকে মিলিত হয় বলে তাদের এই জিয়ারতকে হজ্জ্ব বলা হয়।

হজ্জ্ব ইসলামের ৪র্থ বিষয় বা স্তম্ভ। হজ্জ্বের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং ঈমান ও ইসলামের বাস্তব অনুশীলনের জন্য আল্লাহর ঘরে এসে হাজিরা দেয়া এবং লাব্বাইকা বলে নিজের সার্বিক প্রস্তুতি ও আনুগত্যের ঘোষণা দেয়া এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত ও একামতের দ্বীনের যে চেষ্টা চলবে তার প্রধান কেন্দ্র মক্কা। আর পৃথিবীতে যারাই ইসলামী আদর্শের অনুসারী এবং এর বাস্তবায়নে আগ্রহী, তারা যে জাতি বা যে দেশেরই নাগরিক হউক না কেন সকলকে প্রতিবছর এই কেন্দ্রে সমবেত করার জন্যই হজ্জ্বের বিধান চালু করা হয়েছে। মুসলমান এখানে এসে ঘোষণা দেবে-লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক। হে আল্লাহ, হাজির, হে আল্লাহ তোমার দরবারে হাজির।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, দুইটা আমল অতি উত্তম সে দুইটা আমল যেমন-
কবুল হওয়া হজ্জ্ব এবং ওমরাহ। হযরত মায়েজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন আ'মল উত্তম? তিনি জবাবে বলেন, এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং কবুল হওয়া হজ্জ্ব। এই আ'মল দুইটা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের উভয় স্থানের মাঝখানে অন্য যে কোন আমলের চাইতে উত্তম।

তিরমিজী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা হজ্জ্ব এবং ওমরাহ আদায় কর। এই দুইটি অভাব এবং গুনাহকে এমনভাবে পরিস্কার করে যেমন করে ফাঁপর লোহা, সোনা এবং রূপার মরিচা পরিস্কার করে। কবুল হজ্জ্বের জান্নাত ছাড়া অন্য কোন পুরস্কার নেই।

আর আল্লাহর পথে ব্যয় কর। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে 'হজ্জ্ব' ও 'ওমরাহ' পূর্ণভাবে সম্পাদন কর, সুবিদিত মাসে হজ্জ্ব হয়,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯৫) আর আল্লাহর পথে ব্যয় কর। তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না এবং পূণ্য সাধনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ পূণ্য-সাধকদের ভালবাসেন। (১৯৬) আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে 'হজ্জ্ব' ও 'ওমরাহ' পূর্ণভাবে সম্পাদন কর, কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সহজলভ্য কোরবানী কর এবং যে পর্যন্ত কোরবানীর (পশু) তার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত না হয়, তোমরা মাথা মুন্ডন করো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা মাথায় যন্ত্রণা বোধ করে, তবে সে তার পরিবর্তে রোজা রাখবে, কিংবা দান-খয়রাত করবে অথবা কোরবানী দ্বারা তার ফিদয়া (বিধিসংগত অর্থ প্রদান) দিবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জ্বের পূর্বে 'ওমরাহ' করতে চায় সে সহজলভ্য কোরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ কোরবানীর কিছুই না পায়, তবে তাকে হজ্জ্বের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশদিন রোজা রাখবে। এই নিয়ম সেই ব্যক্তির জন্য, যার পরিবার-পরিজন পবিত্র কা'বার নিকটে বাস করে না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ আল্লাহ মন্দ কাজের প্রতিফল দানে কঠোর।

www.pathagar.com

২৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯৭) সুবিদিত মাসে (যথাঃ শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ্ব) হজ্জ্ব হয়। যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ্ব করা পবিত্র বলে মনে করে, সে যেন হজ্জ্বের সময় স্ত্রী সহবাস পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে তোমাদের তাঁর কাছে একত্র করা হবে। যে সৎকাজ করে, আল্লাহ তা জানেন, এবং তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর, এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ট পাথেয়। হে জ্ঞানীগণ! আমাকেই ভয় কর।

হজ্জ্বের নিয়মাবলী

সেই ব্যক্তির ওপর হজ্জ্ব ফরজ যার বাড়ী থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত আসা যাওয়ার ব্যয়ভার এবং ঐ সময়ের পরিবারের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা রয়েছে। সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই সাবালক, সুস্থ, মুসলমান হতে হবে। মহিলার জন্য মোহরেম পুরুষ সাথে আসা এবং তার ব্যয়ভার বহন করা শর্ত। এক কথায় আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ব্যক্তির ওপরই হজ্জ্ব ফরজ। হজ্জ্বের কারণে যদি অভাব দেখা দেয় কিংবা ঋণ করে চলতে হয়, সে ব্যক্তির জন্য হজ্জ্ব ফরজ নয়।

জিলহজ্জ্বের ৮ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্তই প্রধানত হজ্জ্বের চূড়ান্ত ও প্রধান প্রধান নিয়ম পালন করতে হয়।

হজ্জ্ব তিন প্রকার

(১) এফরাদ

এফরাদ শুধু হজ্জ্বের এহরাম বাঁধা এবং ওমরাহর নিয়্যত না করা। এফরাদ হজ্জ্বে কোরবানী নেই।
এফরাদের নিয়্যত ঃ ওমরাহ ছাড়া শুধু হজ্জ্বের জন্য এহরাম বাঁধলে এই বলে নিয়্যত করবে-
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ফাইয়াসসিরহু লী ওয়া তাকাব্বাল মিন্নী।
অর্থাৎ, আল্লাহ! আমি হজ্জ্ব পালনের নিয়্যত করছি। তুমি আমার জন্য ইহা সহজসাধ্য করে দাও এবং আমার হজ্জ্ব কবুল কর।

(২) তামাত্তু

তামাত্তু হজ্জ্বের মাসে ওমরাহ করা। অর্থাৎ হজ্জ্বের আগে ওমরাহর কাজ সেরে পবিত্র হয়ে যাওয়া এবং হজ্জ্বের পূর্বে পুনরায় হজ্জ্বের এহরাম বাঁধা। তামাত্তু হজ্জ্বে কোরবানী জরুরী।
তামাত্তুর নিয়্যত ঃ তামাত্তু বা ওমরাহর জন্য এই বলিয়া নিয়্যত করিবে-
উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা উরীদুল ওমরাতা, ফা ইয়াসসিরাহা লী ওয়া তাকাব্বালহা মিন্নী।
অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ পালনের নিয়্যত করছি। তুমি আমার জন্য তাহা সহজলভ্য করে দেও এবং আমার ওমরাহ কবুল কর।

(৩) কেরান

কেরান হজ্জ্ব এবং ওমরাহর নিয়্যত একই সাথে করা। তবে ওমরাহর কাজ শেষ করা সত্ত্বেও এহরাম না খোলা এবং একই সাথে হজ্জ্ব করা। কেরান হজ্জ্বে কোরবানী জরুরী।
তবে হজ্জ্বের কোন ওয়াজিব ভঙ্গ হলে কাফফারা দিতে হয়। তামাত্তু এবং কেরান হজ্জ্বের কোরবানী দ্বারা ঈদুল আজহা উপলক্ষে সাধারণ যে কোরবানী ওয়াজিব তা আদায় হয়ে যায়। পৃথকভাবে সেজন্য কোরবানী দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

কেরানের নিয়্যত- হজ্জ্ব ও ওমরার নিয়্যত একসঙ্গে করিলে এইভাবে বলিবে-
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ওয়াল ওমরাতা, ফা ইয়াসসিরহুমা লী ওয়া তাকাব্বালহুমা মিন্নী।
অর্থাৎ হে আল্লাহ। আমি একসাথে হজ্জ্ব ও ওমরাহ পালনের নিয়্যত করছি। তুমি এই দুইটি কাজ আমার জন্য সহজসাধ্য করে দাও এবং আমার পক্ষ হতে উভয় কাজ কবুল কর।

www.pathagar.com

হজ্জ্বের তিনটি ফরজ

(১) এহরাম পরা
(২) অকুফে আরাফত (আরাফাতে অবস্থান করা) এবং
(৩) তাওয়াফে এফাদাহ বা ফেরত তাওয়াফ অর্থাৎ আরাফাত, মোযদালেফা এবং মিনা থেকে বিভিন্ন হুকুমগুলো পালন করার পর মসজিদে হারামে ফিরে এসে কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা। এই তিনটির কোনটি বাদ গেলে হজ্জ্ব হবে না এবং পরবর্তীতে পুনরায় হজ্জ্ব করতে হবে।

হজ্জ্বের ৬টি ওয়াজিব

(১) অকুফে মোযদালেফা। (মোযদালেফাতে অবস্থান করা)
(২) জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা।
(৩) তামাত্তু এবং কেরান হজ্জ্বকারীদের কোরবানী করা।
(৪) মাথার চুল কাটা। চুল ছোট করা কিংবা মাথা মুন্ডন করা। মাথা মুন্ডন করা উত্তম।
(৫) সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করা।
(৬) হজ্জ্ব শেষে বাড়ী ফেরার সময় বিদায়ী তাওয়াফ করা।

হজ্জ্বের সুন্নাত

(১) মীকাতের বাইরে থেকে আগত লোকদের তাওয়াফে কুদুম করা।
(২) হাজারে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা।
(৩) তাওয়াফে কুদুম, ওমরাহ এবং হজ্জ্বের তাওয়াফে রমল করা অর্থাৎ প্রথম তিন চক্করে জোরে হাঁটা।
(৪) সাফা-মারওয়ার দুই সবুজ চিহ্নের (বাতির মাঝে) জোরে হাঁটা।
(৫) আরাফাত এবং মিনায় খোতবা দান।
(৬) ৮ই জিলহজ্জ্ব জোহর থেকে ৯ই জিলহজ্জ্ব ফজর পর্যন্ত।
(৭) অকুফে আরাফাত এর জন্য গোসল করা।
(৮) সূর্যোদয়ের একটু আগে মোযদালেফা থেকে রওনা হয়ে মিনায় পৌছা।
(৯) মিনায় রাত্রি যাপন করা।

হজ্জ্বের নিষিদ্ধ কাজসমূহ

এহরাম বাঁধার পর নিম্নোক্ত কাজগুলো নিষিদ্ধ হয়ে যায়।
(১) সুগন্ধি বা আতর ব্যবহার করা।
(২) সেলাই করা জুতা ও কাপড় পরা। তবে স্ত্রী লোকদের জন্য সেলাই করা কাপড়-চোপড় পরা নিষিদ্ধ নয়।
(৩) পুরুষের মাথা ঢাকা, তবে মহিলারা অ-মোহরেম পুরুষের সামনে মুখ ঢেকে রাখবে।
(৪) শরীরের চুলকাটা।
(৫) নখকাটা।
(৬) যৌন আচরণ।
(৭) অশ্লীল কথাবার্তা বলা ও ঝগড়া বিবাদ করা।
(৮) শিকার করা।
(৯) পোকা মাকড়, কীট-পতঙ্গ মাছি ও উকুন মারা।
(১০) ইচ্ছাকৃত ভাবে কাউকে কষ্ট দেয়া।
(১১) স্থলের শিকার খাদ্যভক্ষন, এহরাম থাকা অবস্থায় অবৈধ।

www.pathagar.com

এহ্‌রামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু হত্যা করো না, তোমাদের প্রতি সমুদ্রের শিকার ও তার ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে এবং তোমরা যতক্ষণ এহ্‌রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ্ (অন্নপাত্র) ঃ ১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৪) হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ)! তোমাদের হাত ও বর্শা দ্বারা যা শিকার করা যায় সে বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদের (এহ্‌রামের সময়) পরীক্ষা করবেন- যাতে আল্লাহ্ জানেন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। সুতরাং এরপর কেউ সীমালঙ্ঘন করলে তার জন্য মর্মন্তদ শাস্তি রয়েছে। (৯৫) হে (বিশ্বাসীগণ) ঈমানদারগণ! এহ্‌রামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু হত্যা করো না, তোমাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা জবেহ করলে, যা জবেহ করল তার বিনিময় অনুরুপ গৃহপালিত জন্তু, যার মীমাংসা করবে তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়বান লোক- কা'বাতে প্রেরিতব্য কোরবানীরুপে। অথবা এর বিনিময় হবে দরিদ্রকে খাদ্যদান করা কিংবা সমপরিমাণ রোজা পালন করা, যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা অতীত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন। আর কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা (৯৬) তোমাদের প্রতি সমুদ্রের শিকার ও তার ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে- তোমাদের ও পর্যটকদের (হাজীদের) খাওয়ার জন্য এবং তোমরা যতক্ষণ এহ্‌রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যার নিকট তোমাদের একত্র করা হবে। (৯৭) আল্লাহ্ পবিত্র কা'বাঘর, পবিত্র মাস, কোরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশু ও গলায় মাল্য পরিহিত পশুকে (কলায়েদ বলে হাজীগণ কোরবানীর পশুগুলিকে গলায় মালা পরা) মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন, এটি এ জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার যা কিছু আকাশমন্ডলে ও ভূমন্ডলে আছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৯৮) তোমরা জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বদলী হজ্জ্ব

হজ্জ্ব ফরজ হওয়ার পর হজ্জ্ব না করে কেউ যদি মারা যায়, কিংবা স্বাস্থ্যগত কারণে যদি হজ্জ্ব আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্যের দ্বারা হজ্জ্ব করানো যেতে পারে। বদলী হজ্জ্ব এর জন্য সকল খরচ যার ওপর হজ্জ্ব ফরজ হয়েছে, তাকে বহন করতে হবে। বদলী হজ্জ্ব আদায়কারী ব্যক্তি একজন সাধারণ হাজীর ন্যায় হজ্জ্বের হুকুম আহকাম পালন করবে।

কা'বা শরীফ

কা'বা শরীফের ইতিহাস

মক্কার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথমে ফেরেস্তারা মক্কায় কা'বা শরীফকে কেন্দ্র করে আল্লাহর এবাদত করেন। তখন পৃথিবীতে কোন মানুষ ছিল না। ফেরেস্তারা, আল্লাহর নির্দেশে কা'বা তৈরি করে এখানে এবাদত করেন। তখন ভূপৃষ্টে একমাত্র বাসিন্দা ছিল জ্বীন।

নিশ্চয় মানবজাতীর জন্য সর্ব প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বাক্কায় (মক্কায়)

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৬)) নিশ্চয় মানবজাতীর জন্য সর্ব প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বাক্কায় (মক্কায়), উহা আশিসপ্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের দিশারী। (৯৭) ওতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) ইব্রাহীমের দাড়াবার স্থান এবং যে কেউ

www.pathagar.com

সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ্ব করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। এবং যে অস্বীকার করবে সে জেনে রাখুক আল্লাহ জগতের ওপর নির্ভরশীল নন।

যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নত করেছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নূর (জ্যোতি)* ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৬) আল্লাহ তার নাম স্মরণ করার জন্য যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নত করেছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, (৩৭) সে সব লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ করা হতে এবং নামাজ পড়তে যাওয়া থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি-ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে।*

যদিও তারা ওর তত্ত্বাবধায়ক নয়, সাবধাণীগণই ওর তত্ত্বাবধায়ক কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ অবগত নয়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা আনফাল (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী)* ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৪) এবং তাদের কি বা বলার আছে যে, আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না যখন তারা লোকদের মসজিদুল-হারাম (পবিত্র কা'বা) হতে নিবৃত্ত করে? যদিও তারা ওর তত্ত্বাবধায়ক নয়, সাবধাণীগণই (পরহেজগার) ওর তত্ত্বাবধায়ক কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ অবগত নয়। (৩৫) কা'বা গৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই ছিল তাদের নামাজ। সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ কর।*

পরে, আল্লাহ যখন মানুষ সৃষ্টি করেন, তখন এই কা'বা মানুষের এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করেন এবং হযরত আদম (আঃ) কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে মক্কাকে তাঁর বাসস্থান ও এবাদতের কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেন। তিনি মক্কার প্রথম আবাদকারী মানুষ ও নবী। তিনি মক্কায় আসার পর শয়তানের ভয় করতে থাকেন এবং আল্লাহর কাছে তার অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে আশ্রয় কামনা করেন। আল্লাহ তখন মক্কার সীমানা পাহারা দেয়ার জন্য ফেরেস্তাদেরকে পাঠান। ফেরেস্তারা যে সুনির্দিষ্ট এলাকাকে ঘিরে পাহারা দেন তাকে 'হুদুদে হারাম' বা 'হারাম এলাকা' বলা হয়।

আল্লাহ ফেরেস্তাদের জন্য, ৭ম আসমানে, পৃথিবীর কা'বা বরাবর আরেকটি সম্মানিত মসজিদ তৈরি করেন। মসজিদে 'বাইতুল মামুর'। প্রতিদিন সেই মসজিদে ৭০ হাজার ফেরেস্তা তাওয়াফ করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা আর ২য় বার তাওয়াফ করার সুযোগ পাবেন না। এইভাবে প্রতিদিন মসজিদে বাইতুল মামুরের তাওয়াফ চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

শপথ বায়তুল মামুরের

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা তূর (পর্বতবিশেষ)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) শপথ তূর পর্বতের, (২) শপথ গ্রন্থের (কোরআন) যা লিখিত আছে, (৩) উম্মুক্ত পত্রে, (৪) শপথ বায়তুল মামুরের, (৫) শপথ সমুন্নত আকাশের, (৬) এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের, (৭) তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, (৮) অনিবার্য।*

www.pathagar.com

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কা'বা শরীফ নির্মাণ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কাদা ও চুনা ব্যতীত, পাথরের ওপর পাথর রেখেই কা'বা শরীফের দেয়াল নির্মাণ করেন। তিনি কা'বা শরীফের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকার সময় হাতের ডান দিকে, ভিতরে তিন হাত গভীর একটি গর্ত খোঁড়েন। এটি ছিল কা'বা শরীফের অর্থ ভান্ডার। কা'বা শরীফের জন্য আসা সকল প্রকার উপহার এতেই রাখা হত। তিনি কা'বা শরীফের ছাদ দেননি এবং কাঠ বা কিছু দিয়ে দরজাও তৈরী করেননি। ঘরের ছাদ খোলা ছিল এবং ঘরের পূর্বদিকে দরজার স্থানটিও ফাঁকা রেখে দিয়েছিলেন। পূর্বদিকে দরজা রেখে তিনি ঘরটি যে পূর্বমুখী, তা বুঝাতে চেয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ৫টি পাহাড়ের পাথর দিয়ে কা'বা শরীফ তৈরী করেছেন। যেমন- (১) সিনাই পাহাড় (২) বাইতুল মাকদেসের যাইতা পাহাড়, (৩) লুবনান পাহাড়দ্বয় (৪) জুদি পাহাড় এবং (৫) হেরা পাহাড়। ফেরেস্তারা ঐ সকল পাহাড় থেকে পাথর এনে দিতেন। তিনি পাথরের গাঁথুনি লাগাতেন। হযরত ঈসমাইল (আঃ) তাঁকে পাথর তুলে দিতেন। তিনি হযরত আদম (আঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির ওপর কা'বা শরীফের দেয়াল তৈরি করেন। হযরত আদম (আঃ) এর সময় ফেরেস্তারা হেরা পাহাড় থেকে পাথর এনে দিতেন আর হযরত আদম (আঃ) সেই পাথর দিয়ে কা'বা শরীফের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেটাকে 'মুল ভিত্তি' বলা হয়।

হুদুদে হারাম (হারাম এলাকা)

পবিত্র মক্কা নগরীকে 'হারাম' বা 'সম্মানিত এলাকা' ঘোষণার কারণ

যখন হযরত আদম (আঃ) দুনিয়াতে আগমন করেন, তখন তিনি শয়তানের ভয় করতে থাকেন। তিনি আল্লাহর কাছে, শয়তানের ক্ষতি থেকে আশ্রয় কামনা করেন। আল্লাহ তখন মক্কার সীমানা পাহারা দেয়ার জন্য ফেরেস্তাদেরকে পাঠান। তারা 'হুদুদে হারাম' বা হারাম এলাকার সীমান্ত ঘিরে ফেলেন এবং পাহারা দিতে থাকেন। হযরত আদম ও পাহারাদার ফেরেস্তাদের চারদিকের অবস্থানের স্থানটুকুকে 'হারাম' বলা হয়।

আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনকাবুত (উর্ণনাভ) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৭) ওরা কি দেখেনা আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি অথচ এর চারপাশে যে সব মানুষ আছে তাদের ওপর হামলা করা হয়। তবে কি ওরা অসত্যেই বিশ্বাস করবে ?

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে, কাবাঘর নির্মাণের সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন হাজারে আসওয়াদকে কাবাঘরে স্থাপন করেন, তখন পাথরটির আলো উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হাজারে আসওয়াদের আলো চতুর্দিকে যে পর্যন্ত পৌছেছিল সে পর্যন্ত এলাকাকে 'হারাম এলাকা' হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

চার মাজহাবের নামাজের স্থান বর্ণনা

মসজিদে হারামে, চার মাজহাবের লোকদের পৃথক নামাজের জামায়াত অনুষ্ঠিত হত। হানাফী, শাফেঈ, মালেকী এবং হামলী মাজহাবের আলাদা আলাদা নামাজের জামায়াত ছাড়াও শিয়া জায়েদীয়া সম্প্রদায়েরও পৃথক নামাজের জামায়াত অনুষ্ঠিত হত। হিজরী ৪র্থ কিংবা ৫ম শতাব্দীতে মাজহাব ভিত্তিক পৃথক নামাজের জামায়াত পদ্ধতি চালু হয়।

www.pathagar.com

এহরাম

এহরামের অর্থ কোন বস্তু বা কাজকে হারাম বা নিষিদ্ধ করা। ওমরাহ বা হজ্জ পালনকারী এহরামের মাধ্যমে এমন কিছু বিষয় নিজের ওপর হারাম বা নিষিদ্ধ করে নেয় যা তার জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় হালাল বা পবিত্র ছিল। এহরাম বাঁধার পূর্বে গোঁফ, চুল, নাক, নখ, বগল ও নাভীর নীচে যথারীতি পরিস্কারের পর গোসল করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এহরামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। গোসল সম্ভব না হলে অন্তত ভালভাবে অজু করে নেয়া দরকার।

এহরাম বাঁধার সময়

মীকাত অর্থাৎ এহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান হতে ওমরাহর নিয়্যতে এহরাম বাঁধতে হয়। সেলাইবিহীন কাপড়, চাদর ও লুঙ্গীর ন্যায় পরতে হয়। এই কাপড়ের রং সাদা হওয়া উত্তম। এহরামের কাপড় পরিধাণ করার পর সময় থাকলে এবং মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দুই রাকায়াত সুন্নাতুল এহরাম নামাজ পড়া উত্তম।

এহরামের সুন্নাত

মিস্ওয়াক করে ওজু করা। সম্ভব হলে গোসল করা। নখ কাটা, মাথা কামান বা চুল ছাঁটা এবং যতদূর সম্ভব শরীর পরিস্কার করা। মীকাত অর্থাৎ এহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান এসে সব কাপড় ছেড়ে এহরামের কাপড় এমনভাবে পরিধাণ করা যেন দুই কাঁধ এবং পিঠ ঢেকে যায় ও এহরামের নিয়্যতে দুই রাকায়াত নামাজ পড়া। ওয়াক্ত মাকরূহ হলে, মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

এহরামের ফরজ

নিয়্যত করা এবং তালবিয়া পাঠ করা এহরামের ফরজ। নিয়্যত অর্থ ইচ্ছা করা। আরবীতে নিয়্যত পাঠ করা জরুরী নয়। মনে মনে "আমি ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে এহরাম পরছি"-এরূপ সংকল্প করা।

তালবিয়া

উচ্চারণ ঃ লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক, লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বায়ক ; ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিয়ামাতা লাকা ওয়াল মুল্ক। লা শারীকা লাক্।

অর্থ ঃ আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির, কোন শরীক নেই তোমার, আমি হাযির, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, আর সকল সাম্রাজ্য তোমার কোন শরীক নেই তোমার।

এহরামের সুন্নাতসমূহ

(১) হজ্জের জন্য হজ্জের মাসে অর্থাৎ শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জের মধ্যে এহরাম বাঁধা, (২) গোসল বা অজু করা, (৩) সেলাইবিহীন চাদর ও লুঙ্গী পরিধাণ করা, (৪) দুই রাকায়াত নফল নামাজ আদায় করা, (৫) উচ্চস্বরে তিনবার তালবিয়া পাঠ করা (পুরুষের জন্য)। মহিলাগণ নীরবে তালবিয়া পড়বেন (৬) এহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা।

এহরামের ওয়াজিবসমূহ

(১) মীকাত থেকে এহরাম বাঁধা। মক্কার অধিবাসী বা মক্কায় অবস্থানকারী হলে ওমরাহর জন্য হারাম শরীফের সীমানার বাইরে থেকে এহরাম বাঁধা। তবে তাদের জন্য তানঈম নামক স্থান থেকে এহরাম বাঁধা উত্তম। আর হজ্জের জন্য হারাম শরীফ বা নিজ ঘর থেকে এহরাম বাঁধতে পারেন। (২) এহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা।

www.pathagar.com

এহরামের মুস্তাহাবসমূহ

(১) শরীরের ময়লা দূর করা, (২) নখ কাটা, (৩) বগল পরিস্কার করা, (৪) নাভীর নীচে পরিস্কার করা, (৫) এহরামের নিয়্যতে গোসল করা (৬) সাদা রঙ্গের নতুন লুঙ্গী বা চাদর ব্যবহার করা, (৭) সেন্ডেল পরা, সেন্ডেল এমন হওয়া উচিত যাতে পায়ের তিন-চতুর্থাংশ উন্মুক্ত থাকে (৮) মুখে এহরামের নিয়্যত করা (৯) নামাজ পড়ে বসা অবস্থায় নিয়্যত করা।

এহরামের কাপড়

একটি সেলাই ছাড়া চাদর ও একটি সেলাই ছাড়া লুঙ্গী উভয়ে মিলে এতটা হতে হবে যেন শরীর ঢেকে যায় বা একটি কাপড় এতটুকু হতে হবে যেন শরীর টেনে যায়। এহরামের কাপড় সাদা এবং নতুন হওয়া উত্তম।

এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

এহরাম বাঁধার পর নিম্নলিখিত কাজগুলো হারাম বা নিষিদ্ধ ঃ

কোন প্রকার আতর ও সুগন্ধি ব্যবহার করা, সুগন্ধি তেল ও সুগন্ধি সাবান ব্যবহার করা।
পুরুষের জন্য আচকান, জামা, পায়জামা, গেঞ্জি ইত্যাদি ধরনের সেলাই করা কাপড় পরিধাণ করা, পায়ের মধ্যবর্তী উচুহাড় ঢাকা পড়ে এমন জুতা পরা, মাথা এবং মুখমন্ডল ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ।

মহিলাদের এহরাম ও হজ্জ্ব পুরুষদের মতই। পার্থক্য এই যে, মহিলাগণ সেলাইকরা কাপড়ই পরিধাণ করবেন। তাঁদেরকে মাথা ঢেকে রাখতে হবে। শুধু মুখমণ্ডল খোলা রাখতে হবে। কিন্তু অপরিচিত ও অনাত্মীয় পুরুষদের সামনে কাপড় দ্বারা এমনভাবে পর্দা করতে হবে যে, তা যেন চেহারাকে স্পর্শ না করে। মহিলাদের জন্য মোজা ও অলংকার পরিধাণ করা যাবে। ঋতবর্তি অবস্থায় এহরাম বাঁধা যাবে, তবে এ অবস্থায় এহরামের জন্য নামাজ পড়বেন না।

শরীরের লোম বা চুল কর্তন করা, নখ কাটা, স্ত্রী সংগম আলিংগন ও চুমু খাওয়া, শৃংগার জাতীয় কথা বলা, শিকার করা বা শিকার করতে কাউকে সাহায্য করা, উকুন, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি মারা, অশ্লীল কথা-বার্তা বলা, জগড়া-বিবাদ করা, ইত্যাদি হারাম নিষিদ্ধ।

এহরাম অবস্থায় মাকরূহ কাজসমূহ

শরীর হতে ময়লা দূর করা মাথা অথবা দাড়ি এবং দেহকে সাবান ইত্যাদি দ্বারা ধৌত করা। মাথার চুল অথবা দাড়ি চিরুনি দ্বারা আচঁড়ানো। চুল, দাড়ি ও উকুন পড়ে যেতে পারে এমনভাবে চুলকানো। চাদর ও লুঙ্গী গিরা দেয়া। সুগন্ধি স্পর্শ করা অথবা ঘ্রাণ নেয়া, বালিশের ওপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে শোয়া।

সফর শুরু

ঘর হতে বের হওয়ার সময় দোয়া

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওয়া ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্‌।
অর্থ ঃ আল্লাহর নামে তাঁরই ওপর নির্ভর করে বের হচ্ছি। তাঁর সাহায্য ছাড়া কোন সৎ কাজই সমাধা হয় না এবং অসৎ কাজ হতেও বেঁচে থাকা যায় না।

www.pathagar.com

যানবাহনে আরোহণ কালে দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার, সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবূন। আল্লাহুম্মা আন্‌তা সাহিবী ফিস্ সাফারি, ওয়া খালীফাতী ফিল আহলি ওয়াল মাল। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বির্‌রা ওয়াত্‌তাক্‌ওয়া ওয়া মিনাল আমালি মা তুহিব্বু ওয়া তারদা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা আন্ তাত্‌বিয়া লানা বু'দাহু ওয়া তুহাব্বিন আলাইনাস্ সাফারা ওয়া তারযুকানা ফী সাফারিনা হাযাস্ সালামাতা ফিল আক্‌লি ওয়াদ্দীনি ওয়াল বাদানি ওয়াল মালি ওয়াল ওয়ালাদ, ওয়া তুবাল্লিগানা হাজ্জা বায়তিকাল হারাম, ওয়া যিয়ারাতা নাবিয়্যিকা আলাইহি আফযালুস্ সালাতি ওয়াস্ সালাম।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ মহান (৩ বার)। পবিত্র সে সত্তা, যিনি আমাদের জন্য এই বাহনকে বশীভূত করে দিয়েছেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া একে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমরা সকলেই তাঁরই পানে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! সফরেও তুমি আমার সাথী, আর বাড়িতেও আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের রক্ষাকারক! হে আল্লাহ! আমার এ সফরে আমি নেকী, তাকওয়া এবং তোমার পছন্দসই আমল করার তাওফীক তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ! সফরের দূরত্বকে আমাদের জন্য সংকুচিত করে দাও; সফরের কষ্টকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এ সফরে আমাদের জন্য জ্ঞানের, দ্বীনের, দেহের, মালের, সন্তানের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য তোমার দরবারে আবেদন করছি। আমাদেরকে তোমার সম্মানিত ঘরের হজ্জ্ব এবং তোমার নবী (সাঃ) এর জিয়ারত সম্পন্ন কর।

মীকাতের বর্ণনা

মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী হাজী এবং ওমরাহ্ আদায়কারীকে মীকাতে প্রবেশের আগেই হজ্জ্ব বা ওমরাহর জন্য এহরাম বাঁধতে হবে। এহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা সঠিক হবে না।

মীকাত ৫টি ঃ

(১) মদীনাবাসী এবং সেই পথে আগমনকারীদের মীকাত যেমন 'জুল হোলায়ফাহ'। এর বর্তমান নাম 'আবইয়ারে আলী'।
(২) সিরিয়াবাসী এবং ঐ রাস্তা দিয়ে আগমনকারীদের জন্য মীকাত যেমন জোহফা। এর বর্তমান নাম 'রাবেগ'। মূলতঃ জোহফা রাবেগের পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম।
(৩) নাজদবাসী এবং ঐ পথে আগমনকারীদের মীকাত 'কারনুল মানাযেল'। এর বর্তমান নাম 'আসসায়লুল কবীর'।
(৪) ইয়েমেনবাসী এবং ঐ পথে আগমনকারীদের মীকাত 'ইয়ালামলাম' পাহাড়। সামুদ্রিক পথে বাংলাদেশসহ এশিয়ান দেশগুলোর হাজীদের এই নির্দিষ্ট মীকাত।
স্থল ও বিমানপথে আগমনকারী বাংলাদেশী এবং এশিয়ান দেশগুলোর হাজীদের মীকাত 'আস-সায়লুল কবীর' এই স্থান পর্যন্ত যখন তাদের বিমান ও যানবাহন আগমন করে।
(৫) 'জাতে এরক' ইরাকবাসীদের মীকাত।

মীকাতের ভিতর অবস্থানকারী লোকেরা নিজেদের অবস্থান থেকেই এহ্‌রাম বাঁধবে। তাদের মীকাতের বাইরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। হুদুদে হারামের ভিতর অবস্থানকারী লোকদের ওমরাহর জন্য হুদুদের বাইরে যেতে হবে কিন্তু হজ্জ্বের জন্য তার প্রয়োজন নেই। বরং সবাই হুদুদের ভিতর নিজ অবস্থান স্থল থেকেই হজ্জ্বের জন্য এহরাম বাঁধবে। মীকাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, - ঐ মীকাতগুলো ঐ এলাকাবাসীর এবং যারা ঐ পথ দিয়ে হজ্জ্ব কিংবা ওমরাহ করতে আসবে তাদের জন্য নির্ধারিত।

www.pathagar.com

জো'রানা মীকাত

মক্কা বিজয়ের পর হোনাইন যুদ্ধ শেষে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই স্থান থেকে ওমরাহর এহরাম বাঁধেন। এটি পুরাতন তায়েফ রোডের পার্শ্বে ১০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। মক্কাবাসীরা রমজানে অনেকে এই স্থান থেকেই ওমরাহর এহরাম বাঁধে। এটাকে 'মসজিদে রাসূল' বলা হয়। হোনাইন যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই স্থান হাওয়ায়েন ও সাকীফ গোত্রের যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি বন্টন করেন এবং ১৫ দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে নামাজ-দোয়া-তাসবীহ্ আদায় করেন।

জোরানা, কোরাইশ বংশের রাতা বিনতে কাব নামক মহিলার উপাধি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ৮ হিজরীর ১৭ই জিলকদ সেখান থেকে এহরাম পরেন। মক্কার পার্শ্ববর্তী যে সকল এলাকা থেকে লোকেরা ওমরাহর এহরাম পরে, জোরানা তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মীকাত। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখান থেকে এহরাম পরেছেন। এটা ইমাম শাফেই, মালেকী এবং হামলী মাজহাবের মত।

জোরানায় একটি পুরাতন মিষ্টি পানির কূপ ছিল। কথিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঐ কূপের পানি পান করেছেন। ঐ পানি খনিজ পানির মত উপকারী। ঐ পানি কিডনী এবং প্রস্রাব যন্ত্রণার জন্য পরীক্ষিত ঔষধস্বরূপ। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, আব্বাসী খলীফারা এই পানি বাগদাদে নিয়ে ব্যবহার করেছেন।

মক্কা মুকার্‌রমা

হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশ ও মক্কা মুকার্‌রমায় প্রবেশের সুন্নাত

হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশের অর্থ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত-এর মহান ও শাহী দরবারে প্রবেশ করা যা অত্যন্ত সৌভাগ্যবানদেরই ভাগ্যে হয়ে থাকে। তাঁর আজমতও বুযর্গী মনে মনে স্মরণ করে এই সীমানায় প্রবেশ করা। তাই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ইস্তিগ্‌ফার করে তালবিয়া পাঠ করতে করতে সীমানায় প্রবেশ করা।

মক্কা মুকার্‌রমায় প্রবেশ

মক্কা মুকার্‌রমায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা সুন্নাত। বর্তমানে 'জেদ্দায় গোসল করে রওনা হলে এ সুন্নাত আদায় হয়ে যায়।' যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন তখন বাবুস্ সালাম দিয়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর যুগ থেকে এ বাবুস্ সালাম এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। মসজিদে হারামের সম্প্রসারণের সময় এর বিপরীতে দ্বিতীয় একটি দরজা নির্মাণ করা হয়েছে এটাকেও বাবুস্ সালাম বলা হয়। এদিক দিয়ে প্রবেশ করা বা অন্য কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায়।

মক্কার হারাম শরীফে প্রবেশকালে দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাযা আম্‌নুকা ওয়া হারামুকা ওয়ামানা দাখালাহু কানা আমিনা। ফাহার্‌রিম লাহ্‌মী ওয়া দামী ওয়া আযামী ওয়া বাশারী আলান্নার।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! ইহা তোমার সুরক্ষিত পবিত্র স্থান। এখানে যে-ই প্রবেশ করে, সে-ই তোমার আইনে নিরাপত্তা পায়। সুতরাং আমার রক্ত, গোশত, অস্থি ও চর্মকে জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দাও।

www.pathagar.com

কা'বা শরীফে দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্র দোয়া

উচ্চারণ ঃ লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক; লাব্বায়িক লা শারীকা লাকা লাব্বায়িক; ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়্মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শরীকা লাক্। আল্লাহুম্মার যুকনী বিহা কারারান; ওয়ারযুকনী ফীহা রিয্কান হালাল।

অর্থ ঃ আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির, কোন শরীক নেই তোমার, আমি হাযির, নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, আর সকল সাম্রাজ্যও তোমার, কোন শরীক নেই তোমার। হে আল্লাহ! এখানে আমাদের স্থিতি এবং হালাল বৈধ রিযিক দাও।

কা'বা শরীফে প্রবেশের দোয়া

উচ্চারণ ঃ আ'উযু বিল্লাহিল আযীম, ওয়া বিওয়াজ্হিহিল্ কারীম, ওয়া সুল্তানিহিল্ কাদীম, মিনাশ্ শায়তানির রাজীম। বিসমিল্লাহি ওয়াস্সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ্। আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী জামী'আ যুনুবী ওয়াফ্তাহ্লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিকা। আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালাম, ওয়া ইলাইকা ইয়ারজিউস্ সালাম, ফাহায়্যিনা রাব্বানা বিস্সালাম ওয়া আদইখিল্না বিরাহ্মাতিকা দারাস্ সালাম, তাবারাকতা রাব্বানা ওয়াতা'আলাইতা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থ ঃ বিতাড়িত শয়তানের কবল হতে মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত, শক্তিমান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। আল্লাহর রাসূলের প্রতি অজস্র ধারায় অপরিমিত রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক। হে আল্লাহ! আমার সমুদয় পাপ মাফ করে দাও। তোমার রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও। হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়; শান্তি তোমার নিকট হতেই আসে এবং তোমার নিকটেই ফিরে যায়। অতএব হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে শান্তিময় জীবন দান কর। শান্তির গৃহে তোমার দয়াই আমাদেরকে প্রবেশধিকার দাও। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় এবং মহান। হে মহীয়ান ও গরীয়ান।

হজ্জ্ব ও ওমরাহ

হজ্জ্ব বা ওমরাহ অথবা উভয়ের নিয়্যত করার সাথে সাথে তালবিয়া বলা অর্থাৎ-
উচ্চারণ ঃ লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক, লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বায়ক; ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিয়ামাতা লাকা ওয়াল মুল্ক। লা শারীকা লাক্।

অর্থ ঃ আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির, কোন শরীক নেই তোমার, আমি হাযির, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, আর সকল সাম্রাজ্য তোমার কোন শরীক নেই তোমার।

এই দোয়া পাঠ করা। পুরুষগণ জোরে জোরে ও মহিলাগণ আস্তে আস্তে পড়বেন। বাবুস সালাম দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করা সুন্নাত। তবে উহা বাধ্যতামূলক নয়।

কা'বা শরীফের তাওয়াফ বা এর চতুর্দিকে সাতবার চক্কর দেয়া।

তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে আবার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত শেষ করতে হয়। সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করা। আর সম্ভব না হলে ইশারা করে হাতে চুম্বন করা।

তাওয়াফের সময় প্রত্যেক চক্করের শেষে দোয়া করা -
উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্ নার।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! দাও আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ আর আখিরাতে কল্যাণ এবং রক্ষা করা আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে।

তাওয়াফ শেষে মাকামে ঈব্রাহীম এর পিছন বরাবর কিছু দূরে, এখানে সম্ভব না হলে মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে দুই রাকায়াত ওয়াজিবুত্ তাওয়াফ নামাজ পড়া। অতঃপর কিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে তিন চুমুকে-প্রতি চুমুকে **"বিসমিল্লাহি ওয়ালিল্লাহিল হামদ্"** বলে জমজমের পানি পান করা।

অতঃপর সাতবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাঈ অর্থাৎ দৌড়াতে হবে। সাফা মারওয়ার মাঝ পথে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে জোরে দৌড়াতে হবে।

সাঈ সমাপ্ত করে মাথা মুণ্ডন বা মাথার চুল ছোট করে ছেঁটে নিতে হবে; তা'হলে ওমরাহ্ সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং এহরামের পরে যা হারাম নিষিদ্ধ ছিল তা হালাল বা পবিত্র হয়ে যাবে।

তাওয়াফ

'তাওয়াফ' আরবী শব্দ। ইহার অর্থ প্রদক্ষিণ করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মক্কা শরীফে অবস্থিত আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করাকে 'তাওয়াফ' বলে। কা'বা ঘরের চতুর্দিকে সাত চক্কর ঘুরলে একবার তাওয়াফ হয়। কা'বা ঘরের এক স্থানে 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর নামক এক খন্ড পাথর আছে। উহা যেই স্থানে অবস্থিত, সেই স্থান হতে আরম্ভ করে কা'বা ঘরের চারিদিক ঘুরে আবার সেখানে ফিরে আসলে এক চক্কর হয়। প্রত্যেক চক্করের প্রারম্ভে এবং শেষে ঐ পাথরখানিকে চুমা দিতে হয়। সেইভাবে প্রত্যেক তাওয়াফে (সাত চক্করে) আটবার করে হাজরে আছওয়াদ চুম্বন করা হয়। প্রত্যেক তাওয়াফের পর দুই রাকায়াত নামাজ পড়া ওয়াজিব।

'তাওয়াফ' সাত প্রকার

(১) তাওয়াফে কুদুম– অর্থাৎ কা'বা ঘর প্রথম দেখাকালীন তাওয়াফ। বিদেশী হাজীদের জন্য এই তাওয়াফ সুন্নাত। কেরান অথবা তামাত্তো হজ্জের নিয়্যতকারীদের এই তাওয়াফ ওমরাহর তাওয়াফ হবে এবং তাওয়াফের পরে সাফা মারওয়ায় 'সাঈ' করতে হবে এবং তৎসঙ্গে রমল ও এজতেবা করতে হবে।

(২) তাওয়াফে জিয়ারত– এই তাওয়াফ ফরজ। এই তাওয়াফ আরাফায় অবস্থানের পর ১০ই, ১১ই অথবা ১২ই জিলহজ্জ তারিখে করতে হয়। ১২ তারিখের সন্ধ্যার পূর্বে না করলে মাকরূহ-তাহরীমা হয় এবং এজন্য 'দম' দিতে হয়। 'তামাত্তো' হজ্জের নিয়্যতকারীর যেহেতু তাওয়াফে-কুদুম করতে হয় না সেইজন্য তাহাদের তাওয়াফে-জিয়ারতের মধ্যেই 'রমল' করতে হবে। তবে এজতেবা করতে হবে না। তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়ায় সাঈও করতে হবে।

(৩) তাওয়াফে ওমরাহ, ওমরাহর জন্য এই তাওয়াফ ফরজ।

(৪) তাওয়াফে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ – মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করলে এই তাওয়াফ করা মুস্তাহাব।

(৫) তাওয়াফে বেদা– বিদেশী হাজীগণের কা'বা ঘর হতে বিদায়কালীন তাওয়াফকে তাওয়াফে বেদা বা 'রুখছতী তাওয়াফ' বলে। এই তাওয়াফ ওয়াজিব।

(৬) তাওয়াফে নফল– ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত তাওয়াফ ছাড়া আর যতবার তাওয়াফ করা সম্ভব, তাহাই করবে। উহা নফল তাওয়াফ হবে।

(৭) তাওয়াফে নজর বা মান্নতের তাওয়াফ– কেহ কা'বা ঘরের তাওয়াফ করবে বলে মান্নত করে থাকলে তাহা পালন করা ওয়াজিব।

www.pathagar.com

'এজতেবা'
যে তাওয়াফের পর 'সাঈ' করতে হয়, সেই তাওয়াফের পূর্বে গায়ের চাদরটিকে ডান বগলের নীচ দিয়ে এমনভাবে টেনে পরা, যাতে চাদরের উভয় আঁচল বাম কাধের ওপর থাকে, আর ডান কাঁধ খালি থাকে। ইহাকে 'এজতেবা' বলে।

'রমল'
যে তাওয়াফের পর 'সাঈ' করতে হয়, সেই তাওয়াফের মধ্যে প্রথম তিন চক্করে কাধ হেলে জোরে জোরে এবং ঘন ঘন পা ফেলে একটু কুদিয়া কুদিয়া চলতে হয়। এইরূপ করাকে 'রমল' বলে।

তাওয়াফের নিয়্যত ঃ
উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফা বায়তিকাল হারামি সাবআ'তা আশওয়াতিন ফা-ইয়াসসিরহু লী ওয়াতাক্বাব্বালহু মিন্নী।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার এই পবিত্র গৃহের সাত চক্কর তাওয়াফ করার ইচ্ছা করছি। তুমি ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দাও এবং আমার পক্ষ হতে কবুল কর।

নিয়্যতের পর নিতান্ত আদব-কায়দা ও নম্রতার সহিত দাঁড়িয়ে ও তাকবীরে তাহরীমার মত দুই হাত কান পর্যন্ত উঠায়ে এই দোয়া পড়া-

উচ্চারণ- বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়াছছালাতু ওয়াসসালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মা ঈমা-নাম বিকা ওয়া তাছদীক্বাম বিকিতাবিকা ওয়া ওয়াফা-আম বিআ'হদিকা ওয়াত্তিবাআল লিসুন্নাতি নাবিয়িকা ওয়া হাবীবিকা মুহাম্মদিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অর্থাৎ আল্লাহ'র নামে তাওয়াফ আরম্ভ করছি। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামে দরূদ পড়ছি। হে আল্লাহ! তোমার ওপর ঈমান এনে, তোমার কিতাবের ওপর বিশ্বাস রেখে, তোমার সহিত প্রদত্ত ওয়াদা পালনার্থে তোমার প্রিয় নবী ও হাবীব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)- এর তরীকার অনুসরণ করে আমি এই কাজ করছি।

উপরোক্ত দোয়াটি তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করে পড়া; তারপর প্রত্যেক চক্করের দোয়া পড়া।

তাওয়াফ এর দোয়াসমূহ
প্রথম চক্করের দোয়া
উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্ম ইন্নী আসআলুকা রিদ্বাকা ওয়াল আ'ফিয়াতা ওয়াল ইইসরা ওয়াল মুআ'ফাতা ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়াল ফাউযা বিল জান্নাতি ওয়ান্নাজাতা মিনান্নার।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমার দরবারে ইহকাল ও পরকালের সুখ-শান্তি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর জান্নাত লাভের ও জাহান্নাম হতে মুক্তি পায়ার জন্য প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয় চক্করের দোয়া
উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা হাববিব ইলাইনাল ঈমানা ওয়া যাইয়িনহু ফী কুলুবিনা ওয়া কাররিহ ইলাইনাল কুফরা ওয়াল ফুসুক্বা ওয়াল ইছইয়ানী ওয়াজআলনা মিনাল রাশিদীন। আল্লাহুম্মা ক্বিনী আ'যাবাকা ইয়াউমা তাবআছুইবাদাকা। আল্লাহুম্মার যুক্বনিল জান্নাতা বিগায়রি হিসাব।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় করে দাও, ঈমানের সৌন্দর্যে আমাদের অন্তর ভয়ে দাও। কুফরী, ফাসেকী ও যাবতীয় পাপ কাজকে আমাদের নিকট ঘৃণ্য করে দাও এবং আমাদিগকে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারীদের দলভুক্ত কর। হে আল্লাহ! তুমি যেইদিন তোমার সকল বান্দাকে পুনর্জীবিত করবে, তাদের সকলের নিকট হতে হিসাব- নিকাশ নেবে, সেইদিন আমাকে তোমার শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আল্লাহ! বিনা হিসাবে আমার জান্নাত নির্দিষ্ট কর।

তৃতীয় চক্করের দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাশ শাক্কি ওয়াশ শিরকি ওয়াশ শিক্বাক্বি ওয়ান্নিফাক্বি ওয়া সূ-ইল আখলাক্বি ওয়া সূ-ইল মুনক্বালাবি ফিলমা-লি ওয়াল আহলি ওয়াল ওয়ালাদি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলূকা রিদ্বাকা ওয়াল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিন গ্বাদ্বাবিকা ওয়া মিনান্নারে আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল ক্বাবারি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল ক্বাবরি ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত।

অর্থ ঃ হে খোদা! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি যেন আমি আমার দ্বীন সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহে পতিত না হই এবং কখনও যেন আমি তোমার সহিত কাহাকেও শরীক না করি। আর আমি তোমার নিকট মুনাফেকী, অসচ্চরিত্রতা ও দেশে প্রত্যাবর্তন করে স্ত্রী-পুত্র পরিজন ও ধন-সম্পদের অমঙ্গল হতে বেচে থাকার প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমি চাই তোমার কাছে তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাত। তুমি আমাকে রক্ষা কর কবরের শাস্তি হতে, দুনিয়ার সকল বিপদ-আপদ ও মৃত্যু সময়ের মহাপরীক্ষা হতে।

চতুর্থ চক্করের দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মুজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া মুনজিয়াতি আমরিকা ওয়া আ'যায়িমা মাগফিরাতিকা ওয়াসসালামাতা মিনকুল্লি ইছমিও ওয়াল গানীমাতা মিন কুল্লি বিররিও ওয়াল ফাওযা বিল জান্নাতি ওয়ান্নাজাতা মিনান্নারি। রাববি ক্বান্নিয়'নী বিমা রাযাকতানী ওয়া বা-রিকলী ফীমা আ'য়তাইতানী ওয়াখলুফ আ'লা কুল্লি গা-য়িবাতিল লী বিখায়রিন, ইয়া আ-লিমা ফিছছুদুরি আখরিজনী মিনায যুলুমাতি ইলান নূরি ইয়া নূরান নুরে।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করি এমন পথ, যে পথে চললে তোমার রহমত লাভ নিশ্চিত হয় এবং তোমার দন্ডাদেশ হতে মুক্তি পাওয়া যায়। আমাকে সেই পথে চলবার শক্তি দাও, যে পথে মাগফেরাত রয়েছে। নেক কাজে অংশগ্রহণ করার তওফীক আমাকে দাও। জান্নাত দান কর এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়ে আমাকে কৃতার্থ কর। হে পরওয়ারদেগার! যে রিজিক তুমি আমাকে দান করেছ, তাতে আমার সন্তুষ্টি বিধান কর। যাহা কিছু তুমি আমাকে দান করেছ, উহাতে আমার জন্য বরকত দান কর এবং আমার অবর্তমানে তুমি আমার সকল বিষয়-সম্পত্তি অনুগ্রহের সহিত রক্ষনাবেক্ষণ কর। হে অন্তর্যামী! হে জ্যোর্তিময়! অন্তরে যাহা কিছু নিহিত আছে, তুমি উহার সব কিছুই অবগত আছ। আমাকে তুমি অন্ধকার হতে বাহির করে আলোর দিকে ধাবিত কর।

পঞ্চম চক্করের দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা সাইয়িদুনা মুহাম্মাদুন (দঃ) ওয়া আউযু বিকা মিন্‌শাররি মাস তাআ'যা মিনহু নাবিয়্যুকা সাইয়িদুনা মুহাম্মাদুন (দঃ) ; আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাঈমাহা ওয়ামা ইউক্বাররিবুনী ইলাইহা মিন ক্বাউলিন আও য়িলিন আও আমালিন ওয়া আউযুবিকা মিনান্নারি ওয়া মা ইউক্বাররিবুনী ইলাইহা মিন ক্বাউলিন আও ফিয়লিন আও আমালিন।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় হাবীব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তোমার নিকট যেইসব ভাল জিনিস চেয়েছেন, আমিও তোমার নিকট সেইসব প্রার্থনা করি এবং তিনি যে সমস্ত জিনিসের অপকারিতা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আমিও সেইসব হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে মা'বুদ! আমি তোমার দরবারে জান্নাত এবং উহার সকল নেয়ামত কামনা করি। যে সকল কথা, কাজ বা আমল দ্বারা জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়া যায়, আমাকে সেইগুলি করার ক্ষমতা দাও। আমি তোমার নিকট জাহান্নাম হতে মুক্তি চাই। যে সকল কথা, কাজ বা আমল মানুষকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেয়, আমি সেইসব হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

ষষ্ঠ চক্করের দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নালাকা আলাইয়া হুকুক্বান কাছীরাতান ফীমা বাইনী ওয়া বাইনাকা ওয়া হুকবুক্বান কাছীরাতান ফীমা বাইনী ও বাইনা খালক্বিকা, আল্লাহুম্মা ফামা কা-না মিনহা লাকা ফাগফিরহুল, ওয়ামা কা-না লিখালক্বিকা ফাতাহাম্মালহু আন্নী ওয়াগনিনী বিহালালিকা আ'ন হারামিকা ওয়া বিত্বা-আতিকা আমমায়' ছিয়াতিকা ওয়া বিফাদলিকা আম্মান সিওয়াকা ; আল্লাহুম্মা ইন্না বাইতাকা আযীমুন ওয়া ওয়াজহাকা কারীমুও ওয়া আনতা ইয়া আল্লাহু হালীমুন বাররুররাউফুন, তুহিববুল 'আফওয়া ফায়'ফু আন্নী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমার ওপর তোমার এবং তোমার বান্দাদের বহু হক রয়েছে। হে আল্লাহ! তুমি তোমার নিজের হক আমাকে মা'ফ কর এবং তোমার বান্দার হক হতে আমার মুক্তি পাওয়ার উপায় করে দাও। আমাকে হালাল বস্তু দান করে হারাম হতে, বন্দেগীর ক্ষমতা দিয়ে তোমার গজব হতে এবং তোমার স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তুমি ব্যতীত অন্য সকলের মুখাপেক্ষিতা হতে আমাকে মুক্ত রাখ। হে আল্লাহ ! তোমার এই গৃহ অতি পবিত্র তোমার অনুগ্রহ অপরিসীম। হে আল্লাহ! তুমি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, পূণ্যময় এবং দয়ালু। ক্ষমাকে তুমি পছন্দ কর, কাজেই আমাকেও ক্ষমা কর।

সপ্তম চক্করের দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ঈমানান কামিলাও ওয়া ইয়াক্বীনান ছাদিকাঁও ওয়া রিযকাঁও ওয়াসিয়াও ওয়া ক্বালবান খাশিয়াও ওয়া লিসানান, যাকিরাঁও ওয়া তাওবাতাননাছুহাও ওয়া তাওবাতান ক্বাবলাল মাউতি ওয়া রা-হাতান ইনদাল মাউতি ওয়া মাগফিরাতাও ওয়া রাহমাতাম বায়দাল মাউতি ওয়াল আফওয়া ইনদাল হিসাবি ওয়াল ফাউযা বিল জান্নাতি ওয়ান্নাজাতা মিনান্নারি বিরাহমাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফফারু ; রাববি যিদনী ইলমাও ওয়া আলহিক্বনী বিছছা-লিলীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পূর্ণ ঈমান, খাঁটি বিশ্বাস, রিজিক, বিনীত ও ভীত অন্তর, যিকিরকারী রসনা (জিহবা) দান কর এবং মৃত্যুর সময়ে শান্তি, মৃত্যুর পরে রহমত এবং মাগফেরাত, হিসাব-নিকাশের সময়ে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাকে জান্নাত দান করে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিও। হে ক্ষমাশীল ! আপন করুণা গুণে আমাকে এইসব দান কর। হে প্রভূ! আমাকে অধিক পরিমাণে এলম দান কর এবং নেককারদের সাথে মিলিত কর।

তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে-আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দোয়া-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনালকুফরি ওয়াল ফাক্বরি ওয়ায যুল্লি ওয়া মাওয়াকিফিল খিযয়ি ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ। রাববানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফির আ-খিরাতি হাসানাতও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার, ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মাআ'ল আবরার, ইয়া আযীযু ইয়া গাফফার।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফরী, দারিদ্রতা এবং যিল্লাতি হতে মুক্তি চাই এবং দুনিয়া ও পরকালের লাঞ্চনা ও অপমানের কারণ হয়, এইরূপ কাজ হতেও তোমার নিকট মুক্তি চাই। হে পরওয়ারদেগার, হে সর্বশক্তিমান দয়ালু! তুমি আমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ বিধান কর, জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচাও এবং নেককারদের সঙ্গে আমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।

মাকামে ইব্রাহীম

তোমরা ইব্রাহীমের দাড়ানোর জায়গাকেই নামাজের জায়গারূপে গ্রহণ কর

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ১৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২৫) এবং সেই সময়কে (স্মরণ কর) যখন আমি কাবাগৃহকে মানবজাতীর জন্য সম্মিলনস্থল ও শান্তিরআলয় নিরাপদ স্থান করেছিলাম (এবং বলেছিলাম), 'তোমরা ইব্রাহীমের দাড়ানোর জায়গাকেই নামাজের জায়গারূপে গ্রহণ কর।' এবং যখন আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করি যে, 'তোমরা আমার ঘরকে তাদের জন্য পবিত্র রাখবে, যারা এর চারিদিকে ঘুরবে, এতে বসে ধ্যান করবে, এতে রুকূ ও সিজদাহ করবে (অর্থাৎ নামাজ পড়বে)।

হাজারে আসওয়াদ এবং মাকামে ইব্রাহীম আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে ইসলামিয়ার জন্য দুইটা অতি প্রাচীন নিদর্শন। মুসলিম উম্মাহ ছাড়া এ জাতীয় প্রাচীন নিদর্শন অন্য কোন জাতির নেই। এর একটিকে তাওয়াফ শুরুর জায়গায় এবং অপরটির কাছে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়ে এগুলোকে চির স্মরণীয় করে দেয়া হয়েছে। তিরমিজী শরীফে আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই হাজারে আসওয়াদ এবং মাকামে ইব্রাহীম জান্নাতের দুইটা ইয়াকুত পাথর। আল্লাহ এই দুটো পাথরের নূর মিলিয়ে দিয়েছেন। নূর না মিলালে, এগুলোর আলোতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত ভূখন্ড আলোকোজ্জল হয়ে যেত। ফাকেহী উল্লেখ করেছেন, জিব্রাইল (আঃ) মাকামে ইব্রাহীমকে নিয়ে এসে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পায়ের নীচে রেখে দেন।

কা'বা শরীফ ও মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যকার দূরত্বসম্পর্কে আযরাকীসহ আরো অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন, হাজারে আসওয়াদ থেকে মাকামে ইব্রাহীমের দূরুত্ব, ২৯ হাত ৯ আঙ্গুল। কা'বা শরীফের ভিত্তি (প্লিনথ লেবেল) থেকে মাকামে ইব্রাহীমের দূরুত্ব সাড়ে ২৬ হাত। রোকনে শামী থেকে মাকামের দূরত্ব, ২৮ হাত ১৭ আঙ্গুল। জমজমের পাশ থেকে মাকামের দূরত্ব ২৪ হাত ২০ আঙ্গুল।

মাকামে ইব্রাহীমের দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তা'লামু সিররী ওয়া আলানিয়াতী ফাআক্‌বিল মা'যিরাতী, ওয়া তা'লামু হাজাতী ফা'তিনী সু'আলী ওয়া তা'লামু মা ফী নাস্‌সী ফাগ্‌ফিররী যুনূবী। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌ আলুকা ঈমানাই ইউবাশিরু কাল্‌বী ওয়া ইয়াকীনান্‌ সাদিকান্‌ হাত্তা আ'লামা আন্নাহু লাইউসীবুনী ইল্লা মা কাতাব্‌তা লী ওয়া রিয়াআম মিন্‌কা বিমা কাস্‌সাম্‌তালী, আন্‌তা ওয়ালিয়্যী ফিদ্‌দুন্‌ইয়া ওয়াল আখিরাহ্‌ তাওয়াফ্‌ফানী মুসলিমা ওয়া আল্‌হিক্‌নী বিস্‌সালিহীন। আল্লাহুম্মা লা তাদা'লানা ফী মাকামিনা হাযা যান্‌বান্‌ ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মান্‌ ইল্লা ফার্‌রাজতাহু ওয়ালা হাজাতান্‌ ইল্লা কাদাইতাহা ওয়া ইয়াস্‌সারতাহা ফা-ইয়াস্‌সির উমূরানা ওয়াশ্‌রাহ্‌ ওয়া

www.pathagar.com

সুদূরানা নাব্বির কুলুবানা ওয়াখ্‌তিম্‌ বিস্‌সালিহাতি আ'মালানা। আল্লাহুম্মা তাওয়াফ্‌-ফানা মুসলিমীনা ওয়াল্‌হিক্‌না বিস্‌সালিহীনা গায়রা খাযায়া ওয়ালা মাফতূনীন, আমীন, ইয়া রাব্বাল্‌ আলামীন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা হাবীবিহী সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী আজ-মাঈন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সবই জান। সুতরাং আমার অনুশোচনা গ্রহণ কর! তুমি আমার চাহিদা সম্পর্কে সম্যক অবগত, সুতরাং আমার আবেদন কবুল কর, তুমি আমার অন্তরের কথা জান, সুতরাং আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাচ্ছি এমন ঈমান -- যা আমার অন্তরে স্থান লাভ করবে এবং এমন সঠিক ইয়াকীন -- যাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে আমার জন্য যা তুমি নির্ধারিত করে রেখেছ। তা-ই আমার জীবনে ঘটবে এবং তুমি যা আমার ভাগ্যে রেখেছ, তাতে যেন আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারি। ইহ-পরকালে তুমিই আমার সহায়। আমাকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দিও এবং সৎকর্মশীলগণের সাথী করো। হে আল্লাহ! আমার কোন গুনাহ্‌ই মাফ না করে, কোন দুশ্চিন্তাই দূর না করে, কোন অভাবই না মিটিয়ে ছেড়ো না। হে আল্লাহ! আমাদের সকল কাজ সহজ করে দাও, আমাদের অন্তরসমূহকে বিকশিত কর। আমাদের আত্মাসমূহকে নূরাণী করে দাও। নেক আমলের ওপর আমাদের মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! মুসলমানরূপে যেন আমাদের মৃত্যু হয়। পুণ্যবানগণের দলে যেন আমরা মিলিত হতে পারি। বিনা লাঞ্ছনায়, বিনা কষ্টে যেন আমরা পার হতে পারি। হে বিশ্ব প্রতিপালক! দোয়া কবুল কর।

এরপর সম্ভব হলে মুলতাযাম অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ ও কা'বা শরীফের দরজার মধ্যবর্তী স্থানটিতে দাড়িয়ে এই দোয়া ঃ

মুলতাযামের দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বাল্‌ বায়তিল আতীক, আতিক্‌ রিকাবানা ওয়া রিকাবা আবা-ইনা ওয়া উম্মাহাতিনা ওয়া ইখ-ওয়ানিমা ওয়া আওলাদিনা মিনান্নার, ইয়া যাল্‌ জূদি ওয়াল্‌কারামী ওয়াল ফাদলি ওয়াল মান্নি ওয়ালাআতায়ি ওয়াল্‌ ইহ্‌সান। আল্লাহুম্মা আহসিন আকিবাতানা ফিল উমূরি কুল্লিহা ওয়া আজির্‌না মিন্‌ খিয্‌য়িদ্‌ দুন্‌ইয়া ওয়া আযাবিল আখিরাহ্‌ আল্লাহুম্মা ইন্নী আব্‌দুকা ওয়াকিফুন্‌ তাহ্‌তা বাবিকা মল্‌মাতাকা ওয়া আখ্‌শা আযাবাকা মিনান্নারি ইয়া কাদীমাল্‌ ইহ্‌সান। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা আন তারফা'আ যিক্‌রী ওয়া তাদাআ বিয্‌রী ওয়া তুসলিহা আম্‌রী ওয়া তুতাহ্‌হিরা কাল্‌বী ওয়া তুনাব্বিরা লী ফী কাব্‌রী ওয়া তাগফিরালী যান্‌বী ওয়া আসআলুকাদ্‌ দারাজাতিল্‌'উলা মিনাল জান্নাহ্‌। আমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হে প্রাচীনতম ঘরের মালিক! আমাদিগকে, আমাদের মাতাপিতাকে, আমাদের ভাই-বোনদিগকে, সন্তান-সন্ততিকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দাও। হে দয়ালু দাতা, করুণাময়। মঙ্গলময়! হে আল্লাহ! আমাদের সকল কর্মের শেষ ফলকে সুন্দর করে দাও। ইহকালের অপমান ও পরকালের শাস্তি হতে আমাদিগকে বাঁচাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার শাস্তির ভয়ে, তোমার করুণার আশায় তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। হে চির মঙ্গলময়! হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি চাচ্ছি যেন আমার যশ বৃদ্ধি পায়, আমার পাপের বোঝা লাঘব হয়, আমার কর্ম সঠিক হয়, আমার অন্তর পবিত্র থাকে, আমার কবর আলোকিত হয়, আমার গুনাহ্‌ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার আসন তোমার কাছে চাচ্ছি। আমার আবেদন গ্রহণ কর।

www.pathagar.com

কালপাথর হাজারে আসওয়াদ

কাবা শরীফের পূর্ব কোণে হাজারে আসওয়াদ অবস্থিত। এই পাথর বহু মূল্যবান ও বরকতময়। এটি একটি জান্নাতি পাথর। নবী করিম (সাঃ) ঐ পাথরটিতে চুমু দিয়েছেন। এতে চুমু দেয়ার ফজীলত অনেক বেশী। তাই হযরত ওমর (রাঃ) হাজারে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ "আমি জানি তুমি একখানা পাথর, তোমার উপকার ও ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে তোমার গায়ে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনও তোমাকে চুমু দিতাম না।"

'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যদি জাহেলিয়াতের অপবিত্রতা ও নাপাকী এবং জালেম ও পাপিষ্টদের হাতের কালিমায় হাজারে আসওয়াদ কলুষিত না হত তাহলে এর মাধ্যমে সকল পঙ্গুত্বের চিকিৎসা হত এবং আল্লাহ প্রথম দিন একে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন হুবহু সেই আকৃতিতেই পাওয়া যেত। আল্লাহ এর রং পরিবর্তন করে এই জন্যই কাল করে দিয়েছেন যে, দুনিয়াবাসী মানুষ যেন জান্নাতের সৌন্দর্য (দুনিয়াতে বসেই) দেখতে না পায় এবং ইহা যেন জান্নাতের মধ্যেই ফিরে আসে। এটি জান্নাতের সাদা ইয়াকুত পাথরের একটি। হযরত আদম (আঃ) কে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় আল্লাহ এটিকে কা'বা শরীফের স্থানে রেখে ছিলেন। তখন কাবা ঘর ছিল না। তখন যমীন ছিল পবিত্র এতে কোন গুনাহ সংঘটিত হত না।

এতে গুনাহ করার মত কোন অধিবাসীও ছিল না। আল্লাহ হারাম সীমানার চারদিকে একদল ফেরেস্তাকে সারি বেঁধে পাহারার কাজে নিয়োজিত করেন। তখন জমীনের অধিবাসী ছিল জ্বিন। এই পাথরের দিকে নজর করার কোন অধিকার তাদের ছিল না। কেননা, এটি একটি জান্নাতি জিনিস। যে জান্নাতের দিকে নজর করবে সে তাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে তারই কেবল ঐ পাথরটি দেখা সৌভাগ্য। 'ফেরেস্তারা সবাইকে বিতাড়িত করতে থাকে এবং কাউকে তা দেখার অনুমতি দিচ্ছিল না।'

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ নির্মাণের সময় জিব্রাইল (আঃ) জান্নাত থেকে ঐ পাথরটিকে এনে দেন। তাই ঐ পাথরটি সাধারণ কোন পাথর নয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের শাসনামলে কা'বা শরীফে অগ্নিকান্ডের ফলে হাজারে আসওয়াদটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তা ফেটে তিন টুকরো হয়ে যায়। এ জন্য হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের পরে তাকে রূপা দিয়ে মুড়িয়ে দেন।

জমজম

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্ত্রী হযরত হাজার এবং শিশুপুত্র ইসমাঈলকে কাবার পার্শ্বে অবস্থিত একটি বড় ছায়াদার গাছের নীচে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে চলে গেলেন। তখন কা'বা শরীফের স্থানটি একটি উচু টিলার মত ছিল।

হাজারের পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি সাফা ও মারওয়ায় দুইটি পহাড়ে ৭বার পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন আওয়াজকারীর আওয়াজ শুনতে পান। তারপর কাবার পার্শ্বে এসে দেখেন, হযরত জিব্রাঈল ফেরেস্তার পায়ের আঘাতে জমজম কূপের পানি উথলে উঠছে। তখন তিনি কূপের মধ্যে বালির বাঁধ দেন এবং মশক ভর্তি করে পানি রাখেন।

www.pathagar.com

জমজমের পানি পান করার দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আস্‌আলুকা ইল্‌মান নাফিআন ওয়া রিয্‌কান ওয়াসিআন ওয়া শিফাআন্ মিন্ দায়ীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট ফলপ্রসূ এলম, সচ্ছল জীবিকা এবং সকল রোগের নিরাময় কামনা করছি।

নিম্নের দোয়াটি প্রতি চুমুর পরে পড়া ভাল ঃ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ।
অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংশা আল্লাহর সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতি।

সাফা-মারওয়া

সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যকার রাস্তাটি আল্লাহর পবিত্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। এই দুই পাহাড়ের মধ্যে সাঈ করা হানাফী মাজহাবে ওয়াজিব এবং শাফেঈ হামলী এবং মালেকী মাজহাবের এক রেওয়াতে ফরজ ও হজ্জ্বের অন্যতম রোকন বা আইন।

সাফা পাহাড় অপেক্ষাকৃত কম উচু এবং পার্শ্ববর্তী উচু জাবালে আবু কোবায়েসের একটি অংশ। সেটি বর্তমানে, বাবুস সাফা সংলগ্ন। এটি মসজিদে হারামের দক্ষিণে অবস্থিত।

অপরদিকে, মারওয়া মসজিদে হারামের পূর্ব-উত্তরে কুআকাআন পাহাড়ের একটি অংশ। মারওয়া পাহাড়ও অপেক্ষাকৃত নীচু। এটি বাবুল মারওয়া সংলগ্ন।

সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যকার রাস্তাটিকে 'মাসআ' বলা হয়। এই রাস্তা দিয়েই দুই পাহাড়ের মধ্যে সাঈ করতে হয়। এই রাস্তাটির (মাসআ) দৈর্ঘ্য ৪০৫ মিটার। সাধারণতঃ এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড় পর্যন্ত একবার সাঈ করতে ৬/৭ মিনিট এবং মোট ৭ বার সাঈ করতে ৪০-৫০ মিনিট সময় লাগে। ভিড়ের সময় এবং বয়স্ক লোকদের সাঈতে আরো বেশী সময় লাগে।

যে কা'বা ঘরে হজ্জ্ব কিংবা ওমরাহ্ সম্পন্ন করে, তার জন্য এই দুটি (পাহাড়) প্রদক্ষিণ করলে কোন পাপ নেই

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ১৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫৮) নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওয়া' (দুটি পাহাড়ের নাম) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বা ঘরে হজ্জ্ব কিংবা ওমরাহ সম্পন্ন করে, তার জন্য এই দুটি (পাহাড়) প্রদক্ষিণ করলে কোন পাপ নেই, এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে কোন পুন্যের কাজ করে, (তাকে) আল্লাহ পুরস্কার দেন ও (তিনি) সব জানেন।

সাঈ

সাঈর অর্থ সাফা পাহাড় থেকে মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত হেটে যাওয়া। সাফা থেকে মারওয়া গেলে ১ সাঈ এবং মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে আসলে ২য় সাঈ সমাপ্ত হয়। এভাবে, ৭বার সাঈ করতে হয়। ওমরাহ এবং হজ্জ্বের জন্য এই সাঈ জরুরী। ইসমাঈল (আঃ) এর মা হাজার সাফা-মারওয়ায় পানির সন্ধানে দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করেন। তারপর আল্লাহ তাকে জমজমের পানি দান করেন। এভাবে তিনি ৭ বার ছুটাছুটি করেন।

www.pathagar.com

হযরত হাজারের অনুসরণে সাফা-মারওয়া ৭ বার সাঈ করার আদেশের পিছনে রয়েছে যে শিক্ষা, আনুগত্য, নবীর সুন্নাতকে জীবিতকরণ এবং আল্লাহর পবিত্র স্থানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়সমূহ রয়েছে সেগুলো আত্মস্থ করা, অনুশীলন করা এবং বাস্তব জীবনকে সেই আলোকে গড়ে তোলা। এ মর্মে হযরত আয়িশা (রা) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া সাঈ এবং শয়তানকে কংকর মারার মধ্যে আল্লাহর যিকির ও স্মরণকে প্রতিষ্ঠা করাই মূল উদ্দেশ্য। তবে সাঈর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জোরে হাটতে হয়। তাওয়াফের ১ম তিন চক্করেও জোরে হাটতে হয়। এই জোরে হাটা অর্থাৎ রমল করা এই উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় জ্বরে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা এখন তোমাদের কাছে মক্কায় আসছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই ঘটনা শুনে নির্দেশ দেন, সাহাবায়ে কেরাম যেন তাওয়াফের প্রথম চক্করে রমল করে অর্থাৎ জোরে হাটে।

সাঈর দোয়া

পবিত্র স্থানসমূহের যে সকল জায়গায় দোয়া কবুল হয়, সাফা-মারওয়া তার অন্যতম। হযরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাওয়াফ শেষে সাফা পাহাড়ের ওপরে উঠেন এবং বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা ও দোয়া করেন। এরপর ওমরাহ বা হজ্জ্ব পালনকারী হাজরে আসয়াদের ইস্তিলাম অর্থাৎ সম্ভব হলে চুমু দিয়ে বা হাতের ইশারা করে তাতে চুমু দিয়ে সাঈর উদ্দেশ্যে সাফার দিকে যাওয়া।

মসজিদুল হারামের শেষ প্রান্তে সাফার নিকট পৌছে দোয়া

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়স্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ, রাব্বিাগ্‌ফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহ্‌ লী আব্‌ওয়া বা ফদলিক। আল্লাহুমা আ'সিমনী মিনাশ্‌শায়তান।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ্‌ মাফ করে দাও তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও। শয়তানের কবল হতে আমাকে রক্ষা কর।

সাফা পাহাড়ে উঠতে উঠতে দোয়া

উচ্চারণ ঃ ইন্নাস্‌ সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লাহ ফামান হাজ্জাল বায়তা আবি তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আই-ইয়াত্‌তাওয়াফা বিহিমা, ওয়ামান তাতাওওয়াআ কায়রান ফ-ইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লায় হজ্জ্ব কিংবা ওমরাহ করবে এই দু'টির তাওয়াফ-এ (সাঈতে) তার জন্য দোষ নাই, কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয় আল্লাহ পুরস্কারদাতা সর্বজ্ঞ।

সাফা পাহাড় উঠে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ফিরে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে এ দোয়া।

উচ্চারণ ঃ লাইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুল্‌ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্‌ হাম্‌দু যুহ্‌য়ী ওয়ায়ুমীতু বিয়াবিহিল খায়রু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নাই। বিশ্বময় তাঁর রাজত্ব-আধিপত্য। সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সব কল্যাণ তাঁর হাতে। আর তিনি সর্ব শক্তিমান।

www.pathagar.com

সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার সময় সবুজ পিলারদ্বয়ের মাঝে দ্রুত চলার সময়ের দোয়া
উচ্চারণ ঃ রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতাল আ'আয্যুল আকরাম।
অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, তুমি মহাপরাক্রমশীল, মহাসম্মানী।

প্রথম সাঈর দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবারু কাররান ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসীরা। ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযীমি ওয়া বিহামদিহিল কারীমি বুকরাতান ওয়া আসীল ওয়া মিনাল লাইলি ফাস্‌জুদ লাহু ওয়া সব্বিহ্‌হু লাইলান তাবীলা। লা ইলাহা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু আনজাযা ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহ্‌যাবা ওয়াহ্‌দাহু লা শাইয়া কাব্‌লামুতু বিয়াদিহিল খায়রু ওয়া ইলাইহিল মাসীর, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর। রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়া তাফাররাম ওয়া তাজাওয়াজ আম্মা তা'লাম ইন্নাকাল্লাহু তা'লামু মালা নালাম ইন্নাকা আন্তল আআযলুল আকরাম। রাব্বি নাজজিনা মিনান্নারি সালিহীন গানিমীনা, ফারিহীন, মুসতাবশিরীনা মাআ ইবাদিকাস্‌ সালিহীনা মা'আল্লাযীনা আন'আ মাল্লাহু আলাইহিম মিনানআরিয়্যীনা ওয়াস সিদ্দিকীনা ওয়াশ্‌ শুহাদ-ই ওয়াস্‌ সালিহীন। ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফীকা। যালিকালফাদ্‌লু মিনাল্লাহি ওয়াকাফা বিল্লাহি আলীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হাক্কান হাক্কা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তা'আব্বুদাওঁ ওয়া রিক্কা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা নাবুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন ওয়া লাও কারিহাল কাফিরুন।

দ্রষ্টব্য ঃ চিহ্নিত অংশটুকু বারবার পড়তে হয়। বিশেষত আন্ডারলাইন চিহ্নিত পিলারদ্বয়ের মাঝখানে দৌড়াতে দৌড়াতে পড়তে হয়।

অর্থ ঃ আল্লাহ অতি মহান আর অগনিত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, দয়াল আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনার সাহায্যে সন্ধ্যা ও সকালে, (হে মানব) রাতের কোন সময়ে উঠে তাঁর দরবারে সিজদাহ কর। আর দীর্ঘ রাত ধরে পবিত্রতা বর্ণনা কর। আল্লাহ ছাড়া উপাস্য আর কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। (অতীতে) তিনি ওয়াদা পালন করেছেন, তাঁর বান্দা (মোহাম্মাদ সাঃ)-কে একাই তিনি সাহায্য করেছেন আর পরাজিত করেছেন কাফেরদের দলগুলিকে। তিনি অনাদি, অনন্ত, তিনিই জীবন দেন এবং নেন, তিনি চিরঞ্জীব, অক্ষয়, অমর, তিনি কল্যাণময়, ফিরে যেতে হবে তাঁরই নিকট সকলকে আর সব কিছুর ওপর তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিহত। প্রভূ ! ক্ষমা কর, দয়া কর, গুনাহ্‌ মাফ কর, অনুগ্রহ্‌ কর, আর তুমি যা জান, তা মার্জনা কর, হে আল্লাহ ! তুমি সবই জান, যা আমরা জানি না তাও জান, তোমার শক্তি আর অনুগ্রহের তুলনা নেই। প্রভূ! জাহান্নাম হতে আমাদিগকে বাঁচাও। নিরাপদ, সফলকাম, আনন্দময় রাখ, তোমার নেক বান্দাদের সঙ্গে এবং তোমার নিয়ামতপ্রাপ্তগণ অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদান আর অন্যান্য নেক বান্দার সঙ্গে তাঁরাই হচ্ছেন উত্তম বন্ধু; এ কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন। সত্য মনে বলছি, উপাস্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, নেই কোন উপাস্য, আল্লাহ্‌ ব্যতীত বন্দেগীর যোগ্য। (স্বীকার করছি) উপাস্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ নাই। এবাদত করি শুধু তাঁরই, সত্যিকার আনুগত্য শুধু তারই জন্য যদিও কাফেররা তা পছন্দ করে না।

সাফা হতে মারওয়া পৌছলে এক সাঈ হয়। মারওয়ায় বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ফিরে সাফার অনুরূপ দোয়া করা এবং দ্বিতীয় সাঈ শুরু করা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সাঈর দোয়া

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল আহাদুল ফারদুস্ সামাদুল্লাযী লাম ইয়াত্তাখিয্ সাহেবাতান ওয়া-লা ওলাদান ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু শারীকুন ফিল্ মুলকি ওয়া-লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালিউল-মিনায্যুল্লি ওয়া কাব্বিরহু তাকবীরা। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা কুলতা ফী কিতাবিকাল মুনায্যালি উদ'উনি আস্তজিব্ লাকুম। দা 'আওনাকা রাব্বানা, ফাগ্‌ফির লানা কামা ওয়া'আদ্‌তানা, ইন্নাকা লা তুখ্‌লিফুল মা'আদ। রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিয়াই য়ুনাদী লিল ঈমানি আন আমিনু বিরাব্বিকুল ফা-আ-মান্না। রাব্বানা ফাগ্‌ফির লানা যুনুবানা ওয়াকাফ্‌ফির 'আন্না সায়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মা'আল আব্-রার। রাব্বানা ওয়া আ-তিনা মা ওয়া'আদ্‌তানা আলা রুসূলিকা ওয়ালা তুখ্‌যিনা ইয়াওমাল কিয়ামা ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ। রাব্বানা 'আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাব্ না ওয়া ইলাইকাল মাসীর। রাব্বানাগ্‌ফির লানা ওয়ালি ইখ্ ওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকুনা বিলঈমানি ওয়ালা তাজ্‌আল ফী কুলূবিনা গিল্লাললিল্লাযীনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহীম।

অর্থ ঃ উপাস্য একমাত্র আল্লাহ, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, একক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ, যিনি (কাকে) স্ত্রীও বানান নাই পুত্রও বানান নাই, বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর কোন অংশীদার নেই, আর কোন দুর্বলতাও নেই যে, তাঁর জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। (হে মানুষ!) তুমিও তাঁর মহত্ত ভাল করে বর্ণনা কর। হে আল্লাহ! তোমার প্রেরিত কিতাবে তুমি বলেছ, "আমাকে ডাক, আমি সাড়া দিব"। আমরা তোমাকে ডাকছি, সুতরাং আমাদের গুনাহ মাফ কর, আর তুমি তো ওয়াদা ভঙ্গ কর না। হে পরওয়ারদিগার! আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে বলতে শুনেছি, "তোমাদের প্রভুর ওপর ঈমান আন"। তাই আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ মাফ কর, আমাদের সব অন্যায় আনাচার মোচন করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও সৎ লোকদের সঙ্গে, আর তা-ই আমাদিগকে দান কর -- যার ওয়াদা করেছ তুমি তোমার নবী-রাসূলগণের নিকট, আর লজ্জিত করো না আমাদিগকে কিয়ামতের দিনে; নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না। হে আমাদের প্রতিপালক! ভরসা করছি শুধু তোমারই ওপর, আর এসেছি তোমারই নিকট এবং তোমার নিকটই যেতে হবে; সুতরাং হে প্রভু! ক্ষমা কর আমাদিগকে আর আমাদের সেই ভাইদেরকে যারা ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অগ্রবর্তী; বিদ্বেষ দিও না আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি, যারা ঈমান এনেছে। প্রভু! তুমি সত্যই বড় দয়ালু।

তৃতীয় সাঈর দোয়া

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আত্‌মিম লানা নূরানা ওয়াগ্‌ফির লানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শায়্যিন কাদির। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল খায়রা কুল্লাহু 'আজিলাহু ওয়া আ-জিলাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাশ্-মাররি কুল্লিহী 'আ-জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী, আস্তাগফিরুকা লিযামবী ওয়া আস্‌আলুকা রাহ্‌মাতাকা। আল্লাহুম্মা রাব্বি যিদনী ইল্‌মান ওয়া-লা তুযিগ কালবী বা'দা ইয্ হাদায়তানী ওয়া হাব্‌লী মিল্ লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আন্‌তাল ওয়াহ্‌হাব। আল্লাহুম্মা আফিনী ফী সাম্'ঈ ওয়া বাসারী লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ আযাবিল কাব্‌রী লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যা-লিমীন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযবিকা মিনাল কুফ্‌রি ওয়াল ফাক্‌র। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিদাকা মিন্ সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন 'উকূবাতিকা ওয়া আ'উযুবিকা মিন্‌কা লা উহ্‌সী সানাআন আল্লাইকা আন্‌তা কামা আস্ নাইতা আলা নাফইসকা ফালাকাল হামদু হাত্তা তারদা।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ প্রভূ! আমাদের (ঈমানের) নূরকে পরিপূর্ণ কর আর ক্ষমা কর আমাদেরকে, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান। হে দয়ালু! তোমার নিকট প্রার্থনা করছি সব রকম কল্যাণ, যা তাড়াতাড়ি আসে তাও, যা দেরিতে আসে তাও। আশ্রয় চাচ্ছি তোমারই সব রকম অকল্যাণ হতে তা তাড়াতাড়ি হোক কিংবা দেরিতে; মার্জনা চাচ্ছি আমার গুনাহের, আর ভিক্ষা চাচ্ছি তোমার রহমতের। হে আল্লাহ! হে প্রভূ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, বিভ্রান্ত করো না আমার অন্তরকে সত্য পথ দেখাবার পর, দান কর আমাকে তোমার খাস রহমত, নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা। হে আল্লাহ! নির্দোষ কর আমার কান আর চক্ষুকে, উপাস্য তুমি ব্যতীত আর কেউ নেই। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার নিকট কবরের শাস্তি হতে, উপাস্য তুমি ব্যতীত আর কেউ নেই। পবিত্র তোমার সত্তা, নিশ্চয়ই আমি পাপী-তাপী। হে আল্লাহ! তোমার নিকট মুক্তি চাচ্ছি কুফরী আর দারিদ্র হতে। হে আল্লাহ! আশ্রয় চাচ্ছি তোমার তুষ্টির দ্বারা তোমার রোষানল হতে, তোমার সতুষ্টির দ্বারা তোমার শাস্তি হতে আর তোমার নিকট থেকে তোমারই আশ্রয় চাচ্ছি। শেষ করতে পারি না তোমার প্রসংসা করে। তুমি ঠিক তেমনি, যেমনটি তুমি নিজে বর্ণনা করেছ। সব প্রশংসাই তোমার যতক্ষণ না তুমি খুশী হও।

চতুর্থ সাঈর দোয়া

উচ্ছারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন্ খায়রি মা তা'আলামু ওয়াস্তগ্‌ফিরুকা মিন কুল্লি মা তালামু ইন্নাকা আল্লামুল গুয়ুব। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবীন। মহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহিস্ সাদিকুল ও'য়াদিল আমীন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা কামা হাদাইতানী লিল্ ইসলামি আল্ লা তানযি'আহু মিন্নী হাত্ত তাওয়াফ্-ফানী 'আলাইহি ওয়া আনা মুসলিম। আল্লাহুম্মাজ' আল ফী কালবী নূরান ওয়া ফী সাম'ঈ নূরান ওয়া ফী বাসারী নূরা। আল্লাহুম্মাশ্‌রাহ্ লী সাদ্‌রী ওয়া ইয়াস্‌সির্‌লী আমরী ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি ওয়াসায়িসিস্ সাদ্‌রী ওয়া শাতাতিল আমরি ওয়া ফিত্‌নাতিল কাব্‌র। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শাররি মা ইয়ালিজু ফিল্‌লাইলি ওয়া মিন শার্‌রি মা ইয়ালিজু ফিন্‌নাহারি ওয়া মিন শার্‌রি মা তাহ্‌ব্‌বুর-রিয়াহু ইয়া আরহামার রাহিমীন। সুবাহানাকা মা 'আবাদ্‌নাকা হাক্ কা ইবাদাতিকা ইয়া আল্লাহ! সুবাহানাকা মা যাকার্‌নাকা হাক্‌কা যিক্-রিকা ইয়া আল্লাহ!

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার নিকট চাচ্ছি সব জিনিসের মঙ্গল, যা তোমার জানা আছে। আর মাফ চাচ্ছি সব গুনাহ হতে যা তুমি জান, কেবল তুমি তো গায়েব সম্পর্কে জান। নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতিত--যিনি সবার স্ম্রাট, সত্য সুস্পষ্ট, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, বিশ্বাসী। ইয়া আল্লাহ! তোমার কাছে। আমার প্রার্থনা, যেমন করে ইসলামের পথ আমাকে দেখিয়েছ, তেমনি আমার নিকট হতে তা ছিনিয়ে নিও না মরণ পর্যন্ত, আর মরণ যেন হয় আমার মুসলিম হিসাবে। হে আল্লাহ! আলো দাও আমার অন্তরে, শ্রবণে আর দৃষ্টিতে। আল্লাহ! উম্মুক্ত করে দাও আমার বক্ষ, সহজ করে দাও আমার কাজ, আর মুক্তি চাচ্ছি তোমার নিকট, মনের সন্দেহ বিকাশের অনিষ্ট হতে, বিষয় কর্মের কষ্ট হতে আর কবরের শাস্তি হতে। হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি সেই সব জিনিসের অনিষ্ট হতে যা রাত্রে আসে আর যা দিনে আসে এবং যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে আসে। হে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার উপযুক্ত উপাসনা করতে পারিনি। হে আল্লাহ! তুমি পাক-পবিত্র। স্মরণ করিনি তোমাকে তেমন করে ঠিক যেমন করে করা উচিত, হে আল্লাহ!

পঞ্চম সাঈর দোয়া

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা মা শাকারনাকা হাক্কা শুকরিয়া ইয়া আল্লাহ! সুবহানাকা মা কাসাদনাকা হাক্কা কাসদিকা ইয়া আল্লাহ! আল্লাহুম্মা হাব্বিব্ ইলাইনানা কুফরা ওয়াল ফুসুকা ওয়াল

www.pathagar.com

ইস্ইয়ান, ওয়াজ-'আলনা মিন ইবাদিকাস সালিহীন। আল্লাহুম্মাহদিনী বিলহুদা ওয়া নাক্ কিনী বিত্ তাক্ওয়া ওয়াগফিরলী ফিল আখিরাতি ওয়াল উলা। আল্লাহুম্-মাব্সুত 'আলাইকা মিন বারাকাতিকা ওয়া রাহ্মাতিকা ওয়া ফাদলিকা ওয়া রিয্কিক। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকান না'ঈমাল মুকীমাল লাযী লা ইয়াহুলু ওয়াল ইয়াযুলু আবাদা। আল্লাহুম্মাজ আল ফী কাল্বী নূরান, ওয়া ফী সাম'ঈ নূরান, ওয়া ফী বাসারী নূরান, ওয়া ফী লিসানী নূরান, ওয়া আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া মিন ফাওকী নূরান ওয়াজআল ফী নাফ্সী নূরান ওয়া আয্যিম লী নূরা। রাব্বিশ্ রাহ্লী সাদ্রী ওয়া ইয়াস্সির্ লী আম্রী। ইন্নাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লাহিফামান হাজ্জাল্ বায়তা আবি তামারা ফালা জুনাহা আলায়হি আইয়াত্ তাওয়াফা বিহিমা, ওয়া মান তাতাওওয়া'আ খায়রান ফা-ইন্নাল্লাহা শা-কিরুন আলীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি পাক-পবিত্র, তোমার শোকর আদায় তেমন করি নাই--যেমনটি করা উচিত। হে আল্লাহ! তুমি পাক-পবিত্র, তোমাকে চাওয়ার মত চাইনি। হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় করে দাও আর আমাদের অন্তরে একে শোষভিত করে দাও এবং আমাদের নিকট ঘৃণ্য করে দাও কুফ্রকে, দুষ্কৃতি আর অবাধ্যতাকে এবং আমাদিগকে মিলিত কর তোমার নেককার বান্দাদের মধ্যে। হে আল্লাহ! বাঁচাও আমাদের তোমার শাস্তি হতে সে দিন, যেদিন তুমি আবার উঠাবে তোমার বান্দাদেরকে। হে আল্লাহ! দেখাও আমাকে সরল পথ, নিস্পাপ কর আমাকে তাকওয়ার সাহায্যে। আমাকে ক্ষমা কর ইহকাল আর পরকালে। হে আল্লাহ! ছড়িয়ে দাও আমাদের ওপর তোমার বরকত, উন্নতি আর রিজিক। হে আল্লাহ! তোমার নিকট সে নিয়ামত চাচ্ছি, যা স্থায়ী হবে এবং হাতছাড়া কিংবা ধংস হবে না কখনও। হে আল্লাহ! আমার হৃদয়কে, আমার শ্রবণ শক্তিকে, আমার দৃষ্টি শক্তিকে, আমার বাকশক্তি, আমার সম্মুখ এবং উপরকে তোমার নূরের আলোকে আলোকিত করে দাও। হে প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রসারিত করে দাও এবং কর্মসমূহকে সহজ করে দাও। নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। সুতরাং যে কাবার হজ্জ করে কিংবা ওমরাহ করে তার পক্ষে এ নিদর্শন দু'টির তাওয়াফ (সাঈ) করায় কোন দোষ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

ষষ্ঠ সাঈর দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আক্বার, আল্লাহু আক্বার, আল্লাহু আক্বার, ওয়া'দাহূ ওয়া নাসারা আবদাহূ ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্দা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখইলসীনা লাহুদ্দীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল হুদা ওয়াত্তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা, আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কাল্লাযী নাকুলু ওয়া খাইরাম মিম্মা নাকুলু। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা রিদাকা ওয়াল জান্নাতা ওয়া আ'উযুবিকতা মিন সাখাতিকা ওয়ান্নার; ওয়া মা ইয়ুকার্রিবুনী ইলাইহা মিন কাওলিন আও ফি'লিন আও 'আমাল। আল্লাহুম্মা বিনূরিকাহ্ তাদাইনা ওয়া বিফাদ্লিকাসতা' আন্না ওয়া ফী কুন্ফিকা ওয়া ইন্' আমিকা ওয়া আতাইকা ওয়া ইহ্ সানিকা আস্বাহ্না ওয়া আমসাইনা, আন্তাল আউয়ালু ফালা কাব্-লাকা শাইয়ুন, ওয়াল আখিরু ফালা বা'দাকা শাইয়ুন ওয়ায্যাহিরু ফালা শাইয়ুন ফাওকাকা, ওয়াল বাতিনু ফালা শাইয়ুন দূনাক। না'উযুবিকা মিনাল্ ফাল্সি ওয়াল কাসলি ওয়া আযাবিল কারবি ওয়া ফিত্নাতিল গিনা ওয়ানাসআলুকাল ফাউযা বিল জান্নাহ। রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়াতাকাররাম্ ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা-না'লামু ইন্নাকা আন্তাল্লাহুল আ'আয্যুল আকরাম। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আইয়াত্ তাওওয়াফা বিহিমা ওয়া মান তাতাওওয়া খায়রান ফা ইন্নাল্লাহা শা-কিরুন আলীম।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর প্রতিশ্রুতি চিরসত্য। তিনি তাঁর বান্দাকে (নবীকে) সাহায্য করেছেন, কাফেরদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন। তিনি এক এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁরই এবাদত করি, যদিও বিধর্মিগণ এই সত্য ধর্মকে অস্বীকার করে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাচ্ছি হিদায়াত, তাকওয়া, শান্তি এবং ঐশ্বর্য। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা যা আমরা করি এবং যতটুকু আমরা করি, তা হতে তুমি অনেক উর্ধ্বে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত চাচ্ছি এবং আশ্রয় চাচ্ছি তোমার ক্রোধ ও জাহান্নাম হতে এবং যে সমস্ত কথা ও কার্যক্রম জাহান্নামের নিকটবর্তী করে, ঐ সমস্ত কথা ও কার্যক্রম হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তোমার নূরের আলোকে আমাদিগকে আলোকিত কর, তোমার রহমত দ্বারা আমাদিগকে পরিপূর্ণ কর। তোমারই নিয়ামতসমূহ এবং ইহসানের মধ্যে আমরা সকাল বিকাল অতিবাহিত করি। তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কেউ নেই এবং তুমিই শেষ, তোমার পরেও কেউ নেই। তুমিই যাহির এবং তুমিই বাতিন। আমরা তোমার নিকট দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, কবরের শাস্তি এবং প্রাচুর্যের শাস্তি হতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং তোমার নিকট জান্নাত লাভের সাফল্য কামনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর, দয়া কর এবং মেহেরবানী কর। নিশ্চয়ই আমরা যা করছি, সব তোমার জানা আছে। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ মহাসম্মানী। নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং যে কাবার হজ্জ্ব করে কিংবা ওমরাহ করে, তার জন্য নিদর্শন দু'টির তাওয়াফ (সাঈ) করায় কোন দোষ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পুরস্কারদাতা সর্বজ্ঞ।

সপ্তম সাঈর দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বারু কাবারান ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি কাসীরা। আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইয়াল ঈমানা ওয়াযায়্যিন্‌হু ফী কাল্‌বী ওয়া কর্‌রিহ্‌ ইলাইয়াল কুফ্‌রা ওয়াল ফুসূকা ওয়াল ইস্‌ইয়ান ওয়াজআলনী মিনার-রা-শিদীনা। রাব্‌-বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়া তাকার্‌রাম ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা না'লাম ইন্নাকা আন্‌তাল্লাহুল আ'আযযুল আকরাম। আল্লাহুম্মাখ্‌তিম বিল খায়্‌তারি আজলানা ওয়া হাক্কিক বি ফাদলিকা আ-মালানা ওয়াসাহ্‌হিল লিবুলুগি রিদাকা সুবুলানা ওয়া হাস্‌সিন ফী জামীইল আহ্‌ওয়ালি আ'মালানা, ইয়া মুন্‌ কিযাল গার্‌কা, ইয়া মুনজিয়াল হাল্‌কা। ইয়া-শাহিদা কুল্লি নাজ্‌ওয়া, ইয়া মুনতাহা কুল্লি শাক্‌ওয়া ইয়া কাদীমাল ইহ্‌সানি ইয়া দায়িমাল্‌ মা'রূফ, ইয়া মান্‌ গিনান্‌ বিশাইয়িন আনহু ওয়ালা বুদ্দা বিকুল্লি শাইইন মিনহু, ইয়ামার রিয্‌কু কল্লি শাইয়িন আলাইহি, ওয়ামাসীরু কুল্লি শাইয়িন ইয়ায়হি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আ-য়িযুম্‌ বিকা মিন্‌ শার্‌রি মাআ তাইতানা ওয়া মিন শার্‌রি মা মানা'তানা আল্লাহুম্মা তাওয়াফ্‌ফানা মুস্‌লিমানা ওয়া আলহিক্‌না বিস্‌ সালিহীন, গায়রা খাযায়া ওয়ালা মাফ্‌তুনীন। রাব্বি ইয়াসইসির ওয়ালা তু'আস্‌সির রাব্বি আত্‌মিম্‌ বিল খায়র। ইন্নাস সাফা ওয়াল্‌ মার্‌ওয়াতা মিন শা'আইরিল্লাহি ফামান্‌ হাজ্জাল্‌ বায়তা আবিতামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আ'ইঁয়াত্‌তাওওয়াফা বিহিমা, ওয়ামান্‌ তাতাওওয়া'আ খায়রান, ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। হে আল্লাহ! আমার মধ্যে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। আমার অন্তরে একে সুশমামণ্ডিত কর। আমার অন্তর হতে কুফর, পাপাচার এবং গুনাহসমূহ দূর কর এবং আমাকে সুপথে পরিচালিত কর। হে পরওয়ারদিগার! আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর, মেহেরবাণী কর এবং সম্মানিত কর। আমাদের (গুনাহ) সম্পর্কে যা তুমি জান, তা ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি তা জান, যা

www.pathagar.com

আমরা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ মহা-পরাক্রমশালী মহা-সম্মানী। হে আল্লাহ! আমাদের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল ও আমাদের আশা আকাঙ্খাকে তোমার দয়ায় পূর্ণ কর। তোমার সন্তুষ্টি লাভের পথকে সহজ করে দাও এবং কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৌন্দর্য দান কর। হে ডুবন্তকে উদ্ধারকারী! হে ধ্বংস এবং মৃত্যু হতে রক্ষাকারী! হে প্রতিটি গোপন কথা নিরীক্ষাকারী! হে ফরিয়াদকারীর শেষ আশ্রয়স্থল! হে অনাদি অনুগ্রহকারী! হে সর্বকালের মঙ্গলকারী! হে ঐ সত্তা - যাঁর দরজায় না যেয়ে কারো উপায় নেই। সমস্ত বস্তু তাঁরই নিকট হতে আসে। হে ঐ সত্তা - যাঁর ওপর প্রতিটি প্রাণীর রিজিক নির্ভর করে। প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকটে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা দান করেছ এবং যা দান করনি, সকল কিছুর অশুভ হতে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে আল্লাহ! আমাদিগকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান করে নেক বান্দাদের সাথে আমাদের মিলন করে দাও। হে আমার প্রতিপালক! আমার সমস্ত কর্মকে সহজ করে দাও এবং কিছুই কঠিন করো না। হে আমার প্রতিপালক! আমার কর্মকে সুসম্পন্ন করে দাও। নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনস্বরূপ, সুতরাং যে কাবার হজ্জ্ব করে কিংবা ওমরাহ করে, তার পক্ষে এই নিদর্শন দু'টির তাওয়াফ (সাঈ) করায় কোন দোষ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

সবুজ দুই পিলারের মাঝে জোরে চলবেন এবং পড়বেন
উচ্চারণ ঃ রাব্বিগ্‌ফির ওয়ার্‌হাম ওয়া আন্‌তাল আ'আয্‌যুল আকরাম।
অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর। তুমি মহা-পরাক্রমশালী, মহাসম্মানী।

মারওয়ায় পৌছে সাঈ পূর্ণ হয়। এবং মনের আকুতিসহ নিজের মকসুদের জন্য দোয়া করা। এর পর ওমরাহ পালনকারী বা হজ্জে তামত্তু পালনকারী মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে এহরাম হতে পবিত্র হয়ে যাবেন। কিন্তু ইফরাদ ও কেরান পালনকারী এহরামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

মিনা

মিনা হজ্জ্ব এবং মক্কার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। হাজীদের ৮ই জিলহজ্জ্ব জোহর থেকে ৯ই জিলহজ্জ্ব ফজর পর্যন্ত ৫ ওয়াক্ত নামাজ মিনায় আদায় করা সুন্নাত এবং সেখানে ৮ তারিখ সন্ধ্যা থেকে ৯ তারিখের ফজর পর্যন্ত রাত্রি যাপন করাও সকল মাজহাবের দৃষ্টিতে সুন্নাত। ৯ তারিখ সকালে হাজীরা আরাফাতের ময়দানে চলে যায় এবং সেখানে দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান এবং মোযদালেফায় রাত্রি যাপন করার পর ১০ই জিলহজ্জ্ব পুনরায় মিনায় ফিরে আসা এবং শয়তানকে পাথর মারা এবং পশু কোরবানী করা। কোরবানীর দিনসহ আইয়ামে তাশরীক তথা ১২ কিংবা ১৩ই জিলহজ্জ্ব পর্যন্ত মিনায় থাকার পর হাজীরা মক্কায় ফিরে আসে। মক্কার দিক থেকে মিনা সীমানা জামরাতুল আকাবা এবং মোযদালেফার দিকে থেকে মোহাসসার উপত্যকা। মক্কা থেকে মিনার দূরুত্ব প্রায় ৬ কিলোমিটার।

তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ কর,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২০৩) তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে (মিনা অবস্থানকালে জিলহজ্জ্ব মাসের ১১, ১২, ও ১৩ তারিখ এই তিন দিন) আল্লাহকে স্মরণ কর, আর যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনেই চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ দেরি করে তারও কোন পাপ নেই। এ (নিয়ম) তার জন্য যে সাবধাণে চলে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে তোমাদের তার কাছে একত্র করা হবে।

www.pathagar.com

মিনা শব্দটি আরবী ইলা শব্দের আঙ্গিকে গঠিত। এর শাব্দিক অর্থ প্রবাহিত করা। মিনায় অধিক সংখ্যক কোরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহিত হওয়ায় একে মিনা বলে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে জিব্রাইল (আঃ) হযরত আদম (আঃ) থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময় বলেছিলেন, হে আদম! আপনি কিছু আশা করুন। তখন আদম (আঃ) বলেন, আমি জান্নাতের প্রত্যাশা পোষণ করি। হযরত আদম (আঃ) এর প্রত্যাশা থেকে মিনা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

মিনায় রাত্রি যাপন

মিনায় হাজীদের ১১ ও ১২ই জিলহজ্জ্ব কিংবা ১৩ই জিলহজ্জ্ব রাত্রি যাপন করা হানাফী মাজহাবে সুন্নাত এবং অন্যান্য মাজহাবে ওয়াজিব।

মিনায় রাত্রি যাপনের অর্থ, রাতের বেশীর ভাগ অংশ মিনায় কাটানো। ইমাম মালেকের দৃষ্টিতে প্রতি রাতের রাত্রি যাপন ত্যাগ করার জন্য একটি করে দম দিতে হবে। সে অনুযায়ী তিন রাত যাপন না করলে তিনটি দম দিতে হবে। শাফেঈ এবং হামলী মাজহাবের মশহুর মতামত, এক রাত যাপন না করলে এক মুদ খাবার, ২ রাত যাপন না করলে দুই মুদ খাবার কাফফারা দিতে হবে। তৃতীয় রাত যাপন না করলে দম দিতে হবে।

ফেকাহবিদদের মধ্যে ওজরের কারণে মিনায় রাত্রি যাপন না করার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। যেমন, হাজীদের পানি পান করানো এবং পশুর রাখালের ওজর গ্রহণযোগ্য। তারা রাত্রি যাপন না করলে কোন কাফফারা দিতে হবে না।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) তাশরীকের দিনসমূহে মক্কায় রাত্রি যাপনের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে অনুমতি চান যেন তিনি হাজীদের পানি পান করাতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে অনুমতি দেন। হযরত আসেম বিন আ'দী থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাখালদেরকে মিনায় রাত্রি যাপন থেকে অব্যহতি দিয়েছেন।

মিনায় পৌঁছে দোয়া

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বাল্লাগানীহা সালিমাম মুআফান, আল্লাহুম্মা হা-যিহী মিনা ক্বাদ আতাইতুহা ওয়া আনা আবদুকা ওয়াবনু আবদিকা, আসআলুকা আন তামুন্না আলাইয়া কামা মানানতা বিহী আলা-আউলিয়া- ইকা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনালহিরমানি ওয়াল মুছীবাতি ফী দীনি ওয়া দুনইয়া ইয়া আরহামার রাহিমীন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আ'লা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আ-লিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বা-রাকা ওয়া সাল্লাম।

অর্থা ঃ আমি আল্লাহতাআলার শোকর করছি– যিনি আমাকে নিরাপদে সুস্থতার সহিত এই স্থানে পৌছাইয়াছেন। হে আল্লাহ! আমি আমার গোলামের ফরজন্দ গোলাম। এইখানে আমি হাজির হয়েছি এবং আমি প্রার্থনা করি যে, তুমি তোমার প্রিয় বান্দাগণের প্রতি যেইরূপ সদয় হয়েছ, আমার প্রতিও সেইরূপ সদয় হবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে ইহকাল ও পরকালের সকল অকৃতকার্যতা ও বিপদ-আপদ হতে রক্ষা কামনা করি। হে আরহামার রাহেমীন! তুমি আমার প্রতি রহম কর। হে আল্লাহ! তুমি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার সমস্ত সাহাবা ও বংশধরগণের ওপর তোমার রহমত নাজিল কর।

www.pathagar.com

মিনায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর খোতবা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিনায় দু'টো খোতবা দিয়েছেন। কোরবানীর দিন এবং পরের দিন ১১ই জিলহজ্জ্ব এই খোতবা দু'টো দেন। কারো কারো মতে, তিনি ১০ এবং ১২ই জিলহজ্জ্ব খোতবা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মিনায় ২য় খোতবার ব্যাপারে সারা বিনতে নাবহান থেকে বর্ণিত আছে, আমরা বিদায় হজ্জ্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তোমরা কি জান আজ কোন দিন? শ্রোতারা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই তা ভাল জানেন। তিনি বলেন, আজ আইয়ামে তাশরীকের মাঝের দিন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি জান এটি কোন শহর? শ্রোতারা বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি উত্তরে বলেন, এটি মাশআরুল হারাম বা সম্মানিত নিদর্শনের স্থান। তিনি আরো বলেন, জানিনা, এই বৎসরের পর তোমাদের সাথে আর আমার এখানে সাক্ষাৎ হবে কিনা। তবে জেনে রাখ, তোমাদের রক্ত, সম্পদ এবং ইজ্জত আজকের এই পবিত্র দিন এবং স্থানের মতই সম্মানিত, যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রতিপালক রবের সাথে গিয়ে সাক্ষাত কর এবং তিনি তোমাদের নিকটবর্তীরা যেন দূরবর্তীদের কাছে এই বাণীসমূহ পৌছায়। আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌছিয়েছি? আহমদ, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ৮ই জিলহজ্জ্ব তারওইয়া দিবসে জোহরের নামাজ এবং ৯ই জিলহজ্জ্ব আরাফাহ দিবসের ফজরের নামাজ মিনায় পড়েন।

আরাফাত

আ'রাফাহ এবং আরাফাত এই দুই শব্দই আরবীতে প্রচলিত আছে। আরাফাত দুই মাইল দৈর্ঘ এবং দুই মাইল প্রশস্ত বিশিষ্ট্য একটি সমতল বিরাট ময়দানের নাম। এটি ৩ দিকেই পাহাড় বেষ্টিত ধনুকাকৃতির এবং এর দক্ষিণ পাশ ঘেষে নতুন মক্কা-তায়েফ রিং রোড অবস্থিত। এই রোডের দক্ষিণ পাশেই আবেদীয়া উপত্যকায় নতুন উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়। এই ময়দানেই ৯ই জিলহজ্জ্ব হাজীরা অকুফে (অবস্থান) আরাফাত করেন। অকুফে আরাফাত হজ্জ্বের অন্যতম ফরজ এবং রোকন বা আইন।

মহান হজ্জ্বের দিনে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এ এক ঘোষণা

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩)** মহান হজ্জ্বের দিনে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এ এক ঘোষণা যে আল্লাহর সাথে অংশীবাদীদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তার রাসূলের সঙ্গেও নয়। তোমরা যদি তাওবাহ (অনুতাপ) কর তবে তোমাদের কল্যাণ হবে, আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না। এবং অবিশ্বাসীদের মর্মন্তদ শাস্তির সংবাদ দাও।*

মক্কা মোয়াল্লা থেকে আরাফাতের মক্কা সংলগ্ন পশ্চিম সীমান্তের দূরত্ব সাড়ে ২১ কিলোমিটার। ঠিক এই পশ্চিম সীমান্তেই, আরাফাতের সীমানা শুরুর স্থানে দু'টো পিলার নির্মাণ করা হয়েছে, অবশিষ্ট তিনদিকের সীমান্তেও পিলার নির্মাণ করা আছে।

আরাফাতের সকল অংশই হারাম এলাকার বাইরে অবস্থিত। আরাফাত সীমান্তের পর কিছু পশ্চিমে এসে হারাম এলাকা শেষ হয়েছে। এখানেও দুইটা পিলার তৈরী করা হয়েছে। হারাম সীমানা এবং আরাফাতের মাঝে যে উপত্যকাটি অবস্থিত তাকে ও'রানা উপত্যকা বলে। মসজিদে

www.pathagar.com

নামের আরাফাত এবং ওরানা উপত্যকার মাঝে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে নামেরায় খোতবা দেয়ার পর জোহর এবং আছরের নামাজ একসাথে পড়েন এবং সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনি আরাফাতে অকুফ (অবস্থান) করেন।

আরাফাতের যে কোন স্থানে ৯ই জিলহজ্জ্ব দাড়িয়ে, বসে বা শুয়ে এবং জেনে বা না জেনে অবস্থান করলেই অকুফ হয়ে যাবে। হযরত আবদুর রহমান বিন ইয়ামার বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে আ'রাফাতে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে নাজদ থেকে আগত কিছু লোক প্রশ্ন করল যে, হজ্জ্ব কি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাব দেন হজ্জ্ব অকুফে আরাফাত, যে ব্যক্তি সোবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত আরাফাতে আসবে তার অকুফ অর্থাৎ অবস্থান হয়ে যাবে এবং হজ্জ্ব শুদ্ধ হবে। অকুফের সময়, ৯ই তারিখ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে মোযদালেফার রাত্রির সোবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত। অর্থাৎ ফজরের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত। এটাই হানাফী শাফেঈ, মালেকী মাজহাব এবং জমহুর উলামায়ে কেরামের মত।

আরাফাত দিবসের ফজীলত অনেক বেশী। আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা আছে, আরাফাত দিনের চাইতে অন্য কোন দিন আল্লাহ্ তাঁর এতবেশী বান্দাহকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন না। ঐ দিবসে আল্লাহ্ নিকটবর্তী হন এবং ফেরেস্তাদের সাথে গর্ব প্রকাশ করে বলেন, তারা কি চায়?

হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ আবুদ দারদা থেকে বর্ণনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আরাফাতের দিনের চাইতে শয়তানকে অন্য কোন দিন এতবেশী ছোট, অভিশপ্ত, ঘৃর্ণিত এবং রাগান্বিত দেখা যায় না। এর কারণ আর কিছুই নয়, সে দিন সে দেখে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে মাফ করে দিচ্ছেন। বদর যুদ্ধের দিনও শয়তানকে অনুরূপ নিরাশ দেখা গেছে।

আরাফাতের দিন হাজীদের গোসল করা এবং জাবালে রহমতের কাছে যেয়ে দাঁড়ানো সুন্নাত। তবে পাহাড়ে উঠা সুন্নাত নয়। পাহাড়ের পার্শ্বে কিবলামূখী হয়ে দোয়া করা, তাকবীর, তাহলীল এবং আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। বেশী বেশী তালবিয়া পড়া উত্তম। এই দিনে বেশী বেশী তাওবাহ ও এস্তেগপার করা দরকার।

তালবিয়া

উচ্চারণ ঃ লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক, লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বায়ক ; ইন্নাল হামদা ওয়ান্‌নিয়ামাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক। লা শারীকা লাক্।

অর্থ ঃ আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির, কোন শরীক নেই তোমার, আমি হাযির, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, আর সকল সাম্রাজ্য তোমার কোন শরীক নেই তোমার।

আরাফাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিদায় ভাষণ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে ভাষণ দেন যাহা বিশ্বের দিশেহারা মানবতার কল্যাণের জন্য মুক্তিসনদ। মুসলিম, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজায় হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে আরাফাতের দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ আজকের এই পবিত্র দিন, মাস এবং শহরের মতই পবিত্র ও নিষিদ্ধ। জেনে রেখ, জাহেলিয়াতের সকল জিনিস আমার পায়ের নীচে এবং এগুলো সবই বাতিল। জাহেলিয়াতের

www.pathagar.com

রক্তপণ বাতিল। আমাদের পক্ষ থেকে আমি সর্ব প্রথম ইবনে রবিআ বিন হারেস বিন আবদুল মোত্তালিবের রক্তপণ বাতিল ঘোষণা করছি। সে বনি সাদগোত্রে দুধ পানকারী পোষ্য শিশু ছিল। হোজাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহেলিয়াতের সূদকে আমি বাতিল ঘোষণা করছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমি আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের সূদকে বাতিল করছি। এগুলো সবই বাতিল। নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর সাক্ষিতে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমা দ্বারা তাদের বিবাহকে বৈধ করেছ। তাদের দায়িত্ব, তোমাদের বিছানায় অন্য কোন লোককে স্থান না দেয়া। যা তোমরা কখনও পছন্দ করবে না। যদি তারা অনুরূপ করে তাহলে তাদেরকে জখম না করে মেরে শাস্তি দাও। কিন্তু স্মরণ রেখ, তোমাদের ওপর তাদের ইনসাফ পূর্ণ ভরণ পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এই দুইটা জিনিষের অনুসরণ করবে সে পর্যন্ত তোমরা গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হবে না। এক আল্লাহর কিতাব (কোরআন) ও দ্বিতীয় আমার সুন্নাত। আমার দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তোমরা কি বলবে? সবাই উত্তরে বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আপনার দায়িত্ব পৌছে দিয়েছেন এবং উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।

মোযদালেফা

মোযদালেফা, মিনা এবং আরাফাতের মধ্যে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। হাজীরা আরাফাত থেকে ৯ই জিলহজ্জ্ব সূর্যাস্তের পর মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা দেয়ার পর, এখানেই রাত্রি যাপন করেন। মূলতঃ মোযদালেফা আরাফাতগামী দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ মাদীক এবং মোহাসসার উপত্যকার মাঝামাঝি অবস্থিত ৪ হাজার ৩ শত ৭০ মিটার দীর্ঘ একটি স্থানের নাম।

মোযদালেফার নামকরণের ব্যাপারে অনেকগুলো মতভেদ আছে। যেমন ঃ (১) এযদেরাফ থেকে মোযদালেফা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এযদেলাফ অর্থ নিকটবর্তী হওয়া। মোযদালেফায় সকল হাজীরা একত্রিত হয় বলে একে অপরের নিকটবর্তী হয়। তাই একে মোযদালেফা বলা হয়। (২) মোযদালেফায় অবস্থানের মাধ্যমে হাজীরা আল্লাহর নিকটবর্তী হয় বলে একে মোযদালেফা বলা হয়। (৩) এযদেলাফ অর্থ মিলিত বা জমা হওয়া। লোকেরা সেখানে মিলিত ও জমা হয়। সেজন্য একে মোযদালেফা বলা হয়। (৪) আল্লাহর কুদরতে এখানে হযরত আদম (আঃ) এবং হাওয়া মিলিত হয়েছেন বলে একে মোযদালেফা বলা হয়। (৫) এখানে হাজীরা মাগরিব এবং এশার নামাজ এক সাথে মিলিয়ে পড়ে বলে একে মোযদালেফা বলা হয়। মোযদালেফায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব।

মুসলিম শরীফে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মোযদালেফায় এসে এশার সময় মাগরিবের এবং এশার নামাজকে একই আজান ও একামত সহকারে আদায় করেছেন। এমন কি দুই নামাজের মাঝখানে তাসবীহ পর্যন্ত পড়েননি। তারপর শুয়ে পড়েছেন এবং সোবহে সাদেকের সময় উঠে আজান ও একামত সহকারে ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। পরে কেসওয়া নামক উটের পিঠে চড়ে মাশআরে হারামে আসেন এবং কিবলামূখী হয়ে তাকবীর তাহলীল পাঠ করে আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করেন। সূর্য উঠার একটু আগে, আকাশ যখন বেশ ফর্সা হয়ে উঠল তখন তিনি মোযদালেফা থেকে রওনা দেন এবং মোহাসসার উপত্যকায় এসে একটু জোরে চলেন। এরপর তিনি বড় জামরাহ বরাবর রাস্তা দিয়ে বড় জামরাহর কাছে অবস্থিত গাছের নিকট অবতরণ করেন এবং বড় জামারায় ৭টি পাথর

www.pathagar.com

টুকরো নিক্ষেপ করেন। প্রত্যেক বার পাথর নিক্ষেপের সাথে তিনি তাকবীর বলেন এবং পরে কোরবানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মোযদালেফায় ঐ সময় কেউ উপস্থিত থাকলেই তার অকুফ (অবস্থান) হয়ে যাবে, এমন কি রাত্রি যাপন না করলেও। ঐ সময় কেউ মোযদালেফায় না থাকলে তার অকুফ (অবস্থান) বাতিল হয়ে যাবে।

তোমরা আরাফাত হতে দ্রুত গতিতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশয়ারুল হারামের নিকট পৌছে আল্লাহকে স্মরণ করবে,

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯৮) তোমাদের পক্ষে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনায় কোন দোষ নাই। (অর্থাৎ হজ্জের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ নয়) যখন তোমরা আরাফাত (একটি বিশাল প্রান্তর) হতে দ্রুত গতিতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশয়ারুল হারামের নিকট পৌছে (অর্থাৎ মুজদালাফা নামক পাহাড়ে অবস্থান করত) আল্লাহকে স্মরণ করবে, এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাকে স্মরণ করবে। যদিও পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

অকুফে (অবস্থান) মোযদালেফার জন্য ৬টি সুন্নাত

(১) অর্ধরাত্রির পর গোসল করা এবং পানি না পেলে তায়াম্মুম করা। (২) ফজরের নামাজ প্রথম ওয়াক্তে পড়া এবং পরে অকুফের সময় বেশী পাওয়া যায়। (৩) মাশআরুল হারামে এসে কিবলামূখী হয়ে দোয়া করা (৪) হানাফী, শাফেঈ এবং মাহলী মাজহাবসহ জমহুর উলামায়ে কেরাম আমর বিন মায়মুনের বর্ণনা অনুযায়ী সূর্যোদয়ের সামান্য আগে মোযদালেফা ত্যাগ করাকে সুন্নাত বলেছেন। ইমাম মালেকের মতে, ভোরে আকাশ ফর্সা হওয়ার আগে মোযদালেফা ত্যাগ করা যায়। (৫) ধীরে সুস্থে মোযদালেফা থেকে মিনায় পৌছা। শুধুমাত্র মোহাসসার উপত্যকায় দ্রুত চলতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মোযদালেফায় এসে ফজল বিন আব্বাসকে নিজের সওয়ারীর পিছনে বসান এবং বলেন, হে লোকেরা, উট ও ঘোড়া দৌড়ানোর মধ্যে কোন নেক নেই। তোমরা ধীর স্থির ভাবে চল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিনায় পৌছা পর্যন্ত ধীর-স্থির ছিলেন। (৬) মোহাস্‌সার উপত্যকায় দ্রুত চলেন। সেজন্য পায়ে হেটে হউক কিংবা সওয়ারী ও গাড়ীর ওপরই হউক না কেন সর্বাবস্থায় দ্রুত পার হতে হবে।

মোহাস্‌সার উপত্যকা- আবরাহা বাহিনীর ধ্বংস স্থল

মোহাস্‌সার উপত্যকা মিনা এবং মোযদালেফার মাঝে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ৫৪৫ হাত দীর্ঘ একটি স্থানের নাম। এই স্থানে আবরাহা বাহিনীর ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসে এবং ঝাকে ঝাকে আবাবিল পাখি পাথর নিয়ে আসে এবং তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

মোহাস্‌সার শব্দের অর্থ অচল ও অক্ষম হওয়া। হস্তিবাহিনীর হাতীগুলোও সামনে চলতে অক্ষম হওয়ার কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে মোহাস্‌সার।

ইমাম নওযী বলেছেন, আবরাহার হস্তীবাহিনীর ধ্বংসলীলা এই স্থানেই সংঘটিত হয়েছিল। যে সকল স্থানে আল্লাহর গজব নাজিল হয়েছে, সে সকল স্থান তাড়াতাড়ি অতিক্রম করা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিয়ম ছিল।

www.pathagar.com

মোহাচ্ছাব

মোহাচ্ছাব শব্দের অর্থ, জমাকৃত পাথরের টুকরার স্থান। বন্যার পানিতে উপরোল্লিখিত স্থানে পাথরের টুকরো জমা হওয়ায় একে মোহাচ্ছাব বলা হয়। মোহাচ্ছাব সেই স্থান, মিনা থেকে মক্কা ফেরার সময় সেখানে অবতরণ করা মোস্তাহাব। এই স্থানটি আবতাহ নামক স্থানে দুই পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। এর বর্তমান নাম মাআ'বদাহ'।

মিনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই স্থানে অবতরণ করেন। মসজিদে হারামের বাবুস সালাম থেকে মোহাচ্ছাবের দূরত্ব ৩ কিলোমিটার। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে মাগরিবের নামাজ পড়েছেন। বর্তমানে সেখানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এই মসজিদটির নাম মসজিদে এজাবাহ।

জামরাহ

মিনায় তিন স্থানে শয়তানকে পাথর মারতে হয়। মসজিদে খায়েফের দিক থেকে মক্কার দিকে আসার সময় প্রথমে জামরাহ সোগরা পড়ে ছোট শয়তান এবং জামরাহ আ'কাবার এর মাঝে জামরাহ ওস্তা মেঝ শয়তান অবস্থিত। এরপরই জামরাহ আ'কাবা বড় শয়তান। জামরাহ আকাবা অন্য দুটো জামরাহর তুলনায় মক্কার বেশী নিকটবর্তী। ছোট জামরাহ থেকে মেঝো জামরাহর দূরত্ব প্রায় ১৫৬ মিটার এবং মেঝো জামরাহ থেকে বড় জামরাহ আকাবার দূরত্ব প্রায় ১১৭ মিটার। মিনায় অবস্থানের সময় ঐ সকল জামরাহর প্রত্যেকটিতে ৭টি করে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়।

ছোট ও মেঝো জামরাহর চারদিকে পাথর দ্বারা কূপের মত একটি গোলাকার বৃত্ত তৈরি করা হয়েছে এবং বৃত্তের মাঝখানে পাথর থেকে উচু একটি ইটের খসখসে স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে। এটিই পাথর নিক্ষেপের স্থান। বড় জামরাহ অর্ধ বৃত্তাকার। সেখানেও একটি ইটের খসখসে স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে। এটি প্রায় ৩ মিটার উচু। তিনটা স্তম্ভের ওপর ছাদ তৈরি করে দোতলা তৈরি করা হয়েছে এবং স্তম্ভগুলোর মাথা দোতলা পর্যন্ত উচু করা হয়েছে এজন্য দোতলায় উঠেও পাথর নিক্ষেপ করা যায়।

নীচতলার দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত বরাবর ওপর তলার দৈর্ঘ্য-প্রস্তও সমান। একই সময়, হাজীরা নীচ ও ওপরতলা থেকে পাথর মারার সুবিধা লাভ করায়, পাথর নিক্ষেপের সময় ভিড়ের প্রচন্ডতা কিছু হ্রাস পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন জামরায় পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে, বান্দাহ আল্লাহর কাছে আত্মসমপর্ণ এবং তার আনুগত্য করলে শয়তান ব্যথিত হয়।

মসীরুর গারামে ইবনে জাওযী থেকে বর্ণিত আছে, যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ নির্মাণ কাজ শেষ করেন তখন জিব্রাঈল (আঃ) এসে তাঁকে তাওয়াফের পদ্ধতি শিক্ষা দেন। তারপর তাকে জামরাতুল আকাবায় নিয়ে আসেন। তখন শয়তান হাজির হয়। জিব্রাঈল (আঃ) ৭টি পাথরের টুকরা হাতে নেন এবং ইব্রাহীম (আঃ) কে দেন। ইব্রাহীম (আঃ) নিজেও ৭টি পাথরের টুকরা হাতে নেন। জিব্রাঈল (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ) কে তাকবীরসহ পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। অতঃপর তারা দু'জনেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত পাথর মারেন এবং তাকবীর বলেন, তারপর তারা মেঝো জামরাহর কাছে আসেন। সেখানেও শয়তান হাজির হয়। তারা দু'জনে জামরাহ আকাবার অনুরূপ করেন। তারপর ছোট জামরাহর কাছে এলে সেখানেও শয়তান হাজির হয়। ফলে তারা দু'জনেই শয়তানের প্রতি পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করেন এবং তাকবীর বলেন।

www.pathagar.com

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর অনুসরণে শয়তানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আল্লাহর এবাদত করাই রমির মূল উদ্দেশ্য। সালেম বিন আবু জা'দ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যখন ইব্রাহীম (আঃ) হজ্জ্বের হুকুম পালন করার জন্য আসেন তখন জামরাহ আ'কাবার কাছে শয়তান এসে হাজির হয়। তিনি তার প্রতি ৭টি পাথর খন্ড নিক্ষেপ করায় সে মাটিতে কুপোকাত হয়ে পড়ে। তারপর মেঝো জামরায় শয়তান হাজির হলে সেখানেও তাকে পাথর মেরে চিতপটাং করে দেন। অনুরূপভাবে, ছোট জামরায় পুনরায় শয়তান আবির্ভূত হলে সেখানেও শয়তানকে পাথর মেরে কাবু করেন এবং ধরাশায়ী করে ফেলেন।

জামরায় পাথর নিক্ষেপের নিয়ম, অকুফে মোযদালেফার পর মিনায় এসে প্রথম দিন অর্থাৎ ১০ই জিলহজ্জ্ব সূর্য হেলার পূর্ব পর্যন্ত জামরাতুল আকাবায় ৭টি কংকর বা পাথরকূচী নিক্ষেপ করতে হবে। পরের ২দিন অর্থাৎ ১১ এবং ১২ই জিলহজ্জ্ব সূর্যহেলে যাওয়ার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত ৩টি জামরাতেই ৭টি করে দৈনিক ২১টি কংকর মারতে হয়। ১ম, ২য় এবং ৩য় জামরায় ধারাবাহিকভাবে পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। ১২ই জিলহজ্জ্ব পর্যন্ত মিনায় থেকে মক্কায় চলে আসা যায়। তবে মিনায় ১৩ তারিখ পর্যন্ত থাকাই উত্তম। যারা ১৩ই জিলহজ্জ্বে মিনায় থাকবে তাদেরকেও সেই দিন তিন জামরায় উল্লেখিত নিয়মে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

পাথর মারার সময় দোয়া

মিনায় শয়তানের উদ্দেশে পাথর মারতে হয়। প্রত্যেক বার পাথর মারার সময়ে নিম্নলিখিত দোয়া পড়া মুস্তাহাব-

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার, রাগমাল লিশশঅয়তানি ওয়া রিদ্বাল লিররাহমানি; আল্লাহুম্মাজআলহু হাজ্জাম মাবরূরাঁও ওয়া যামবাম মাগফুরাঁও ওয়া সাইয়াম মাশকুরাঁও ওয়া তিজা-রাতাললান তাবূর।

অর্থাৎ ঃ আমি আল্লাহর নামে পাথর মারছি। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট। শয়তানকে বিতাড়িত করার এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমি এই পাথর মারছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার হজ্জ্ব কবুল কর, গুনাহ মাফ কর, চেষ্টাকে সাফল্য কর এবং আমার ব্যবসাকে এইরূপ ব্যবসায়ে পরিণত কর, যাতে মুনাফা ব্যতীত কখনও লোকসানের আশঙ্কা নাই।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, শয়তানকে পাথর মেরে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করা। পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহর গোলামীর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা হয় এবং ধোকাবাজ শয়তানের প্রলোভনে পড়ে মানুষ যে সকল গুনাহ ও অন্যায় কাজ করে তার প্রতি অনুশোচনা প্রকাশ করা হয়। এর মাধ্যমে শয়তানকে নিরাশ করে দিয়ে বুঝানো হয় যে, আমরা অতীতে তোর আনুগত্য করলেও ভবিষ্যতে আর তা না করার অঙ্গীকার করছি।

মিনার সর্বত্র কোরবানীর স্থান। যে কোন স্থানে কোরবানী করলেই কোরবানী হয়ে যাবে। ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্নে দেখেন যে তিনি তার পুত্র ইসমাঈলকে জবেহ করছেন। তখন তিনি ইসমাইলকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলায় তিনি রাজী হলেন এবং জবেহর জন্য মিনায় আসেন। শেষ পর্যন্ত ইব্রাহীম (আঃ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় আল্লাহ ইসমাঈল (আঃ) কে জবেহ না করার হুকুম দেন এবং তার পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবানীর নির্দেশ দেন। তখন থেকেই হজ্জ্বের পরের দিন ১০ই জিলহজ্জ্ব কোরবানীর দিবসে পশু কোরবানীর নিয়ম প্রবর্তন হয়।

www.pathagar.com

অতঃপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।
নিশ্চয়ই এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা আমি তার পরিবর্তে
কোরবানীর জন্য এক হৃষ্টপুষ্ট জন্তু দিলাম।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা সাফ্‌ফাত (শ্রেনীবদ্ধকারিগণ) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৫) নূহ আমাকে আহবান করেছিল এবং আমি কত উত্তমরুপে সাড়া দিয়েছিলাম। (৭৬) তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে আমি মহাসংকট হতে রক্ষা করেছিলাম। (৭৭) তারই বংশধরদের আমি রক্ষা করেছি বংশ পরম্পরায়; (৭৮) আমি এ পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি, (৭৯) সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক! (৮০) এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি; (৮১) সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম। (৮২) অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম; (৮৩) ইব্রাহীম ছিল তার উত্তরসূরী। (৮৪) স্মরণ কর, সে তার প্রতিপালকের নিকট বিশুদ্ধ চিত্তে উপস্থিত হয়েছিল; (৮৫) তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমরা কিসের পূজা করছ?' (৮৬) 'তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অলীক উপাস্যকে চাও?' (৮৭) 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?' (৮৮) অতঃপর ইব্রাহীম তারকারাজির দিকে একবার তাকাল, (৮৯) এবং বলল, 'আমি অসুস্থতা বোধ করছি।' (৯০) অতঃপর ওরা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল। (৯১) পরে সে সন্তর্পনে ওদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলল, 'তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন?' (৯২) 'তোমাদের কি হয়েছে যে, 'তোমরা কথা বল না?' (৯৩) অতঃপর সে তাদের ওপর স্ববলে আঘাত করল। (৯৪) তখন ঐ লোকগুলি তার দিকে ছুটে এল (৯৫) সে বলল, 'তোমরা নিজেরা যাদের পাথর খোদাই করে নির্মাণ কর তোমরা কি তাদেরই পূজা কর?' (৯৬) 'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী কর তা-ও।' (৯৭) ওরা (বাদশাহ নমরুদ) বলল, 'এর জন্য এক অগ্নিকুন্ড তৈরী কর, অতঃপর একে জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।' (৯৮) ওরা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি ওদের ব্যর্থ করে দিলাম। (৯৯) ইব্রাহীম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালনা করবেন?' (১০০) 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ পুত্রসন্তান দান কর।' (১০১) অতঃপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। (১০২) অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, 'বৎস ! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল?' সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।' (১০৩) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তার পুত্রকে (জবাই করার জন্য) কাত হয়ে শায়িত করল, (১০৪) তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম, 'হে ইব্রাহীম! (১০৫) তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে।' এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। (১০৬) নিশ্চয়ই এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা (১০৭) আমি তার পরিবর্তে কোরবানীর জন্য এক হৃষ্টপুষ্ট জন্তু দিলাম। (১০৮) আমি এ পরবর্তীদের স্বরণে রেখেছি। (১০৯) ইব্রাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হউক। (১১০) এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। (১১১) সে ছিল আমার এক বিশ্বাসী দাস! (১১২) আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম, সে ছিল একজন নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম, (১১৩) তাকে এবং ইসহাককে আমি সমৃদ্ধি দান করেছিলাম; তাদের বংশধরদের মধ্যে কিছু সৎকর্মপরায়ণ এবং কিছু নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।

www.pathagar.com

বর্তমানে মিনায় পশু কোরবানীর স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যাতে করে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা না দেয়। মোযদালেফার মিনা সীমান্তে দুইটি কসাইখানা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে একটি ছাগল, দুম্বা ও ভেড়ার বাজার বসে এবং অন্যটিতে গরু, উট ও অন্যান্য বড় বড় প্রাণীর বাজার বসে। আধুনিক পদ্ধতিতে সেখানকার ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করা হয়। মিনার মুআ'হসামে আরেকটি সর্বাধুনিক কসাইখানা মুসলিম বিশ্বের সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক দ্বারা পরিচালিত হয়। হাজীরা ব্যাংক ও বিক্রয় কেন্দ্রে অগ্রিম পশু কিনে টিকেট সংগ্রহ করে। তাদের নিজেদের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে, সেখানে পশু কোরবানী হয়। প্রতিনিধি না থাকলেও পশু কোরবানী হয় এবং সে সকল পশুর গোশত গরীব মুসলিম দেশসমূহে পাঠানো হয়। অন্যান্য কসাইখানার গোশতগুলো প্রায়ই নষ্ট হয়।

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদের জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলি জবাইকালে আল্লাহর নাম নেয়।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হজ্জ্ব (মক্কা হজ্জ্ব ব্রতবিশেষ) *ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬) এবং স্মরণ কর যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য কা'বা ঘরের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, তখন বলেছিলাম আমার সঙ্গে কোন অংশী স্থির করো না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে এবং যারা নামাজে দাড়ায়, রুকূ করে ও সিজদাহ করে। (২৭) এবং মানুষের নিকট হজ্জ্ব ঘোষণা করে দাও ওরা তোমার নিকট পায়ে হেটে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উটের পিঠে আসবে, ওরা আসবে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে। (২৮) যাতে ওরা ওদের কল্যাণ লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে, ওদের তিনি পশু থেকে তার জবাইকালে (কোরবানী) যে জীবনোপকরণ (মাংস ইত্যাদি) দিয়েছেন তোমরা আহার কর এবং দুঃস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। (২৯) অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক ময়লা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে। (৩০) এটিই বিধান এবং কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটিই উত্তম। তোমাদের নিকট উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলি ছাড়া অন্যান্য পশু তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিরূপ অপবিত্রতা বর্জন কর এবং মিথ্যাবার্তা থেকে দূরে থাক। (৩১) আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তার কোন অংশী না করে; এবং যে কেউ আল্লাহর অংশী করে তার অবস্থা এরূপ সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (৩২) এটিই আল্লাহর বিধান, এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এ তো হৃদয়ের আল্লাহভীতি প্রসূত। (৩৩) এ সমস্ত পশুকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে; অতঃপর প্রাচীন ঘরের নিকট ওদের কোরবানীর স্থান।*

৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৪) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদের জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলি জবাইকালে আল্লাহর নাম নেয়। তোমাদের উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ; সুতরাং তারই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং বিনীতগণকে সুসংবাদ দাও, (৩৫) যাদের হৃদয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে ভয়ে কম্পিত হয়, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, এবং যথাযথভাবে নামাজ পড়ে এবং আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। (৩৬) এবং উটকে তোমাদের

www.pathagar.com

জন্য আল্লাহর নিদর্শনগুলির অন্যতম করেছি; তোমাদের জন্য ওতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ওদের জবাইকালে তোমরা আল্লাহর নাম নাও। যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও যে প্রার্থী নয় তাকেও এবং প্রার্থীকে এভাবে আমি ওদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩৭) আল্লাহর কাছে ওদের মাংস এবং রক্ত পৌছায় না বরং তোমাদের ধর্মনিষ্টা পৌছায়। এভাবে তিনি ওদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্টত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে তিনি তোমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন সুতরাং তুমি সৎকর্ম-পরায়ণদের সুসংবাদ দাও, (৩৮) আল্লাহ বিশ্বাসীদের রক্ষা করেন। তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না।

কোরবানীর দিন

কোরবানীর সময়সীমা আইয়ামে তাশরীকের ১৩ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সম্প্রসারিত। অর্থাৎ ১০ই হতে ১৩ই যিলহজ্জ্ব পর্যন্ত ৪ দিন কোরবানী করা যায়। পশু কোরবানী করার পর হাজী হয় তার মাথা মুন্ডন করবে অথবা চুল ছোট করে কাটবে। তবে মাথা মুন্ডন করাই উত্তম। আর নারীদের জন্য তাদের চুলের প্রত্যেক বেণী হতে কমপক্ষে আঙ্গুল পরিমাণ চুল কাটতে হবে। জামরাহ উকবায় পাথর নিক্ষেপ এবং মাথা মুন্ডন অথবা চুল কর্তনের পর বস্তুতই পবিত্র হয়ে যাবে যাহা এহরামের কারণে তার ওপর অবৈধ হয়েছিল। এই পবিত্র হওয়াকে তাহাল্লুলে আওয়াল বা প্রথম পবিত্র হওয়া বলা হয়।

এই 'পবিত্র' হওয়ার পর হাজীর জন্য খোশবু বা সেন্ট ব্যবহার এবং তাওয়াফে ইফাযা করার জন্য মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়া। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে এহরাম বাঁধার পূর্বে এবং পবিত্র হওয়ার জন্য বায়তুল্লার তাওয়াফের পূর্বে খোশবু মাখিয়ে দিয়াছি। বুখারী ও মুসলিম শরিফ এই তাওয়াফকে তাওয়াফে ইফাযা এবং তাওয়াফে জিয়ারতও বলা হয়। হজ্জ্বের আরকান (আইন) সমূহের অন্যতম রোকন (নিয়ম) ইহা ছাড়া হজ্জ্ব পালন সম্পূর্ণ হয় না।

তাওয়াফ এবং মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকায়াত নামাজ পড়ার পর সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থলে 'সাঈ' করা যদি হাজী মুতামাত্তে হয় অর্থাৎ তার হজ্জ্ব তামাত্তো হজ্জ্ব হয়। আর এই 'সাঈ' হবে তার হজ্জ্বের 'সাঈ' প্রথম 'সাঈ' ছিল তাহার ওমরাহ এর 'সাঈ'।

হযরত আয়েশা (আঃ) থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সহিত হজ্জ্বের জন্য বাহির হলাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন- যে ব্যক্তির সহিত কোরবানীর পশু আছে সে ওমরাহ সহিত হজ্জ্বেরও এহরাম বাধবে এবং ওমারাহ ও হজ্জ উভয়ই উদযাপন করার পর পবিত্র হবে। তারপর আয়েশা (রাঃ) বলেন, যারা শুধু এহরাম পরেছিলেন তারা কা'বা শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার 'সাঈ' করে পবিত্র হয়ে যায়, তারপর তারা হজ্জ্ব শেষ করে যখন মিনা হতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করল, তখন আর একটি তাওয়াফ করল।

এই তাওয়াফ তামাত্তো হজ্জ্বকারীদের জন্য নির্দিষ্ট উহা সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ যাহা হজ্জ্বব্রত সমাপন শেষে মিনা হতে প্রত্যাবর্তনের দ্বিতীয় বার করতে হয়। যখন কেরান হজ্জ্বকারী এবং ইফরাদ হজ্জ্বকারী মক্কায় পৌঁছিয়ে তাওয়াফে কদুমের পর সাফা-মারওয়া 'সাঈ' করল, তখন তাওয়াফে ইফাযার পর আর 'সাঈ' করতে হবে না প্রথম বারের 'সাঈই' যথেষ্ট হবে।

www.pathagar.com

যখন তোমরা যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে নেবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯৯) অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে ফেরে, সেখান থেকেই (তাওয়াফের জন্য বা প্রদক্ষিণের জন্য) ফিরে চল। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারী পরমদয়ালু। (২০০) অতঃপর যখন তোমরা (হজ্জের) যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে নেবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের (যা কিছু দিতে হয়) পৃথিবীতে দাও' বস্তুত তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। (২০১) এবং তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক আছে) যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের জাহান্নামের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।' (২০২) তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্ত অংশ তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

কোরবানীর দিনে করণীয় কাজসমূহ

হাজীদের জন্য কোরবানীর দিনে করণীয় ৪টি কাজ
প্রথম, জামরাহ উকাবায় কংকর বা পাথর নিক্ষেপ করা,
দ্বিতীয়, কোরবানী করা,
তৃতীয়, মাথামুন্ডন অথবা চুল ছোট করে ছাটা,
চতুর্থ, কাবাগৃহের তাওয়াফ করা।

এবং তামাত্তো হাজীর জন্য মারওয়ার 'সাঈ' করা আর এফরাদ অথবা কেরান হজ্জ্বকারী যদি তাওয়াফে কুদুমের সঙ্গে 'সাঈ' না করে থাকে তবে তাদের জন্যও 'সাঈ' করা প্রয়োজন।

এই চারি পর্যায়ের উল্লিখিত তারতীবের যদি ব্যতিক্রম ঘটে এবং কাজগুলি কোনটি আগে-পরে হয় তবু উহা সঠিক হবে।

মাথা মুড়াবার সময় দোয়া

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি আ'লা মা হাদা-না ওয়া আনআমা আ'লাইনা। আল্লাহুম্মা হা-যিহী না-ছিয়াতী বিইয়াদিকা ফাতা-ক্বাবাল মিন্নী ওয়াগফিরলী যুনুবী। আল্লাহুম্মাকতুবলী বিকুল্লি শা'রাতিন হাসানাতাও' ওয়ামহু বিহা আন্নী সাইয়িআতাও ওয়ারফা' লী বিহা দারাজাতান। আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়া লিল মুহাল্লিকীনা ওয়াল মুক্বাছছিরীনা, ইয়া ওয়া-সিআল মাগফিরাতি আমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে এই কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করেছ এবং নানা প্রকার নেয়ামত দান করেছ, সেইজন্য আমরা তোমার শোকরিয়া আদায় করছি। হে আল্লাহ! আমি আমার এই কপাল (মাথা) তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। তুমি ইহা কবুল কর এবং আমার গুনাহ মা'ফ কর। হে আল্লাহ! আমার প্রত্যেক গাছি চুলের বদলে তুমি আমাকে একটি নেকী দান কর, আমার একটি গুনাহ মাফ করে দাও এবং আমার মর্যাদার একটি স্তরে উন্নীত কর। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং অন্যান্য যারা মাথার চুল মুড়ায়েছে বা খাটো করছে, তাদের সকলকেও ক্ষমা করে দাও। হে মহা ক্ষমাকারী! তুমি আমার এই প্রার্থনা কবুল কর।

www.pathagar.com

কা'বা শরীফ হতে বিদায় এর সময় দোয়া

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরাম তাইয়িবান মুবারাকান ফীহ ; আল্লাহুম্মার যুক্বনিল আউদা বা'দাল আউদিল মাররাতা বা'দাল মাররাতি ইলা বায়তিকাল হারামি ওয়াজআলনী মিনাল মাক্বুবুলীনা ইদাকা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। আল্লাহুম্মা লা তাজ আলহু আখিরাল আহদি মিন্নী বিবাইতিকাল হারা-মি ওয়া ইন ফাআ'লতাহু আ-খিরাল আহদি ফাআউওয়িদ্বনী আনহুল জান্নাতা ইয়া আরহামার রাহিমীন। ওয়া ছাল্লাল্লাহু তাআ'লা আলা খায়রি খালকিহী সাইয়িদিনা মুহাম্মাদেঁও ওয়া আ-লিহী ওয়াছাহবিহী আজমাঈন।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহতাআলার অসীম প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! বারবার তোমার এই পবিত্র ঘর জিয়ারতের সৌভাগ্য আমাকে দান কর। হে মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ! আমার এই হজ্জ্ব কবুল করে নাও। হে আল্লাহ! তোমার এই পবিত্র গৃহের দর্শন আমার জন্য ইহাই যেন শেষবারের মত না হয়। আবার কখনও যেন ইহার দর্শন লাভ করতে পারি, তাহা আমি তোমার দরবারে কামনা করি। আর যদি ইহাই আমার শেষ দর্শন হয়, তবে উহার পরিবর্তে আমাকে জান্নাত দান কর। হে আরহামার রাহেমীন! পরিশেষে আমি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নামে দরূদ পাঠ করছি। হে আল্লাহ! তুমি তার পরিবারবর্গ ও সাহাবাগণের ওপর রহমত নাযিল কর।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর কবর মোবারক জিয়ারত ঃ

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁহার পাক-দরবারে যেভাবে আদব রক্ষা করে চলা কর্তব্য ছিল, তাঁহার রওজা-পাক জিয়ারতের ব্যাপারেও সেই সমস্ত আদব রক্ষা করতে হবে। রওজাপাক জিয়ারত কালে সে-সমস্ত আদবের প্রতি লক্ষ রাখা অত্যাবশ্যক। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর কবর মোবারক জিয়ারত করা ওয়াজিবও না এবং হজ্জ্বের কোন শর্তও না বরং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মসজিদ জিয়ারত করবে অথবা উক্ত মসজিদের নিকটবর্তী হবে তার জন্য কবর মোবারক জিয়ারত করা মুস্তাহাব। মদীনা হতে বহুদূরে যাদের বসবাস তাদের জন্য শুধু কবর শরীফ জিয়ারত করবার উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নাত। যখন মদীনায় পৌছে যাবে তখন কবর মোবারক এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এর কবরদ্বয়ও জিয়ারত করবে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর কবর এবং তার দুই সাহাবা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের কবরদুয়ের জিয়ারত মসজিদের নববীর জিয়ারতের অর্ন্তভূক্ত, যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে বলেন।

তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনও স্থানের জন্য সফর করা যাবে না। "আল্ মসজিদুল হারাম, আমার মসজিদ মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা- বায়তুল মোকাদ্দেস।" এই তিন মসজিদ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাড়ী হতে দূর দূরান্ত পথের সফর করা বৈধ।

কবর জিয়ারত সওয়াবের কাজ কিন্তু তিনি উহার বিপরীত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য সব কিছুর উদ্দেশ্যে সওয়াবের আকাঙ্খায় সফর করা নিষিদ্ধ আর সাবধাণবাণী উচ্চারণ করলেন।

"আমার কবরকে তোমরা উৎসবস্থল বানিও না, আর তোমাদের গৃহগুলিকে কবরস্থানে পরিণত করও না, এবং আমার প্রতি তোমরা দরূদ পাঠ কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌছে যাবে।"

মসজিদে নববীতে প্রবেশের দোয়া

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগ্ ফির্‌লী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ্ লী আবুওয়াবা রাহমাতিক।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে (এ মসজিদে প্রবেশ করছি) এবং অসংখ্য দরূদ ও অপরিমিত সালাম আল্লাহর রাসূলের প্রতি বর্ষিত হউক। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

রওজা শরীফের সামনে দোয়া

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌। আস্‌সালাতু ওয়স্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ্‌! আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ্‌! আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খায়রা খাল্‌কিল্লাহ্‌। আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া সায়্যিদাল মুরসালীন! আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খাতামান্নাবিয়্যীন! আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্‌লিল আলামীন! আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া শাফী'আল মুযবিবীন। সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহূ আলাইকা দায়িমীনা মুতালাযিমীনা ইলা ইয়াওমিদ্দীন! আশ্‌হাদু আন্নাকা ইয়া রাসূলাল্লাহি কাদ্‌ বাল্লাগতার্‌ রিসালাতা ওয়া আদ্দাইতাল্‌ আমানাতা ওয়া আফদালা মা জাযা নাবিয়্যান আন উম্মাতিহী! আল্লাহুম্মা আতিহিল-ওয়াসীলাতা ওয়াল্‌ফাদীলাতা ওয়াদ্‌দারাজাতার্‌ রাফি'আতা ওয়াব্‌আসহুল মাকামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া'আদ' তাহু ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ।

অর্থ ঃ হে নবী! আপনার প্রতি অজস্র ধারায় শান্তি বর্ষিত হউক এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম। হে আল্লাহর হাবীব! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম। হে আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম। হে রাসূলগণের সার্দার! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম। হে শেষ নবী! আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম। হে রাহমাতুল লিল আলামীন ! আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম। হে গুনাহ্‌গারদের জন্য সুপারিশকারী! আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম। কিয়ামত পর্যন্ত আপনার প্রতি অবিরাম ও নিয়মিত অনেক অনেক দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি (আল্লাহর) বার্তা পৌছে দিয়েছেন। (তাঁর বান্দাগণের কাছে) এবং (অর্পিত) আমানত আদায় করেছেন এবং উম্মাতের (সার্বিক) কল্যাণের বিহিত করেছেন; অতঃপর আল্লাহতাআলা আমাদের পক্ষ হতে আপনাকে এমন উত্তম প্রতিদান দিন, যা কোন নবীর উম্মতের পক্ষ হতে কোন নবীর প্রতি প্রদত্ত হতে পারে। হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে মর্যাদা ও অতি উচ্চ সম্মান দাও এবং যে মাকামে মাহ্‌মূদের সর্বোচ্চ স্থানের প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ, সেখানে তাঁকে উন্নীত কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করনা।

সাহাবাদের প্রতি সালাম

উচ্চারণ ঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া খালীফাতা রাসূলিল্লাহি ওয়া সানিয়াহু ফিল-গারি ওয়া রাফীক্বাহু ফিল আসফারি ওয়া আমীনাহু আলাল আসরারি আবা বাকরিনিছ ছিদ্দীকি রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা 'আনকা ওয়া আরদ্বাকা, জাযাকাল্লাহু আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন (দঃ) খায়রাল জাযা-ই।

অর্থ ঃ হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খলীফা, তাহার গুহার সাথী, সফরের সঙ্গী এবং তাঁহার গোপন রহস্যসমূহের বিশ্বস্ত রক্ষী আবু-বকর সিদ্দীক (রাঃ)! আপনার প্রতি সালাম ! আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং আপনাকেও সন্তুষ্ট করুন। উম্মতে মোহাম্মদীর পক্ষ হতে আল্লাহতাআলা আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান করুন।

হযরত আবু-বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে সালাম নিবেদনের পর আরও এক হাত পরিমাণ ডানদিকে হযরত ওমর (রাঃ) এর চেহারা মুবারক বরাবর দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশে সালাম করা –

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীনা ওমারাল ফারূকিল্লাযী আয়াযযাল্লাহু বিহিল, ইসলামা ইমা-মাল মুসলিমীনা রাদ্বিআল্লাহু আনকা ওয়া আরদ্বাকা, জাযাকাল্লাহু আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন (দঃ) খায়রাল জাযা-ই।

অর্থ ঃ হে আমীরুল 'মু'মিনীন, ইমামুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রাঃ)! আপনার প্রতি সালাম! আল্লাহ আপনার উছীলায় ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহ্ আপনার ওপর সন্তুষ্ট থাকুন, আপনাকে তিনি সন্তুষ্ট করুন এবং উম্মতে-মোহাম্মদীর পক্ষ হতে আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

উপরোক্ত নিয়মে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে সালামের পর পুনরায় একযোগে উভয়কে এই বলে সালাম করা –

উচ্চারণ ঃ আসসালামু আলাইকুমা ইয়া দ্বাজীআই রাসূলিল্লাহি দ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওয়া রাফীক্বাইহি ওয়া ওয়াযীরাইহি, জাযাকুমাল্লাহু আহসানাল জাযা-ই, জি'না-কুমা নাতাওয়াসসালু বিকুমা ইলা রাসূলিল্লাহি (দঃ) লিইয়াশফাআ 'লানা ওয়া ইয়াদউ লানা রাববানা আই ইউহইয়ানা আ'লামিল্লাতিহী ওয়া সুন্নাতিহী ওয়া ইয়াহগুরানা ফী যুমরাতিহী ওয়া জামীয়াল মুসলিমীন।

অর্থ ঃ হে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পার্শ্বে শয়ণকারী দুই ব্যক্তি। হে হযরতের বন্ধুদ্বয়। হে হযরতের উজীরদ্বয়! আপনাদের নামে সালাম! আল্লাহ্ আপনাদিগকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। আমরা এই উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাদের দরবারে হাজির হয়েছি, আপনাদের উভয়ের মাধ্যমে আমরা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট এই বিষয়ে তাঁহার সুপারিশ কামনা করি যে, তিনি আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্তাআলা আমাদিগকে তার দ্বীন এবং সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং হাশরের দিন আমাদিগকে এবং সকল মুসলমানকে তার সঙ্গে একত্রে থাকার সৌভাগ্য দান করুন।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর দুই বন্ধুর নামে সালাম করার পর পুনরায় তার চেহারা মুবারকের বরাবরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আল্লাহ্তাআলার হামদ ও ছানা বর্ণনা করে এবং পূর্ণ আবেগ-মহব্বতের সহিত দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহর দরবারে নিজের জন্য স্ত্রী-পুত্র কন্যা সন্ততি, পিতামাতা, পীর-ওস্তাদ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের জন্য এবং সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের জন্য দোয়া করা। এই দোয়া'র মধ্যে মৃতগণের কথাও স্মরণ রাখা। দোয়া শেষ করে উছতোয়ানাযে তাওবাহর নিকটে পৌছে দুই রাকায়াত নফল নামাজ পড়া; নামাজান্তে দোয়া করা। সেই স্থান হতে আবার রওজা শরীফে যেয়ে দুই রাকায়াত নফল নামাজ, দরূদ এবং দোয়া পড়া। তারপর 'উছুতোযানায়ে হান্নানা'এর নিকটে যেয়ে দোয়া-দরূদ পড়া।

মদীনা জিয়ারতকারিগণের জন্য মসজিদে কু'বা জিয়ারত করা এবং সেখানে নামাজ পড়া মুস্তাহাব যেমন সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরিফে উল্লেখিত যাহা সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পদব্রজে এবং বাহনে চড়ে মসজিদে কু'বা গমন করতেন এবং সেখানে দুই রাকায়াত নামাজ পড়তেন। তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসবার পথে কু'বা নামক স্থানে ইসলামের প্রথম মসজিদ তৈরি করে নামাজ পড়েন। তারপর নিরাপদে মদীনায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

সহল-ইবনে হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজ গৃহে অজু করে কু'বা মসজিদে উপস্থিত হয়, তারপর সেখানে নামাজ পড়ে, তার জন্য ওমরাহ পরিমাণ নেকীর সমান পূণ্য অর্জিত হল।'

www.pathagar.com

"জান্নাতুল বাকী" নামে পরিচিত মদীনার মশহুর কবরস্থানে যেখানে বড় বড় সাহাবাগণ শায়িত আছেন এবং শহীদানের কবরসমূহ এবং ওহুদ পর্বতের পাদদেশে হযরত হামজা (রাঃ) কবর জিয়ারত করাও সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঐসব কবর জিয়ারত করেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন।" এসম্পর্কে তিনি বলেন;

"তোমরা কবর জিয়ারত কর, কারণ কবর আখিরাতকে স্মরণ করে দেয়।" তিনি সাহাবাদেরকে কবর জিয়ারতকালে এই দোয়া পড়ার শিক্ষা দিতেন। "ওহে গৃহবাসী মুমিন তোমাদের প্রতি সালাম, আমরাও ইন্‌শাআল্লাহ তোমাদের সহিত মিলত হব। আমরা আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করছি।"

ইমাম তিরমিযী সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। "একদা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মদীনার কবরসমূহের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম এর সময় কবরবাসীদের প্রতি মুখ করলেন- তারপর বললেন, আস্‌সালামু আলায়কুম ইয়া আহলাল কুবুরে ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আসার। "হে কবরসমূহের বাসিন্দাগণ! তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ তোমাদেরকে এবং আমাদেরকে মাফ করুন! তোমরা পূর্ববর্তী আর আমরা পশ্চাদ্বর্তী।"

মদীনা শরীফ হতে বিদায় গ্রহণ

মদীনা শরীফের পবিত্র স্থানসমূহের জিয়ারত শেষ হলে এবং সেইস্থান হতে বিদায় হওয়ার সময় মসজিদে-নব্বীতে এবং রওজা-পাকের পার্শ্বে অন্ততঃ দুই রাকায়াত রুছছাতী নফল নামাজ পড়া। অতঃপর রওজা-পাকের ভক্তি শ্রদ্ধার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রেখে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর দরবার শরিফ হতে বিদায় সালাম করা।

মদীনা শরীফ হতে বিদায়ের দোয়া

উচ্চারণ ঃ আল-ওয়াদাউ ইয়া রাসূল্লাহি! আল-ফিরাকু ইয়া নাবীয়াল্লাহি! আল আমানু ইয়া হাবীবাল্লাহি! লা জা'আলাহুল্লাহু তা'আলা আ-খিরা আহইদন লা মিন্‌কা ওয়ালা মিন্ যিয়ারাতিকা ওয়ালা মিনাল উকূফে বাইনা ইয়াদাইকা ইল্লা ওয়া মিন্ খায়রিন ওয়া 'আফিয়াতিন ওয়া সিহ্‌হাতিন ওয়া সালামাতিন ইন 'ইশ্‌তু ইন্‌শা-আল্লাহু তা'আলা জি'তুকা ওয়া ইন মুত্তু ফাআওদা'তু 'ইন্দাকা শাহাদাতি ওয়া আমানাতি ওয়া 'আহ্‌দি ওয়া মীসাকী মিন্ ইয়াওমিনা হা-যা ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাতি, ওয়া হিয়া শাহাদাতু আন্‌লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু, লা-শারীকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। সব্‌হানা রাব্বিল ইয্‌যাতি আম্মা ইয়াসিফূন, ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন, ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।

অর্থ ঃ বিদায় নিচ্ছি হে আল্লাহর রাসূল! ছেড়ে যাচ্ছি তোমাকে। হে আল্লাহর নবী! নিরাপত্তা চাচ্ছি (তোমার মারফতে) হে আল্লাহর হাবীব! আল্লাহ যেন তোমার জিয়ারতকে, তোমার সামনে এই উপস্থিতিকে আমার বা তোমার পক্ষ হতে শেষ ঘটনায় পরিণত না করেন; বরং যদি সহি-সালামতে থাকি, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় আবার হাজির হবো, আর যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমি সংরক্ষিত করে রাখছি তোমার নিকট আমার শাহাদত, আমার আমানত, আমার ওয়াদা আর প্রতিশ্রুতি আজকের এই দিন হতে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এবং এই শাহাদত (সাক্ষ্য) হচ্ছে এই যে, এক আল্লাহ ব্যতীত এবাদতের যোগ্য আর কেউ নাই, তাঁর কোন শরীক নাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। (যেমন কোরআন পাকে আছে) ঃ তোমার প্রভু মহাশক্তিশালী, তিনি সেই সব কলঙ্ক হতে পবিত্র-যা অবিশ্বাসীরা তার ওপর আরোপ করে। শান্তি বর্ষিত হউক তাঁর রাসূলগণের ওপর, আর সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়- নামাজ

৭

রোজা পালন

www.pathagar.com

হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ!) তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোজার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৮৩) হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ!) তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোজার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার। (১৮৪) (রোজা) নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা প্রবাসে থাকলে, অন্য সময়ে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে আর যে ব্যক্তির রোজা রাখা দুঃসাধ্য তার পক্ষে (একটি রোজার পরিবর্তে) একজন অভাবগ্রস্থকে খাদ্যদান করা কর্তব্য। তবুও যদি কেউ নিজের খুশিতে পূণ্য সৎকর্ম করে তবে তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর এবং যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পারতে তবে বুঝতে রোজা পালনই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ। (১৮৫) রমজান মাস, এ মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ একমাস পাবে সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোজা রাখে। আর যে রোগী অথবা মোসাফির (প্রবাসী) তাকে অন্যদিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তোমাদের কষ্ট দিতে চান না। উদ্দেশ্য যাতে তোমরা (নির্ধারিত দিনে রোজার সংখ্যা) পূর্ণ করতে পার, আর তোমাদের সৎপথে চালিত করার জন্য তোমরা আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (১৮৬) আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক। এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে। (১৮৭) রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা আত্ম-প্রতারণা করছ। তাই তো তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লিখে রেখেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট দেখা না যায়। অতঃপর রাত পর্যন্ত রোজা পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে এতেকাফরত (কিছুকালের জন্য সংসারের সমুদয় কাজকর্ম হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর ধ্যান করাকে এতেকাফ বলে। রোজার শেষ দশদিন অনেকেই মসজিদে এতেকাফ পালন করেন।) অবস্থায় স্ত্রী সহবাস কর না। এগুলি আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এর ধারে কাছে যেও না। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তার নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা সাবধাণ হয়ে চলতে পারে।

রোজার বর্ণনা

চন্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী সারা বৎসরের মধ্যে পূর্ণ রমজান মাসের রোজা রাখা ফরজ এবং প্রতি রোজার নিয়্যত করাও ফরজ। নিয়্যত না করলে রোজা শুদ্ধ হবে না। রমজানের রোজার নিয়্যত রাতে সেহরী খাওয়ার পরই করা উত্তম।

www.pathagar.com

রমজানের রোজার নিয়্যত

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আছুমা গাদাম মিন শাহরি রামাজানাল মুবারাকি ফারযাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আন্তাছছামীউল আলীম।

অর্থ ঃ আমি আগামীকল্য পবিত্র রমজানের ফরজ রোজা রাখার জন্য নিয়্যত করলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার রোজা কবুল কর। বাস্তবিক তুমি মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

রোজা খোলার নিয়্যত

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আ'লাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আলা রিজকিকা আফত্বারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার জন্য রোজা রেখেছিলাম তোমার রহমতের ওপর নির্ভর করেছি, তোমার দেওয়া খাদ্য দ্বারা ইফতার করলাম।

রোজার আহকাম
যে যে কাজে রোজার কোন ক্ষতি হয় না

(১) অনিচ্ছাকৃতভাবে গলার ভিতরে ধূলা-বালি, ধুঁয়া অথবা মশা-মাছি প্রবেশ করা। (২) অনিচ্ছাকৃতভাবে কানে পানি প্রবেশ করা। (৩) অনিচ্ছাকৃত বমি আসা অথবা ইচ্ছাকৃত অল্প পরিমাণ বমি করা (মুখ ভরিয়া নয়)। (৪) বমি এসে নিজে নিজেই ফিরে যাওয়া। (৫) চোখে ঔষধ ও সুরমা ব্যবহার করা। (৬) ভুলক্রমে পানাহার করা। (৭) সুগন্ধ ব্যবহার করা বা অন্য কিছুর ঘ্রাণ নেওয়া। (৮) নিজ মুখের থুথু কফ ইত্যাদি গলধঃকরণ করা। (৯) শরীরে, মাথায় তৈল ব্যবহার করা। (১০) ঠান্ডার জন্য গোসল না করা। (১১) দিনের বেলায় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নদোষ হওয়া। (১২) মেছওয়াক করা, মেছওয়াক করার দরুণ দাঁত হতে রক্ত বাহির হওয়া, কিন্তু গলার ভিতরে পৌঁছে নাই।

রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ

(১) ইচ্ছাকৃতভাবে কানে নাকে তৈল অথবা পানি প্রবেশ করান। ২) নস্য গ্রহণ করা। (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করা। (৪) মুখ ভরে বমি আসার পরে পুনঃ উহা গিলে ফেলা। (৫) কুলি করার সময় গলায় পানি ঢুকে যাওয়া। (৬) দাঁতে আটকান খাদ্যকণা গিলে ফেলা (যদি উহা ছোলার সমান বা তার চেয়ে বড় হয়।) (৭) মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পড়া সুবহে সাদেকের পর নিদ্রা হতে জাগরিত হওয়া। (৮) ধুমপান করা। (৯) ইচ্ছাকৃতভাবে লোবান বা অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যের ধুঁয়া গলাধঃকরণ করা বা নাকের ভিতর টেনে নেওয়া। (১০) রাত্রি মনে করে সুবহে সাদেকের পরে সেহরী খাওয়া। ১১) সূর্য অস্তমিত হয়েছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করা। (১২) আর যদি দিবাভাগে রোজা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রী সহবাস অথবা পানাহার করে।

তারাবীহর নামাজ

রমজান মাসে এশার ফরজ ও সুন্নাত নামাজের পর এবং বিতরের নামাজের পূর্বে দশ সালামে দুই দুই রাকায়াত করে মোট বিশ রাকায়াত তারাবীহর সুন্নাত নামাজ ইমামের সহিত জামায়াতে পড়তে হয়। ইহা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। স্ত্রীলোকেরা এই নামাজ নিজ নিজ ঘরে একাকী পড়বে।

www.pathagar.com

সমস্ত রমজান মাসে তারাবীহর নামাজের মধ্যে একবার সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ খতম করা মুস্তাহাব। তবে না পারলে পরিবর্তে অন্য যে কোন সূরা দ্বারা নামাজ পড়া। কেবলমাত্র রমজান মাসেই তারাবীহ্ নামাজের পরে বিতরের নামাজ ইমামের সহিত জামায়াতে পড়া। ইমাম সশব্দে সূরা কিরআত পড়বেন।

এতেকাফ

রমজানের শেষ দশ দিন যে মসজিদে জামায়াতে নামাজ হয়, এমন মসজিদে এতেকাফের নিয়্যতে অবস্থান করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ কেফায়া। এতেকাফ অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে মসজিদের বাহিরে যাওয়া সঠিক নয়। প্রশাব-পায়খানা, অজু অথবা ফরজ গোসলের জন্য বাহিরে যাওয়াও সঠিক নয়। এমনকি মসজিদের ভিতরেই এই সবকিছুর ব্যবস্থা থাকতে হবে। এতেকাফ অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় সাংসারিক আলোচনায় মনোনিবেশ করা মাকরূহ্ তাহ্রীমি। ভুলক্রমেও মসজিদের বাহিরে যাওয়া সঠিক নয়। যদি বাহিরে কেহ্ চলে যায় তবে এতেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাযা করা ওয়াজিব হবে। কমপক্ষে একজন প্রতিটা মহল্লা থেকে এতেকাফ করার বিধান আছে তবে কেহ না করলে মহল্লাবাসীর সকলেই গোনাহ্গার হতে হবে।

ছদক্বায়ে ফিতর

ঈদুল ফিতরের দিন প্রাতঃকালে যে ব্যক্তি কমপক্ষে ৫২ তোলা বা ততোধিক রৌপ্য বা তৎমূল্যের দ্রব্য অথবা অলঙ্কার ও ব্যবসায়ের মাল ইত্যাদির মালিক থাকবে, তার ওপর ছদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। ছদক্বায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য উক্ত মাল বৎসরকাল ধরে জমা থাকা আবশ্যক নয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষ হতে পিতা ছদকায়ে ফিতর আদায় করবে। ঈদের নামাজের পূর্বে ছদক্বায়ে ফিতর দেওয়া উত্তম। ঈদের দিনে আদায় না করলে মাফ হয়ে যাবে না। অন্য যে কোন দিন হলেও আদায় করতে হবে। যে ব্যক্তি ওজর বা গাফিলতি করে রোজা রাখে নাই, তাকেও ছদক্বায়ে ফিতর আদায় করতে হবে। এক ব্যক্তির ছদক্বায়ে ফিতরের পরিমাণ এক সের চৌদ্দ ছটাক গম বা উহার সমমূল্য।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়- তাসাউফ শিক্ষা

১

পরিচিতি

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়- তাসাউফ শিক্ষা | ১ | পরিচিতি

তাসাউফ

'তাসাউফ' শব্দটি 'সাউফ' ধাতু থেকে উদ্ভুত। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত ধ্বনি 'তাসাউবুফ; যেমন- তাকাল্লুফ- সদৃশ। ইহা বাবেতাফাউফ- এর মাসদার। ক্রিয়াধাতু বা ক্রিয়া বিশেষ্য। কিন্তু বাংলা ভাষায় শব্দটি 'তাসাউফ' উচ্চারিত হয়ে আসছে। 'তাসাউবুফ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ-পশমী পোশাক পরিধাণ করা। পারিভাষিক অর্থ-সূফী সাধনায় ব্রত হওয়া; তরিকত সাধনায় আত্মনিয়োগ করা, আত্মোৎকর্ষ সাধনে ব্রতি হওয়া, নৈতিক চরিত্রে উন্নতি সাধনে নিয়োজিত হওয়া, আল্লাহতে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া, আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, আল্লাহতে সমাহিত হয়ে যাওয়া, আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা, আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হওয়া, আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত হওয়া, ঐশীগুনে গুণান্বিত হওয়া, আল্লাহতে বিলোপ হয়ে যাওয়া, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হওয়া, পাশব প্রবৃত্তির তাড়না থেকে পূত-পবিত্র থাকা, কুপ্রবৃত্তির কামনা- বাসনা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি সাধ্যাতীত সাধনায় সফলতা লাভের পর সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক বস্তুতে মহান স্রষ্টার জ্যোতির্ময় সত্তার অবলোকন, আল্লাহতালার সৌদর্য দর্শন লাভ প্রভৃতি অর্থ সমাহারে যে শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে, তাকেই বলা হয় তাসাউফ শাস্ত্র। ইহা ইসলামের একটি গবেষণামূলক শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের অপর নাম সূফীদর্শন, সূফীবাদ, সূফীশাস্ত্র, সূফীতত্ত্ব প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়।

তাসাউফ শাস্ত্রের উৎপত্তি ঘটেছে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ভাববাদী আয়াতসমূহ থেকে।

নিশ্চয়, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, জ্ঞানী লোকের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ২০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬৪) নিশ্চয়, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে, যে সব জাহাজ মানুষের কল্যাণের জন্য সাগরে চলাচল করে, তাদের মধ্যে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করে মৃতভূমিকে জীবিত করেন এবং সকল প্রকার প্রাণী তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন আর বায়ু সকলের প্রবাহের (দিক পরিবর্তনের) মধ্যে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মেঘের গমনাগমনের মধ্যে জ্ঞানী লোকের জন্য অবশ্যই (আল্লাহর মহিমার) বহু নিদর্শন রয়েছে।*

জ্ঞানী লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ২০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯০) নিশ্চয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (১৯১) যারা দাড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদের আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর;' (১৯২) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাও (নিক্ষেপ কর) তাকে তুমি নিশ্চয় অপমানিত করলে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।*

www.pathagar.com

জীব মাত্রই মরণশীল;
আমি তোমাদের মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আম্বিয়া (জান্নাতে সংবাদ বাহকগণ) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত (৩২) এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু ওরা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৩৩) আল্লাহ্‌ই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। (৩৪) আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি চিরঞ্জীবি হবে? (৩৫) জীব মাত্রই মরণশীল; আমি তোমাদের মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) তাসাউফের পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন ঃ তাসাউফ দুইটি গুনের নাম। তম্মেধ্যে একটি, স্রষ্টার সঙ্গে সদ্ব্যবহার বজায় রাখা। অন্যটি সৃষ্টির সঙ্গেও সদ্ব্যবহার বজায় রাখা। যিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির সঙ্গে সমভাবে সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে পেরেছেন, তিনিই প্রকৃত সূফী। স্রষ্টার সঙ্গে সদ্ব্যবহার বজায় রাখার প্রকৃত অর্থ পাশব প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে বিরত থাকা এমনকি প্রয়োজনবোধে জীবনের যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া সব কিছুই পরিহার করে একমাত্র আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টিকল্পে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করে দেবার নামই আল্লাহতাআলার সঙ্গে সদ্ব্যবহার বজায় রাখার প্রকৃত অর্থ নিহিত রয়েছে। অদ্রূপ সৃষ্টির সঙ্গেও সদ্ব্যবহার বজায় রাখার প্রকৃত অর্থ অপরের চাওয়া পাওয়া তথা পরস্বার্থকে নিজের স্বার্থ রক্ষার চেয়েও অগ্রাধিকার দেওয়া, অথবা সৃষ্টির কল্যাণ কামনায় নিজেকে বিলিয়ে দেবার নামই সৃষ্টির সঙ্গে সদ্ব্যবহার বজায় রাখার প্রকৃত অর্থ।

মহাত্মা আবু বকর শিবলী (রাঃ) হযরত মানসুর হাল্লাযকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাসাউফ কাহাকে বলে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আপনি আমাকে এখন যে অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন, ইহা অতি নগণ্যতম দরজার তাসাউফ। তখন মহাত্মা শিবলী পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে উচ্চতম তাসাউফ কি ? মানসুর হাল্লায উত্তর দিলেন, উচ্চতম তাসাউফে পৌছা ও তা বুঝা তোমার সাধ্যের অতীত। কেননা মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নয় কখনো। যেহেতু এর অবস্থান দেশকালের চতুর্মাত্রার বাইরে- অতীন্দ্রিয় জগতে। তা ভাবনারও অতীত। কেননা ধ্যান-ধারণা সেখানে অচল।

যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তার জ্ঞানের কিছুই
তারা (মানুষেরা) আয়ত্ত করতে পারবে না

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৫৫) আল্লাহ! তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চির জীবন্ত, অনাদি। তাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর। কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে সুপারিশ করবে ? তাদের (মানুষের) সম্মুখ্যে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তার জ্ঞানের কিছুই তারা (মানুষেরা) আয়ত্ত করতে পারবে না। তার আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত, আর ওদের (আকাশ-পৃথিবীর) রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না, তিনি অতি উচ্চ, মহামহিম সর্বাপেক্ষা মহান।

www.pathagar.com

উচ্চতম তাসাউফে পৌছতে হলে জাগতিক ভালবাসা পরিহার করে আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শন লাভে ব্রতী হতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নির্দেশ রয়েছে- "তোমরা মহান আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত হও।" তাঁর এই মহান উক্তির প্রকৃত অর্থ খোদাতাআলার যেসব ঐশী গুণাবলী রয়েছে, সেসব গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়াকেই আল্লাহতাআলার স্বভাবে স্বভাবিত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- আল্লাহতাআলার স্বভাবে বা তাঁর পুত-পবিত্র চরিত্রে কোন প্রকার কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, মিথ্যা-প্রতারণা, পরশ্রীকাতরতা, যৌনোত্তেজনা, পানাহার, প্রত্যাশা, নিদ্রা প্রভৃতি পাশব প্রবৃত্তির লেশ মাত্রও নেই। এমন ঐশী স্বভাবে স্বভাবিত হতে পারলেই জৈবিক উপাদানে আবদ্ধ মানবাত্মা ঐশী সত্তায় পৌছতে পারে। পরশমণিতে পরিণত হতে পারে।

তার সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তার দাসদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা ফোরকান (কোরআন) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৮)** তুমি তার ওপর নির্ভর কর যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই এবং তার সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তার দাসদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। (৫৯) তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাহীন হন। তিনিই দয়াময়, তার সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ ?*

সুতরাং যিনি আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত, আল্লাহর ঐশীগুণে গুণান্বিত, আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হতে পেরেছেন, তিনিই আল্লাহতাআলার বেলায়তপ্রাপ্ত ওলী, সূফী দরবেশ, আরেফ, কামেল, বুজর্গ, মুর্শিদ, শেখ, ইমাম, পীর, কুতুব অথবা ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানব নামে অভিহিত। এমন মহা মানবদের সম্পর্কেই খোদাতাআলা তাঁর পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় সুসংবাদ দান করেছেন যে, "ঐসব খোদা ভক্ত ও খোদাপ্রেমিক ওলীদের জন্যই রয়েছে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক শুভসংবাদ"। এমন খোদাপ্রেমিক, খোদাভীরু, খোদাভক্ত ওলীদের সাধনার পথকেই বলা হয় তাসাউফ তত্ত্ব বা সূফীবাদ-সূফীশাস্ত্র।

'তাসাউফ' শব্দের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামের দুইটি দিক রয়েছে ; একটি তার বাহিরের দিক, অন্যটি তার আভ্যন্তরীণ দিক। বাহিরের দিক তার দেহাবরণ বা শরীয়ত-সম্মত জীবন ব্যবস্থা। আর তার আভ্যন্তরীণ বা ভিতরের দিক তাসাউফ বা তরিকত ব্যবস্থা। ইসলামের এই পারমার্থিক তাসাউফ ব্যবস্থাই উহার সদানুষ্ঠানসমূহের অভীষ্ট লক্ষ্য। ধর্মের সংরক্ষণ বা উহার সদানুষ্ঠানসমূহ প্রতিপালনের মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মোৎকর্ষ সাধন। নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় থেকে আত্মশুদ্ধি লাভ করাই ধর্ম পালনের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত ও উন্নীত হবার জন্য তাসাউফ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এই জন্যই তাসাউফ শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান ও মনোনিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কালমায়ে তাইয়েবাহ দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় তাঁর প্রিয়তম রাসূল (সাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ "ওহে রাসূল, আপনি (আবারও) অবগত হউন যে, নিশ্চয়ই তিনিই একমাত্র আল্লাহ্, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আর আপনার এবং বিশ্বাসী নারী পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন।"

www.pathagar.com

যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবাহ্ কবুল করেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা মুমিন (বিশ্বাসী) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) হা-মীম, (২) এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে (৩) যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবাহ কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। প্রত্যাবর্তন তারই নিকট।

তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা মুমিন (বিশ্বাসী) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৫) অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

এই আয়াত নাযিল হবার পর থেকেই কালমায়ে তাইয়্যেবাহর আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যের প্রতি মনোসংযোগ সৃষ্টির নিমিত্তে এলমে তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অথবা তরীকত শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের মধ্যে উৎসুক্য জাগে। তাসাউফ বিষয়টি যেমন একটি আত্মতাত্ত্বিক গুপ্ত রহস্যভেদ দ্বারা আবৃত, তদ্রূপ তাসাউফ শব্দটির মধ্যেও একটি গোপন তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। 'তাসাউফ' শব্দটি ৪টি বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন- এই চারটি বর্ণের ধ্বনি সংযোগে 'তাসাউফ' শব্দটি গঠিত। এর প্রতিটি বর্ণ এক একটি অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য দ্বারা রহস্যাবৃত হয়ে আছে। 'তা' অর্থ তাওবাহ, 'সা' অর্থ সাফা পবিত্রকরণ, 'উ' অর্থ আওলীয়া বেলায়েতপ্রাপ্ত ওলী, 'ফা' অর্থ ফানাফিল্লাহ (আল্লাহতে সমাহীত হয়ে যাওয়া)।

"তা" দ্বারা তাওবাহর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা, তাসাউফ বা সূফী শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হয় তাওবাহ দ্বারাই। তাওবাহ দ্বারাই আত্মার বিশোধন লাভ হয়। এই জন্যই তাওবাহর মহাত্ম্য অপরিসীম।

ওরা তাওবাহ্ করে, উপাসনা করে, তুমি বিশ্বাসীদের শুভ সংবাদ দাও

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) ঃ ১৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১২) ওরা তাওবাহ করে, উপাসনা করে, আল্লাহর প্রশংসা করে, রোজা পালন করে, রুকূ ও সিজদাহ করে, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজ নিষেধ করে এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণ করে, (হে-মোহাম্মদ) তুমি (এ সকল) বিশ্বাসীদের (ঈমানদারদের) শুভ সংবাদ দাও।

নিজেদের সংশোধন করে এবং আল্লাহর আয়াতকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তো তারা যাদের আমি ক্ষমা করি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ১৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫৯) আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য খোলাখুলিভাবে আমি কিতাবে বিস্তারিত ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদের অভিশাপ

www.pathagar.com

দেয়। (১৬০) কিন্তু যারা 'তাওবাহ' করে (ক্ষমা প্রার্থনা করে) আর নিজেদের সংশোধন করে এবং আল্লাহর আয়াতকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তো তারা যাদের আমি ক্ষমা করি এবং আমি ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।

'তা' তাওবাহর অর্থ নিহিত রয়েছে, এই তাওবাহ দুই অর্থে বুঝানো হয়েছে। যথা- তাওবায়ে একরারু বিল্ লেসান এবং তাওবায়ে তাসদিকু বিযযিনান। অর্থাৎ মৌখিক তাওবাহ্ ও আন্তরিক তাওবাহ্। মৌখিক তাওবাহ্ অর্থ-অতীতের কৃত পাপকর্মের প্রতি অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে পাপকর্মে লিপ্ত না হবার অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়াকেই মৌখিক তাওবাহ বলে। আন্তরিক তাওবাহ অর্থ-স্বীকারোক্তি বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পর থেকে যখন পাপকর্ম পূণ্যকর্ম দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তখনই প্রতিশ্রুত তাওবাহর পরিপূর্ণতা লাভ হয়। এইরূপ তাওবাহ্‌কেই আন্তরিক তাওবাহ বলা হয়। তাওবাহর সৌজন্যে যাঁরা নিষ্পাপ-নিষ্কলুষ হন, এমন পবিত্র হৃদয়ের লোকদেরকে আল্লাহ্‌তাআলা ভালবাসেন।

তবে এর পর যারা তাওবাহ্ করে (অনুতপ্ত হয়) ও নিজেদের সংশোধন করে। বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ৯ *রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৯) তবে এরপর যারা তাওবাহ করে (অনুতপ্ত হয়), ও নিজেদের সংশোধন করে। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯০) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং যাদের অবিশ্বাস প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তাওবাহ কখনও মঞ্জুর করা হয় না। এবং এরাই তো পথভ্রষ্ট। (৯১) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে এবং কাফের অবস্থায় মারা গেছে তাদের পক্ষে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও কখনও কবুল ক্ষমা করা হবে না। এ সকল অবিশ্বাসী কাফেরদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কঠিন শাস্তি এবং এদের কোন সাহায্যকারীও নেই।*

যারা ভুলবশতঃ খারাপ কাজ করে; অতঃপর অনতিবিলম্বে তাওবাহ্ করে। এরাই তো তারা যাদের আল্লাহ্ ক্ষমা করেন।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ৩ *রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭) আল্লাহ অবশ্যই সেই সব মানুষের তাওবাহ গ্রহণ করবেন যারা ভুলবশতঃ খারাপ কাজ করে; অতঃপর অনতিবিলম্বে তাওবাহ করে। এরাই তো তারা যাদের আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১৮) এবং (আজীবন) যারা খারাপ কাজ করে তাদের জন্য তাওবাহ্ নয়। আর তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবাহ করেছি।' আর যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মরে তাদের জন্য তাওবাহ্ নয়। এরাই তারা যাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।*

"সা" দ্বারা 'সাফা' বুঝানো হয়েছে। 'সাফা' অর্থ-আত্মশুদ্ধি লাভ বা আত্মার পবিত্রীকরণ পদ্ধতি। এই আত্মশুদ্ধি লাভ করাই তাসাউফ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা, আত্মশুদ্ধি ছাড়া সাধনায় সফলতা লাভ করা সম্ভব নয় কখনো। আত্মশুদ্ধিকে বলা হয় তাযকিয়ায়ে নফস অথবা এসলাহে নফস। এসলাহে নফস তাসাউফ শিক্ষার দ্বিতীয় পাঠ। আত্মশুদ্ধি লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে আসছে মানবের পাশব প্রবৃত্তিসমূহ। এই পাশব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সূফী তাঁর সারাটি জীবনই আত্মসংগ্রামে রত থাকেন।

www.pathagar.com

সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্র

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আ'লা (মহত্তম) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪) নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্র। (১৫) এবং যে তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামাজ পড়ে।

তোমাদের পবিত্র করে এবং তোমাদের শিক্ষা দেয় কিতাব ও তার জ্ঞান-বিজ্ঞান এমন সব বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ১৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫১) আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, যে তোমাদের নিকট আমার আয়াত বাণীসমূহ পাঠ করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং তোমাদের শিক্ষা দেয় কিতাব ও তার জ্ঞান-বিজ্ঞান এমন সব বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না। (১৫২) অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

আর্থাৎ তোমাদের পবিত্র করে বিশেষ ভাবে পবিত্র শব্দটি দ্বারা সাফা বা আত্মশুদ্ধি অথবা আত্মিক পবিত্রীকরণ অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে। পবিত্রীকরণ বা পবিত্রতার অর্থ দ্বিবিধ ; যথা-বাহ্যিক পবিত্রতা ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। বাহ্যিক পবিত্রতা মানে-দৈহিক পবিত্রতা লাভ করা ; যেমন-অজু, গোসল প্রভৃতি। আর আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা মানে-মানসিক বা আন্তরিক পবিত্রতা অর্জন করা। যেমন জাগতিক ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও ঐশ্বর্য লাভের মোহ থেকে অন্তর বা মন-মানসিকতাকে পুত-পবিত্র রাখা এবং আল্লাহ্‌তাআলার ভীতি ও প্রীতি দ্বারা মন-প্রাণকে সংযত রাখার পর খোদাপাকের সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা হৃদয়ে নূরে এলাহী বা নূরে মারফতের প্রতিফলন ঘটানোকেই আন্তরিক বা মানসিক পবিত্রতা লাভ করা বুঝায়।

যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা দিন ও রাত তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত বোধ করে না

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হামীম সিজদাহ (ব্যবচ্ছেদক বর্ণবিশেষ ও প্রণিপাত) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৭) তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদাহ করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদাহ কর আল্লাহকে যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তারই দাসত্ব কর। (৩৮) ওরা (অবিশ্বাসী) অহঙ্কার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা দিন ও রাত তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত বোধ করে না।' (৩৯) এবং তার নিকট নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, উষ্ণ, অতঃপর আমি ওতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই জীবিত করবেন মৃতকে। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আকাশ হতে তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন তা দিয়ে তোমাদের পবিত্র করার জন্য

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনফাল (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১) স্মরণ কর, তিনি তার পক্ষ হতে

www.pathagar.com

স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হতে তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন তা দিয়ে তোমাদের পবিত্র করার জন্য তোমাদের হতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য।

"উ" দ্বারা আউলিয়া বা 'বেলায়েত' অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু তাসাউফ বা সূফী শিক্ষার প্রথম পাঠ তাওবাহ, দ্বিতীয় পাঠ সাফা এবং তৃতীয় পাঠ বেলায়েত। প্রথমোক্ত দুইটি স্তর পেরিয়ে তৃতীয় স্তরে উন্নীত হতে পারলেই বেলায়েত লাভ হয়। বেলায়েতপ্রাপ্ত ওলীদের প্রতি এলহাম বা প্রত্যাদেশ লাভ হয়। বেলায়েত নবুয়তের চেয়েও বড়। বেলায়েত চিরন্তন, নবুয়ত সাময়িক। বেলায়েতপ্রাপ্ত ওলীদের প্রতি বিশ্ব পরিচালনার গোপন দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

তার ইচ্ছানুযায়ী তার দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহীসহ ফেরেস্তা প্রেরণ করেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(২) আমি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকে ভয় কর এমর্মে সর্তক করার জন্য তিনি তার ইচ্ছানুযায়ী তার দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী (প্রত্যাদেশ) সহ ফেরেস্তা প্রেরণ করেন।*

তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা, ইতিপূর্বে এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা জুমআ (শুক্রবার) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ *(১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, যিনি রাজা, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২) তিনিই নিরক্ষকদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তার আয়াত, তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা, ইতিপূর্বে এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। (৩) যারা এখনও তাদের দলভুক্ত হয়নি ওদের জন্যও সে প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪) এটিই আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এ দান করেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।*

বেলায়েত বা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করাকে বুঝিয়েছে। অর্থাৎ শরীয়তের নির্দেশাবলী মেনে চলার মাধ্যমে যে আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি লাভ হয় তাকেই বেলায়তে-আম্মা বলা হয়। শরীয়তের অনুশাসন মেনে চলার নামই বেলায়তে আম্মা। বেলায়তে আম্মার পরবর্তী পর্যায় বেলায়তে খাসসা। বেলায়তের প্রথম ধাপ থেকেই শুরু হয় তরীকত। তরীকত মানে-নিয়ম-পদ্ধতি, বিধি-বিধান, কর্মপ্রণালী অথবা পথচলার নির্দেশনাকে বুঝায়। কি করে তাসাউফ শিক্ষার উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়া যায়, এই পথ নির্দেশনায় যে পদ্ধতি কাজ করছে, তাকেই বলা হয় তরীকত। বেলায়তে খাসসার প্রথম ধাপ তরীকত। এই ধাপ থেকেই শুরু হয় বেলায়েত প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বেলায়তে খাসসার প্রথম ধাপ থেকে উচ্চধাপে উন্নীত হতে পারলে তাকে বলা হয় 'সাহেবে বেলায়ত;' অর্থাৎ বেলায়ত-প্রাপ্ত ওলী। এই পর্যায়ে উন্নিত ওলীগণ আল্লাহতে সমাহিত হয়ে যান। আল্লাহপাকের সৌন্দর্য দর্শন লাভে ধন্য হন। তাওবাহ, তালকীন, রিয়াজাত ও মুশাহিদা দ্বারা বেলায়তে খাস্সার উচ্চমার্গে পৌছা যায়। আত্মিক পবিত্রতা অর্জন ব্যতিরেকে কারো অব্যাহতি নেই।

www.pathagar.com

আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ-ই কখনও পবিত্র হতে পারতে না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১) হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দকাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ-ই কখনও পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন, এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তরীকতের অন্যতম ইমাম মহাত্মা শেখ কুশাইরী (রাঃ) বলেছেন ঃ যার অন্তরে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো স্থান নেই এবং যিনি এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাননা, তিনিই প্রকৃত সূফী। কেননা গায়বুল্লাহকে বিলোপ করে দিয়ে এক আল্লাহকেই তিনি তাঁর অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। আর এইরূপ করতে পারার নামই তাসাউফতত্ত্ব বা সূফীবাদ। তরীকত-সাধক সূফীগণ তাঁদের অন্তরে একমাত্র আল্লাহকে প্রতিষ্ঠিত করে নেবার ফলেই তাঁরা আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে ফয়েজ, বরকত ও অপরিসীম কল্যাণ লাভ করে থাকেন এবং সূফীগণও সৃষ্টিজগতের প্রতি ফয়েজ ও বহুমূখী কল্যাণ বিতরণ করে থাকেন। যেমন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ দাতা, আর আমি বিতরণকারী।

"ফ" দ্বারা "ফানাফিল্লাহর" অর্থ বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। ইহা তাসাউফ বা সূফী শিক্ষার চতুর্থ পাঠ বা চতুর্থ স্তর। ইহা তাসাউফ শিক্ষার চুড়ান্ত স্তর বা সর্বোচ্চ পর্যায়। এই সর্বোপরিস্তরে উন্নীত সূফীগণ আল্লাহতে ফানা বা বিলীন হয়ে যান। ফানাবাদের জনক বা প্রবর্তক হযরত বায়েজীদ বুস্তামী (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর রঙে রঞ্জিত এবং তাঁরই স্বভাবে স্বভাবিত হয়ে যাবার নামই ফানাফিল্লাহ। আল্লাহর ওলীগণ ঐশী প্রেমের তাড়নায় সর্বক্ষণ আল্লাহতে সমাহিত হয়ে থাকতে চান। তবে ভাবনার বিষয় যে, ঐ চারটি অর্থপূর্ণ ও অর্থবহ বর্ণের সংমিশ্রণ, সংযোজন ও সমন্বয়ের ফলে যেমন সৃষ্টি হয়েছে 'তাসাউফ' শব্দটি, এর চেয়েও অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ তাসাউফ বিষয়টি।

আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের অন্তবর্তী স্থানে অবস্থান করেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনফাল (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৪) হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ)! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহবান করে যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের অন্তবর্তী স্থানে অবস্থান করেন এবং তারই নিকট তোমাদের একত্রিত করা হবে।

ফানাফিল্লাহর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ফানাফিল্লাহ-র স্তরে উন্নীত ওলীগণ মানবীয় চরিত্র থেকে আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে থাকেন। আল্লাহর রঙে রঞ্জিত, আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত হয়ে থাকেন। তাঁরা আল্লাহর প্রেমে নিজেকে আত্মহুতি দিয়ে থাকেন। আপন সত্তা বলতে তাঁদের কিছুই থাকে না। আপন সত্তা পরম সত্তায় বিলিয়ে দিয়ে অনন্ত-অসীমের মাঝে তাঁরা হারিয়ে যান।

www.pathagar.com

তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তার নিকট আত্মসমর্পণ কর;

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা যুমার (মানুষের দল) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৩) ঘোষণা করে দাও (আমার কথা), 'হে আমার দাসগণ। তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৫৪) তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তার নিকট আত্মসমর্পণ কর; শাস্তি এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না। (৫৫) তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার পূর্বে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক যে উত্তম গ্রন্থ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর।

তাসাউফ শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য

'মিনহাজ' শব্দ দ্বারা তাসাউফ বা তরীকত শিক্ষার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। 'মিনহাজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ সহজ-সরল পথ বা সোজা রাস্তা। এই সহজ-সরল ও সোজা পথেই রয়েছে মানব জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য। আর এই সহজ সরল পথই তাসাউফ বা তরীকত শিক্ষার পথ। মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) সম্ভবতঃ এই অর্থেই তাসাউফ শাস্ত্রের ওপর লিখিত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'মিনহাজুল আবেদীন' বা আবেদগণের মিনহাজ। 'মিনহাজ' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে খোদাতত্ত্বজ্ঞ আবেদগণের আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা। এই অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে অবহিত করানোই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। এই কারণেই তিনি গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'মিনহাজুল আবেদীন'। শরীয়ত ধর্মের দেহাবরণ ও সাজ-সজ্জা বিশেষ। আর তাসাউফ বা তরীকত শিক্ষা দেয় আত্মতত্ত্বজ্ঞান অথবা আত্মোৎকর্ষ লাভের বিধিবিধান-সমূহ। শরীয়ত আরও শিক্ষাদেয় ধর্মের বাহ্যিক সদানুষ্ঠান-সমূহের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন ব্যবস্থা। কিন্তু তাসাউফ শিক্ষা দেয় ধর্মের নামে আল্লাহর প্রেমে. আত্মদান ব্যবস্থা। তাসাউফ শিক্ষা অনুসন্ধান করে বেড়ায় আরাধনা-উপাসনার লক্ষ্য বিষয় খোদাতাআলার সৌন্দর্য দর্শন লাভের উপায় উপকরণ ও প্রেম-প্রীতি। এই অর্থেই তাপসী রাবেয়া বলতেন, "চাই না আমি জান্নাত, ভয় করিনা জাহান্নাম, চাই যে শুধু তোমাকে।"

তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) দান করেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) দান করেন, এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয় তাকে নিশ্চয় প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়, বস্তুত শুধু জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

এই সুপ্ত পরশমণিই তত্ত্বজ্ঞানের উৎস মূল, যা হযরত মূসা (আঃ) হযরত খিজির (আঃ) এর নিকট শিক্ষালাভ করতে গিয়েছিলেন। এই জ্ঞান কেবলই তিনি তাঁর প্রেমিক ওলীদের হৃদয়ে প্রকাশ করে থাকেন। তাকে তাসাউফের ভাষায় 'বেলায়েত' বলা হয়। আল্লাহ স্বয়ং তার বিশেষ বান্দাহদের হৃদয়ে বিনা উপলক্ষেই এই তত্ত্বজ্ঞান দান করে থাকেন। এই তত্ত্বজ্ঞান আলমে আমর থেকে আগত। এই আত্মতাত্ত্বিক জ্ঞানকে এলমে লাদুনী, এলমে গায়েব, এলমে বাতেন, এলমে এলহাম, এলমে মারফত, এলমে তরীকত, এলমে বেলায়ত, এলমে রুশদা প্রভৃতি বিভিন্ন নামেও অভিহিত করা হয়। আর ইহাই এলমে তাসাউফ তথা এলমে শরীয়তের প্রাণ। যেমন খোদাতাআলা হযরত ঈসা (আঃ)- কে 'রূহুল কুদুস' দ্বারা সাহায্য করেছিলেন।

www.pathagar.com

মরিয়ম-তনয় ঈসাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা তার শক্তি বৃদ্ধি করেছি।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ্ (গাভী) ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৭) এবং নিশ্চয় মূসাকে কিতাব (তাওরাত গ্রন্থ) দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মরিয়ম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা (বা জিব্রাঈল ফেরেস্তা) দ্বারা তার শক্তি বৃদ্ধি করেছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা অহঙ্কার করেছ এবং কতককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ।

মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে আমি প্রকাশ্য প্রমাণ প্রদান করেছি এবং তাকে 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা শক্তিশালী করেছি।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ্ (গাভী) ঃ ৩৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৫৩) এ রাসূলগণ তাদের মধ্যে কাকেও কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কাউকে উচ্চ-মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে আমি প্রকাশ্য প্রমাণ প্রদান করেছি এবং তাকে 'পবিত্র আত্মা' (জিব্রাঈল ফেরেস্তা) দ্বারা শক্তিশালী করেছি। এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরে, তারা পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ (যুদ্ধ) করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটল, ফলে তাদের কিছু (লোক) বিশ্বাস করল এবং কিছু অবিশ্বাস করল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।

এখানে পবিত্র আত্মা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, তা কেবল খোদাতত্ত্বজ্ঞ ও খোদা প্রেমিক আলেমগণই অবগত আছেন। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ্ হযরত খিজির (আঃ)-কেও এইরূপ একটি এলমে বাতেন দান করেছিলেন যা পবিত্র কোরআনের ভাষায় এইভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে,

অতঃপর ওরা সাক্ষাৎ পেল আমার দাসদের মধ্যে একজনের (খিজির) যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট হতে বিশেষ জ্ঞান দিয়েছিলাম।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা কাহাফ (গর্ত) ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬০) স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'দুই সমুদ্রের মধ্যস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না- আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।' (৬১) ওরা যখন উভয়ের সঙ্গমস্থলে পৌঁছাল ওরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল; তা সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। (৬২) যখন ওরা আরো অগ্রসর হল মূসা তার সঙ্গীকে বলল, 'আমাদের সকালের নাস্তা আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' (৬৩) সে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই ওর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।' (৬৪) মূসা বলল, 'আমরা তো এ স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম।' অতঃপর ওরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। (৬৫) অতঃপর ওরা সাক্ষাৎ পেল আমার দাসদের মধ্যে একজনের (খিজির আঃ) যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট হতে বিশেষ জ্ঞান দিয়েছিলাম। (৬৬) মূসা

www.pathagar.com

তাকে বলল, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবেন- এ শর্তে আমি আপনার অনুস্মরণ করব কি?' (৬৭) সে বলল, 'তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না,' (৬৮) 'যে বিষয় তোমার জ্ঞানয়াত্ত নয় সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করবে কেমন করে?' (৬৯) মূসা বলল, 'আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।' (৭০) সে বলল, 'আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করোই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না, যতক্ষন না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।'

১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭১) অতঃপর ওরা যাত্রা করল, পরে যখন ওরা নৌকায় আরোহণ করল, তখন সে ওতে ছিদ্র করে দিল। মূসা বলল, 'আপনি কি আরোহীদের নিমজ্জিত করে দেওয়ার জন্য ওতে ছিদ্র করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।' (৭২) সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না?' (৭৩) মূসা বলল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যাধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।' (৭৪) অতঃপর ওরা চলতে লাগল, চলতে চলতে ওদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলে সে ওকে হত্যা করল। তখন মূসা বলল, 'আপনি কি হত্যার অপরাধ ছাড়াই এক নিস্পাপ জীবন নাশ করলেন? আপনি অবশ্যই এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।' (৭৫) সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না?' (৭৬) মূসা বলল, 'এরপর, যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।' (৭৭) অতঃপর ওরা চলতে লাগল, চলতে চলতে ওরা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্য চাইল, কিন্তু তারা ওদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর সেখানে ওরা এক পতনোম্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং মূসার সঙ্গী ওকে সুদৃঢ় করে দিল (প্রাচীর ঠিক করে দিল)। মূসা বলল, 'আপনি অবশ্য ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।' (৭৮) মূসার সঙ্গী বলল, 'এখানেই তোমার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল, যে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি', (৭৯) 'নৌকাটির ব্যাপারে - এ ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির ঃ ওরা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ক্রটিযুক্ত করতে, কারণ, ওদের সম্মুখে ছিল এক রাজা যে বলপ্রয়োগে নৌকা সকল ছিনিয়ে নিত।' (৮০) 'আর কিশোরটি, তার পিতামাতা ছিল বিশ্বাসী – আমি আশঙ্কা করলাম যে, বিদ্রোহচারণ ও অবিশ্বাস দ্বারা ওদের বিব্রত করবে।' (৮১) অতঃপর আমি চাইলাম যে ওদের প্রতিপালক যেন ওদের ওর পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতার।' (৮২) 'আর ঐ প্রাচীরটি – এ ছিল নগরবাসীর দুটি পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে ছিল ওদের গুপ্তধন এবং ওদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি; সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে ওরা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং ওরা ওদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হতে কিছু করিনি; এটিই, তুমি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণে ব্যর্থ হয়েছিলে তার ব্যাখ্যা।'

সুতরাং খোদাতালার সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা এইরূপ অতীন্দ্রিয় আত্মতাত্মিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ বা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকেই তাসাউফের ভাষায়– 'তিফলুল মায়ানী' বলা হয়। যার অর্থ– 'তত্ত্বজ্ঞানে নবজাতক'। আল্লাহতাআলা যুগে যুগে কালে কালে তাঁর বিশেষ প্রিয় বান্দাহদেরকে এইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান দান করে আসছেন। কেননা, আত্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানের মূল। এই আত্মতাত্মিক জ্ঞান লাভ করার পূর্বশর্ত আল্লাহপাকের আরাধনা-উপাসনাই সর্বক্ষণ রত থাকা এবং এই এলমে বাতেন সম্পর্কে হাদীস কুদসীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

www.pathagar.com

আল্লাহপাক বলেছেন ঃ "নিশ্চয় এলমে বাতেন আমার একটি গোপন রহস্যভেদ; যা আমি আমার বিশেষ বান্দাহদের অন্তঃকরণে উদয় করে থাকি। আমি ছাড়া আর কেউ এই গোপন তত্ত্বজ্ঞান অবগত নয়।" আল্লাহপাক এমনিভাবে তাঁর মনোনীত বান্দাদের জন্য রেখেছেন সর্বোচ্চ পদমর্যাদা, আর আরেফদের জন্য রেখেছেন তিনি তাঁর নৈকট্যদান বা সৌন্দর্য দর্শন লাভের সুব্যবস্থা।

যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৮৬) আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব, তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক- যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।

আট জান্নাতের বাইরেও একটি জান্নাত আছে, যা তিনি তাঁর আশেকদের জন্যই তৈরী করে রেখেছেন। সেটা আশেক মাশুকের প্রেম নিবেদনের প্রেমালয় মিলন ঘর বলা যেতে পারে। এই মিলন ঘরের রূপসজ্জা, আরাম-আয়েশ, আত্মিক সুখশান্তি এতই সুমধুর যে, তা বর্ণনাতীত। মানবের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে এর অবস্থান। যেমন হাদীস কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ বলেন ঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহতাআলা এমন একটি জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন, সেখানে কোন হুর বা স্বর্গীয় অপ্সরা নেই, বালাখানা নেই, মধূ নেই, দুধ নেই, কিন্তু এসবের চেয়েও সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট, এমনই মধূময় মিলনস্বাদ রয়েছে সেখানে, খোদাপাকের সৌন্দর্য দর্শন লাভ হবে সেখানে।" এই অর্থেই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ

"এমন কোন চক্ষু নেই, যে চক্ষু দ্বারা কেউ সেই অনন্ত সুখের উদ্যান দেখতে পেয়েছে। এমন কোন কর্ণ নেই, যে কর্ণ দ্বারা কেউ উহার বর্ণনা শুনতে পেয়েছে। এমন কোন হৃদয় নেই, যে হৃদয় দ্বারা কেউ তা অনুধাবন করতে সক্ষম।" সেই অনন্ত সুখের উদ্যান খোদাপাকের সৌন্দর্য দর্শন লাভের মিলন ঘর।"

জান্নাতে রয়েছে চুন্নীপান্না, মণি-মুক্তা, হীরা-জাওহারত ও সোনার তৈরী প্রাসাদসমূহ। ঐসব ঘরস্থাবরের তলদেশ দিয়ে বয়ে গেছে ঝর্ণাসমূহ। ঐসব ঝর্ণায় প্রবাহিত পানি মধুর চেয়েও মিষ্টি, দুধের চেয়েও শুভ্র, জান্নাতী উদ্যানসমূহ সুরভিতে চির আমোদিত হয়ে আছে। গাছে গাছে আঙ্গুর, বেদানা, নাশপতি, আপেল থোকায় থোকায় পেকে আছে। নানা বর্ণের নানা রং এর পাখীসব করছে কলরব। হাজারো বর্ণের তারকাতুল্য পানীয় গ্লাস স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। অসংখ্য সাকী ও গেলমান বা কিশোরদল জান্নাতিদের সেবায় প্রতীক্ষা করছে। গান-বাজনার সুরে জান্নাতী উদ্যানসমূহ নৃত্য করবে। মনে যখন যা খেতে ও পান করতে চাবে, ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে মুখের কাছে এসে সব হাজির হবে। পাখীদের ভোনাগোশত খাবার ইচ্ছা জাগামাত্র এসে হাজির হবে। ওষ্ঠ-স্পর্শ করে থাকবে পাকা পাকা আঙ্গুরের থোকাগুলো। বত্রিশ বছর বয়স্ক প্রতিটি পুরুষের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াবে ষোল বছর বয়স্কা যুবতী নারীরা। ৭০/৭২ জন করে স্বর্গীয় হুরেরা প্রতিটি পুরুষের সাথে ঘুরে বেড়াবে। স্বর্গীয় অপ্সরাদের রূপ সূর্যালোককে ম্লান ও নিষ্প্রভ করে দেবে। ওদের দেহে এমনই সুভাস ও সুরভি ছড়িয়ে আছে, যা বিন্দুমাত্র ধরাপৃষ্টে পতিত হলে বিশ্বের সব মানুষ আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। এত যে পরম সুখের জান্নাতী উদ্যান, তা-ও তুচ্ছ

ও নগণ্য বলে প্রমাণিত হবে খোদাপাকের সৌন্দর্য বা তাঁর দীদার লাভের তুলনায়। জান্নাতবাসীদের দৃষ্টি থেকে যখন তিনি এতই ক্ষণকালের জন্য লুকিয়ে যাবেন, তখন তাঁর প্রেমিক দর্শকবৃন্দ উন্মাদের মত হয়ে সোনার তৈরী ইটগুলো জান্নাতের প্রাচীর থেকে খসিয়ে ফেলতে চাবে। তখনই হঠাৎ করে আল্লাহপাক তাঁর অপূর্ব সৌন্দর্য নিয়ে জান্নাতীদের সামনে উদয় হবেন। জান্নাতীরা বলবে, ওহে রব, এতকাল ধরে কোথা তুমি গোপন ছিলে, তোমাকে না দেখলে যে প্রাণ বাঁচে না। রব বলবেন, এইতো আমি। দেখছি আমার জন্য তোমরা কি করছ?

জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ট এবং ঐটিই চরম সাফল্য।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭২) আল্লাহ বিশ্বাসী নর ও নারীকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এবং চিরস্থায়ী বাগানে মনোরম প্রাসাদসমূহ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ট এবং ঐটিই চরম সাফল্য।

তাসাউফ শাস্ত্রের মর্মকথা

মানবচরিত্রে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সৎগুণাবলী অর্জন করা এবং পাশব প্রবৃত্তির কুপ্ররোচণা পরিবর্জন করাই তাসাউফ শাস্ত্রের মর্মকথা। এই আত্মসংগ্রামে লিপ্তথাকা এবং আত্মশুদ্ধি লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকার নামই তাযকিয়ায়ে নফস বা এসলাহে নফ্স। মানব চরিত্রে বাহ্যিক গুণাবলী অর্জন করার প্রকৃত অর্থ শরীয়তের ব্যবস্থা অনুযায়ী শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যেসব আদেশ-নিষেধ পালন করা হয়, যেমন- নামাজ, দান-যাকাত, হজ্জ্ব, রোজা প্রভৃতি এবং আর্থিক ও মানসিকভাবে যে সব নির্দেশাবলী শরীয়ত অনুযায়ী পালন করা অত্যাবশ্যক, তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার নামই বাহ্যিক গুণাবলী অর্জন করা বুঝায়। অর্থাৎ শরীয়তসম্মত সদানুষ্ঠানসমূহ প্রতিপালন করাকেই বাহ্যিক গুনাবলী লাভ করা বুঝায়।

আর আভ্যন্তরীণ গুণাবলী অর্জন করার প্রকৃত অর্থ এখলাস বা মনের বিশুদ্ধতা লাভ, শুকর-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, সবর ধৈর্যধারণ, যুহদ্-জাগতিক ধন-সম্পদ মান-সম্মান লাভ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি বৈরাগ্য বা বিরূপ মনোভাব পোষণ, সিদক-সত্যবাদিতা রক্ষা করা, মহব্বত-আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া, তাওয়াক্কুল-আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা অর্জন, তাওয়াযু-বিনম্র মনোভাব পোষণ, অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনে দীনতা-হীনতা প্রকাশ করা, জাগতিক ভূসম্পদ, মান-সম্মান লাভের প্রতি হৃদয়ে ঘৃণার ভাব উদ্রেক করা এবং জাগতিক ঐশ্বর্য্য লাভের মোহকে তুচ্ছজ্ঞান মনে করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রেমে উদ্বেলিত হওয়াকেই আভ্যন্তরীণ গুনাবলী অর্জন করা বুঝায়। এ সব আভ্যন্তরীণ গুনাবলী দ্বারা অন্তরাত্মাকে নির্মূল-নিস্কলুষ রাখাকে নিম্নস্তরের দরবেশী বা ফকীরী বলা হয়।

শরীয়ত অনুযায়ী পথ চলার নামই তাসাউফশাস্ত্রে বেলায়তে আম্মা বলা হয়। বেলায়তে আম্মা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্যই ফরজ বা অত্যাবশ্যক। এই বেলায়তে আম্মায় পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হবার পরই দায়িত্ব আসে বেলায়তে খাস্সায় পদার্পণ করার। বেলায়তে খস্সা উচ্চতর দরবেশী। উচ্চতর দরবেশী বা ফকীরী লাভের পূর্বশর্ত, আভ্যন্তরীণ সৎগুণাবলী দ্বারা অন্তরাত্মাকে চারিত্রিক মাধূর্যে বিভূষিত করে তোলা। এইরূপ আত্মসাধনা বা আত্মসংগ্রামে মত্ত হওয়াকেই বলা হয় সূফী জীবন বা সূফীকর্ম। যেমন যাবতীয় মুস্তাহাব বা নফল ইবাদতে সদা নিয়োজিত থাকা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্পাকের যিকির বা তাঁর স্মরণে নিমগ্ন থাকার নামই উচ্চস্তরের দরবেশী বা ফকীরী। এই উচ্চস্তরের দরবেশীর নামই বেলায়তে খাস্সা। বেলায়তে খাস্সা সর্বসাধারণের স্তর নয়; বরং ইহা উচ্চশ্রেণীর সূফী-দরবেশদের স্তর।

www.pathagar.com

এমন কিছু নেই যা তার সপ্রসংশ পবিত্রতা, ও মহিমা ঘোষণা করে না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাঈল সন্তানগণ) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৩) তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং ওরা যা বলে তা হতে তিনি বহু উর্ধ্বে। (৪৪) সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তার সপ্রসংশ পবিত্রতা, ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না, নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

সুতরাং সূফীতত্ত্ব বা তাসাউফশাস্ত্র মতে বাহ্যিক সদানুষ্ঠান পালন করার নামই তাহলিয়া। আর আভ্যন্তরীণ কুপ্রবৃত্তিসমূহ পরিহার করার নামই তাখলিয়া। যেমন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেনঃ "তোমরা সাবধাণ হও যে, মানবদেহে এমন একটি মাংসপিন্ড আছে, যা সুস্থ থাকলে সারা দেহই সুস্থ থাকে। আর বিনষ্ট হয়ে পড়লে সারা দেহই বিনষ্ট হয়ে যায়। তোমরা জেনে রেখো, উহাই কালব বা অন্তকরণ।" এই অন্তকরণের বিশোধন বা পরিশোধন লাভই তাসাউফ শিক্ষার মর্মকথা। এই তাসাউফ শিক্ষা থেকেই ধীরে ধীরে আত্মশক্তি বিকাশ ঘটতে থাকে। আত্মাকে আল্লাহতে সমাহিত করার নিয়ম-পদ্ধতিকেই বলা হয় তাসাউফ শিক্ষা। স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্যভেদ উদঘাটন করাই সূফীতত্ত্বের বা তাসাউফশাস্ত্রের মর্মকথা।

তাসাউফশাস্ত্র এক রহস্যময় মহাবিশ্ব, যে বিশ্বের উপলব্ধি জাগতিক বস্তুজ্ঞানের বাইরে। দেশকালের চর্তুমাত্রা এবং পঞ্চইন্দ্রীয়লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে। আধ্যাত্মিক জগতে এমন বিষয় আছে, যার ধারণা মানব জ্ঞানের অতীত। রুহু বা আত্মা বলতে আমরা যা বুঝি, এরও চারটি স্তর আছে। রুহে জিসমানী, রুহে রুহানী, রুহে সুলতানী, রুহে কুদসী। আল্লাহপাকের তাজাল্লী বলতে আমরা যা বুঝি, এর ওপরও বুঝবার মত চারটি স্তর আছে। তাজাল্লিয়ে আসর, তাজাল্লিয়ে আফআল, তাজাল্লিয়ে সিফাত এবং তাজাল্লিয়ে জাত। তদ্রূপ আমরে আলম বলতে যা বুঝি, এই বুঝার ওপরও আলমের চারটি পর্যায় আছে। আলমে মুল্‌ক, আলমে মালাকুত, আলমে জাবরুত ও আলমে হাহুত। আকল বা বুদ্ধি জ্ঞান বলতে আমরা যা জানি, এই জানার ওপরও জানার আছে। আকলেরও চারটি স্তর আছে। আকলে মায়াস, আকলে মায়াদ, আকলে রুহানী এবং আকলে কুল্লী। অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক জগতের বহু বিষয় আছে যা জৈবিক উপাদানে সৃষ্ট মানব জ্ঞানের উর্দ্ধে অবস্থিত এবং মানব ধারণারও অতীত।

তারই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে, তিনি ব্যতিত অন্য কেউ তা জানে না।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৯) তারই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে, তিনি ব্যতিত অন্য কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত, তার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও নড়ে না, মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকনাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শক্ত এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে (কোরআনে) নেই।

তাসাউফ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন ঃ "আমি তোমাদের প্রত্যেক জাতির জন্যই একটি শরীয়ত ব্যবস্থা এবং আরেকটি তরীকত ব্যবস্থা দান করেছি।" 'মিনহাজ' শব্দ দ্বারা এলমে তরীকত, এলমে তাসাউফ, এলমে বাতেন, এলমে গায়েব এক কথায়, আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। অনুরূপ আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষন কর।

www.pathagar.com

তার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষন কর

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ্ (অন্নপাত্র) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৫) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তার পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমার সফলকাম হতে পার।

আরেকটি আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তৎপুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে সাথে নিয়ে কাবাঘর সংস্কারের পর এই বলে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে,

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুণ যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে। তাদেরকে কিতাব ও হিকমত' (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেবে এবং তাদের পবিত্র করবে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ্ (গাভী) ঃ ১৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২৭) স্মরণ কর যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল, তখন তারা দোয়া করেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ কবুল করুণ নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত। (১২৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার অনুগত এক উম্মত (সম্প্রদায়) কর। আমাদের উপাসনার নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাপরবশ পরম দয়ালূ। (১২৯) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে। তাদেরকে কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) ও হিকমত (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেবে এবং তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী, হেকমতওয়ালা।'

১৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩০) যে নিজেকে নির্বোধ বোকা করেছে সে ছাড়া ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হতে কে মুখ ফেরায়? নিশ্চয় আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি পরকালেও সে সৎকর্ম পরায়নগণের অন্যতম। (১৩১) স্মরণ কর, 'যখন তার প্রতিপালক তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর' সে বলেছিল, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।' (১৩২) এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছিল, 'হে পুত্রগণ আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে (ইসলাম ধর্মকে) মনোনীত করেছেন। সুতরাং (আল্লাহর বিধানের প্রতি) আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনও মৃর্ত্যুবরণ করো না।'

প্রথমোক্ত আয়াতে 'মিনহাজ' (তরীকত), দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে 'উসীলা' (মাধ্যম) এবং তৃতীয় আয়াতে 'ইউযাক্বীহিম' (পবিত্রীকরণ বা পূত-পবিত্র করে তোলা) এই শব্দত্রয় দ্বারা তাসাউফ বা তরীকতের প্রতি দৃষ্টি উল্লেখ করা হয়েছে। তাসাউফ শিক্ষা ব্যতিরেকে অন্ধত্ব দূর হয়না আত্মপরিচয় লাভ হয় না, তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ ঘটেনা, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে জানা যায় না, পাশব চরিত্র দূর হয়না, নৈতিক চরিত্রে উন্নতি ঘটে না, আত্মোৎকর্ষ লাভের সুযোগ আসেনা, ফেরেস্তা চরিত্রে উন্নীত হওয়া যায় না, সৃষ্টির রহস্যভেদ সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। তাই তাসাউফ বা তরীকত শিক্ষার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

তৃতীয় আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে যে রাসূল পাঠানোর কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন- প্রথম দায়িত্ব, আসমানী কিতাবের আয়াতসমূহ তাদেরকে পাঠ করে শোনাবেন। অর্থাৎ অবতীর্ণ আয়াত-সমূহের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন। দ্বিতীয় দায়িত্ব, অবতীর্ণ আয়াত-সমূহের বিষয়বস্তু হাতে কলমে শিক্ষা দেবেন। অর্থাৎ শিক্ষার সাথে সাথে দীক্ষাও দেবেন। তৃতীয় দায়িত্ব, তিনিই সেই লোকদেরকে হেকমত বা বিজ্ঞানসম্মত বিষয়ও শিক্ষাদান করবেন। অর্থাৎ দৈহিক ও আত্মিক কৌশলগত জ্ঞান-বিজ্ঞানও শিক্ষাদান করবেন। চতুর্থ দায়িত্ব, তিনি ঐসব লোকদেরকে দৈহিক ও আত্মিক পবিত্রীকরণ পদ্ধতিও শিক্ষাদান করবেন। অর্থাৎ তাযকিয়ায়ে নফস বা পাশব প্রবৃত্তি দমন এবং আত্মশুদ্ধি লাভের উপায়–উপকরণ।

উপরিউক্ত আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত দুইটি দায়িত্বের একটি হেকমত, এবং অন্যটি তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মবিশোধন পদ্ধতি। হেকমত দ্বারা ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা ধর্মীয় কলা-কৌশল শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেননা দেহ ও আত্মা এই দুইয়ের সংযোগ, সংমিশ্রন ও সমন্বয়ের ফলই মানব দেহ। এই দুইয়ের সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের নামই ধর্মীয় বিজ্ঞান, সূফীদর্শন, সূফীশাস্ত্র অথবা তাসাউফতত্ত্ব। দৈহিক ও মানবিক দায়িত্ববোধ পালনের নামই শরীয়ত। আর আত্মিক কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত হবার নামই আত্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, এলমে বাতেন, এলমে তরীকত এলমে তাসাউফ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা যায়। সূফতত্ত্ব মতে, আত্মিক উন্নতি, আত্মোৎকর্ষসাধন, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়রোধ অথবা তরীকতের পথে অগ্রগতি লাভের জন্য মুর্শিদে কামেলের সাহচর্য বা সঙ্গলাভ অত্যাবশ্যক। যেহেতু তিনি আত্মশুদ্ধি লাভের পথ দেখিয়ে দেন। তাছাড়াও তিনি তাঁর অনাবিল আত্মশক্তির প্রতিফলনও মুরিদের আত্মায় ঘটিয়ে থাকেন।

উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত 'ইউযাক্বীহিম' শব্দ দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছে। কেননা আত্মশুদ্ধি ছাড়া কোন মানবাত্মাই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এই আত্মশুদ্ধি লাভের পদ্ধতিই তাসাউফ শিক্ষা। এই তাসাউফ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই একদল সাহাবা জাগতিক মায়ারবন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সার্বক্ষণিক সাহচর্যে বাস করতেন। তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নবী সাহচর্যে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁদেরকেই ইসলামের ইতিহাসে 'আসহাবে সুফফাহ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাসাউফ শিক্ষা করাই ছিল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই থেকেই তাঁরা 'আসহাবে সুফফাহ' নামে আখ্যায়িত হয়ে আসছেন। তখন থেকেই উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে তাসাউফ শিক্ষার প্রতি দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। সেই থেকে আজও পর্যন্ত তাসাউফ শিক্ষা অব্যাহত আছে। সেই প্রাচীন যুগের সাহাবাদের থেকে শুরু করে তাবে, 'তাবে-তাবেয়ীন' তথা আসহাবে সুফফাহ, হযরত ওয়াইস কুরুনী, হযরত আলী, হযরত ওমর, মহাত্মা হাসান বসরী, রাবেয়া বসরী প্রমুখ সূফী থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত বিদ্যমান আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। মানব সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে। পরিপূর্ণ মানবই কুতুব। কুতুবই মৌল পদার্থ। কুতুব আল্লাহর স্থলে কাজ করছেন। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে উভয় জগতের পরিচালনার দায়িত্বভার কুতুবের ওপর ন্যস্ত। কুতুব দেহধারী মানব নন; বরং আত্মশক্তির চরম ফলই কুতুব। সর্বশ্রেষ্ট কুতুব স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। সকল কুতুবী শক্তির উৎস এখানে নিহিত। এখান থেকেই কুতুবদের ওপর বিশ্ব পরিচালনা দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

www.pathagar.com

তাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয় এবং তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) ঃ ১৭ রুকূ ঃ (১৬৪) আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাসীদের (ঈমানদারদের) প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের নিজেদের মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করে। সে (নবী) তার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয় এবং তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।

তোমাদের উপাস্যের একমাত্র উপাস্য আল্লাহ, সুতরাং তোমরা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) হয়ে যাও।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আম্বিয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০৭) আমি তোমাকে বিশ্ব-জগতের প্রতি কেবল রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। (১০৮) বল, আমার প্রতি ওহি নাজিল হয় যে, তোমাদের উপাস্যের একমাত্র উপাস্য আল্লাহ, সুতরাং তোমরা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) হয়ে যাও।

মুসলমান অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করা এবং নামাজে রত থেকেও আল্লাহর স্মরণে মন সর্বক্ষণ নিমগ্ন রাখা যায় না। জগতের বিভিন্ন ভাবনায় মন বিস্মৃত হয়ে পড়ে। সেজন্য পীরে কামেলের দোয়া ও 'তাওয়াযু' অত্যাবশ্যক। দৃঢ়-আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামাজে রত হবার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ "তুমি এমনই দৃঢ় মনোভাব নিয়ে আল্লাহর আরাধনায় রত হও যেন তুমি তাঁকে দেখছ; আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না-ও পাও, তবু তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।" এরূপ আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে নামাজে রত হওয়া এবং এইরূপ আত্মবিশ্বাসে স্থির থাকা কেবল আল্লাহর ওলী বা সূফীগণ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। এইরূপ নামাজকেই 'হুযুরে কালবিস্ সালাত' বলা হয়। এইরূপ নামাজই সত্যিকার নামাজ। এইরূপ নামাজ সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ 'নামাজ বিশ্বাসীর জন্য মেরাজ-স্বরূপ' সর্বক্ষণ আল্লাহর নাম অন্তরে জাগ্রত রাখার জন্য চাই অনুশীলন, চাই দিশারী বা মুর্শিদে কামেলের সাহচর্য। কেননা মুর্শিদে কামেল জানেন সেই আত্মজগতের তত্ত্বভেদ। যেহেতু তিনি নায়েবে রাসূল হিসাবে ওহী জ্ঞানের উত্তরাধিকারী; আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং এক রহস্য। যেমন- তিনি বলেছেন ঃ "শরীয়ত আমার নির্দেশনাবলী, তরীকত আমার জীবন ব্যবস্থা, হাকীকত আমার অবস্থান, মারফত আমার রহস্যভেদ।" এই রহস্যাবৃত হাদীস বাণীর মর্মোদ্ধার তরীকতের আলেমেরই প্রয়োজন। যেহেতু তাঁর অন্তর আল্লাহ্ পাকের নূরে মারফত দ্বারা আলোকিত। তাঁদের হৃদয়ে বহুগুপ্তভেদ প্রকাশ হয়ে থাকে। তরীকতের আলেমগণ খোদাপাকের গুপ্তভেদ সম্পর্কে অবগত, এই অর্থেই সূফী সম্রাট মাওলানা রুমী বলেন ঃ "যে খোদাতাআলার সৌন্দর্য লাভে প্রত্যাশী, বল তাকে, সে যেন ওলীর সাহচর্য লাভ করে। কেননা ওলীর সঙ্গলাভ ক্ষণকালের জন্য হলেও শতবৎসরের রিয়াহীন আরাধনার চেয়েও উত্তম।"

তাসাউফ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার তাঁর পিতাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

www.pathagar.com

"ওহে আমার পিতা, মারফত লাভ করুন। তাহলে আপন প্রভূর সন্ধান লাভ করতে পারবেন। যিনি আপন প্রভূর সন্ধান লাভ করতে পেরেছেন, তিনি আপন অস্তিত্বকে বিলীন দেখতে পেয়েছেন।"

হুজ্জাতুল ইসলাম মহাত্তা ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) তাসাউফ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেনঃ "পরপারের যাত্রাপথে পীরে কামেল ছাড়া কারো উপায় নাই। কেননা, মুর্শিদে কামেল ব্যতীত এই দূর্গম পথ অতিক্রম করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।" যেহেতু অজানা-অচেনা পথে একাকী পথ চলা সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। পথের দিশারী ছাড়া মকসুদে মঞ্জিলে পৌছা সাধ্যের অতীত। রাতের কালো আঁধারে তমাসাচ্ছন্ন মহাসাগরে যেমন দিশারী ছাড়া পাড়ি দেওয়া যায় না, আলো ছাড়া যেমন ঘোর অন্ধকারে কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় না, তদ্রূপ অবস্থারই সম্মুখীন হতে হয় অজ্ঞাত পথে। এর চেয়েও যা দূর্গম, দুর্বোধ্য, ইন্দ্রীয়-জ্ঞানের অতীত, দেশকালের বাইরে, এর জন্য মুর্শিদে কামেলের আবশ্যকতা অপরিহার্য।

তাসাউফ তত্ত্বের সূচনাকাল

তাসাউফতত্ত্বের সূচনাকাল যে কথা, সূফীতত্ত্বের সূচনাকাল সে একই কথা। সূচনাকাল মূলতঃ প্রত্যেক নবী-রাসূলের সময় থকেই শুরু হয়েছে। যদিও তখন থেকে তা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে গণ্য হয়নি। প্রত্যেক নবী-রাসূলের মধ্যেই দুইটি বিষয়ে জ্ঞান বিদ্যমান ছিল। একটি ইহলৌকিক জ্ঞান এবং অন্যটি পারলৌকিক জ্ঞান। ইহলৌকিক জ্ঞান বলতে বুঝায় জাগতিক জ্ঞান, তথা আল্লাহর প্রত্যাদেশ অনুযায়ী শরীয়ত-সম্মত উপায়ে জীবন যাপন করার জ্ঞান লাভ। অন্যটি, পারলৌকিক জ্ঞান বলতে বুঝায় অধ্যাত্মজ্ঞান বা এলমে গায়েব অথবা এলমে আখেরাত। এলমে আখেরাতের প্রতি ধ্যান-ধারণা দেবার মত মন-মানসিকতা নিয়ে নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হতেন। প্রত্যেক নবী-রাসূলের মধ্যেই এই বিষয়ে জ্ঞান বিদ্যমান ছিল এবং তাঁরা তা ওহী-জ্ঞান বা প্রত্যাদেশ দ্বারা জানতে পারতেন। তাসাউফ শিক্ষা কখন থেকে শুরু হলো? এর উত্তরে বলতে হয় যে, তাযকিয়ায়ে নফস বা এসলাহে নফস তথা আত্মশুদ্ধি অথবা আত্ম বিশোধন লাভই ইসলাম ধর্ম পালনের অভীষ্ট লক্ষ্য বা শরীয়ত পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এমন কি ইসলাম-পূর্ব-যুগেও বা ইসলামের আদি যুগের সমস্ত নবী-রাসূলগণ মানবকূলে অবতীর্ণ হবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সমগ্র মানব জাতিকে জাগতিক ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, যশ-খ্যাতি ও ঐশ্বর্য্য লাভের মোহ থেকে বিরত রাখা এবং পারলৌকিক মোহ বা আকর্ষণ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহকেই জীবনের একমাত্র কাম্য হিসাবে বরণ করে নেয়া। এছাড়া ইসলাম প্রচারের পেছনে আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নেই। ইসলাম এবং ইসলাম পূর্ববর্তী যুগের সমুদয় নবী-রাসূলগণের ইসলাম প্রচারের পেছনে ঐ একই উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। আর এই উদ্দেশ্য লাভের পথে চরিতার্থ হবার বা কামিয়াবী লাভের যেসব উপকরণ ও শর্তাদি আরোপিত হয়েছে, তম্মধ্যে রয়েছে আত্মসংগ্রাম, আত্মশুদ্ধি লাভ, আত্মত্যাগ ও আত্মসাধনার শর্তাবলী। এইসব ত্যাগ-তিতিক্ষার নামই তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি লাভ। আর এই আত্মশুদ্ধি লাভ করার নিয়মাবলীকেই সূফীতত্ত্ব বা তাসাউফতত্ত্ব নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

যেদিন থেকে ইসলাম ধর্মের সূচনা, সেদিন থেকেই তাসাউফ শিক্ষার সূচনা। সূফীতত্ত্বই ইসলামের রুহু বা আত্মা। আর শরীয়ত এর অনুশাসন বা দেহ বিশেষ তাসাউফতত্ত্বের মর্মকথা ইহাই। জড়জগত বা বস্তুজগতের আবিলতা, কলুষতা ও পঙ্কিলতা থেকে আত্মাকে পূত-পবিত্র, নিষ্কলুষ ও নির্মল রাখাই ইসলাম ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য বা শরীয়তের মর্মকথা। আর তা হাতে-কলমে শিক্ষা ও দীক্ষা নেবার নামই তাসাউফ শিক্ষা। তাসাউফ ইসলামের প্রাণশক্তি, সঞ্জীবনী শক্তি, রুহু বা আত্মাবিশেষ; আর শরীয়ত উহার দেহাবরণ বিশেষ। তাসাউফ ইসলামের মর্মবাণী ও মর্মভেদ। তাসাউফ ইসলামের বাস্তব উদ্দেশ্য বা অভীষ্ট লক্ষ্য। তাসাউফ ব্যতিরেকে ইসলাম

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যহীন, নিষ্ফল ও নিরর্থক। কেননা, ইসলাম পালনের মুখ্য উদ্দেশ্যই খোদাতাআলার সন্তুষ্টি সাধন ও তাঁর সৌন্দর্য দর্শন লাভ করা। অথচ খোদাতাআলার সন্তুষ্টি সাধনের উপায়ই তাসাউফ। ইসলাম মানবজাতির সংবিধান আর তাসাউফ উহার প্রাণকেন্দ্র। তাসাউফ আত্মার বিশোধন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। এবং আল্লাহতে পৌছে দেয়। তাসাউফ আল্লাহতে পৌছে দেবার দিশারী, আর ইসলাম দিশা।

তাসাউফ শিক্ষার বিষয়বস্তু

কাম, ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য, জাগতিক লোভ-লালসা, ভালবাসা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, আত্ম-অহং, মিথ্যা, প্রতারণা প্রভৃতি পাশবিক প্রবৃত্তি ও প্ররোচণা থেকে বিরত থাকা বা চির নিবৃত্ত হওয়ার নামই তাসাউফ শিক্ষা। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আত্মসাধনায় বা আত্মসংগ্রামে রত ও ব্রত হওয়াই তাসাউফ শিক্ষার সাধনা। এই সব রিপু বা পশু চরিত্রকে মানব প্রবৃত্তি থেকে চিরতরে বিদূরিত করে ফেরেস্তা চরিত্রে উপনীত ও উন্নীত হওয়াই তাসাউফ শিক্ষার বিষয়বস্তু। আর ইহাকে তাসাউফ শাস্ত্রে তাযকিয়ায়ে নফস, এসলাহে নফস তথা আত্মশুদ্ধি বা আত্মবিশোধন বলা হয়। মানব-চরিত্র থেকে এসব পশুপ্রবৃত্তি বিদূরিত ও তিরোহিত করে তৎস্থলে সবুর (ধৈর্য), শুকর (কৃতজ্ঞতা), যহুদ (বৈরাগ্য), কেনায়াত (স্বল্পে তুষ্ট), তাওয়াযু (নম্রতা-ভদ্রতা, শিষ্ঠতা, শালীনতা), তাওয়াককুল (নির্ভরতা), তাওবাহ (অনুশোচনা-অনুতাপ), রেয়া (সম্মত), তাসলীম, ইনাবত, ওয়ারা প্রভৃতি ফেরেস্তাগুন অর্জন করাই তাসাউফ শিক্ষার বিষয়বস্তু।

তাসাউফ শিক্ষার বিস্তার

এই অধ্যাত্ম শিক্ষাব্যবস্থা পরম্পরায় আজও পর্যন্ত চালু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। ইহলৌকিক বস্তুবাদ শিক্ষা ও পারলৌকিক অধ্যাত্মবাদ শিক্ষা এই উভয় শিক্ষাই মানব জীবনের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা। জগতে বেঁচে থাকার ভিতর দিয়েই আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করতে হয়। এই জন্যই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনের কল্যাণ কামনার জন্য আল্লাহ স্বয়ং তাঁর পবিত্র কোরআনে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু পরজগতের স্থায়িত্ব অনন্ত ও অসীম, আর ইহজগতের স্থায়িত্ব ক্ষণকাল। এই অর্থেই অধ্যাত্মবাদী ঐশী শিক্ষার মূল্য অপরিসীম। এই শিক্ষা সকল শিক্ষার চেয়ে বড় শিক্ষা। এই অধ্যাত্মিক শিক্ষাকেই তাসাউফ শিক্ষা, সূফী শিক্ষা অথবা পীর-মুরিদী শিক্ষা বলা হয়। সুতরাং এই তাসাউফতত্ত্ব (আধ্যাত্মিক শিক্ষা) স্বয়ং আল্লাহ থেকে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে সকল নবী-রাসূলগণ লাভ করেছেন এবং তাদের দ্বারা সমগ্র মানবজাতি এ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

শপথ ওহী বায়ুর যা মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌছে দেয়

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুরসালাত (প্রেরিতগণ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) কল্যাণবাহী বায়ুর শপথ, (২) এবং প্রলয়ঙ্কারী ঝটিকার শপথ, (৩) মেঘ সঞ্চালণকারী বায়ুর শপথ, (৪) এবং মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর শপথ, (৫) শপথ ওহী বায়ুর যা মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌছে দেয়-- (৬) যাতে ওজর আপত্তির অবকাশ না থাকে এবং তোমরা সতর্ক হও।

ওহীজ্ঞানই একমাত্র নির্ভূল ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান। এই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত তাসাউফতত্ত্ব। ইহা ওহীজ্ঞানেরই একটি বৃহত্তম অংশ। নবী-রাসূলদের নিকট যেমন প্রকাশ্যভাবে ওহী এসেছে, উহাই আল্লাহর ওলীদের হৃদয়ে অব্যক্ত অবস্থায় উদয় হয়। এরই নাম এলহাম। এলহাম যাদের হৃদয়ে প্রকাশ পায়, তাদেরকেই সাহেবে বেলায়েত বলা হয়। ইহা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মাধ্যমে

www.pathagar.com

কামেল পীর-মুর্শিদ বা আল্লাহর ওলীদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। ওলীদের অন্তরাত্মায় আল্লাহর মহাজ্যোতির্ময় নূরের প্রতিফলন ঘটে থাকে। তাঁদের কালব ঐশী জ্ঞান ও আলোতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। কামেল পীর-মুর্শিদ তাঁদের কালব থেকে ঐ নূরের প্রতিফলন তাঁদের ভক্তজন বা মুরীদের অন্তরাত্মায় 'তাওয়াজু' নামক শক্তি দ্বারা অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে থাকেন।

নবুয়ত ও বেলায়ত

স্বয়ং আল্লাহপাকের যেসব বাণীসমূহ জিব্রাঈল ফেরেস্তা মারফত নবীদের নিকট অবতীর্ণ হতো, ইহাই ওহী নামে অভিহিত। ওহী নাজিলের ধরণ ও ধারণ অনুযায়ী নবীগণ দুই শ্রেনীতে বিভক্ত; যেমন-নবীয়ে মুর্সাল ও নবীয়ে গায়ের মুর্সাল। নবীয়ে মুর্সাল হলেন, যাঁদের ওপর আসমানী কিতাব বা ঐশী গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। যথা- যাবুর, তাওরাত, ইনজীল ও কোরআন। আর নবীয়ে গায়ের মুর্সাল হলেন, যাঁদের ওপর আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল হয়নি বটে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী নবীয়ে মুর্সালদের আসমানী কিতাবের অনুগত ও অনুবর্তী ছিলেন। তাঁরা নবীয়ে মুর্সালদের ওপর আত্মনির্ভরশীল ছিলেন এবং নবীয়ে মুর্সালদের প্রতি অবতীর্ণ ওহীর নির্দেশনা অনুযায়ী অনুকরণ-অনুসরণ করতেন। এছাড়াও তাঁরা যুগের বিবর্তন পরিবর্তন অথবা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িক সহীফা বা ঐশী পুস্তিকা অথবা প্রত্যাদেশবাণীর বিজ্ঞপ্তি লাভ করতেন।

নবুয়ত দুই প্রাকার যেমন, নবুয়তে আম্মা ও নবুয়তে খাস্সা। নবুয়তে আম্মা সার্বজনীন নবুয়ত, যা বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির জন্যই প্রযোজ্য বা প্রয়োজন। আর নবুয়তে খাসসা বিশেষ নবুয়ত, যা বিশেষভাবে স্থান-কাল ও পাত্র বিশেষের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হতো। সমগ্র বিশ্বমানবের সর্বশেষ মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সার্বজনীন নবী ও রাসূল। তাঁর ইন্তেকালের পর ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে আলেম বা নায়েবে রাসূলদের প্রতি। এই অর্থেই আলেমদেরকে নায়েবে রাসূল বা রাসূলের প্রতিনিধি বলা হয়। যেমন এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটে থাকলে সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ কোরআনের অনুশাসন বা অনুশাসিত ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালনার দায়িত্বভার নায়েবে নবীর ওপরই অর্পিত হয়েছে।" ইসলামের এই জীবনব্যবস্থা বা জীবনদর্শন কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আমাদের মহানবীর উম্মতভুক্ত আলেমগণই নায়েবে রাসূল বা রাসূলের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃত। এই প্রতিনিধিত্বের অর্থ রাসূলের আদর্শ জীবন অনুযায়ী নিজে পরিচালিত হওয়া এবং অপরকেও পরিচালিত করা। শরীয়তের মোহাম্মদীর নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের প্রকাশ্য জীবনব্যবস্থা ধারণ করা এবং আত্মিক উন্নতিকল্পে তরীকতের পথে ধাবিত হওয়াও অত্যাবশ্যক। এই অচেনা-অজানা পথের যাত্রা লগ্নেই দিশারী প্রয়োজন। দিশারী মানে, মুর্শিদ বা পথপ্রদর্শক তথা পীরেকামেল। বেলায়তের ক্ষমতায় ক্ষমতাসীন ওলী-আল্লাহদের দ্বারাই ইসলামের যাহেরী ও বাতেনী উভয় দিকই কিয়ামত পর্যন্ত পরিচালিত হতে থাকবে।

আল্লাহ বাণীবাহক মনোনীত করেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হজ্ব (মক্কা হজ্জব্রত বিশেষ) ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৫) আল্লাহ ফেরেস্তা ও মানুষের মধ্য হতে বাণীবাাহক মনোনীত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা। (৭৬) মানুষের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তিনি সব জানেন, এবং সমস্ত কিছু আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭৭) হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা রুকূ কর, সিজদাহ কর এবং প্রতিপালকের উপাসনা কর ও সৎকাজ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়- তাসাউফ শিক্ষা

২

স্তরসমূহ

www.pathagar.com

তাসাউফ শিক্ষার স্তরসমূহ

তাসাউফ শিক্ষার জন্য পাঁচটি স্তর রয়েছে। যেমন- শরীয়ত, তরীকত, মারফত, হাকীকত ও ওয়াহদানিয়াত। শরীয়ত ছাড়া বাকী চারটি স্তরকেই তরীকতের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। তাসাউফ শিক্ষাই এই পাঁচটি স্তর সঠিকভাবে অতিক্রম করতে পারলে তাসাউফের সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত হওয়া যায়। সাধনার সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত ব্যক্তি তিনি তাঁর মুর্শিদ তথা পীরে কামেলের পক্ষ থেকে খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব লাভ করে থাকেন। খেলাফতপ্রাপ্ত সালেক বা সূফী সাধককেই মুর্শিদ অথবা পীরে কামেল বলা হয়। পীরে কামেলের জন্য এই পাঁচটি স্তর অতিক্রম করা অপরিহার্য কর্তব্য। খেলাফতপ্রাপ্ত মুরীদ বা শিষ্য নিজেও নিজের মুরীদকে আপন পীরের ন্যায় খেলাফত দান করে থাকেন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত খলীফা বা প্রতিনিধিত্বশীল সরকার কিংবা রাষ্ট্র প্রধান অথবা রাষ্ট্র নায়ককেও খলীফা বলা হয়। আবার কিন্তু মানুষকেও খলীফা বা প্রতিনিধি বলা হয়। 'খলীফা' শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধি। যেহেতু যিনি যে বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাঁকেই সেই বিষয়ের খলীফা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অবর্তমানে তাঁর জীবন আদর্শে যাঁরা আদর্শবান ছিলেন এবং তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যাঁরা ইসলামের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তদুপরি যাঁরা তরীকতের শিক্ষাদীক্ষায়ও ছিলেন শীর্ষস্থানীয়, এমন স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধিগণকেই বলা হতো খলীফা। যেমন চার খলীফার রাষ্ট্রীয় খেলাফত ও তাদের আধ্যাত্মিক বা নৈতিক উৎকর্ষতার নবীর বিশ্বের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। তাঁদের এই আধ্যাত্মিক খেলাফত যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে দান করে গেছেন, তদ্রুপ সাহাবাগণও অনুসারিদের দান করে গেছেন। এমনিভাবে এই আধ্যাত্মিক খেলাফত আজ পর্যন্ত পীর-মুর্শিদগণের মাধ্যমে অব্যাহত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ইহাকে তরীকতের ভাষায় বেলায়ত বলা হয়। এই বেলায়ত স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুরু করে সিনায়-ব-সিনায় চলে-আসা একটি গোপন আধ্যাত্মবাদ বিদ্যা। এই বাতেনী বিদ্যার অধিকারীকে ওলী বলা হয়। ওলীদের মধ্যে যারা শীর্ষস্থানীয়, তারাই কুতুব নামে অভিহিত। কুতুবগণ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার চরম ও পরম পর্যায়। কুতুবদের হাতেই মহা-বিশ্বের পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পিত। উচ্চশ্রেণীর কুতুবগণই ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণমানব তথা মহান আল্লাহপাকের প্রকৃত খীলফা বা প্রতিনিধি আখ্যায় বিভূষিত। আল্লাহর প্রতিনিধিগণ আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আল্লাহর কার্যসম্পাদন করছেন বলেই পবিত্র কোরআনের ভাষায় তাঁদেরকে খলীফা বা হেযবুল্লাহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। হেযবুল্লাহ মানে কুতুবীশক্তির চরম ও পরম। কুতুবগণ আল্লাহপাকের নির্দেশনাকে আলমে আমর থেকে আলমে মিসালে বাস্তবায়িত করে থাকেন। যেহেতু তাসাউফ শিক্ষার চরম-পরম নির্যাস কুতুবী শক্তি। কুতুবদের অবস্থান জাগতিক চাওয়া-পাওয়া বা কামনা বাসনার উর্দ্ধে এবং আল্লাহপাকের ওয়াহদানিয়াতে তাঁদের বিচরণ ও পরিভ্রমণ। তাসাউফ শিক্ষার প্রথম স্তর শরীয়ত থেকে শুরু করে ওয়াহদানিয়াতে পদার্পণ করার প্রক্রিয়াই তাসাউফ শিক্ষার স্তরসমূহ।

তাসাউফ শিক্ষার প্রথম স্তর- শরীয়ত

শরীয়ত পরিচিতি

'শরীয়ত' শব্দটি 'সারয়া' শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'সারয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ-সহজ-সরল পথ, প্রধান সড়ক, জনপথ প্রভৃতি। আর 'শরীয়ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ-প্রকান্ড নদী, প্রবাহিত জলস্রোত, বৃহত্তম জনসড়ক প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলামের পারিভাষিক অর্থে শরীয়ত যেমন- কোরআন, সুন্না (হাদীস), ইজমা (মতৈক্য) এবং কিয়াস (অনুসরণযোগ্য)

www.pathagar.com

প্রমাণাদি দ্বারা গৃহীত ইসলামের জীবন বিধান বা জীবন ব্যবস্থার নামই শরীয়ত। আল্লাহ্-প্রদত্ত যেসব বিধি-বিধানসমূহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মাধ্যমে মানব জাতির প্রতি নির্দেশ ও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, ইহাই ইসলামের পরিভাষায় শরীয়ত এবং আল্লাহর নির্দেশিত জীবন-বিধান এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আদর্শ জীবন ব্যবস্থার নামই শরীয়তসম্মত জীবন ব্যবস্থা। ফেকাশাস্ত্রের ইমামগণ কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা মানব জাতির জীবন-ব্যবস্থা যেভাবে নির্দেশ ও নির্ধারণ করেছেন, তাকেই শরীয়ত বলা হয়। কোরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা গবেষণা চালিয়ে ইসলামের ফেকাশাস্ত্রে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক এমনকি আন্তর্জাতিক জীবন বিধান পর্যন্ত নির্দেশিত হয়েছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার নামই শরীয়ত। মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধানের নামই শরীয়ত।

ইসলামের শরীয়ত-ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালিত হলে মানবজাতির ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিক জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধান করা যায় এবং মানব জীবনের স্থিতিশীলতা রক্ষা পায়। ইসলামের শরীয়ত ব্যবস্থা দ্বারা মানব জীবনে আসে সুখ ও শান্তি এবং পারলৌকিক জীবনেও আত্মমুক্তি লাভ হয়, আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। শরীয়তের বিধান দ্বারা মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ লাভ হয় এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ফলে মানব জীবন হয়ে ওঠে ফলে-ফুলে সুশোভিত। সুখ ও শান্তিতে ভরে ওঠে মানব জীবন। ইসলামের শরীয়ত ব্যবস্থা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আদর্শ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত হওয়াই শরীয়তের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ইহাই ইসলামের নির্দেশনা। ধর্ম ও কর্মজীবনের সমন্বয় সাধনই শরীয়ত ব্যবস্থা। মানব ধর্ম ও কর্মজীবনের যেসব বিধি-বিধান ইসলাম নির্ধারিত করে দিয়েছে, এর নাম শরীয়তসম্মত জীবন ব্যবস্থা। শরীয়তসম্মত উপায়ে অথবা শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী পথ চলা বা জীবন পরিচালিত করার নামই বেলায়েতে আম্মা।

প্রাথমিক কর্তব্য শরীয়তের যাবতীয় অনুশাসন মেনে চলা। যখন শরীয়তের যাবতীয় অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য হয় এবং শরীয়তের নির্দেশাবলী জীবনে বাস্তবায়িত হয়ে উঠে, তৎসঙ্গে শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীও যদি জীবনে প্রতিফলিত হয়ে উঠে, তখনই তার জন্য শরীয়তের শিক্ষা থেকে তরীকতে দীক্ষা নেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শরীয়ত থেকে তরীকতে ব্রত হবার বা দীক্ষা নেবার সাধনাকেই বলা হয় বেলায়েতে খাস্সা। বেলায়তে খাস্সার প্রথম ধাপই তরীকতের শিক্ষা। শরীয়ত ও তরীকত একটি অপরটির সম্পূরক। তরীকত শরীয়তের বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানগুলোর আভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতা, পরিপক্কতা, সার্থকতা ও সফলতা বয়ে এনে দেয়।

ইসলামের বাহ্যিক জীবন ব্যবস্থার নাম শরীয়ত। আর আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের নাম তরীকত। শরীয়ত ও তরীকত অনুযায়ী জীবন যাপন করার নামই বেলায়তে খাস্সা। ইসলাম ধর্ম যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত, এই পাঁচটি স্তম্ভ ঈমান বা বিশ্বাস, নামাজ, দান-যাকাত, হজ্জ্ব, রোজা পালন পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার নামই বেলায়তে আম্মা। বেলায়তে আম্মায় পরিপূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হবার পরই আত্মিক উৎকর্ষলাভের জন্য প্রয়োজন বেলায়তে খাস্সার। ইহাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অভীষ্ট লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পথে যাঁরা চরিতার্থ হতে পেরেছেন, তাঁদেরকেই তরীকতের ভাষায় শেখ, পীর, মুর্শিদ, বুযর্গ, ওলী, সূফী, দরবেশ, গাউস, কুতুব প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত হয়ে আছে। তরীকত বা বেলায়তে খাসসার উচ্চমার্গে পৌছতে হলে ঐসব আত্মনিষ্ঠ মহাপুরুষদের সাহচর্য লাভ করা অত্যাবশ্যক।

www.pathagar.com

যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ইউনুস (এক পয়গম্বরের নাম) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৫) আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

শরীয়তের অনুশাসন মেনে চলা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। শরীয়তের পাঁচটি কার্য সম্পাদন করা ফরজ। যেমন-ঈমান, নামাজ, দান-যাকাত, হজ্জ্ব ও রোজা। 'ঈমান' শব্দের আভিধানিক অর্থ-বিশ্বাস করা; অর্থাৎ পরজগতের অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। বিশ্বাস স্থাপনের মূল বাণী কালামায়ে তাইয়েবাহ্‌র বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ওপর ঈমান আনা যেমন ঃ "এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।" এই পবিত্র বাক্যের মর্মানুযায়ী ইহলোক ও পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করা। ইহলোকে বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ-ঐশীগ্রন্থ বা আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যে, এসব আসমানী কিতাবসমূহ আল্লাহর বাণী সম্বলিত এবং তা মানব জাতির কল্যাণে রাসূলদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমন কোরআন, ইনজীল, তাওরাত ও যাবুর। এছাড়াও নবীদের প্রতি ১০০টি ধর্মগ্রন্থ নাযিল হয়েছিল। নবী ও রাসূলগণকে আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করা। নবী-রাসূলের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। এছাড়া নামাজ, দান-যাকাত, হজ্জ্ব, রোজা ইত্যাদি স্বয়ং আল্লাহ পাকের নির্দেশ বলে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং যথাযথভাবে পালন করা।

ঈমানের (বিশ্বাসের) পরিপূর্ণতা লাভ হয় ৩টি শর্তে, (১) কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ্‌র প্রতি মৌখিক সাক্ষ্যদান বা স্বীকারোক্তি দ্বারা; এবং (২) এর মৌখিক স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আন্তরিকভাবেও তা বিশ্বাস করা, আর (৩) বিশ্বাস অনুযায়ী তা কার্যে পরিণত করাই পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস বুঝায়।

ক্ষমা করাটা 'আহকামুল হাকিমীন' এর গুণ নয়। যার হক, তাকে ছাড়া অপর কেউ তা ক্ষমা করতে পারে না- পারাটা স্বেচ্ছাচারিতা। আল্লাহ স্বেচ্ছাচার নন কখনও। সুতরাং ভাগ্য ও পারলৌকিক বিষয়াদির প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা হক্কুল্লাহরই অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিধি-নিষেধ বিষয়াদির নির্বাচন পদ্ধতিকে বলা হয় ফেকাশাস্ত্র। ফেকাশাস্ত্রের রায় বা বিচার বিশ্লেষণের উৎসমূল কোরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস ও ইজতেহাদ বা স্বনির্ভর ব্যক্তি গবেষণা। ইসলামের ফেকাশাস্ত্রবিদ ইমানগণ স্ব স্ব ইজতেহাদ (গবেষণা) দ্বারা চার রকম ঐক্যমতে পৌঁছেছেন। যেমন-হানাফী, শাফী, মালিকী এবং হাম্বলী মতবাদ। হানাফী মতবাদের প্রবক্তা (জনক) বা ইমাম হযরত ইমাম আবু হানীফা নুমান ইবনে সাবেত (রাঃ) (৬৯৯-৭৬৭ খ্রীঃ)। শাফী মতবাদের ইমাম বা প্রবক্তা হযরত আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইদ্রীস শাফী (রাঃ)- (৭৬৭-৮১৯ খ্রীঃ)। মালেকী মতবাদের প্রবক্তা বা ইমাম হযরত মালিক বিন আনাস (রাঃ) ৭১২-৭৯৫ খ্রীঃ)। হামম্বলী মতবাদের ইমাম বা প্রবক্তা হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ)- ৭৮০-৮৫৫ খ্রীঃ)।

ইসলামের ফেকাশাস্ত্রবিদ ইমামগণের রায় বা মীমাংসিত বিষয়গুলো তিন শ্রেনীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন- (১) এবাদত, ইহা কেবল আল্লাহর হক বা প্রাপ্য বিষয়াদি। যাকে ফেকাশাস্ত্রের ভাষায় হক্কুল্লাহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইহা আল্লাহর হক বা তাঁরই দাসত্বকে বুঝায়। (২)

www.pathagar.com

মুয়ামালাত-মুয়াশেরাত, ইহা জাগতিক লেনদেন, কাজ-কারবার, আচার-আচরণ ও সামাজিক বন্ধনকে বুঝায়। (৩) উকূবাত, ইহা মানব জীবনের ন্যায়-নীতি, বিধি-বিধান, আইন-কানুন, বিচার-ব্যবস্থা, প্রতিকার-প্রতিশোধমূলক, ব্যবস্থাদিকে বুঝায়। মানব জীবনের সমন্বয় সাধনই শরীয়ত। মানব জীবনের সমুদয় সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে ইসলামের ফেকাশাস্ত্রে। শরীয়ত ইসলামের জীবনবিধান।

সকলেই তার প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪১) তুমি কি দেখনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তার প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। এবং ওরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। (৪২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন। (৪৩) তুমি কি দেখনা আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাদের একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, তুমি দেখতে পাও, অতঃপর তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং এ দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার ওপর হতে এ অন্য দিকে ফিরে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ-ঝলক দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়। (৪৪) আল্লাহ দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ সমস্ত জীবের পা সৃষ্টি করেছেন; ওদের কিছু বুকে ভর দিয়ে চলে, কিছু দু'পায়ে চলে এবং কিছু চার পায়ে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৪৫) আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।

তাসাউফ শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর- তরীকত

তত্ত্ব ও তথ্য 'তরীকত' শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

'তরীকত' শব্দটি 'তারীক' শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'তারীক' শব্দের আভিধানিক অর্থ-জনপথ বা রাস্তা এবং 'তরীকত' শব্দের পারিভাষিক অর্থ-পথচলার নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান, আইন-কানুন, নিয়মাবলী, পদ্ধতি, প্রণালী, নির্দেশনা, নির্দেশিকা, দিশা, দিশারী প্রভৃতি। পথচলার নির্দেশনা অনুযায়ী যেপথ ও মত অবলম্বন করে পরম প্রেমময় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন করা যায়, তাঁরই জ্যোতির্ময় সত্তায় সমাহিত হওয়া যায়, তাঁরই সৌন্দর্য লাভ করা যায়, তাকেই তাসাউফ শাস্ত্রের পরিভাষায় তরীকত বা তরীকা বলা হয়। এই জাতীয় পথ নির্দেশনায় নবী রাসূলগণ নিয়োজিত ছিলেন। নবী-রাসূলদের ওপর থেকে এই দায়িত্বভার শেষ হওয়ার পর সর্বকালের সর্বমানবের জন্য সর্বশেষ দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হলেন সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। পারলৌকিক পরিত্রাণ বা মানবাত্তার মুক্তির নির্দেশনা নিয়ে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। তাহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই তরীকতের দায়িত্বভার অর্পণ করে যান হযরত আলীর ওপর। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলী সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'আমি জ্ঞানের নগরী এবং আলী উহার প্রবেশদ্বার। যে আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং যে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।' হযরত আলী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুমতিক্রমে তরীকতের তিনটি মৌলিক ধারায় তিনজনকে তিন রকম খেলাফত দান করে যান। যেমন- (১) তরীকা-এ আবরারে মুহাহেদীনের নেতৃত্ব দান করে যান তদীয়

www.pathagar.com

পুত্র হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইনকে। (২) তরীকা-এ আখিয়ারে সালেহীনের খেলাফত অর্পণ করে যান হযরত হাসান বসরীকে। (৩) তরীকা- এ হুব্বুর রাসূল বা তরীকা-এ শুহাদায়ে আশেকীনের বেলায়েত দান করে যান হযরত ওয়াইস আল কুরনীকে।

তরীকতের এই তিনটি মৌলিক ধারা থেকেই আজকের মুসলিম বিশ্বে হাজার হাজার তরীকা ও উপ-তরীকার সৃষ্টি হয়েছে। এই একই তরীকা থেকে বিভিন্ন ধারা, উপধারা, শাখা-প্রশাখাই ছড়িয়ে পড়েছে আজকের তরীকাসমূহ। প্রাচীন তরীকাগুলোর মধ্যে হযরত আলী থেকে উদ্ভূত ও অনুসৃত তরীকা-এ কাদেরিয়া ও চিশতিয়া, হযরত আবুবকর সিদ্দীক থেকে উদ্ভূত তরীকা-এ নকশে বন্দিয়া এবং হযরত ওয়াইস আল-করুনী থেকে সৃষ্ট ওয়াইসসিয়া তরীকাগুলো আজও প্রচলিত আছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় তরীকাগুলোর মধ্যে হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং তাঁরই নাম অনুসারে প্রচারিত কাদেরিয়া তরীকা, হযরত খাজা মাঈন- উদ্দীন চিশতীর নামানুসারে প্রচারিত চিশতিয়া তরীকা, হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ কর্তৃক প্রচারিত নকশবন্দিয়া তরীকা এবং হযরত আহমদ সিরাহিন্দ মুজাদ্দেদ আলফেসানী কর্তৃক উদ্ভাবিত মুজাদ্দেদিয়া তরীকাগুলো বহুল প্রচারিত।

সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাকে ডাক

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুমিন (বিশ্বাসী) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩) তিনিই তোমাদের তার নির্দশনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য জীবনোপকরণ প্রেরণ করেন; আল্লাহর অভিমূখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে। (১৪) সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাকে ডাক, যদিও অবিশ্বাসিগণ এ অপছন্দ করে। তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী আরশের অধিপতি, তিনি তার দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় আদেশসহ ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেন, যাতে সে কিয়ামত দিন সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।*

তরীকতের উদ্ভব ও সূচনাকাল

মূলতঃ আধ্যাত্মিক জগতের জ্যোতির্ময় সত্তা আহমদ থেকেই মোহাম্মদের মাধ্যমে তরীকতের উদ্ভব বা সূচনাকাল শুরু হয়েছে। এই অর্থেই আল্লাহর রাসূল বলেছেন ঃ 'আমি তখন থেকেই নবী, যখন আদম (আঃ) এর দেহ পানি ও মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল অর্থাৎ আদমের দেহ গঠন হবার বহু আগে থেকেই আমি নবী ছিলাম।" আল্লাহর রাসূল আরও বলেছেন ঃ "শরীয়ত আমার নির্দেশনাবলী, তরীকত আমার জীবন ব্যবস্থা, মারফত আমার রহস্যভেদ, হাকীকত আমার অবস্থানসমূহ।" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর গোপন আরাধনা থেকেই শুরু হয়েছে তরীকত। শরীয়তের প্রকাশ্য জীবনব্যবস্থা দ্বারা যেমন ছিল তাঁর কর্মজীবন সু-প্রতিষ্ঠিত। একদিকে যেমন ছিলেন তিনি শরীয়তের প্রতি আত্মসচেতন, তেমনই তিনি অপর দিকেও ছিলেন আল্লাহর প্রেমে সর্বক্ষণ নিমগ্ন। তিনি ঐশী প্রেমের তাড়নায় নিমগ্ন থাকতেন। তিনি সর্বক্ষণই আল্লাহর সঙ্গে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি নির্জন নিশীথ-রাতে নির্জন রজণীভর জেগে মসজিদে নববীর একটি নির্ধারিত স্থানে বসে খোদাপাকের আরাধনা-উপাসনায় মশগুল থাকতেন। মসজিদে নববীর বারান্দায় বসে খোদা-প্রেমিক আসহাবে- সুফফাহদেরকে তরীকতের রহস্যভেদ শিক্ষা দিতেন। 'আসহাবে-সুফফাহ' অর্থ-বারান্দার অধিবাসী। যেহেতু তাঁরা নির্জন রাতে মসজিদে নববীর বারান্দায় বসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট তরীকতের ওপর শিক্ষা লাভ করতেন। এ থেকেই তাদেরকে ইসলামের ইতিহাসে 'আসহাবে সুফফাহ' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি নিয়ম কানুন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হজ্জ্ব (মক্কা হজ্জব্রত বিশেষ) ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৭) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি নিয়ম কানুন যা ওরা পালন করে। সুতরাং ওরা যেন তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে বিতর্ক না করে। তুমি ওদের তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর তুমি সরল পথেই আছ।

একদিন হযরত আল (কর্মুল্লাহ ওয়াজহু) খোদাপ্রাপ্তির পথ সম্পর্কে অর্থাৎ খোদাতাআলার নৈকট্য লাভ এবং তাঁর দীদার লাভের উপায় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে ওহী লাভের অপেক্ষায় থাকতে বললেন। সত্যি সত্যিই ঐ সময় একদিন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে কালমায়ে তাইয়েবাহ তিনবার শিক্ষা দিলেন। কালমায়ে তাইয়েবাহর যাহেরী ও বাতেনী অর্থ এবং উহার গোপন রহস্য ও মর্মভেদ শিক্ষা দিলেন। অতপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকেও অনুরূপভাবে শিক্ষা দিলেন এবং কালমায়ে তাইয়েবাহর মর্মভেদ সম্পর্কে অবহিত করলেন। এই কালমায়ে তাইয়েবাহর মধ্যেই লুকিয়ে আছে স্রষ্টা ও সৃষ্টিজগতের যতসব রহস্যভেদ। এই অর্থে কালমায়ে তাইয়েবাহ দুইবার দুই অর্থে অবতীর্ণ হয়েছে। একবার উহার প্রকাশ অর্থে; আরেকবার উহার আভ্যন্তরীণ অর্থে অবতীর্ণ হয়েছে। এই নক্তাবিহীন বার বর্ণের কালমায়ে তাইয়েবার আভ্যন্তরীণ অর্থে লুকিয়ে আছে সৃষ্টিজগতের সমুদয় রহস্যভেদ। এতে বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ নিহিত রয়েছে। এমন কি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর পরম জ্যোতির্ময় সত্তার রহস্যভেদ এই কালমায়ে তাইয়েবাহর মধ্যেই লুকিয়ে আছে। এই কালমা দুইভাগে বিভক্ত। যেমন- প্রথম ভাগে রয়েছে নফী, ফান, নযুল বা অবরোহ। আর অন্য ভাগে রয়েছে এসবাত, বাকা, উরুজ বা আরোহ। আবার অন্য অর্থে, এই কালমায় পাঁচটি অংশ আছে। এই পাচটি অংশ পরম সত্তায় সংশ্লিষ্ট ও বিমিশ্রিত হয়ে আছে। এই পাঁচটি অংশে সমুদয় সৃষ্টিজগতের দৃশ্য, অদৃশ্য জানা-অজানা, জ্ঞাত-অজ্ঞাত, ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান এবং সমুদয় রহস্যের মৌল উৎস নিহিত রয়েছে। এই কালমা নূরে মোহাম্মদীরও মৌলিক উৎস।

এই অর্থেই আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমরা এখন ক্ষুদ্রতম জেহাদ থেকে বৃহত্তম জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন (মনোনিবেশ) করলাম।" অর্থাৎ এতকাল ধরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সাহাবাদের নিয়ে খোদা-বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন এবং এই পথে অনেকটা সফলতা আসার পর হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি এখন তাঁর সাহাবাদের নিয়ে খোদাপ্রাপ্তির পথে প্রত্যাবর্তন করলেন। খোদা প্রেমিক সাহাবাদেরকে খোদাপ্রাপ্তির পথে আত্মসংগ্রাম শিক্ষা দিতে লাগলেন। পাশব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বৃহত্তম সংগ্রাম শুরু করে দিলেন; যা খোদাপ্রাপ্তির পথে অনেকটা সহায়ক ও সহজতর ছিল। এই কলেমার আভ্যন্তরীণ অর্থেই সূরা ইনশেরাহ অবতীর্ণ হয়েছিল।

যখন অবসর পাও পরিশ্রম করো এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইনশেরাহ্‌ (বিদারন) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) আমি কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিইনি ? (২) আমি লাঘব করেছি তোমার ভার (৩) যা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক; (৪) এবং আমি তোমার স্তুতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। (৫) কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, (৬) নিশ্চয় আছে কষ্টের সাথে স্বস্তি। (৭) অতএব যখন অবসর পাও পরিশ্রম করো (৮) এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো।

www.pathagar.com

এই সূরার শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হে রাসূল, অতএব যখন অবসর পাও পরিশ্রম করো, এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো। এই আয়াতে তাযকিয়ায়ে নফস অর্থাৎ তাসাউফ শিক্ষার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। তাছাড়াও প্রথম আয়াতে এতদিনকার ইসলাম প্রচারের জন্য যুদ্ধ এবং অসহনীয় দুঃখ-কষ্টের বোঝা রাসূলের ওপর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে এবং পরিশেষে ইসলাম প্রচারের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি অর্থাৎ আল্লাহর প্রেমে আবদ্ধ হবার প্রতি আহবান করা হয়েছে। ইহাই কালমায়ে তাইয়েবাহর আভ্যন্তরীণ অর্থ। এই অর্থেই মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় আরও বলেন, "আর আমি খোদা-বিশ্বাসীদের প্রতি "কালমায়ে তাকওয়া" তথা আত্মশুদ্ধি লাভের বাক্যটি পাঠকদের অবধারিত করে দিলাম।" সুতরাং এই 'কালমায়ে তাকওয়া' বা 'কালমায়ে তাইয়েবাহ' দুই অর্থে দুইবার অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথমবার অবতীর্ণ হয়েছে শরীয়তের প্রকাশ্য অর্থে; আর দ্বিতীয়বার তরীকতের আভ্যন্তরীণ অর্থে।

তরীকতের রহস্যভেদ ও মর্মার্থে উন্নীত হবার উপায়-উপকরণ হিসাবেই 'কালমায়ে তাকওয়া' দ্বিতীয়বার নাযিল হয়েছে। 'কালমায়ে তাকওয়া' অর্থ সংযমীবাক্য। যে বাক্যে আত্মরক্ষার উপায়-উপকরণ এই কালমায়ে রয়েছে বলেই এই কালমার নামকরণ হয়েছে কালমায়ে তাকওয়া। আর এই কালমা আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম এবং আত্মার পবিত্রীকরণ পদ্ধতি শিক্ষা দেয় বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে 'কালমায়ে তাইয়েবাহ' বা পবিত্র বাক্য।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় থেকেই 'আসহাবে সুফফাহ' এবং অন্যান্য সাহাবাদের মাধ্যমে আজও পর্যন্ত তরীকতের শিক্ষা-দীক্ষা চলে আসছে। আর তা বিভিন্ন তরীকা ও উপতরীকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যেহেতু বার বর্ণের নকতাবিহীন কালমার আভ্যন্তরীণ তালীম স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেন। হযরত আলী হযরত হাসান বসরীকে তরীকতে খেলাফত দান করেন। এমনিভাবে এই কালমার বাতেনী তালীম সিনা-ব-সিনায় হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী পর্যন্ত এসে পৌছায়। এতদিন পর্যন্ত তরীকতের ওপর লিপিবদ্ধভাবে কোন বিষয়বস্তু বিন্যস্ত ছিল না। কেবল মৌখিক ভাবে সিনা-ব-সিনায় চলে আসছিল। কিন্তু এই প্রথমবারের মত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) তরীকতের এই শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করে তিনি তাঁর নিকট মুরীদদের মধ্যে গোপনভাবে বিতরণ করেন।

তরীকাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কাদিরিয়া তরীকা

কাদিরিয়া তরীকার জনক বা প্রতিষ্ঠাতা গাউসুল আযম মহী-উদ-দীন শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)। তিনি ১০৭৭-৭৮ খ্রীঃ/৪৭০ হিঃ সালে পারস্যের জিলান বা গিলান প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ আবু সালেহ। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর বাগদাদ নগরীতে ইসলামের উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি সেখানকার নিজামূল মূলক বিশ্ববিদ্যালয়ে হাম্বালী মাজহারের অধ্যাপক হিসাবে ১১৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যোগদান করেন এবং ৩৩ বৎসর পর্যন্ত তিনি এই মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। তিনি বহু ইহুদী ও খ্রীষ্টানকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তিনি তখনকার একজন যুগশ্রেষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, পন্ডিত, রাগ্মী এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় এক অনন্য মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থাদিও রচনা করে গেছেন। তিনি তখনকার সুবিখ্যাত সূফী সাধক আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাম্মাদ আদ-দাব্বাসের নিকট তাসাউফ শিক্ষা লাভ করেন। হযরত শেখ আবু সাঈদ মুবারকের নিকট তাসাউফে দীক্ষা নেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হবার পর তিনি তরীকত সাধনায় 'গাউসু আযম' খেতাবে বিভূষিত হন। ১১৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাগদাদ নগরীতেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর নাম অনুসারেই

www.pathagar.com

তাঁর উদ্ভাবিত ও প্রচারিত তরীকার নাম তরীকা-এ কাদিরিয়া বা কাদিরিয়া তরীকা। স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) থেকে শুরু করে তরীকাতে খেলাফতপ্রাপ্ত সপ্তদশ পুরুষ ছিলেন শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)।

বংশ পরিচয়

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) এর রক্তধারার মাধ্যমে পৃথিবীতে আগমন করেন। অপরদিকে স্নেহময় জনণীর বংশক্রমে সৈয়দ বংশের ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি মাতৃ পিতৃ উভয় দিক হতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর রক্তধারায় মিশ্রিত।

মহীউদ্দিন আবদুল কাদের নামের পরিচিত

হযরত আদম (আঃ)-কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি করে আলমে আরওয়াহ্ নামক স্থানে অবস্থানের জন্য আদেশ দিলেন। একদা আল্লাহতাআলা হযরত আদম (আঃ) এর পিঠে তার রহমতের হাত স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে হযরত আদম (আঃ) হতে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করা সকল জীবের রুহু সৃষ্টি হয়ে দলে দলে অনেক রকমের ভঙ্গিতে তার সামনে চলাচল করতে আরম্ভ করল। তখন হযরত আদম (আঃ) আল্লাহতাআলার কাছে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহ! আমার সামনে যেসব রুহু বা আত্মা চলাচল করছে ওরা আসলে কারা? তাহার পরিচয়ও বা কি? তখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আঃ) কে বললেন, হে আদম! তুমি আজ তাদেরকে চিনে রাখ, যাদের দিকে তুমি চেয়ে আছ। তাদেরকে একত্রে দেখার সুযোগ আর তোমার জীবনে হবে না। অতঃপর হযরত আদম (আঃ) চেয়ে দেখলেন যে, প্রথমে নবী-রাসূলগণের রুহু অর্থাৎ আত্মার কাফেলা, তারপর অলী আল্লাহগণের আত্মার কাফেলা এরপর দেখলেন মো'মিন বান্দাদের আত্মার কাফেলা। সেই আত্মাগুলো একের পর এক ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং খুব সুমধুর কণ্ঠে পরম দয়ালু আল্লাহতাআলার নামে জিকিরে মগ্ন।

হঠাৎ হযরত আদম (আঃ) লক্ষ্য করলেন যে, অলীগণের আত্মার দলের সামনে যে আত্মাটি চলাফেরা করছে, সেই আত্মাটি খুবই সুন্দর আর মনোমুগ্ধকর। সহসাটি অনিন্দ্য সুন্দর আত্মাটি হযরত আদম (আঃ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিলেন। তখন হযরত আদম (আঃ) আত্মাটির অপূর্ব জ্যোতিদর্শনে মুগ্ধ হয়ে আবার আল্লাহতাআলার নিকটে সেই আত্মার পরিচয় জানতে চাইলে। পরম দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বললেন, হে আদম তুমি সুসংবাদ শুনে রাখ। তোমার এই সন্তানের নাম 'মহীউদ্দিন আবদুল কাদের'। নবুয়তের দরজা যখন বন্ধ হয়ে যাবে, যখন পৃথিবীতে তোমার বংশধরেরা বিপদগামী হতে থাকবে তখনই তার আগমন হবে পৃথিবীতে। সে হবে সমস্ত সৃষ্টির কাছে খুব মর্যাদাবান-মারফতের সর্বগুণে গুনান্বিত ইসলাম ধর্মের অন্যতম সংস্কারক। আমার আশেক বান্দা এবং আউলিয়া দরবেশদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। তার পিঠে থাকবে আমার প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর পায়ের চিহ্ন। আমার এই বান্দা ইসলামের গৌরব ও নীতিমালাকে সুসংঘবদ্ধ করে দুনিয়া ও আখেরাতে স্বীয় কীর্তি প্রতিষ্ঠা করবে।

আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর গুনাবাচক নামসমূহ দুনিয়ার সাধারণ মানুষ হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) বলে পরিচিত হলেও খোদাভক্ত মহৎপ্রাণ সুধীমণ্ডলীরা তাকে বিভিন্ন গুণবাচক নামেও ভূষিত করেছেন-

১) কুতুবুল আযম বা বড়পীর (রাঃ)
২) কোন এলাকায় মাহবুবে সোবহানী নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

৩) কারও কারও কাছে নূরে ইয়াজদামী নামে পরিচিত।
৪) আবার কেউ কেউ তাকে কুতুবে রাব্বানী নামেও অভিহিত করেন।
৫) আফকালুল আউলিয়া দস্তগীর নামেও তিনি পরিচিত।
৬) গাউসুল আযম মুহীউদ্দিন নামে তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন।

গর্ভে থেকে আঠার পারা কোরআনের হাফেজ

তার মাতা সাইয়্যেদা উম্মুন খায়ের ফাতেমা (রাঃ) পবিত্র কোরআন পাকের আঠার পারা পর্যন্ত মুখস্থ করেছিলেন। গর্ভ অবস্থায় এই আঠার পারা কোরআন তিনি আধিকাংশ সময় পাঠ করতেন। মায়ের গর্ভে থেকে বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর জাগ্রত আত্মা শুনতেন। ফলে মায়ের সঙ্গে গর্ভে থেকেই তিনি আঠার পারা পর্যন্ত কোরআন মুখস্থ করেছিলেন। তিনি সবেমাত্র কথা বলতে শিখেছেন। মাতা ফাতেমা (রাঃ) পূত্রকে গৃহ শিক্ষকের কাছে প্রেরণ করলেন। গৃহ শিক্ষক একজন বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন। বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) কে তিনি স্নেহের সাথে নিজের কাছে ডেকে বসালেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে তাকে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করতে বললেন। আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) আউযুবিল্লাহ্ বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করে একাদিক্রমে কোরআন এর আঠার পারা পর্যন্ত মুখস্থ পড়লেন তারপর তিনি থেমে গেলেন। গৃহ শিক্ষক এই অলৌকিক কাজ দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করিলেন প্রিয় বৎস! তুমি থামলে কেন?

তিনি বললেন, ওস্তাদজী! এ পর্যন্তই আমি আমার মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় মুখস্থ করেছি। শিক্ষক পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ইহা কেমন করে সম্ভব হল। তিনি বললেন, ওস্তাদজী! আমার মাতা আঠার পারা কোরআনের হাফেজ। আমি গর্ভে থাকা অবস্থায় অধিকাংশ সময় তিনি উহা পাঠ করতেন, আমি উহা অত্যান্ত মনোযোগের সাথে শ্রবণ করতাম। এভাবে মায়ের সঙ্গেই আমার আঠার পারা কোরআন মুখস্থ হয়ে গেছে। গৃহশিক্ষক উহা শুনে অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং তাহার জন্য দোয়া করলেন।

কাঠোর জ্ঞান সাধনা

বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর সমস্ত জীবনই কঠোর সাধনার মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন। কিশোর বয়সে গৃহত্যাগ করে জ্ঞানান্বেষণের জন্য বাগদাদ গমন করেন। অভাব অনটনের সাথে কঠোর সংগ্রাম করে নিজের অভীষ্ট লক্ষের জন্য একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা, আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা এসব কিছুর মধ্যেই তাঁর নিরলস সাধনার প্রকাশ ঘটেছে। নিজামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া শুরু করে জাহেরী বিদ্যার জ্ঞান অর্জন করে ইলমে বাতেনি জ্ঞান অম্বেষণ তার নিরলস সাধনার জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি অধিকাংশ সময় নির্জন জায়গায় যেয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করতেন এবং বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধকের কাছে পৌছে তাদের বরকত লাভ করতেন। দুঃখ ও অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে তিনি নিজামিয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেছিলেন। উচ্চ শিক্ষা লাভের সাথে সাথে আল্লাহর প্রেমে ডুবে যেতেন। দুনিয়ার সম্পদ ও বিষয়বস্তু তার মনকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে বিচ্যুৎ করতে পারেনি। বাহ্যিক আরাম আয়েশ ও সুখ সম্ভোগ তার মধ্যে দেখা যায়নি। ফলমূল, গাছের পাতা, নদীর পানির সাহায্যে ক্ষুধা নিবারণ করতেন। প্রায়ই তিনি খালি পায়ে ভ্রমণ করতেন। নিরবে নির্জনে বসে আল্লাহর ধ্যান ও কোরআন পাঠ করতেন। এবাদতে নিমগ্ন থাকাকে তিনি ভালবাসতেন। আল্লাহর জন্য প্রায়ই তিনি বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিতেন। এমনও দেখা গেছে নামাজে দাড়িয়ে তিনি কোরআন খতম করেছিলেন।

www.pathagar.com

তার সাধনা এমন পর্যায়ে পৌছে ছিল যে, অনেক অসম্ভব কাজ তিনি সম্ভব করেছেন। তিনি দূর্গম মরুভূমি ও জঙ্গলে শঙ্কাহীনভাবে চলাফেরা করতেন। দুনিয়ার লোভ তাকে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। মহান আল্লাহতাআলার এবাদতে তিনি এত বেশি নিমগ্ন হতেন যে, অনেক সময় রোনাজারির ভিতর কেটে যেত। কখনও তিনি বিকটভাবে চিৎকার শুরু করে দিতেন। তার এ ক্রন্দনের মর্ম বুঝতে না পেরে অনেকেই পাগল বলে চিকিৎসার পরামর্শ দিতেন। দুনিয়ার কোন চিকিৎসকই তার আসল রোগ ধরতে পারেনি। অবশেষে সবাই তাকে তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছিল।

মানুষের মধ্যে আল্লাহতাআলা দুইটি স্বভাবের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। একটি পাশবিক অর্থাৎ পশুর স্বভাব আর অন্যটি মানবিক অর্থাৎ ফেরেস্তার স্বভাব। কামনা বাসনা বা ভোজন স্পৃহা এগুলো পশুর স্বভাব। অবশ্য এগুলোর প্রায়োজন আছে মানব জীবনে। মানুষ প্রাণপন সাধনা করেও উক্ত স্বভাবের বিলুপ্তি করতে পারেনা। মানুষের কর্তব্য সে পরম চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা ঐ সমস্ত পশু স্বভাবকে সংযম ও নিয়ন্ত্রিত রাখা। যাতে কোনক্রমেই সীমা অতিক্রম করে অনিষ্টের কারণ হয়ে না দাড়ায়। যদি এ সমস্ত পশুপ্রবৃত্তি সীমা অতিক্রম করে তখন মানুষ পশুর স্তরে নেমে যায়।

মহান আল্লাহতাআলার নৈকট্য লাভের পথে দুইটি প্রধান বাধা আছে। তার একটি আভ্যন্তরীণ বা নফসে আম্মারা। নফসে আম্মারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এ ষড়রিপু। আর অন্যটি বাহিরের শত্রু তথা শয়তান। ষড়রিপু মানুষকে বিভিন্ন লোভ লালসা, আরাম আয়েশ সংসারের প্রতি আসক্ত করে তোলে। আর শয়তান মানুষকে কুপরামর্শ, প্রতারণা দ্বারা বিপথে চলানোর চেষ্টা করে। এ দুইটি বাধাই মানুষের পরকালীন কল্যাণের জন্য প্রধান অন্তরায়। এই দুইটা বাধাকে অতিক্রম করতে হলে কঠোর সংযম ও ত্যাগের মাধ্যমে সাধনা করতে হয়। বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) তাই করেছিলেন। তিনি একাধারে অনেকদিন অনাহারে কাটিয়েছেন, গাছের পাতা, ফলমূল খেয়ে নিজের দেহ ও মনের ওপর অনেক দুঃখ কষ্ট চাপিয়ে দিয়েছেন। সামান্য পরিমাণ সুখ শান্তির মধ্যেও জীবন অতিবাহিত করেননি। ইচ্ছা করলে তিনি ভাল পোশাক পরিচ্ছদ পরিধাণ এবং প্রচুর সুখ শান্তির মাঝে জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন কিন্তু সে পথ তিনি অবলম্বন না করে শুধু আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় কু-রিপু দমন ও শয়তানকে সম্পূর্ণ ভাবে দমনের জন্য এ রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন। মানুষকে তিনি কু-রিপু ও শয়তানের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের দৃষ্টান্ত শিখিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর পথে অগ্রগামী ব্যক্তির জন্য কু-রিপু শাসন ও শয়তান থেকে পরিত্রাণ লাভের সফলতা সম্ভব শুধু অনবদ্য সংযমশীলতার মাধ্যমে।

মহান আল্লাহতাআলাহ বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) কে যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কাঠোর সাধানার দ্বারা ধীরে ধীরে তিনি তার প্রস্তুতি পর্বের এক একটি ধাপ অতিক্রম করেছিলেন। এ পর্বের শেষ পর্যায়ে তিনি তখনও পৌছতে পারেননি। তাই অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একইভাবে তিনি সামনে চলেছেন। শিশুকাল থেকেই তার যে অজানা রহস্যালোক তথা রুহানী জগতের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। সে সুদূর জগত থেকে অদৃশ্য ধ্বনি তার কর্ণমূলে ভেসে আসত। কখনও রুহানী জগতের অনুপম নিদর্শনাবলি যেন তার সামনে ভেসে উঠত। আর তাই যত দ্রুত সম্ভব তিনি সেখানে ছুটে যাওয়ার জন্য পাগলের মত ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। সংসারের জঞ্জাল ও সমাজের আবর্জনা রাশি পেছনে রেখে তিনি অনন্তের সন্ধানে অধিক বেগে অগ্রসর হলেন। দিনের পর দিন তিনি কঠোর হতে কঠোরতর সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। নিজেকে এবার লৌহ অপেক্ষা কঠিন এবং মাটির অপেক্ষা সহনশীলরূপে গড়ে তুলে অভাবনীয় রূপে এবাদতে মনোনিবেশ করলেন। এখন আর তাঁর এবাদতে কোন সমাপ্তি নেই,

www.pathagar.com

একটানা একইভাবে চলতে থাকে। এমনিভাবে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হতে থাকল। কিন্তু তাঁর এ এবাদতে সামান্যতম বিরাম দেখা গেলনা। অবশেষে তিনি লোকালয় ত্যাগ করেন গভীর জঙ্গলে বাস করলেন। এসব স্থানে অনেক জ্বিন বসবাস করত। সে সব জ্বিনেরা বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর খাদেমে পরিণত হয়ে গেল। অনেক জ্বিন তার কাছে আনুগত্য গ্রহণ করে আখেরাতের পথ পরিস্কার করতে ব্যস্ত হয়ে গেল।

হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) বলেন, ইরানের বনজঙ্গলে আমি একা পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত করেছি। এ সময় আল্লাহর এবাদত ছাড়া অন্য কোন কাজ আমার ছিলনা। এ সময়ে বৎসরের পর বৎসর আমি এশার নামাজের অজু দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করেছি। অনেক রাত আমার এমনও গেছে নিদ্রা যাওয়া তো দূরের কথা এক পলকের জন্যও আমি চোখ বন্ধ করিনি। তন্দ্রার ভাব দেখা দিলে এক পায়ে দাড়িয়ে নামাজ শুরু করেছি এবং নামাজে সমস্ত কোরআন শরীফ খতম করেছি। এক রাত্রে নিদ্রার ভাবে আমার নফস আমাকে একটু কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল সামান্য বিশ্রামের পর তুমি পূর্ণ উদ্যমে এবাদতে মনোনিবেশ করতে পারবে। কিন্তু আমি মনের সে কুমন্ত্রণা ভ্রক্ষেপ না করে একইভাবে এবাদতে নিয়োজিত ছিলাম।

দীর্ঘ সময়ের এ কঠোর সাধনার পর বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর মধ্যে নতুন ভাবের উদয় হল। পশুস্বাভাব মানুষের সহজাত গুণ। তা তাঁর পবিত্র দেহ মন হতে সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেল। তাঁর মধ্যে এক মহাগাম্ভীর্য, সৌর্য্য ধৈর্যের এবং সহনশীলতার ভাব ফুটে উঠতে লাগল। তার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এক সুবিশাল মাধুর্যের রেখা বিকশিত হয়ে উঠল।

তারপর আমি তাওয়াক্কুলের স্থানে পৌছে গেলাম। এ পর্যায়ে আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার শক্তি ও মনোবল আমি অর্জন করলাম। আমার দৃঢ় মনোবল, নৈতিক পবিত্রতা ও নিরলস প্রচেষ্টা আমাকে কৃতজ্ঞতার পবিত্র দ্বার প্রান্তে পৌছে দিল। শুভ মুহূর্তে আল্লাহর স্বপ্ন দীদারও আমার ভাগ্যে হল। তখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই আমার চোখে দেখা যেত না। আমি অনুভব করলাম আমার চারদিকে একটি বিরাট শূন্যতা ও দারিদ্র বিরাজ করছে। কিন্তু যখন আমি সেই অসীম শূন্যতার পর্দা খুলে ফেললাম, তখন দেখতে পেলাম, সে জগৎ অতিশয় মনোরম, অনুপম, সুন্দর মনমুগ্ধকর। সে স্থানে চির শান্তির ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। পার্থিব জীবনের সকল শান্তি আমি ত্যাগ করেছিলাম, তা সবই সেখানে সমবেত আছে। এ পবিত্র মনজিলে পৌছে আমার নিরাশক্ত সম্ভব কামহীন স্বাধীকার অর্জিত হল ও আমি এ মহামূল্যবান সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারলাম।

যুগের সেরা মুফতী

তখনকার সকল আলেম সম্প্রদায় এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবিদ্যা বিষারদ ও প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। তাঁর যশ ও গৌরব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে দেশ বিদেশ হতে আলেম এবং জনসাধারণ মাসআলার সামাধান ও ফতোয়ার জন্য তাঁর কাছে আসত। সে যুগে মুফতী হিসেবে তার সমতুল্য কেহ ছিল না। তিনি মাদ্রাসায় নিয়মিত শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও ধর্মীয় অসংখ্য ধরনের প্রশ্নের জবাব ও ফতোয়া দান করতেন।

বড় ছেলে হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহাব (রাঃ) বলেন যে, আমার পিতা হযরত বড়পীর (রাঃ) ৫২৮ হিজরী হইতে ৫৬১ হিজরী সাল পযন্ত সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর শিক্ষাকতার সঙ্গে সঙ্গে ফতোয়া দান করতেন। মাসয়লা ও জটিল বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি কোন কিতাব

www.pathagar.com

দেখে ফতোয়া দিতেন না বরং প্রার্থীত বিষয় একবার দেখে নির্বিঘ্নে উত্তর লিখে দিতেন। আর তার ফতোয়া সর্ব শ্রেণীর আলেমগণই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতেন। ইমাম শাফেয়ী কিংবা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) এর মজহাব অনুসারে ফতোয়া দিতেন। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুফতী হিসেবে প্রসার লাভ করেন।

সামাকাওয়ালী

একদিন খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (রাঃ) তার তের বৎসর বয়স্ক খাদেম খাজা বখতিয়ার কাকী (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর দরবারে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলেন। বড়পীর বললেন- মঈনউদ্দিন! তোমার সাথে বালকটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, তার নাম কুতুব উদ্দিন। সে বাল্যকালেই আমার মুরীদ হয়েছে। এতে তিনি খুব খুশী হলেন এবং তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, আমি দোয়া করছি আল্লাহ যেন তোমাকে অনেক বড় ওলী করে এবং এর কর্মস্থল হবে দিল্লী শহরে। সত্যিই তার ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল। একবার বখতিয়ার কাকী (রাঃ) বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং অস্থিরভাবে পায়চারী করতে আরম্ভ করেন। তার এ অবস্থা দেখে বড়পীর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন -হে কাকী? তোমাকে আজ অস্থির দেখাচ্ছে কেন? উত্তরে তিনি বললেন, হুজুর! সামাকাওয়ালী ছাড়া সুস্থির ভাবে সময় কাটান আমার জন্য কষ্ট হয়। বড়পীর বললেন, আচ্ছা তোমাকে উহা সহিবার অনুমতি দিলাম। সে রাতেই সামা কাওয়ালীর ব্যবস্থা করা হল। এ অনুষ্ঠানে হযরত খাজা সাহেব গাইলেন-

নিশ্চয় রাসূলে খোদা পুরুষ প্রধান
ক্ষমাগুণে গুণান্বিত অতি মহিয়ান।

খাজা সাহেব সামাকাওয়ালী শেষ করা পর্যন্ত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) মাটিতে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘর্মাক্ত শরীরে থর থর করে কাঁপছেন। পরে এ প্রসঙ্গে তাঁকে জনৈক বুজর্গ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, খাজা সাহেবের সামাকাওয়ালীর সময় আমি লাঠি দিয়ে মাটিকে চেপে না ধরলে খাজার সামার শক্তির প্রভাবে সমস্ত মাটি কেঁপে ফেঁটে চৌচির হয়ে এবং ধ্বংশলীলা সংঘটিত হয়ে যেত।

যিকির

পাঁচটি স্তরে যিকির করা হয়-

১. যিকির জিসিম বা শারীরিক যিকির।
২. যিকির নাফস বা নাফসের যিকির।
৩. যিকির দিল বা দিলের যিকির।
৪. যিকিরে রুহু বা রুহের যিকির।
৫. যিকির শিররী।

১. **যিকিরে জিসিম ঃ** শারীরিক জিকির। যিকিরে রব্বানীও বলা হয়ে থাকে। এই যিকিরের প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে নফসে আম্মারার চারিত্রিক দোষসমূহ শরীয়ত নির্দেশিত চারিত্রিক গুণরাজিতে বিলীন হয়ে যায়।

২. **যিকিরে নফস ঃ** নফসের যিকির। একে যিকির ও ধ্যানের প্রাধান্য স্তরও বলা হয়ে থাকে। এ যিকিরের প্রাধান্য বিস্তারের মধ্যে নফসে লাওয়ামার বৈশিষ্ট্য নফসে খাহিসাত বা জৈবিক চাহিদা সম্ভাব্য প্রয়োজনের মাঝে বিলিন হয়ে যায়। এর ফলে শরীয়তের নির্দেশসমূহের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয় এবং নফসে মুনহিমের স্তর নির্দেশ প্রাপ্তির পদ্ধতিসমূহ তার কাছে পরিস্কার হয়ে যায়।

www.pathagar.com

৩. **যিকিরে দিল ঃ** দিলের যিকির। কালবীর প্রাধান্যের মাধ্যমে অস্তিত্বশীল সমূহের কাজ ও গুণাবলী প্রকৃত অস্তিত্বের অধিকারী সত্তা আল্লাহর কাজও গুনাবলিতে বিলিন হয়ে যাওয়া প্রতিটি বস্তুতে এবং প্রত্যেকটি কাজে শুধু আল্লাহর নূরের তাজাল্লী দেখা যায়। এবং সে নফসে মুতমাইন্নার স্তর মানসিক শান্তি লাভ করে থাকে।

৪. **যিকিরে রুহ্ ঃ** রুহের যিকির মুশাহাদাও বলা হয়ে থাকে। এ যিকিরের প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে সকল ধরনের আধিক্য আল্লাহর একত্বে বিলীন হয়ে যায়। এমনকি আল্লাহকে অন্বেষণকারীর সামনে আল্লাহর জাত দেখা ছাড়া আর কিছুই যেন থাকে না। এ স্তর মাকামে মুশাহাদা নামে গণ্য হয়ে থাকে।

৫. **যিকিরে শিররী ঃ** যিকিরে শিররী স্বাদ গহণ করার প্রতি লক্ষ্য থাকে না এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রতি বিরাগ ভাজন হয় একে যিকির সিররী বলা হয়ে থাকে। যিকিরে শিররীর প্রাধান্যের মাধ্যমে আল্লাহকে অন্বেষণকারীর নিজ সত্তাকে অনন্ত সত্তার মধ্যে বিলীন করে দেওয়া হল এ স্তরের কাজ। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই বিদ্যমান থাকে। নিজের সত্তার উপলব্ধি তার থাকে না। নিজের সত্তার উপলব্ধি যদি থাকে তবে ফানাইয়াত বা আত্মশীল হওয়ার ধ্যান নষ্ট হয়ে যাবে। এ স্তরে আল্লাহকে অন্বেষণকারী ব্যক্তি ফানাউল ফানা বা আত্ম বিলীনের ধারণা ও বিলীন হওয়ার স্তরে যেয়ে উপস্থিত হয়। তখন আত্মজ্ঞান বা অস্তিত্বের কোন বোধ আর থাকে না। লা-মা আল্লাহি ওয়াকতুন অর্থাৎ আল্লাহর সাথে আমার বিশেষ এক সময় রয়েছে-এ বাক্যটির দ্বারা ঐ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এ পর্যায়ে পৌছে যাওয়ার পর “মান রাআলী ফাকাদ রাআল হাল্লা” অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে দেখল সে অনন্তকেই দেখল - এ বাক্যটির পূর্ণ বিকাশ ঘটে থাকে।

এই অবস্থায় আপন লক্ষ্য ‘মায়র ইল্লাল্লাহ’ আল্লাহর দিকে যাত্রা এবং আপন ধ্যান “সায়র ফীল্লাহ” অনন্ত সত্তায় পরিভ্রমণ সব সমাপ্তির পর পরম লক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর প্রকাশই সকল সৃষ্টির মূল লক্ষ্য, এ কথার জ্ঞান অর্জন করতে পারে। তখন নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিলীন হয়ে যায়। এই স্তরে পৌছে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ) বলেছিলেন, ‘যতদিন আমি অংশি ছিলাম, ততদিন আমি দূরে ছিলাম। মহান আল্লাহতাআলাকে খুজে ফিরতাম কিন্তু শুধু নিজেকেই দেখতে পেতাম। এখন ত্রিশ বৎসর ধরে নিজেকে খোজ করি কিন্তু শুধু আল্লাহতাআলাকেই দেখতে পাই।’ এই উপলব্ধিয় নূর তাজাল্লী একবার মাত্র যদি কোনদিন বুঝতে পারে সে অলীয়ে কামেলে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু এ মরতবার প্রকাশ খুব সামান্যই ঘটে থাকে। কারো মতে সপ্তাহে দু এক মুহূর্ত বা দিনে দু এক মুহূর্ত বা দু তিন দিনে দু এক মুহূর্ত অথবা তার কম বেশি এ অবস্থার প্রকাশ হয়ে থাকে। এটা আরিফ বিল্লাহ বা আল্লাহর মারফত উত্তীর্ণ ব্যক্তির অবস্থার ওপর নির্ভর করে থাকে। যে স্তরের অবস্থা সে অনুসারেই তার মাঝে ফানায়াত বা সত্তা লীগ হওয়ার অবস্থার সৃষ্টি হবে। সাধারণ মানুষ সেগুলি উপলব্ধি করতে পারবে না।

চিশতীয়া তরীকা

চিশতিয়া তরীকার ইমাম ও কুতুব হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (রাঃ) ১১৪২ খ্রীঃ/৫৩৬ হিঃ সালে ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী জেলা সান্‌জারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ খাজা গিয়াসউদ্দীন পুত্রের ১৪ বছর বয়সেই ইন্তিকাল করেন। তিনি পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইনের বংশজাত সৈয়দ। তিনি ছোটকালে নিজস্ব ফলের বাগানে কাজ করতেন। এমনি একদিন তিনি তাঁর বাগানে একটি বৃক্ষ ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছেন; এমন সময় ফকীর ইব্রাহীম কান্দুসী তাঁর বাগানে এসে হাজির হলেন। খাজা সাহেব তাঁকে সসম্মানে বসালেন। শ্রদ্ধাভরে কিছু আঙ্গুরফল খেতে দিলেন। ফকীর সাহেব খেয়ে

www.pathagar.com

নিলেন এবং নিজের থলে (ঝুড়ি) থেকে কিছু ভূষী বা শুকনো খেজুর খাজা সাহেবকে দিয়ে বিদায় নিলেন। খাজা সাহেব যেইমাত্র চর্বিত খেজুরগুলো খেয়ে নিলেন, অমনি তার হৃদয়ে ঐশী প্রেমের আলো জ্বলে উঠল। তিনি এই আত্মিক অনুরাগ সহ্য করতে না পেরে তাঁর নিজের যা কিছু সম্পদ ছিল সব বিলিয়ে দিয়ে সমরকন্দ ও বোখারায় যেয়ে ইসলামী শিক্ষালয়ে ভর্তি হলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি এলমে তাসাউফ শিক্ষার জন্য খোরাসান গমন করেন। সেখান থেকে তিনি ইরাকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে নিশাপুরের অন্তর্গত হারুন নামক স্থানে গমন করেন। সেখানকার সুবিখ্যাত তাপস হযরত উসমান হারুনীর দরবারে যেয়ে হাজির হন এবং তাঁরই নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন অর্থাৎ মরীদ হন। ২০ বৎসর কাল অবধি তাঁরই সান্নিধ্যে জীবন কাটান। ইতিমধ্যে তিনি তরীকত সাধনায় সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত হন।

তারপর তিনি হজ্জব্রত পালন করেন। সেখান থেকে তিনি বিদায় নিয়ে মদীনায় যাত্রা করেন। মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রওজা মুবারকের নিকটে যেয়ে যখন তিনি বললেন ঃ "ওহে আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি সালাম।" অমনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) রওজা মোবারক থেকে তাঁর সালামের রুহানী জবাবে বললেন, "ওহে আমার উম্মতের প্রতিনিধি, তোমার প্রতিও আমার সালাম।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে স্বপ্নে হিন্দুস্থান এসে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। খাজা সাহেব মদীনা থেকে বিদায় নিয়ে বাগদাদ এসে পৌছলেন। বাগদাদ অবস্থানকালে হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) খাজা সাহেবের আধ্যাত্মিক উচ্চমর্যাদা দেখে মুগ্ধ হন। তাঁকে কাদিরিয়া তরীকার নিয়ম-অনুযায়ী কালমা-এ তাকওয়ার প্রকৃত শিক্ষা দান করেন। ৫৭ দিন পর্যন্ত খাজা সাহেব শেখ আবদুল কাদের জিলানীর সান্নিধ্যে কাটান। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বহু স্থান ভ্রমণ করেন এবং বহু ওলী-আল্লাহর সাহচর্য লাভ করেন। পরিশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশক্রমে ৪০ জন সূফী দরবেশসহ দিল্লী এসে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর প্রখ্যাত খলীফা খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকীকে দিল্লীতে রেখে ১১৯৩ খ্রষ্টাব্দে ৫১ বছর বয়সে আজমীর এসে উপস্থিত হন। তখন আজমীরের শাসনকর্তা ছিলেন মুসলিম বিদ্বেষী পৃথ্বিরাজ। তিনি জানতে পারেন যে একদল দরবেশ আনাসাগরের নিকটে আস্তানা করেছেন। আনাসাগর আজমীর শহরের নিকটে। পৃথ্বিরাজ সৈন্যবাহীনি পাঠিয়ে খাজা সাহেবকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন এবং আনাসাগরের পানি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে বলে। উত্তরে তিনি একজন সূফী দরবেশকে তাহার মাথা থেকে টুপি খুলে আনাসাগর থেকে টুপিভরে পানি আনতে বললেন। টুপিতে পানি ভরার সাথে সাথে সমগ্র আনাসাগর মরুভূমির মতো শুকিয়ে গেল। এমনকি প্রতিটি নারিকেল গাছের নারিকেলের পানিও শুকিয়ে গেল। তাছাড়াও মেয়েদের স্তনের দুধও শুকিয়ে গিয়েছিল। এরূপ অবস্থা দেখে পৃথ্বিরাজের মাতা যিনি আগুনের পূজা করতেন এবং তাহার সব শক্তিই খাজাসাহেবের আধ্যাতিক শক্তির কাছে নতি শিকার করে এবং অবশেষে তারা আনুগত্য শিকার করার পর টুপির পানি আনাসাগরে নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল। পরিশেষে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে পৃথ্বিরাজ ও ঐন্দ্রজালিক আজপালকে পরাজিত করেন। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে প্রায় ৯৫ লক্ষ অমুসলিমকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। তিনি ১২৩৬ খ্রীঃ/৬৩৩ হিঃ ৬ই রজব তারিখে ইন্তেকাল করেন। তাঁর অনুসৃত সাধনাকেই বলা হয় তরীকা-এ চিশতীয়া। ভারতের আজমীর শহরে মঈনউদ্দিন চিশতী (রাঃ) মাজার অবস্থিত। মাজারে কাওয়ালী, গজল, নাত ইত্যাদি প্রচলন আছে।

চিশতীয়া তরীকার সাধনা

আনাসির এ খামসা (পঞ্চভূত) চিশতীয়া তরীকার একটি বিশেষ সাধনা। এই তরীকাতে আব, আতশ, খাক, বাদ যথাক্রমে পানি, আগুন, মাটি, বায়ু এবং নূর (জ্যাতি) কে আনাসির এ খামসা

www.pathagar.com

বা পঞ্চভূত নামে অভিহিত করা হয়। সমুদয় সৃষ্টি জগতের মূল উৎস এই পঞ্চভূত। সমুদয় জড়বস্তু ও জড়দেহে (প্রাণিদেহে) আনাসির আধা বা চতুর্ভূত যেমন পানি, আগুন, মাটি ও বায়ুর সংমিশ্রন ঘটেছে। আর পঞ্চভূতের মূলে রয়েছে নূর বা এক জ্যোতির্ময় সত্তা।

নকতাবিহীন বারবর্ণ বিশিষ্ট কালামায়ে তাকওয়ার তাৎপর্য ও হাকীকতের পরিচিতি লাভই এই তরীকার প্রকৃত শিক্ষা। এই তরীকার যিকির করার নিয়ম, তাহাজ্জুত নামাজের পর চারজানু হয়ে আসনে বসে অতীত পাপের কথা স্বরণ করে ১১ বার আস্তাগফীর পাঠ করা। যিকিরের তাৎপর্য বুঝতে হলে আল্লাহর স্বরুপ বুঝতে হবে। সেইজন্য হযরত মঈনউদ্দীন চিশতী (রাঃ) তার 'মকতুবাতে খাজা' নামক বইতে হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীকে উপদেশ দিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করছে, জেনে রাখ, সে আল্লাহকে পায়নি এবং ইহাও জেনে রাখ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে পেয়েছেন তিনি আর কখনই আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করবেন না। যেমন তোমার কোন প্রিয়জনকে দূরে দেখতে পেলে ডাক দেবে, কিন্তু যখন সে তোমার অতি নিকটে তখন আর ডাক দেবার প্রশ্ন আসতে পারে না। অর্থাৎ যখন তুমি এবাদতের বহু উর্ধে এবং এবাদতের অনুষ্ঠানিকতা এখানেই শেষ। যদিও তোমার মধ্যে আল্লাহ্ প্রাপ্তির পর এবাদত করতে কেউ দেখে সেই এবাদত তোমার নিজের জন্য নয় পক্ষান্তরে এই এবাদত তোমার মুরীদানের শিক্ষা দেবার জন্য।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর বিভিন্ন রকম ওযীফা এবং মুরকাবা মুশাহিদার নিয়ম কানুনও প্রচলিত রয়েছে। সামা বা ঐশী প্রেমের গান গজলের প্রচলনও রয়েছে। কেননা, ঐশী প্রেমের সামা প্রেমিকের হৃদয় প্রেমাশক্তিতে ভরে উঠে। আশেকের মন প্রাণ খোদা প্রেমের আতিশয্যে আসক্ত হয়ে পড়ে। এই জন্যই কোন কোন আশেক সামাকে রুহানী গেযা বা আত্মার খাদ্য বলে অভিহিত করেছেন। চিল্লাকুশীর প্রচলনও রয়েছে। যেমন নির্জনে আল্লাহর প্রেমে ধ্যানমগ্ন থাকার নামই চিল্লাকুশী। জাগতিক সম্পর্ক, মায়া, মোহ ও মায়াজাল ছিন্ন করে মৃত্যের ন্যায় নির্জনে ৪০ দিন অথবা এর চেয়েও কম বা বেশী সময় পর্যন্ত আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকার নামই চিল্লাকুশী।

নকশবন্দিয়া তরীকা

নকশবন্দিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত শেখ খাজা মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন নকশবন্দ আল বুখারী (রাঃ)। তিনি এই তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম ও কুতুব ছিলেন। তিনি তুর্কীস্থানের অধিবাসী। ৭০৮ মতান্তরে ৭১৮ হিজরী সালে বোখারায় তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি তাঁর পিতা মোহাম্মদ আল-বোখারীর সাথে কারুকার্য খচিত নকশী কাপড় তৈরী করতেন। ১৮ বৎসর বয়সেই তিনি তাসাউফ শিক্ষায় দীক্ষা নেন। হযরত সৈয়দ আমীর কালাল (রাঃ) এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর দাদা পীর হযরত খাজা মোহাম্মদ বাবা শামমাসী (রাঃ)-ওর সাহচর্য লাভ করেন। কারো কারো মতে জানা যায় যে, তিনি হযরত বায়েজিত বুস্তামী কর্তৃক উদ্ভাবিত বা প্রতিষ্ঠিত তার্ফুরিয়া/তাইফুরিয়া তরীকারই একটি উপ-তরীকা নকশবন্দিয়া তরীকা। কাদিরিয়া তরীকার সাথেও নকশবন্দিয়া তরীকার যথেষ্ট মিল রয়েছে। তিনি শহুদিয়া তরীকাপন্থী সাধক ছিলেন। তাঁর তরীকামতে, তরীকতের চেয়ে শরীয়তের ওপরই অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়। তিনি যখন তরীকত সাধনার উচ্চমার্গে পদার্পণ করলেন, তরীকত সাধনায় তিনি যখন পরিপক্কতা অর্জন করলেন, তখন তিনি যেদিকেই তাকাতেন, সেদিকেই আল্লাহ শব্দটির অঙ্কিত প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠতো। সম্ভবতঃ এই থেকেই তাঁর উদ্ভাবিত তরীকার নাম হয় নকশবন্দিয়া তরীকা। অথবা তিনি নকশা-করা কাপড় তৈরী করতেন বলেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকার নামকরণ করা হয় নকশবন্দিয়া তরীকা। তাঁর বংশগত কারুকার্য পেশা থেকেও এই পদবী আসতে পারে। এই তরীকাপন্থী ভারতীয় আদি পুরুষ ছিলেন হযরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ (রাঃ) তিনিই

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম তুর্কিস্তান থেকে নকশবন্দিয়া সূফী মতবাদ ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। হযরত বাকী বিল্লাহ ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের দিল্লী নগরীতে ইন্তিকাল করেন। হযরত খাজা বাহা উদ্দীন নকশবন্দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুরু করে হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত সালমান ফার্সী প্রমুখের মাধ্যমে খেলাফত প্রাপ্তির চতুর্বিংশ বা ২৪ তম খলীফা ও ইমাম ছিলেন। তিনি ১৩৮৮ খ্রীঃ/ ৭৯২ হিঃ সালে বোখারায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাজার বোখারার 'কাসর-এ আরেকান' নামক স্থানে অবস্থিত।

মুজাদ্দেদিয়া তরীকা

মুজাদ্দেদিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ)। তিনি এই তরীকার প্রবর্তক বা সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম ও কুতুব। তাঁকে মুজাদ্দেদ-এ আলফেসানী এই অর্থেই বলা হয় যে, তিনি হিজরী দ্বিতীয় সহস্রের প্রারম্ভে হিজরী প্রথম সহস্র পেরিয়ে দ্বিতীয় সহস্রের সূচনা লগ্নে তাঁর সংস্কার কাজ শুরু হয়েছিল বলেই তাঁকে মুজাদ্দেদ-এ আলফেসানী বলা হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় সহস্রের সংস্কারক। তিনি ছিলেন এক অধ্যাত্মবাদী মহাপুরুষ। ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং তৎপুত্র সম্রাট আকবরের শাসন আমলে যেসব অনৈসলামিক কার্যকলাপ চলছিল, বিশেষ করে সম্রাট আকবরের দীনে ইলাহীর বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। তিনি নকশবন্দিয়া তরীকারও সংস্কার সাধন করেন। এসব সংস্কার সাধনের সংগ্রাম থেকেই তাঁকে মুজাদ্দেদ-এ আলফেসানী বলা হয়। তিনি অধ্যাত্মবাদী বিভিন্ন তরীকাসমূহের সংস্কার সাধন করেন। যেমন, কাদিরিয়া ও নকশবন্দিয়া তরীকাসমূহের যেসব সূফী-সাধক দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ও সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকার কোন কোন সূফী দরবেশ ওয়াহেদাতুল অজুদ বা অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এইসব সূফী মতবাদের মধ্যেও তিনি সমন্বয় ও সংস্কার সাধন করেন। তাঁর এই সংস্কার আন্দোলন হিজরী দ্বিতীয় সহস্রের প্রথম এবং খ্রীষ্টীয় ষোড়শ (১৬) শতাব্দীতে চলছিল বলেই তাঁকে মুজাদ্দেদ-এ আলফেসানী তথা 'দ্বিতীয় সহস্রের সংস্কারক' নামে অভিহিত করা হয়। মূলতঃ এই মুজাদ্দেদিয়া তরীকা নকশবন্দিয়া তরীকারই সংস্কৃত রূপ। প্রকৃতপ্রস্তাবে মুজাদ্দেদিয়া তরীকার ইমাম হযরত শেখ আহমদ সিরহিন্দ (রাঃ) নকশবন্দিয়া তরীকার ইমাম (প্রতিষ্ঠাতা) হযরত শেখ খাজা মোহাম্মদ বাহা উদ্দীন মোহাম্মদ নকশবন্দ-আল-বুখারী (রাঃ) এর-ই খলীফা বা তাঁরই মুরীদ ছিলেন।

মুজাদ্দেদিয়া তরীকার জনক হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দ (রাঃ) ১৫৬১ খ্রীঃ/৯৭১ হিঃ সালে ভারত বর্ষে পাঞ্জাবে সিরহিন্দ নামক স্থানে জন্মলাভ করেছেন বলেই তাঁকে সিরহিন্দ বলা হয়। তাঁর পিতা হযরত মাখদুম আবদুল আহাদ (রাঃ) একজন উচ্চস্তরের ওলী ছিলেন। হযরত আহমদ সিরহিন্দ এর সময় সারা ভারতবর্ষে এমন কি সমগ্র মুসলিম বিশ্বেই তখন অপসংস্কৃতির সময় চলছিল। অশিক্ষা-কুশিক্ষা-কুসংস্কারে জগত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ই ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং তার পুত্র সম্রাট আকবরের প্রচারিত দীনে এলাহী নামক ধর্মমতবাদ দ্বারা ইসলামী ধর্মমতবাদের ভিত্তিমূলে তীব্র আঘাত হানতে শুরু করছিল। হিন্দু বা সনাতন ধর্মের ন্যায় অবতারবাদে বিশ্বাস, চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি-মূর্তি প্রভৃতির পূজা-পার্বন অর্চনা, পুনর্জন্মে বিশ্বাস, রাজা-বাদশাহদের দর্শন বা সাক্ষাত মুহূর্তে আল্লাহ আকবার (সর্বশ্রেষ্ট আল্লাহ) বলে সম্বোধন করা, তাঁদেরকে সিজদাহ-প্রণাম-নমস্কার করা, বায়েজী-নর্তকী (লাস্য) ব্যভিচার-মদ্যপান গান-বাজনা প্রভৃতির উপভোগ বৈধ বলে বিশ্বাস করাই ছিল আকবরের প্রচারিত দীন-এ-এলাহীর বৈশিষ্ট্য। সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রচারিত দীনে এলাহীর সমর্থক কিছু আলেমও ছিলেন। তাঁরা ছিলেন রাজানুগৃহীত আলেম।

www.pathagar.com

সম্রাট আকবরের দীনে এলাহীর সমর্থক অর্থলোভী আলেমদের বিরুদ্ধেও হযরত সিরহিন্দকে লড়তে হয়েছিল। ফলে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময় বাদশাহ্ তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পেরে হযরত আহমদ সিরহিন্দকে কারামুক্ত করে দেন এবং তাঁর মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। এই ছিল রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে তাঁর সংস্কার সংগ্রাম। তাঁর এই সংগ্রাম যেমন ছিল ভ্রান্ত-সূফী-মতবাদের বিরুদ্ধে, তেমনই ছিল সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও। ওয়াহেদাতুল অজুদ বা সর্বেশ্বরবাদের স্থলে হামাউস্ত চিন্তাধারার বিকাশ ঘটতে শুরু করছিল। ঠিক এই সময়ই আহমদ সিরহিন্দের জেহাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। শরীয়ত বিরোধী সূফীমতবাদের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর এই সংস্কারমূলক সংগ্রাম। তিনি পবিত্র কোরআনে হাফেজ ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থাদিও রচনা করেন। আহাদের নিকট ১৭ বছর বয়সে চিশতিয়া তরীকায় দীক্ষা নেন। হযরত শাহ্ কামাল কায়াহিলী (রাঃ) এর নিকটও কাদিরিয়া তরীকামতে দীক্ষা নেন। হযরত ইয়াকুব চার্খী (রাঃ) এর নিকটও তিনি কুব্বাবিয়া তরীকা মতে শিক্ষা নেন। তাঁর বংশগত তরীকা ছিল সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকা। এই তরিকায়ও তিনি শিক্ষা নেন। পরিশেষে তিনি হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ এর নিকট নকশবন্দিয়া তরীকা মত দিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর নিকট থেকেই তিনি তরীকতে খেলাফত লাভ করেন। এই থেকেই নকশবন্দিয়া তরীকা মুজাদ্দেদিয়া তরীকা নামে অভিহিত হতে থাকে। তাঁর এই সংস্কার থেকেই নকশবন্দিয়া তরীকা মুজাদ্দেদিয়া তরীকা নামে অভিহিত হতে থাকে। তাঁর এই সংস্কার সাধনের ফল থেকেই নকশাবন্দিয়া তরীকা মুজাদ্দেদ আলফেসানীর নামানুসারে মুজাদ্দেদিয়া তরীকার বহুল প্রচার ঘটতে থাকে। তিনি ১৬২৪ খ্রীঃ/১০৩৪ হিঃ সালে ইন্তিকাল করেন। ভারতের পাঞ্জাবে সিরহিন্দ নামক স্থানে তাঁর মাজার রয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে শুরু করে শাজরা পরম্পরায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত সালমান ফার্সী প্রমূখের মাধ্যমে খেলাফত প্রাপ্তির বত্রিশ বা ৩২ তম খলীফা ও ইমাম ছিলেন। তিনি নকশবন্দিয়া তরীকার ইমাম ও খলীফা হযরত খাজা বাহা-উদ্দীন নকশবন্দ (রাঃ) থেকে পরম্পরায় খেলাফত প্রাপ্তির ৮ম কুতুব ও ইমাম ছিলেন।

মুজাদ্দিদ উপাধি লাভ

ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী হযরত শায়ক আহমদ সিরহিন্দী (রাঃ) স্বীয় মুর্শিদ হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রাঃ) এর নিকট থেকে নকশ্বন্দীয়া তরীকার শিক্ষা লাভ করার পর তাঁর নির্দেশে স্বাগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিপূর্বেই তাঁর সুখ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে চারদিক থেকে দলে দলে লোক তাঁর কাছে হাজির হয়ে বায়আত গ্রহণ করে।

এই সময় একদিন তিনি স্বীয় হুজরার মধ্যে ফজরের নামাজের পর মুরাকাবায় মশগুল আছেন। এমন সময় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) রুহানী ভাবে সমস্ত আম্বীয়া, অসংখ্য ফেরেস্তা এবং আউলিয়া ও গাউস-কুতুবদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং নিজ হাতে তাঁকে স্বীয় প্রতিনিধিত্বের প্রতীকস্বরূপ এক বিশেষ পোশাক পরিয়ে দেন এবং বলেন, 'শায়খ আহমদ! মুজাদ্দিদের প্রতিকস্বরূপ আমি তোমাকে এই পোশাক পরিয়ে দিলাম এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দের জন্যে তোমাকে আমার বিশেষ প্রতিনিধি মনোনীত করলাম। আমার উম্মতের দ্বীন-দুনিয়া তথা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব আজ থেকে তোমার ওপর ন্যস্ত করা হলো। এই ঘটনাটি ১০১০ হিজরীর ১০ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার ফজরের নামাজের সময় সংঘটিত হয়।

মুজাদ্দিদ

'মুজাদ্দিদ' আরবী শব্দ। এর অর্থ সংস্কারক। মানুষ যখন ধর্ম-বিমুখ হয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ও শয়তানের পথ অনুসরণ করে, জাতীয় ও নৈতিক জীবন যখন হয় কলুষিত, তখন তাদের সতর্ক

www.pathagar.com

করার জন্য আল্লাহতাআলা বিশেষ দায়িত্ব সহকারে তার প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এটাই চিরন্তন রীতি। নবুয়তের ধারা বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুগে যুগে নবী রাসূলদের আবির্ভাব হয়েছে। তারা সবাই পথহারা বিভ্রান্ত মানুষদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। নবুয়তের ধারা যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন নবী চরিত্রের যাবতীয় গুনাবলীর অধিকারী নায়েবে রাসূলদের ওপর সেই মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়।

মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফ-ই-সানী

'মুজাদ্দিদ' এর অর্থ সংস্কারক। 'আলকুন' অর্থ হাজার এবং 'সানী' অর্থ দ্বিতীয়। সুতরাং 'মজাদ্দিদ-ই-আল্ফ-ই-সানী' কথাটির অর্থ 'দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক।' ফিতনা-ফ্যাসাদপূর্ণ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফ-ই-সানী (রাঃ) বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করে ভারতবর্ষের তৎকালীন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন-ধারার সংস্কার সাধনে অগ্রসর হয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উম্মতের ওপর একবার পাঁচশো বৎসর পর, আবার এক হাজার বৎসর পর ভীষণ দুর্যোগ নেমে আসবে বলে তাঁর জীবদ্দশায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িতও হয়েছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পাঁচশো বৎসর পর মুসলিম জাহানে দেখা দেই বর্বর তাতারদের হামলা। তাতারী হামলার কবলে পড়ে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন আল্লাহতাআলা স্বীয় কুদরতে 'উসমানিয়া খিলাফত' প্রতিষ্ঠা করে তাদের দ্বারাই দ্বীন-ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব দেন।

বস্তুতঃ হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফ-ই-সানী (রাঃ) ই সেই মাহাপুরুষ যাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ একাদশ শতকের প্রারম্ভে আল্লাহতাআলাহ দুনিয়ার বুকে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি অত্যুজ্জ্বল 'নূর' স্বরূপ হবেন তাঁর নামকরণ করা হবে আমারই নামানুসারে। দুইজন স্বেচ্ছাচারী বাদশাহর যুগে তার আবির্ভাব হবে।

উপরোক্ত হাদীস শরীফে যে দুইজন স্বেচ্ছাচারী বাদশাহর কথা উল্লেখ রয়েছে, তাঁরা ছিলেন সম্রাট আকবর ও তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর। আকবরের শাসনামলে প্রকৃতপক্ষে হযরত মুজাদ্দিদ (রাঃ) এর সংস্কারমূলক কাজ আরম্ভ হয় এবং জাহাঙ্গীরের আমলে সেই কর্মসূচী পূর্ণতা লাভ করে।

আকবরের 'দীনে-ইলাহী'

শাহানশাহ্ আকবর দীনে-ইলাহী নামে যে ধর্মের প্রবর্তন করেন, তার রূপরেখা নিম্নরূপ ঃ

১) 'দীনে-ইলাহীর' মূলমন্ত্র ছিল - "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবারু খলীফাতুল্লাহ।" সম্রাট আকবরের সময় দুনিয়াদার আলেমদের চক্রান্তে এই মতবাদ এই মর্মে প্রসার লাভ করে যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রবর্তিত দ্বীন-ইসলামের মেয়াদ ছিল এক হাজার বৎসর। সেই এক হাজার বৎসর অতীত হওয়ায় দ্বীন-ইসলামের কার্যকারিতা লোপ পেয়ে গেছে। কাজেই নতুন ধর্মের মূল কালেমায় মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর স্থলে "আকবারু খলীফাতুল্লাহ" কথাটি সংযোজিত হলো।

২) দীনে-ইলাহী গ্রহণ করতে হলে সকলকে স্বীয় ধর্মমত পরিত্যাগ করতে হতো। যারা দীনে-ইলাহী গ্রহণ করতো, তাদেরকে 'চেলা' নামে অভিহিত করা হতো।

www.pathagar.com

৩) এই নতুন ধর্মের তাওহীদ ধ্যান-ধারণাকে নির্মূল করে তার পরিবর্তে সূর্য, নক্ষত্র, আগুন, পানি, বৃক্ষ, শুকর, বানর প্রভৃতির পূজা প্রবর্তিত হয়। শাহানশাহ আকবর নিজে প্রত্যহ ভোরে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় ও মধ্যরাত্রে এই চার ওয়াক্ত বাধ্যতামূলক ভাবে সূর্যের পূজা করতেন।

৪) ইসলামী আদায়ের অন্যতম প্রধান অংশ–আখিরাত বা পর-কালে বিশ্বাস করা। দীন-ইলাহী এই বিশ্বাসের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্য ও চানক্য সমাজের পুনর্জম্মবাদ বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে।

৫) ব্রাহ্মণ্যদের মনোরঞ্জনের জন্যে তিনি তাদের পরামর্শ অনুযায়ী স্বীয় মস্তকের মধ্যাংশ মুন্ডন করে চার পাশে চুল রেখে দিতেন।

৬) দীনে-ইলাহীর ভক্তদের এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো যে, তারা যেনো প্রত্যেকে নিজ নিজ চিঠি-পত্রের শিরোনামে আল্লাহ নামের সাথে 'আকবর' নামটিও লেখে। অন্যথায় দন্ডণীয় হবে।

৭) দীনে-ইলাহীর চেলাদের জন্যে একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ হলে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' এর পরিবর্তে "আল্লাহু আকবর" এবং এর উত্তরে "জাল্লা জালালুহু মা আকবারা শানুহু" বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো।

৮) দীনে-ইলাহীর অনুসারী কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার মাথা পূর্বাদিকে এবং পা পশ্চিম দিকে রেখে তাকে দাফন করা হতো।

৯) মৃত্যুকে দাফন করার পর, তার কবরে সূর্যের আলো প্রবেশ করার উপযোগী একটি জানালা রাখা হতো।

১০) বাদশাহ আকবরের রাষ্ট্রীয় বিধান ছিলো ঃ যে সকল যুবতী নারী রাস্তায় কিংবা বাজারে বের হবে, তাদের চেহারা অবশ্যই খোলা রাখতে হবে।

১১) বিয়ে সম্পর্কে আকবর শাহী আইন জারী করেন যে, কেউ তার চাচাতো, খালাতো বোনকে বিয়ে করতে পারবে না এবং ১৬ বৎসর বয়সের পূর্বে কোন ছেলেকে এবং ১৪ বৎসর বয়সের পূর্বে কোন মেয়েকে বিয়ে দেওয়া চলবে না।

১২) রাজুত মেয়েদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাদশাহ আকবরের সর্বপ্রথম দাড়ি কামানোর খেয়াল হয়।

১৩) তার ধর্মমতে মদ খাওয়া হালাল ছিল।

১৪) আল্লাহর আইনে যে সূদ ও জুয়া চিরতরে নিষিদ্ধ, শাহানশাহ্ আকবর তাকে বৈধ ঘোষণা করেন।

১৫) আকবরের রাষ্ট্রীয় বিধানমতে ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি সম্পূর্ণ বৈধ ছিল।

১৬) দীনে-ইলাহীর অন্তর্ভুক্ত অন্যতম বিধান ছিল যে, দ্বীন-ইসলামে শুকর, কুকুর প্রভৃতি যেগুলো অপবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে, এযুগে তা অচল।

এবাদত বন্দেগী

কুতুবে আলম, ইমামের রাব্বানী, হযরত মুজাদ্দিদ ই-আল্‌ফ-ই-সানী (রাঃ) এতো অধিক সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অধিকাংশ সময় আল্লাহর এবাদতে ব্যয় করতেন এবং এতেই শান্তি পেতেন। অন্যান্য এবাদতের তুলনায় তিনি নফল নামাজকে অধিক প্রাধান্য দিতেন। শেষ পর্যন্ত একই সময়ের নফল নামাজে সমগ্র কোরআন শরীফ খতম করা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

অজীফা

হযরত মুজাদ্দিদ (রাঃ) প্রত্যহ নিয়মিত জোহরের নামাজের পর এবং কখনও কখনও এশার নামাজের পরে 'রিসালায়ে সালত্' নামক একটি কিতাব এবং হযরত গাওসুল আজম (রাঃ) এর অজীফা পাঠ করতেন।

www.pathagar.com

নামাজের ধরণ

হযরত মুজাদ্দিদ (রাঃ) নামাজের নিয়্যত করার সময় উভয় হাতের বুড়ো আঙ্গুল কানের লতি পর্যন্ত নিয়ে যেতেন এবং হাতের আঙ্গুলগুলোকে খোলা ও ছড়ানো না রাখা অবস্থায় কিবলামূখী করতেন এবং আল্লাহু আকবার বলে হাত নীচে এনে নাভীর নীচে ডান হাতটি বাম হাতের ওপর এমনভাবে রাখতেন যেন ডান হাতের কনিষ্ঠ ও বুড়ো আঙ্গুল উভয়ে মিলে বাম হাতের কজ্বিকে বেড় দিয়ে ধরে একটি বৃত্ত হয় এবং বাকী তিনটি আঙ্গুল কজ্বির ওপরে থাকে। দাঁড়ানোর সময় তিনি উভয় পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ দূরত্ব রাখতেন এবং দুই পায়ের কোনটিকে আরাম না দিয়ে উভয় পায়ের ওপর সমান ভাবে ভর দিতেন এবং তিনি দাড়ানোর সময় সিজদাহর জায়গায় দৃষ্টি নিবন্ধ রাখতেন। তিনি তজবীদ বা অর্থের দিকে গভীর ভাবে লক্ষ্য রেখে কিরআত পড়তেন। অতঃপর তিনি তাকবীর বলে রুকূতে যেতেন এবং পায়ের পাতার দিকে লক্ষ রেখে মাথাকে পিঠের সমান্তরাল রাখতেন। আঙ্গুলগুলোকে খুলে তিনি সজোরে হাঁটু ধরে রাখতেন, যেন কোন রকমে হাঁটু বাকা না হয়। এরপর দাড়িয়ে তিনি বসবার তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করতেন এবং একা হলেও 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলতেন। তিনি উভয় সিজদাহর মধ্যে এক তসবীহ পরিমাণ বসতেন এবং সিজদাহর মধ্যে নাকের অগ্র-ভাগের দিকে দৃষ্টি রাখতেন। সিজদাহর সময় তিনি সমস্ত শরীরের ওপর সমান ভাবে ভর দিতেন। তাশাহুদের মধ্যে উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলোকে তিনি কিবলামূখী রাখতেন। সঙ্গীরা নামাজের মধ্যে তাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। এমন কি অনেকে তার নামাজ পড়া দেখে আত্মহারা হয়ে যেতেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (রাঃ) কোন সময় তাশাহুদে শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন না। তিনি কখনও তারাবীহ ও কুসূফের (সূর্যগ্রহণকালীন নামাজ) নামাজ ব্যতিরেকে, অন্য নফল নামাজ জামায়াতের সাথে পড়তেন না এবং তিনি 'খসূফের নামাজ' (চন্দ্র গ্রহণকালীন নামাজ) একাকী আদায় করতেন।

তিনি সকলের পিছনে নামাজ আদায় করা সঠিক মনে করতেন এবং প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়তেন। তিনি রোগীর সেবা করতেন এবং কবর জিয়ারতের জন্যেও গমন করতেন। তিনি কবরে চুমা দিতে নিষেধ করতেন, কিন্তু কবরবাসীকে উপলক্ষ বানিয়ে আল্লাহতাআলার নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা সঠিক মনে করতেন। তিনি সজোরে যিকির করতে নিষেধ করতেন। তিনি শরীয়তের সামান্যতম ভুল মেনে নিতেন না এবং বলতেন ঃ "হাল (অথাৎ কাল্ব ও রুহের ওপর আল্লাহতাআলার তরফ থেকে প্রকাশিত অবস্থা) শরীয়তের অধীন, কিন্তু শরীয়ত হালের অধীন নয়।" তিনি আরও বলতেন ঃ "অপরিপক্ক দরবেশদের ব্যাপারে আমি আশ্চার্য যে, তাঁরা কাশফের ওপর ভরসা করে শরীয়তের খেলাফ কাজ করেন। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)ও যদি এই সময় জীবিত থাকতেন তাহলে তিনিও শরীয়তে মোহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ করতেন। হযরত ঈসা (আঃ) যিনি পুনরায় আসমান থেকে অবতরণ করবেন, তিনিও শরীয়তে মোহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ করবেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (রাঃ) নকশবন্দীয়া তরীকাকে সমস্ত তরীকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন এবং বলতেন, "অন্যান্য তরীকায় যে সমস্ত নিয়ামত শেষ পর্যায়ে পাওয়া যায়, এই তরীকায় সেসব নেয়ামত প্রারম্ভেই পাওয়া যায়। তিনি সহীহ বুখারী শরীফ, মিশকাত শরীফ, হিদায়া, শরহে মাওয়াকিফ, (আকীদামূলক কিতাব) ইত্যাদি পড়তেন এবং বলতেন ঃ "ইলমে জাহির অর্জন করা সূফীদের জানার অগ্রগণ্য।" তিনি নামাজ, রোজা ইত্যাদি ইসলামের জরুরী মাসওলাগুলো শিক্ষা

www.pathagar.com

করা ফরজ মনে করতেন। তিনি সুন্নাত অনুমোদিত দিনগুলোতে সফর করতেন, কিন্তু কোন ঘন্টা বা মিনিটে রওয়ানা হওয়া খারাপ মনে করতেন। তিনি আলহামদু লিল্লাহ্ ও অস্তাগফিরুল্লাহ খুব বেশী করে পড়তেন এবং তিনি আপদ-বিপদকে বাতিনী উন্নতির উপলক্ষ বলে মনে করতেন।

ফজরের নামাজ

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী (রাঃ) ভোর হওয়ার পূর্বে জাগ্রত হতেন এবং নতুনভাবে অজু করে গৃহে সুন্নাত নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর তিনি কিবলামূখী হয়ে ডান হস্ত ডান গন্ডের নিম্নে স্থাপন করে শুয়ে পড়তেন এবং পরে উঠে মসজিদের দিকে অগ্রসর হতেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি এরূপ অভ্যাস পরিত্যাগ করেন। এরপর তিনি আউয়াল (বা প্রথম) ওয়াক্ত বহু লোকের সাথে জামায়াতে নামাজ আদায় করতেন এবং তেওয়ালে 'মোফাস্সাল' বা দীর্ঘ কিরআত পড়তেন।

হালকায়ে যিকিরের মজলিস

এর পর তিনি সঙ্গীদের সাথে যিকিরের হালকা ও মুরাকাবা করতেন এবং সুর্য এক নেয্য পরিমাণ উর্দ্ধে ওঠা পর্যন্ত এই কাজে নিমগ্ন থাকতেন। হালকার মধ্যে কোন কোন সময় তিনি হাফেজ সাহেবের দ্বারা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত শুনতেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (রাঃ) এর মজলিসে কোরআন পাক ও হাদীস শরীফের অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ ওয়াজ-নছীহতের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো। অনেক হাফেজে কোরআন ও কারী সাহেব কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করে শোনাতেন।

ইশ্‌রাক, ইস্তিখারা ও আউয়াবীনের নামাজ

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী (রাঃ) দুই রাকায়াত ইশরাকের নামাজ পড়তেন। তিনি এই নামাজের প্রথম রাকায়াতে সূরায়ে ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী ও সুরায়ে ইয়াসিন পড়তেন। তারপর দুই রাকায়াত নামাজ ইস্তিখারার নিয়্যতে পড়তেন। এই নামাজে কোন সময় তিনি প্রথম রাকায়াতে সূরায়ে কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরায়ে ইখলাস এবং কোন কোন সময় প্রথম রাকায়াতে সূরায়ে আলা, 'সূরায়ে ইনশিরাহ' ও 'সূরায়ে কাফিরুন' এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে 'সূরায়ে ইখলাস' তাশাহুদের পরে দরূদ ও ইস্তিগফার এইভাবে পড়তেন।

এর পর তিনি ইস্তিখারার দোয়া পড়তেন ।
হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী (রাঃ) মাগরিবের নামাজের পর আউয়াবীনের নামাজের পরেও ইস্তিখারার দোয়া পড়তেন। তিনি ইশরাকের নামাজের পর দোয়া পাঠ করতেন।

চাশতের নামাজ

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী (রাঃ) চাশতের আট রাকায়াত নামাজ আদায় করতেন এবং প্রথমে আদায়কৃত চার রাকায়াতের অতিরিক্ত। বস্তুতঃ তিনি চাশতের জন্যে বার রাকায়াত নামাজই আদায় করতেন। অবশ্য কখনও কখনও তিনি সময়ের স্বল্পতা হেতু ইশরাকের সময়ে পড়া চার রাকায়াত বা দুই রাকায়াত নামাজকেই যথেষ্ট মনে করতেন। তিনি চাশতের নামাজে সূরায়ে ফাতিহার পর সূরায়ে আলা, সূরায়ে শাম্স, সূরায়ে লায়ল, সূরায়ে আদ্দোহা এবং চার কুল পড়তেন। প্রথমত ঃ তিনি অধিকাংশ সময়ে তাহাজ্জুদ, চাশত ও জাওয়ালের নামাজে সূরায়ে ইয়াসিন বারবার পাঠ করতেন এমন কি কোন কোন সময় এই সূরা রাত দিন ৮০ বার পড়বারও তাঁর সুযোগ ঘটতো। তিনি অধিকাংশ সময়ে চাশতের নামাজ নিজ ঘরে আদায় করতেন।

www.pathagar.com

জোহরের নামাজ

অতঃপর তিনি জোহরের চার রাকায়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়তেন এবং একামতের পর স্বয়ং ইমাম হয়ে জোহরের ফরজ নামাজ আদায় করতেন। তিনি নামাজে লম্বা কিরআত পড়তেন এবং নামাজ শেষ হওয়ার পর দোয়া পড়তেন।

দোয়া পড়েই তিনি সোজা হয়ে যেতেন এবং এর পর তিনি চার রাকায়াত সুন্নাত যায়েদ (বা অতিরিক্ত সুন্নাত) পড়তেন। অতঃপর তিনি জোহরের নামাজের পরে দোয়া মাসুরা পড়তেন।

হালকায়ে যিকির, তাওয়াজ্জুদ, তালীমে-দীন, আছরের নামাজ এবং খত্মে খাজেগান

অতঃপর হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী (রাঃ) লোকদের প্রতি মোতাওয়াজ্জাহ্ হতেন এবং তাদের সাথে হালকায়ে যিকিরে বসতেন। অতঃপর হাফিজ সাহেব কোরআন শরীফ পাঠ করতেন। তিনি মুরীদদেরকে মুরাকাবা করাতেন। প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর তিনি নতুন ভাবে অজু করে আছরের চার রাকায়াত সুন্নাত নামাজ আদায় করতেন এবং বড়ো জামায়াতের সাথে স্বয়ং ইমামতী করে আছরের ফরজ নামাজ আদায় করতেন। আছরের নামাজের ওয়াক্তের দোয়া মাসুরা পড়ে লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলতেন। তাঁর মুরীদরা এ সময় থেকে খতমে খাজেগান পড়তেন ও হালকা করতেন। হাফিজ সাহেব কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন এবং তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা মুরাকাবা করতেন।

মাগরীব ও আওয়াবীনের নামাজ

তিনি প্রথম ওয়াক্তে মাগরিবের নামাজ আদায় করতেন এবং ফরজ নামাজ আদায়ের পর দোয়া পড়তেন। মাগরিবের সুন্নাত ও নফল আদায় করার পর তিনি চার অথবা কোন কোন সময় ছয় রাকায়াত আওয়াবীনের নামাজ পড়তেন। এই নামাজে তিনি অধিকাংশ সময় সূরায়ে ওয়াকিয়াহ্ ও সূরায়ে ইখলাস পাঠ করতেন।

এশা ও বিতর নামাজ

আকাশ থেকে সাদা আভা দূর হওয়ার পর তিনি এশার নামাজের জন্যে মসজিদে গমন করতেন। প্রথমে দুই রাকায়াত 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' পড়তেন। তারপর তিনি চার রাকায়াত বা দুই রাকায়াত সুন্নাত আদায় করতেন। অতপর তিনি চার রাকায়াত ফরজ আদায় করতেন এবং দোয়া পড়া ব্যতিরেখে পূর্বের দোয়া 'আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালাম' পড়ে উঠে দাড়াতেন এবং দুই রাকায়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাজ পড়তেন। তারপর তিনি চার রাকায়াত মোস্তাহাব নামাজ পড়তেন এবং সব শেষে বিতরের নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর তিনি সূরায়ে আলিফ-লাম-মিম সিজদাহ্ পড়তেন। তিনি কখনও কখনও ফরজের পরে চার রাকায়াতের মধ্যে সূরায়ে সিজদাহ্, সূরায়ে তাবারাকাল্লাযী, সূরায়ে কাফিরুন ও সূরায়ে এখলাস পড়তেন। এরপর তিনি দুই রাকায়াত নামাজ বসে পড়তেন, তিনি দুই রাকায়াত নামাজ পড়তেন, যার প্রথম রাকায়াতে 'সূরায়ে যিলযাল' এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে 'সূরায়ে কাফিরুন' পড়তেন।

তাহাজ্জুদ নামাজ ও মুরাকাবা

তিনি উত্তম পোষাক পরিধাণ করতেন এবং পূর্ণ সৌন্দর্য ও একাগ্রতার সাথে নামাজে মনোনিবেশ করতেন এবং হালকা ভাবে দুই রাকায়াত নামাজ পড়তেন। অতঃপর তিনি তাহাজ্জুদের অবশিষ্ট নামাজ দীর্ঘ কিরআতের সাথে আদায় করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি কোরআন শরীফ এর দুই-তিন পারা পড়তেন এবং সময় সময় তার হুযুরী অবস্থা বেশী হওয়ার কারনে অর্ধ-রাত্রি থেকে ভোর পর্যন্ত এক রাকায়াতেই অতিবাহিত করতেন। এই অবস্থায় খাদেম কর্তৃক ভোর হয়ে

www.pathagar.com

যাওয়ার আজান শ্রবণ করে তিনি দ্বিতীয় রাকায়াত হালকা ভাবে আদায় করে সালাম ফিরাতেন। এর পরবর্তী দুই রাকায়াত দীর্ঘ কিরআতের সাথে আদায় করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাকায়াত প্রথম রাকায়াত অপেক্ষা কম দীর্ঘ সময় আদায় করতেন। এই নিয়মে পরবর্তী রাকায়াতগুলোও আদায় করতেন। এর পর রাত্রির প্রথম ভাগে বিতর নামাজ না পড়ে থাকলে তিন রাকায়াত বিতর নামাজ পড়তেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (রাঃ) অধিকাংশ সময় বার রাকায়াত তাজাজ্জুদের নামাজ পড়তেন এবং কখনও কখনও আট কি দশ রাকায়াতও পড়তেন।

এরপর ভোর পর্যন্ত তিনি মুরাকাবা করতেন বা 'কালিমায়ে তাইয়্যেবা' পড়তে থাকতেন, অথবা তিনি ভোরের পূর্বে সুন্নাতে নবীর অনুকরণে কিছুক্ষণ ঘুমাতেন, যেন দুই নিদ্রার মাঝখানে তাহাজ্জুদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

সুন্নী মতবাদ

আমলের ভিত্তি 'আকীদা' বা বিশ্বাস। সুতরাং বিশ্বাস সঠিক না হলে আমল কিছুতেই নির্ভুল হতে পারে না। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর উম্মত যে শেষ যামানায় তিন কুড়ি তের যেমন ৭৩ ফিরকায় অর্থাৎ দল-উপদলে বিভক্ত হবে, তন্মেধ্যে মাত্র এক ফিরকা জান্নাতী, আর সব জাহান্নামের উপযোগী হবে বিশ্বাসগত ত্রুটি ও ভ্রান্তিই এর মূল কারণ। বিশ্বাসগত পার্থক্যের জন্যই এক আল্লাহ বিশ্বাসী এক রাসূলের উম্মত এক কোরআনের অনুসারী মুসলমানরা শীয়া, সুন্নী, মুতাযিলা, কাদরিয়া, জাবরিয়া, ইমামীয়া প্রভৃতি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেক দলের মধ্যে আবার বহু উপদলও আছে। এমতাবস্থায়, সঠিক ও সত্যাশ্রয়ী দল কোনটি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে না পারলে ভ্রান্ত দলের সাথে মিশে নিজের সর্বনাশ সাধনের আশঙ্কা রয়েছে।

এই জন্যে সমগ্র মুসলিম জাহানের সমস্ত হাক্কানী আলেম উলামাবৃন্দ ও বাতিনী জ্ঞানসমৃদ্ধ বুজর্গগণ সকলেই একমত যে, "আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতই" সেই সত্যানুসারী দল, যাদের সত্যনিষ্ঠার সাক্ষ্য স্বয়ং নবীয়ে করীম (সাঃ) দিয়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই জামায়াতের সদস্যরাও 'সুন্নী' নামে অভিহিত। ইমামে রাব্বানী হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী (রাঃ) দেখলেন, মুসলমানরা বিশেষতঃ ভারত- বর্ষের মুসলিম সমাজ বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে রয়েছে, অথচ সকলেই একই ধর্মের অনুসারী। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলই নিজেদের দলীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধ পরিকর। ফলে ফিরকাপন্থী ও আত্তকোন্দলের অভিশাপে পড়ে তারা ধবংসের মুখোমুখী এসে দাড়িয়েছে। মুসলমানদের এই বিশ্বাসগত পার্থক্য দূর করা তথা সকলকে সুন্নী মতবাদের যথার্থতা বুঝানোর জন্য হযরত মুজাদ্দিদ (রাঃ) বাণী ও বিবৃতি প্রত্যয় চিঠি পত্রের আদান-প্রদান ও সভা-সমিতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে সুন্নী মতবাদ এই উপমহাদেশে দৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকা

এই তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা হযরত শিহাব উদ্দীন আবু আমর ওমর বিন আবদুল্লাহ আল-সুহরাওয়ার্দী (রাঃ)। এই তরীকা মূলতঃ কাদিরিয়া তরীকা থেকেই উদ্ভূত বা বিভক্ত একটি উপ-তরীকা। পাক-ভারত উপমহাদেশে এই তরীকার আদি পুরুষ ছিলেন হযরত শেখ বাহা উদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (রাঃ)। তিনি ছিলেন হযরত শেখ শিহাব উদ্দীন আবু আমর ওমর বিন্ আবদুল্লাহ আল-সুহরাওয়াদীর প্রধান মূরীদ ও খলীফা। তিনি ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুলতানে জন্মগ্রহণ

www.pathagar.com

করেন এবং সেখানেই তিনি ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। এই তরীকার জনক বা প্রখ্যাত ইমাম হযরত শেখ শিহাব উদ্দীন আবু আমর ওমর বিন আবদুল্লাহ আল-সুহরাওয়ার্দির প্রধান ৭০ জন শিষ্যের কবরস্থান দেবগাঁও -এ রয়েছে। সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শিহাব উদ্দীন আবু আমর ওমর বিন আবদুল্লাহ আল-সুহরাওয়ার্দীর পিতা হযরত আবু নাসিরও একজন প্রখ্যাত কামেল পীর ছিলেন। হযরত শিহাব উদ্দীন (রাঃ) হযরত শেখ শাদী (রাঃ) এর উস্তাদ ছিলেন। সুহরাওয়ার্দিয়া তরীকা মূলতঃ কাদিরিয়া তরীকা থেকে উদ্ভূত একটি উপ-তরীকা। এই তরীকার নিয়ম অনেকটা কাদিরিয়া তরীকার মতই।

কলন্দরিয়া তরীকা

এই তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পানিপথ নিবাসী হযরত শাহ্ বু-আলী কলন্দর (রাঃ)। তাঁর মৃত্যু হয় ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এই তরীকার প্রসার সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বজাতীয় তরীকাপন্থী সূফী-দরবেশগণ কলন্দর নামে অভিহিত হতে থাকেন। তখনকার প্রতিটি সূফী দরবেশের বেলায় ‘কলন্দর’ শব্দটি একটি আখ্যায় পরিণত হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন যে, কলন্দরিয়া কোন নতুন তরীকার নাম নয়; বরং ইহা চিশতিয়া তরীকা থেকেই উদ্ভূত একটি উপ-তরীকা। আবার কেউ কেউ এই তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন স্পেনের হযরত শেখ ইউসুফ (রাঃ)-কে। আবার কেউ কেউ এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন পারস্যের হযরত শেখ জালাল উদ্দীন বু-আলী কলন্দর (রাঃ)-কে। ভারতবর্ষে এই তরীকার প্রবক্তা ছিলেন হযরত শারফ উদ্দীন বু-আলী কলন্দর (রাঃ)। এই তরীকাভুক্ত কোন কোন পীর-ফকীর তাঁদের হাতে পায়ে লোহার চুড়ি বা রিং পরিধাণ করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের চুল, দাড়ি, ও গোঁফ সব কেটে ফেলেন। আবার তাঁদের কেউ কেউ চুল-দাড়ি-গোফ কোন দিনও কাটেন না।

মৌলবীয়া তরীকা

এই তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (রাঃ)। তুরস্কে এই তরীকার উদ্ভব ঘটেছিল। তুরস্কের উসমানিয়া খলীফাদের শাসন আমলে এই তরীকা একটি শক্তিশালী তরীকায় পরিগণিত হয়েছিল। এই তরীকামতে ইসলামী সামা বা ঐশী প্রেমের গান-গজলের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সামা ও যিকিরের তালে তালে মৌলবীয়া সূফী সম্প্রদায়ের সূফী-সাধকগণ জযবাহর হালাতে ঐশী প্রেমের তাড়নায় নাচতে থাকেন। এই তরীকার প্রধান প্রধান পীর মুর্শিদগণ কুনিয়ায় অবস্থান করতেন। মধ্যপ্রাচ্যের প্রত্যেক সুলতান বা খলীফা শাসিত মুসলিম দেশসমূহের নতুন সুলতান বা খলীফাদের কটিবন্ধে তাঁরা তলোয়ার বেঁধে দিতেন।

সাত্তারিয়া তরীকা

এই তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত শেখ আবদুল্লাহ (রাঃ-১৪১৫ খ্রীঃ)। এই তরীকার মুলনীতিগুলো যেমন- (১) ফানাবাদ তথা আত্মবিলোপন নয়, বরঞ্চ আত্মচেতন ও আত্মস্বীকৃতির ওপর রয়েছে আল্লাহপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। (২) মুরাকাবা তথা ধ্যানে কখনো দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না; এবং তা দ্বারা পরম সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। (৩) অস্তিত্ববোধ লাভ করার পর তাওহীদের একত্বাধীন নেতৃত্বে বাস করাই প্রকৃত সূফীধর্ম ও সূফীকর্ম। (৪) তাযকিয়ায়ে নফস তথা পাশব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আত্মশুদ্ধি বা আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা নিরর্থক। (৫) একত্ববাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম কখনো দ্বৈতবাদ স্বীকার করে না। ফানাবাদের প্রেক্ষাপটে বা পরিপ্রেক্ষিতে দ্বৈতবাদকে স্বীকার করতে হয় বলেই সাত্তারিয়া তরীকায় ফানাবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

www.pathagar.com

সেনুসিয়া তরীকা
এই তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত শেখ মোহাম্মদ ইবনে আলী আল-সানুসী (রাঃ-১৮৩৭)। সেনুসিয়া তরীকা মূলতঃ কাদিরিয়া তরীকা থেকেই উদ্ভূত একটি উপ-তরীকা। এই তরীকাপন্থী ভক্তগণ মালেকী মাযহাবের অনুসারী। নৈতিক চরিত্র গঠন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এই তরীকার অভিষ্ট লক্ষ্য।

হাতিমিয়া তরীকা
এই তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত শায়খুল আকবর মহী উদ্দীন ইবনুলল আরাবী (রাঃ)। এই তরীকা মূলতঃ কাদিরিয়া তরীকা থেকেই উদ্ভূত একটি উপ-তরীকা। এই তরীকার মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ নামে অভিহিত করে থাকলেও মূলতঃ ইহা পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় সর্বেশ্বরবাদ নয় কখনও ; বরং ইহা সর্বধরেশ্বেরবাদ নামে আখ্যায়িত। এই তরীকার মতবাদ অনুযায়ী স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিরাজ্যের সর্বত্র বিরাজমান। স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি নেই। এই অর্থেই স্রষ্টা সবসৃষ্টির মূল।

'ফকীর' শব্দের মর্মভেদ
হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "ফকীরী আমার গৌরব। আর আমি এজন্য অধিকতর গৌরববোধ করে থাকি।" 'ফকীর' শব্দের অর্থ দারিদ্র নয়, বরং আল্লাহর প্রেমে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া। সত্যিকার ফকীরগণ প্রেমময়ের প্রেমে পড়ে জাগতিক ধন, ঐশ্বর্য্য ও মান-সম্মান হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন বলেই তাঁদের ফকীর বলা হয়। এইরূপ ফকীরী লাভের জন্যই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাতেন। আল্লাহপাক তাঁর নিকট হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জাগতিক ধন-সম্পদ লাভের অভিপ্রায় প্রত্যাখান করে দিয়ে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)- কে জানালেন যে, "ওহে আমার প্রভূ, আমি যখন কিছু খেতে পাব, তখন আমি আপনার এই দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে পূণ্যলাভ করব। আর যখন কিছু খেতে না পাব, তখন আমি আপনার নামে ধৈর্যধারণ করে পূণ্য লাভ করব। উভয় অবস্থায়ই আমি পূণ্য লাভ করতে পারছি বলেই আমি জাগতিক ধন-সম্পদ চাইনা।"

'ফকীর শব্দে ধাতুগত যে তিনটি বর্ণ (হরফ) রয়েছে, এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অর্থবহ বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিচিত হয়ে আছে যেমন- এই বর্ণ তিনটি ফকীরী জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে এক অন্তর্নিহিত অর্থবহ বৈশিষ্ট্য নিয়েই আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে যাচ্ছে, 'ফ' দ্বারা- আল্লাহর প্রেমে ফানা বা বিলীন হয়ে যাওয়ার অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে। 'ফ' দ্বারা ফানা নির্দেশক অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। সর্বপ্রকার জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হবার অর্থ এতে নিহিত রয়েছে। ফকীরী লাভের পথে অসহনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট রয়েছে। এই অর্থেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "খোদা-বিশ্বাসী লোকের জন্য এই পৃথিবী কারাগারস্বরূপ। এখানে শোকার্ত বস্ত্র পরিধাণ করবে।" 'কী' দ্বারা কীয়ানত বা অল্পে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ফকীরী লাভের পথে যতসব দুঃখ-বেদনা রয়েছে, তা স্বহাস্যে বরণ করে নেবার নামই ফকীর। 'র' দ্বারা রিয়াজাত, মুশাহেদা, মিতব্যয়িতা, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অবস্থায় দৃঢ়পদ থাকা অর্থ। সারাজীবন নফসের বিরুদ্ধে এবং প্রেমাময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথে সংগ্রামে রত থাকার নামই ফকীর।

তরীকতের দৃষ্টিতে এবাদত
তরীকতের দৃষ্টিতে এবাদতের প্রকৃত অর্থ- মানব সৃষ্টির একমাত্র পরম কাম্য মহান আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টিসাধন, তাঁর সৌন্দর্য দর্শন লাভ এবং তার সাথে মিলনের বাসনা ছাড়া

www.pathagar.com

তরীকত-পথের ওলীদের জীবনের এবাদত বান্দেগী করার পিছনে আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নিহিত নেই। কেবল তিনিই জীবনের একমাত্র কাম্য। খোদা-প্রেমিক তাঁদের একমাত্র প্রেমাস্পদ মা'বুদের জন্যই তাঁরা দাসত্ব করেন। আশেক-মাশুকের মিলনের মাধ্যম এবাদত-বান্দেগী। তাই এবাদত ছাড়া আশেক বাঁচতে পারেন না; সেজ্জন্য প্রেমিক বাধ্য হয়েই প্রেমাস্পদের স্মরণে (যিকিরে) সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকেন। আশেক মাশুক উভয়েরই কাম্য প্রেম বিমিশ্রিত এবাদত। প্রেমহীন এবাদত উদ্দেশ্যহীন জীবন সদৃশ। যে জীবন উদ্দেশ্যহীন, সে জীবন নিষ্ফল-নিরর্থক। যে জীবন আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ, সে জীবন সার্থক -ফলে-ফুলে সুশোভিত।

বিশুদ্ধচিত্তে তার অভিমুখী হও; তাকে ভয় কর

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা রুম (রাজ্যবিশেষ) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩০) তুমি একনিষ্ঠাভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সরল ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩১) বিশুদ্ধচিত্তে তার অভিমুখী হও; তাকে ভয় কর। যথাযথভাবে নামাজ পড় এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

তরীকতে প্রচলিত সাত আর্কান এবং ছয় আহ্‌কাম

সাত আর্কান ঃ (১) আল্লাহ্‌কে জানার মত সমুপযোগী জ্ঞানার্জন, (২) জাগতিক লোভ-লালসা বিসর্জন, (৩) দুঃখ-দৈন্যে ধৈর্যধারণ, (৪) আল্লাহপাকের অনুগ্রহের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, (৫) হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভয়-ভীতি রাখা, (৬) আল্লাহর স্মরণে সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকা, (৭) মুরাকাবার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধ্যান-ধারণায় তন্ময় থাকা।

তরীকতের ছয় আহকাম ঃ

(১) আল্লাহর মারফত লাভ বা তৎসম্পর্কীয় পরিজ্ঞান লাভ, (২) দানশীলতা বা বদান্যতা প্রদর্শন, (৩) সত্যবাদিতা রক্ষায় অটল থাকা, (৪) ভাগ্যলিপির ওপর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস রাখা, (৫) আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা বাজায় রাখা, (৬) পাশব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অবস্থায় একনিষ্ট থাকা। এ ছাড়াও কম কথা, কম ঘুম ও কম খাবারে অভ্যস্থ হওয়াও অত্যাবশ্যক। নির্জন বাসও প্রয়োজন। নৈতিক চারিত্রের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে আত্মিক পরিত্রতা অর্জন করাই তরীকতের মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবদেহে বিজড়িত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-মাৎসর্য প্রভৃতি হিংস্রবৎ রিপুসমূহ নির্মূল করতে পারাই তরীকতের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য। সূর্য যেমন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সূর্যরশ্মি বা সূর্যকিরণ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে পড়ি, অদ্রূপ মানবাত্মাও পাশব প্রবৃত্তি দ্বারা তমাসাচ্ছান্ন হয়ে পড়ে। তমসাচ্ছান্ন আত্মায় আল্লাহর নূরের জ্যোতি প্রতিফলিত হয় না।

তরীকতের দৃষ্টিতে নামাজ

আল্লাহর প্রেমে নিবিষ্ট মনের অভীষ্ট লক্ষ্যই নামাজ। নিবিষ্ট মনের ধ্যান-ধারণাই প্রকৃত নামাজ। যেই নামাজে নিষ্ঠা ও নিবিষ্টতা নেই, সেই নামাজই নামাজীর মুখে নিক্ষিপ্ত হবে। আন্তরিকতার নামই প্রকৃত নামাজ। যেখানে কোন আন্তরিকতা নেই, সেখানে কোন নামাজ নেই। আন্তরিকতার সহিত নামাজ সম্পন্ন করা না যায় তবে অঙ্গ-প্রতঙ্গাদির নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। যেই নামাজে আন্তরিকতা নেই, যেই নামাজে হৃদয়ের উপস্থিতি নেই, সেই নামাজে

www.pathagar.com

কখনও পরিপূর্ণতা লাভ হয় না। প্রার্থনার স্থুল অন্তকরণ। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নামাজ বিস্মৃত হয়ে পড়লে অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদি দ্বারা সুসম্পন্ন নামাজ অবশ্যই বিনষ্ট হয়ে যায়। অনাবিল হৃদয়ের নামাজই একমাত্র নামাজ। সনিষ্ঠতাই নামাজ গৃহীত হবার পূর্বশর্ত। হৃদয় থেকে যা করা হয়, তা-ই গ্রহণযোগ্য। যেখানে আন্তরিকতা নেই, সেখানে কিছুই নেই।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "মানবদেহে এমন একটি মাংসপিন্ড রয়েছে, তা যদি সুস্থ থাকে, তবে সারা দেহই সুস্থ থাকে; আর তা যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সারা দেহই বিনষ্ট হয়ে যায়। এটি (কলব) হৃদয় বা অন্তকরণ।" নামাজে ৪টি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে; যেমন (১) আল্লাহ পাকের গুনকীর্তন ও তাঁর প্রশংসায় নিমগ্ন হওয়া। (২) আল্লাহ পাকের দরবারে আন্তরিকভাবে কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং অনুনয় ও বিনয়ের সঙ্গে মনের আবেদন প্রকাশ করা। (৩) অন্তরে প্রেমাময় আল্লাহর প্রেমাগ্নি সৃষ্টি করা এবং (৪) আল্লাহর মিলন কামনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং আল্লাহর প্রেমাগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে নিজেকে আত্মহুতি দেওয়ার নামই প্রকৃত নামাজ।

যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (নামাজে)

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা শোয়ারা (কবিগণ) ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১৭) *তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর ওপর, (২১৮) যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (নামাজে)। (২১৯) এবং তোমাকে দেখেন সিজদাহকারীদের সাথে উঠতে-বসতে। নিশ্চিয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।*

তাফসীরে ইবনুল আরাবীতে বলা হয়েছে যে, অন্তরে আল্লাহর প্রেমাগ্নি প্রজ্জলিত করার নামই প্রকৃত সালাত বা নামাজ। কেননা 'সালাত' শব্দটি 'সালায়ুন' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ চাপা অগ্নি পুনরায় প্রজ্জলিত করা। খোদা প্রেমিকের অন্তরে সুপ্ত প্রেমাগ্নি পুনঃ প্রজ্জলিত করে প্রেমাগ্নিতে মনের কলুষতা পুড়ে ছাই করে ফেলা এবং আল্লাহপাকের স্মরণে তাঁরই প্রেমাগ্নিতে নিজেকে আত্মহুতি দেবার নামই সত্যিকার নামাজ।

বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাজকে সযত্নে রক্ষা করবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩৮) *তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাজকে সযত্নে রক্ষা করবে এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাড়াবে।*

যদিও মধ্যবর্তী নামাজ বলতে কোরআনের ভাষ্যকারগণ আছরের নামাজকে বুঝিয়েছেন, তথাপি এর প্রকৃত অর্থ শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যবর্তী অবস্থার সংমিশ্রণে যে নামাজ সুসম্পন্ন করা হয়, তাকেই মধ্যবর্তী নামাজ বলা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাজ দৈনিক পাঁচবার, আর তা সমাধা করার স্থান মসজিদ। কিন্তু তরীকতের দৃষ্টিতে নামাজ সর্বক্ষণের জন্যই আছে এবং সারাজীবন ব্যাপী থাকবে। আর তা সমাধা করার স্থান মসজিদ নামক 'কালবে'। এইরূপ কালব (আত্মা) মৃত্যু ও নিদ্রা থেকে মুক্ত। এই অর্থেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "নামাজ খোদা-বিশ্বাসীদের জন্য মিরাজস্বরূপ।" অর্থাৎ আল্লাহতাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের উপায় নামাজ। এই কারণেই আল্লাহ্ প্রেমিক সূফীগণ বলে থাকেন ঃ "একটি নিশ্বাস পরিমাণ সময়ও খোদা থেকে ভুলে থাকা আল্লাহর স্মরণ থেকে অথবা নামাজ থেকে বিমুখ হয়ে পড়ারই সমতুল্য।"

www.pathagar.com

তরীকতের দৃষ্টিতে রোজা

রোজা শব্দটি 'রামজুন' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যার অর্থ পাপ বিদগ্ধ অবস্থা। শরীয়তের দৃষ্টিতে রোজা, পানাহার ও যৌনসম্ভোগ থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিরত থাকা। আর তরীকতের দৃষ্টিতে রোজা চক্ষু, কর্ণ, মুখ, হাত, পা এবং মনকে সংযত রাখা। অর্থাৎ 'আল্লাহপাকের অসন্তুষ্টিজনক ক্রিয়াকলাপ তথা অবৈধ দর্শন, শ্রবণ, কথন, হাত পায়ের অবৈধ ক্রিয়াদি এবং মনের কুচিন্তা, কুভাব থেকে বিরত থাকা' প্রভৃতি বিষয়ে আত্মসংযম থাকার নামই প্রকৃত রোজা। আল্লাহর ওলীগণ নিজেদের প্রবৃত্তিকেও রোজাদার বানিয়ে ছাড়েন এবং রোজার মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রেম অনুভব করে থাকেন।

নিয়্যত ও আমল অনুযায়ী রোজা তিন প্রকার ; যথা (১) রোজা-এ আম, সর্বসাধারণের আনুষ্ঠানিক রোজা। (২) রোজা-এ তরীকত, বিশেষ ব্যক্তিবর্গের রোজা এবং (৩) রোজা-এ হাকীকত। গায়রুল্লাহর মহব্বত থেকে মনকে মুক্ত রেখে খোদাতাআলার দর্শন লাভের দৃঢ় আশায় সর্বইন্দ্রয়ের উপবাসই রোজা-এ হাকীকত। জীবনব্যাপী আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন এবং প্রবৃত্তির কামনা থেকে বিরত থাকার নামই তরীকতের রোজা। যেমন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রয়েছে; একটি ইফতারের সময়, অপরটি ঈদের চাঁদ দেখার সময়।" কিন্তু তরীকত সাধকের মতে, প্রথম আনন্দ, জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানকার যাবতীয় সুখ উপভোগ করা এবং দ্বিতীয় আনন্দটি আল্লাহপাকের সৌন্দর্য দর্শন লাভ করা। আল্লাহপাকের পরম প্রেমের বিরহ-অগ্নিতে হৃদয়ের সকল জাগতিক কামনা-বাসনা দগ্ধিভূত করার নামই প্রকৃত রোজা। রোজার নিষিদ্ধ দিন ছাড়া প্রতি মাসের চাঁদের পূর্ণিমার আগের দিন, পূর্ণিমার দিন এবং পূর্ণিমার পরের দিন এই তিন দিন আইয়্যামে বেযের নফল রোজা পালন করা উত্তম।

তরীকতে কোরআন তিলাওয়াত

পবিত্র কোরআন প্রেমাস্পদের বাণী বা কথা। আল্লাহ্ প্রেমিক পবিত্র কালাম ভক্তি ভরে চোখে-মুখে তুলে নিয়ে চুমু খেতে থাকেন বুকে জড়িয়ে ধরেন। মাথায় উঠিয়ে অভিনন্দন জানান। পবিত্র কোরআন পাঠের মধ্যদিয়ে তন্ময় হয়ে পড়েন। কেননা, এই কালাম পাঠের মধ্য দিয়েই প্রেমিক তাঁর অন্তরে প্রেমাস্পাদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান। আল্লাহ্ প্রেমিকের নিকট প্রেমাময়ের বাণী অতুলনীয় সম্পদ। প্রেমিক তাঁর প্রেমময় আল্লাহর প্রেরিত বাণীসমূহের মাধ্যমে সৃষ্টির সর্বক্ষেত্রে স্রষ্টার নিদর্শন লাভ করে থাকেন। তিনি নিরাকার সত্তা হলেও তাঁর প্রেমিকের নিকট তিনি জ্যোতির্ময় দীপ্তিরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন। তাঁর প্রতিটি বাণীতে প্রেমময়ের প্রতিভাস বিরাজমান। এই পবিত্রতম কোরআনের শব্দবিন্যাস, শব্দযোজনা, ছন্দবিন্যাস, চাতুর্যপূর্ণ বাক্য বিন্যাস এবং অতুলনীয় কাব্যরস পাঠককে ভাবনার সুগভীরে নিয়ে যায়। পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। মুত্তাকী বা খোদাভীরু ছাড়া পবিত্র কোরআনের সম্যক মর্মোপলব্ধি অন্ধের দ্বারা সম্ভব নয় কখনো। পবিত্র কোরআন আশেকের জন্য এশকের মহাসাগর। মাশুক তাঁর নিজের রূপ সজ্জায় পরিপূর্ণ। কোরআন আশেক মাশুকের মধ্যে মিলন ঘটায়। খোদা-প্রেমিকের জন্য খোদা-প্রাপ্তি পথ। কেবল খোদা-প্রেমিকই জানেন, খোদার কালামে কী যে সূধা লুকিয়ে আছে!

তরীকতে মুরাকাবা-মুশাহিদা

বাহ্যিক শ্রবণ-দর্শন থেকে মনকে বিমুক্ত রেখে নির্জনে আল্লাহপাকের ধ্যানে নিমগ্ন হওয়াকেই মুরাকাবা বলে। এইরূপ সাধনা দ্বারা আপন অস্তিত্বের বিলোপ ঘটাতে পারলে রুহু বা মানবাত্মা

www.pathagar.com

আল্লাহময় জগতে বিরাজ করতে থাকে। ফলে আশেক-মাশুক তথা মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলন ঘটে। এই প্রকার যিকির (স্মরণ) এবং আত্মবিশ্লেষণ ও সৃষ্টি তত্ত্বের চিন্তায় আত্মবিভোর হওয়াকেই মুশাহিদা বলে। এই অর্থেই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ "ঘন্টাকাল সৎচিন্তায় (আল্লাহর চিন্তায়) ধ্যানমগ্ন থাকা বৎসরব্যাপী এবাদতের চেয়েও উত্তম।" এমনকি কোন কোন বর্ণনায় ৭০ বৎসর অথবা হাজার বৎসরের এবাদতের চেয়েও উত্তম বলা হয়েছে।

আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ট।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা আনকাবুত (উর্ণনাভ) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৫) তুমি কি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ঠ গ্রন্থ (কোরআন) আবৃত্তি কর এবং নামাজ যথাযথভাবে পড় (কারণ) নামাজ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্বরণই সর্বশ্রেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ জানেন।*

যিকির

যিকির তিন প্রকার ; যেমন- (১) যিকিরে জলী, বা উচ্চ স্বরের যিকির (২) যিকিরে খফী বা অনুচ্চারিত তথা নিম্নস্বরের যিকির এবং (৩) পাস-আনফাস বা নিঃশব্দ অথবা হৃদকম্পনজনিত যিকির। শরীয়ত, তরীকত ও আশেক-বিল্লাহ এই তিন শ্রেনীর জন্য যথাক্রমে এই তিন রকম যিকির প্রচলিত রয়েছে। তাঁদের অন্তরে আল্লাহ পাকের মহাজ্যোতির্ময় নূরের প্রতিফলন ঘটতে থাকে। অথবা সেই নূরের প্রতিবিম্ব দেখা দেয়। তাঁরা আপন শ্রষ্টার নিকট থেকে প্রাপ্ত অন্তর্বাণী শ্রবণে পরম শান্তি অনুভব করে থাকেন। এলহাম ও বাশারতপ্রাপ্ত ওলীগণ আল্লাহর গোপন তত্ত্বের অধিকারী।

সুতরাং তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাকে ডাক।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা মুমিন (বিশ্বাসী) *ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৪) আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদের দান করেছেন উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ; এই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক! কত মহান বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহ! (৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সুতরাং তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাকে ডাক। প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।*

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা

সর্বপ্রকার এবাদতের মূলে রয়েছে পবিত্রতা রক্ষা। ইহা পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য। পবিত্রতা যেমন দুই প্রকার, (১) শরীয়ত-সম্মত পবিত্রতা এবং (২) তরীকত-সম্মত পবিত্রতা। শরীয়তের পবিত্রতা অজু-গোসলের দ্বারা লাভ হয়। আর তরীকতের পবিত্রতা লাভ হয় আন্তরিক তাওবাহ ও তালকীন দ্বারা। দেহ থেকে কোন কিছু নির্গত হয়ে যেমন শরীয়তের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়, তদ্রূপ তরীকতের পবিত্রতাও বিনষ্ট হয়ে যায় কুকার্য, কুকথা, কুচিন্তা দ্বারা। তরীকতের পবিত্রতা আধ্যাত্মিক পবিত্রতারই নামান্তর।

www.pathagar.com

তাসাউফ শিক্ষার তৃতীয় স্তর- মারফত

মারফত পরিচিতি

'মারফত' শব্দটি 'উরফুন' শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'উরফুন' শব্দের আভিধানিক অর্থ- চেনা-জানা, কোন বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া, কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা। 'মারফত' শব্দের পারিভাষিক অর্থ- জানা-শোনা ও নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা যে বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, তাকেই মারফত বলা হয়। তরীকত বা তাসাউফ শাস্ত্রমতে 'মারফত' শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা যেমন- বিশ্বসৃষ্টির পরম সত্তা মহান আল্লাহ ও তাঁর সুবিশাল সৃষ্টি জগত এবং আপন সত্তাকে জানার নামই মারফত। নিজ ও নিরাঞ্জনকে জানার নামই মারফত। যেমন- "যে তার নিজকে জানতে পেরেছে, সে তার নিরাঞ্জনকে জানতে পেরেছে।" কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া অথবা লক্ষ্য বস্তুর লব্ধজ্ঞানকেই বলা হয় মারফত। এই অর্থেই মারফতে সিদ্ধি লাভ তথা সিদ্ধ পুরুষকেই বলা হয় আরেফ। আরেফ মারফতের জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধার্থ হয়ে থাকেন। তরীকতের ভাষায় মারফত অর্থ- নূরে মারফত বা নূরে এলাহী তথা মহান আল্লাহপাকের জ্যোতির্ময় দীপ্তি, পরম জ্যোতির্ময় সত্তার পরিচিতি লাভ, নিজের আত্মদীপ্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া, পরম প্রেমময়ের পরম জ্যোতির্ময় সত্তার অবলোকন, মহান আল্লাহপাকের পূত-পবিত্র নূরের সাথে পরিচিতি হওয়াকেই মারফত বলে। এই স্তরে উত্তীর্ণ ও উন্নীত হতে পারলে আল্লাহতাআলার প্রদত্ত নূর ও জ্ঞান দ্বারা সাধকের হৃদয় নূরে মারফর দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। মারফতের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে চারটি স্তর অতিক্রম করা অপরিহার্য কর্তব্য। (১) ঈমান ঃ অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। (২) তলব ঃ অদৃশ্য বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান কার্যে লিপ্ত হওয়া। (৩) ইরফান ঃ অদৃশ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা বা পরিজ্ঞাত হওয়া। (৪) ফানাফিল্লাহঃ অদৃশ্য বস্তুতে উপনীত ও উন্নীত হওয়া অর্থাৎ পরম প্রেমাস্পদের জ্যোতির্ময় সত্তার আলোকে নিজের ক্ষুদ্রতম সত্তাকে আলোকিত করে তোলা।

মারফত আলমে জাবারুত বা আত্মজগতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। মারফতের স্তরে উত্তীর্ণ আরেফ আল্লাহর জাত বা সিফাত সম্পর্কে অবগতি লাভ করে থাকেন। পূত-পবিত্র ব্যক্তিকেই বলা হয় আরেফ বা সূফী। যেহেতু আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সূফীগণ সেসব কষ্টাকীর্ণ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে পবিত্র জীবন লাভ করতে পেরেছেন বলেই তাঁদেরকে সূফী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সূফীদের কার্যকলাপ ও সূফীতত্ত্বকেই বলা হয় তাসাউফ শিক্ষা। আপন সত্তা বা আপন আত্ম পরিচয়ের মাধ্যমে বিশ্বসত্তা মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করা এবং পরম সত্তায় সমাহিত হওয়াই সূফী সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পথ অনুসরণ করেই মুসলিম বিশ্বে অগণিত সূফীর আবির্ভাব ঘটেছে। আশেক মাশুকের মিলন কামনাই তাসাউফ শিক্ষার মর্মকথা ও মর্মভেদ।

পাশব প্রবৃত্তির বিলুপ্তি ঘটিয়ে নিজের অস্তিত্বজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে হয় মারফতের রাজ্যে। মন থেকে বস্তুজগতের চিন্তাভাবনা বিদুরিত হয়ে এমন এক অসীম জগতের ভাবনাই মন উৎফুল্ল হয়ে উঠে, যা দিগন্তব্যাপী প্রসারিত এক অভূতপূর্ব অখন্ড রূপ। এই মনোহারিণী সৌন্দর্যের প্রতি দর্শক অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন জানার আবেগ নিয়ে। আরেফ মারফত জগতের অনন্ত অসীম রহস্যাবৃত কারণসমূহ ধীরে ধীরে জানতে পারেন বা অবগতি লাভ করতে সক্ষম হন। মারফতে উত্তীর্ণ হতে পারলে আত্মদর্শন লাভ হয় এবং আত্মতত্ত্বের মাধ্যমেই পরম সত্তার পরিচিতি পাওয়া যায়। আত্মা আলমে-আমরের অন্তর্ভুক্ত। আর দেহ আমলে ফানীর অন্তর্গত। চারটি মৌল উপাদানে গঠিত দেহে আত্মার সংযোগ ঘটেছে। তাই জৈব উপাদান তথা পাশব প্রবৃত্তির প্রভাব বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত ঐশী আলোতে হৃদয় আলোকিত হতে পারে না।

www.pathagar.com

আত্মসাধনা দ্বারা নিজের মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ না জানা পর্যন্ত পরমাত্মাকে জানা যায় না। দেহের মাঝেই দেহীর অবস্থান। আত্মতত্ত্ব নির্ভর করছে দেহ তত্ত্বের ওপর। তাই ফানাফিল্লাতে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পরম সত্তায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। চতুর্ভূত বা দেহতত্ত্বের ওপর বিজয়ী হতে পারলেই আত্মতত্ত্বে বা পরম সত্তায় উপনীত হওয়া যায়। মারফত আত্মপরিচয় লাভের জগত। পঞ্চভূতেই স্রষ্টার আসন। পঞ্চভূত যেমন-নফসে আম্মারা, নফসে লাওয়ামা, নফসে মূলহিমা, নফসে মুতমাইন্না ও নফসে রাহমানী। এসব নফস বা প্রবৃত্তির মধ্য দিয়েই পরম জ্যোতির্ময়ের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠাই মারফতে উন্নীত।

আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর দুইটি ফেরেস্তা তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ক্বাফ (ব্যবচ্ছেদ বর্ণ) ঃ *২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৬) আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরের নিভৃত কু-চিন্তা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমণী অপেক্ষাও নিকটতর। (১৭) স্মরণ রেখ, দুইটি ফেরেস্তা তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে; (১৮) মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে সেগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের নিকটেই রয়েছে। (১৯) মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে; এ হতেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছো।*

নুযুল বা অবরোহের দ্বিতীয় নয়টি স্তর ঃ (১) আহাদিয়াত, (২) ওয়াহদাত, (৩) ওয়াহাদয়াত, (৪) আলমে মিসাল, (৫) আলমে আরওয়াহ, (৬) আলমে হিস্‌সা, (৭) আলমে জিসম, (৮) আলমে হাইওয়ান, (৯) আলমে ইনসান। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এমনই এক ঘনিষ্ঠতম নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, যা সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত। স্রষ্টা তাঁর ইচ্ছা শক্তি দ্বারা আহমদ সত্তা নূরে মোহাম্মদের ওপর ভিত্তি করে কেবল 'কুন' বা 'হও' অনুজ্ঞাসূচক শব্দ দ্বারা নিখিল সৃষ্টির বিকাশ ঘটিয়েছেন। এক মুহূর্ত্যে তাঁর কল্পিত রাজ্য তৈরী হয়ে গেল। আহাদ ও আহমদের মধ্যবর্তী অনুরাগ সত্তাইসৃষ্টির উৎসমুল। আদিতে আল্লাহ একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় উলুহিয়াতে বিরাজ করছিলেন। আপন সত্তার পরিচিতিকল্পে সৃষ্টি প্রবাহের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করলেন। যেই আত্মজগত থেকে সবার উদ্ভব, তাতেই আবার সবার প্রত্যাবর্তন ঘটবে। মানব, স্রষ্টার স্বার্থক সৃষ্টি। এই সার্থকতার পরিপূর্ণ অর্থ মানবে নিহিত।

আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ণ করেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা রুম (রোজ্যবিশেষ) ঃ *২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১) আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ণ করেন, আবার তিনি একে পুনরায় সৃষ্টি করবেন, অতঃপর তারই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।*

তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুমিন (বিশ্বাসী) ঃ *৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৬) বল, 'আমার প্রতিপালকের নিকট হতে আমার*

www.pathagar.com

নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাকে আহবান কর তার উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। এবং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি।' (৬৭) "তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর জমাট রক্ত হতে, তারপর তোমাদের শিশুরূপে বের করেন, তারপর তোমরা হও যৌবনপ্রাপ্ত, তারপর উপনীত হও বার্ধক্যে। তোমাদের মধ্যে কারও কারও পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং এজন্য যে যাতে তোমরা তোমাদের নির্ধারিতকাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবণ করতে পার।" (৬৮) 'তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।

তাসাউফ শিক্ষার চতুর্থ স্তর- হাকীকত

হাকীকত পরিচিতি

'হাক্কুন' শব্দ থেকে 'হাকীকুন' এবং 'হাকীকু' শব্দ থেকে 'হাকীকত' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে; যার আভিধানিক অর্থ- বাস্তব, ধ্রুব সত্য, পরম সত্য, সারবিষয়বস্তু, প্রভৃতি। ইহা আল্লাহতাআলার গুনবাচক বিশেষণের মধ্যে একটি বিশেষণও বটে। 'হাকীকুন' শব্দের আভিধানিক অর্থ- পরম সত্য বিষয়, যে পরম সত্যে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাকেই হাকীকত বলা হয়। পরম সত্তায় উন্নীত হওয়াই হাকীকত। তরীকতের অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার নাই হাকীকত। এই ধ্বংসশীল স্থূল বিশ্বের অন্তরালে যে ধ্বংশ হবে না পরম সত্তা বিদ্যমান রয়েছে, সেই পরম প্রেমাস্পদ আল্লাহতে অভিনিবেশিত, স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত হবার প্রক্রিয়াকেই হাকীকত বলা হয়। ইহা তাসাউফ শিক্ষার চতুর্থ স্তর বা ধাপ।

আরেফ এই স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারলে পরম সত্যের সন্ধ্যান ও স্বরুপ লাভ করতে পারেন। আরেফ আপন সত্তাকে পর্যন্ত পরম সত্তাই হারিয়ে ফেলেন। মহান আল্লাহর সুমহান ঐশি সত্তায় আত্মবিস্তৃত হয়ে পড়েন। সত্য বা সত্তার স্বরুপ অবলোকন করতে পারেন তথা আত্মোপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এই পরম প্রেমাস্পদের ভালবাসায় নিজের অস্তিত্ববোধ পর্যন্ত হারিয়ে যায়। আরেফ পরম সত্য বা সত্তার স্বরুপ অবলোকন করতে পারেন তথা আত্মোপলব্ধি করতে সক্ষম হন। আরেফ আপন সত্তাকে পর্যন্ত পরম সত্তায় হারিয়ে ফেলেন। মহান রাব্বুল আলামীনের সুমহান সত্তায় আত্মবিস্মৃত বা আত্মবিলোপিত হয়ে পড়েন। ইহা ফানাফিল্লাহের স্তর। এই স্তরে উন্নীত আশেক তাঁর মাশুকের প্রেম উন্মাদনায় আত্মবিভোর হয়ে পড়েন। একটি চিরন্তন অস্তিত্বের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হন।

ফানাফিল্লাহর স্তর থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ন্যায় স্বাভাবিক কর্মজীবনে রত থাকার নামই বাকাবিল্লাহ। বাকাবিল্লাহর প্রকৃত অর্থ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবন-আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা। তাঁরই ন্যায় ধর্মেকর্মে সুস্থিত থেকে কেবল হৃদয়ে প্রেমময়ের চিরন্তন প্রেম জাগিয়ে রাখা। আল্লাহ-প্রেমিক সূফীদের জীবনধারণের অন্তরালে রয়েছে কেবল প্রেমাস্পদের প্রেম লাভ এবং তার সৌন্দর্য দর্শন লাভের আকাংখা। আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি লাভ করা ছাড়া সূফী জীবনে দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না। আল্লাহতাআলা আরেফদের অবস্থান জাগতিক প্রেম-প্রীতি, মান-সম্মান, লোভ-লালসার উর্ধ্বস্থিত বলেই তারা হাকীকতের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহতাআলার গোপন প্রেমে যে প্রেমিক মত্ত, তাঁরই অবস্থান হাকীকতে।

www.pathagar.com

ওতে আমার রুহ্ (প্রাণ) সঞ্চার করব

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা হিজর (বিচ্ছেদ) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৮) স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেস্তাদের বললেন, 'আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করছি,' (২৯) 'যখন আমি ওকে সুঠাম করব এবং ওতে আমার রুহ্ (প্রাণ) সঞ্চার করব তখন ওর প্রতি সিজদাবনত হও।'

রুহ্ বা মানবাত্মার পরিচয়

রুহ্ আল্লাহর একটি নির্দেশিত শক্তির নাম। ইহা অতি স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ময় পদার্থ। ইহা বস্তুজগতের কোন জড় পদার্থ নয়। আলোক রশ্মি থেকে যেরূপ জ্যোতির ছটা বেরিয়ে আসে, তদ্রূপ রুহ্ থেকেও আলোর ছটা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। রুহের গতি এতই দ্রুত যে, কোটি কোটি মাইল অতিক্রম করতে তাকে এক সেকেন্ড সময়েরও প্রয়োজন হয় না। ইহা অতি সূক্ষ্ম আলোকময় পদার্থ।

বল, রুহ্ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বনি ইস্রাঈল (ইস্রাইল সন্তানগণ) ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮৫) তোমাকে ওরা রুহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে? বল, রুহ্ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।

এই রুহ্ দ্বারাই মানবদেহ সঞ্জীবিত করা হয়েছে। রুহ্সমূহকে মহান আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের বীজ (তাওহীদ) দ্বারা আলমে লাহুতে সৃষ্টি করে থাকেন।

বস্তু জগতের এই নগণ্য জ্ঞান দ্বারা মহা আত্মজগতের বিষয়াদির সম্যক ধারণা ও উপলব্ধি সম্ভব নয় কখনও। এই অর্থেই মহান আল্লাহ উপরি-উক্ত আয়াতে মানব জাতিকে এই বলে অবহিত করে দিলেন যে, আমি তোমাদেরকে বস্তু জগতের যে নগণ্য জ্ঞান দান করেছি, তাদ্বারা তোমরা তোমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দেশকালের বহির্ভূত আত্মজগতের বিষয়াদি বুঝতে পারবে না কখনও। রুহের স্বরূপ জানতে হলে আত্মনিষ্ঠ সূফী-সাধকের সাহচর্য লাভ করা অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহর ওলী বা পীর-মুর্শিদের দীক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে আত্মসাধনার প্রয়োজন। আত্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানের মূল।

রুহ্ বা মানবাত্মা সাধারণত চার প্রকার ; যেমন- রুহে জিসমানী, রুহে রুহানী, রুহে সুলতানী এবং রুহে কুদসী (কুর্সী)। এসব বিভিন্ন রকমের রুহ্ স্বয়ং আল্লাহতাআলার বিভিন্ন প্রকার নূরের প্রতিভাস মাত্র। আল্লাহপাকের জাতী নূর (নির্গূণ জ্যোতি) তথা স্বজাতীয় দীপ্তি-বা আদিম প্রভা থেকেই সব রকমের রুহ্ প্রদীপ্ত। এই জাতী নূর থেকে যত অধিক সংখ্যক রুহ্ প্রদীপ্ত হউক না কেন, এতে মূল নূরের আলো কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। রুহের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে স্বয়ং আল্লাহর স্বরূপ বুঝতে হবে। আর স্বয়ং আল্লাহপাকের স্বরূপ বুঝতে হলে আপন আত্মার স্বরূপ বুঝতে হবে। কেননা, একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একটি অপরটির সম্পূরক।

www.pathagar.com

এই জন্যই বস্তুবিজ্ঞান আজ পর্যন্তও মানবাত্মার স্বরূপ, আকৃতি-প্রকৃতি তথা রুহের অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে কিছুই নিরূপণ করতে সক্ষম হয়নি। বরং যাঁরা আত্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ- যাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা প্রদীপ্ত বা এলমে লাদ্দুনী লাভ করেছেন, কেবল তাঁরাই এই বস্তুজগতে অবস্থান করেও আল্লাহ এবং তাঁর খলীফা (প্রতিনিধি) মানবাত্মার স্বরূপ ও স্থিতি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।

মহান আল্লাহ মানবজাতির রুহুসমূহকে সৃষ্টি করে প্রথমে আলমে লাহুত বা ব্রহ্মলোকে স্থিতি করে রাখেন। এই আলমে লাহুতে অবস্থানের রুহুসমূহকে রুহু কুদসী বলা হয়। আলমে লাহুত থেকে আলমে যাবরুত বা তেজঃলোকের প্রতি অবতীর্ণ করে থাকেন। আলমে লাহুত ও আলমে যাবরুত তথা ব্রহ্মলোক ও তেজঃলোক-এই দুই স্থানের মাঝখানে অবস্থিত যাবারুত নামক স্থানে নূরের পোশাক দ্বারা রুহুসমূহকে আচ্ছাদিত বা আবৃত করা হয়। এই স্তরে অবস্থানরত রুহুকে রুহে সুলতানী বলা হয়। রুহে সুলতানীকে নূরের পোশাক পরিয়ে বা সআবরণে আলমে মালাকূতে প্রেরণ করা হয়। এই স্তরের রুহুকে রুহে-রুহানী বা পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়। অতঃপর এইসব রুহে-রুহানী বা পরমাত্মা সমূহকে আলমে মালাকুত থেকে আলমে নাসুত বা জীবলোক অথবা জীবজগতে অর্থাৎ দেহধারী শারীরী জড়জগতে পাঠানো হয়। তারপর এইসব রুহুকে আলমে মূলক বা পার্থিব জ্যোতি দ্বারা আবৃত ও আচ্ছাদিত করা হয়। এইসব রুহুকেই রুহে জিসমানী বা জীবাত্মা বলা হয়।

আলম-তত্ত্ব

এক আল্লাহ ছাড়া তাঁর সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে, সবই আলমের অন্তর্ভুক্ত। আলম বলতে মহা বিশ্বকে বুঝায়। এরই মাঝে সপ্তাকাশ, আরশ, কুর্সী, লাউহে মাহ্ফুজ, আলমে মালাকৃত, আলমে যাবারুত প্রভৃতি অসংখ্য জগত নিহিত আছে।

মহান স্রষ্টার স্বরূপ ও স্থিতি

'রাব্বুল আলামীন' "আল্লাহ আলমসমূহের রব"। এই বাক্যে 'আলম' এবং 'রব' শব্দ দুইটির মধ্যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি জগতের সমুদয় রহস্যভেদ লুকিয়ে আছে। সৃষ্টির বিলোপতাই স্রষ্টার নির্গুণ সত্তা 'আহাদ' এবং স্রষ্টার পরিজ্ঞাত সগুণ সত্তাই আলম বা সৃষ্টি জগত। আনওয়ারুল আলম স্বয়ং তিনি। তিনি আলমসমূহের জ্যোতির্ময় সত্তা জ্যোতির্ময় সত্তার বিকাশ আলম।

আল্লাহই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতির ওপর জ্যোতি
আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার জ্যোতির দিকে পথ নির্দেশ করেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা নূর (জ্যোতি)* ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৫) আল্লাহই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি; তার জ্যোতির উপমা যেন সে তাকের মত, যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের (তৈল হতে) এ প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমূখী নয় এবং পশ্চিম মূখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন উজ্জল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির ওপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার জ্যোতির দিকে পথ নির্দেশ করেন। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।*

www.pathagar.com

হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) বলেছেন ঃ "আত্মনিষ্ট মহাপুরুষদের মতে (তাক) দ্বারা বুঝানো হয়েছে মানবদেহ। আর (প্রদীপ) দ্বারা বুঝানো হয়েছে আলোকিত অন্তঃকরণ বা জীবনী শক্তি। (উজ্জল লক্ষত্র) দ্বারা বুঝানো হয়েছে কলব বা জ্যোতির্ময় অন্তঃকরণ, যা নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলছে। (জয়তুন গাছের তৈল) দ্বারা বুঝানো হয়েছে জীবনের দাহ্য বা দাহিকাশক্তি। জ্যোতির্ময় হৃদয়ে নক্ষত্রের ন্যায় যা জ্বলছে তা রুহে সুলতানী বা মানবাত্মা। এই জ্যোতিষ্মান আলোকটিই মানবের রুহু বা আত্মা। আল্লাহতাআলার মহাজ্যোতির্ময় নূরের প্রতিফলন বা প্রতিছবিই মানবের রুহু। রুহু মানে আলোর ছটা। 'জ্যোতির ওপর একটি মহাজ্যোতি' এই কথার প্রকৃত অর্থ 'রুহে সুলতানীর ওপরই মহান আল্লাহর জ্যোতির্ময় সত্তা অবস্থিত।'

মহাজ্যোতির্ময় আল্লাহপাকের নূর দুই রকম ; নূরে জাতে পাক এবং তাঁর নূরে সিফাত। নূরে জাতে পাক অর্থ তিনি স্বয়ং বা তাঁর জ্যোতির্ময় আপন সত্তা। আর তাঁর নূরে সিফাত মানে- তাঁর আপন জ্যোতির্ময় সত্তা থেকে সৃষ্ট নূর বা আলো। সৃষ্টিজগত এই আলোতেই উদ্ভাষিত হয়ে আছে। ইহাই তাঁর সিফাতী নূর অথবা নূরে মোহাম্মদ (সাঃ)। এই নূরে মোহাম্মদী থেকেই নিখিল বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে।

আহাদ-তত্ত্ব

একত্ববাদ সম্পর্কীয় জ্ঞান। এই একত্ব থেকেই বহুত্বের বিকাশ ঘটেছে। সেই একত্বই আহাদ বা একক পরম সত্তা স্বয়ম্ভূ। 'আহাদ' ও আহমদ-এ যখন মিলন ঘটল, তখন তিনি স্বজ্ঞান ও সচেতন হয়ে উঠলেন।

এই 'আহাদ' আনাদি কাল থেকেই 'ইলাহ্' নামে প্রাচীন মানব সমাজে পরিচিত হয়ে আসছে। যেমন - সামী (সেমেটিক), ইব্রানী (হিরানী), সুরিয়ানী, আরামী, কালদানী, হামিরী, আরবী প্রভৃতি ভাষায় ইলাহ শব্দের রূপান্তর ঘটতে থাকে। 'ইলাহ' শব্দের অর্থ, উপাস্য। আল্লাহ; শব্দটি 'ইলাহ' শব্দ থেকেই উদ্ভূত। কালদানী ও সুরিয়ানী ভাষায় 'ইলাহ' শব্দটি 'ইলাউয়ো' শব্দের রূপান্তর। তদ্রুপ 'ইলাহ' শব্দটি ইব্রানী ভাষায় 'উলুহ্' শব্দে রূপান্তর হয়েছে। আরবী ভাষায় ইলাহ শব্দটির ধাতু অর্থাৎ ইলাহ শব্দের সাথে আল যুক্ত হয়ে আল্লাহ হয়েছে।

দেহতত্ত্ব

দেহতত্ত্ব থেকেই তাসাউফ শিক্ষার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। কেননা আত্মজ্ঞানই তত্ত্ব জ্ঞানের মূল। মানবদেহে আত্মার অবস্থান। দেহের দেহী আত্মা। মানব দেহের মাঝেই স্রষ্টার বিভিন্ন কলা-কৌশল ও নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। মানব হৃদয় আল্লাহর আরশ। দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে স্রষ্টার পরিচিতি। এই জন্যেই সূফীগণ দেহস্থিত লতীফাসমূহকে লক্ষ্য করে সাধন-ভজন শুরু করেন। মানব দেহ একটা ক্ষুদ্র বিশ্ব সদৃশ। পাশব প্রবৃত্তির অবস্থান মানব দেহে। দেহ থেকে পাশব প্রবৃত্তির নির্মূলতাই সাধনার লক্ষ্য। পাশব প্রবৃত্তির বিলোপ সাধনই আত্ম পরিচিতির উপায় এবং আত্ম পরিচিতির মাধ্যমেই আল্লাহর পরিচিতি লাভ হয়। 'যাতে কাদীম' বা পরম সত্তার আদিমত্বের পরিচয় লাভ করাই অভীষ্ঠ লক্ষ্য। মানব দেহ আত্মজগতের গোপন রহস্যভেদ। চতুর্ভূত দ্বারা দেহরাজ্য গঠিত। অর্থাৎ আগুন, পানি, মাটি ও বায়ু দ্বারা দেহ গঠিত। এর মাঝেই আত্মার অবস্থান। আর এই আত্মা, পরমাত্মা থেকে আগত। মানব দেহে দুই প্রকার উপকরণ ও উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে। তন্মধ্যে এক প্রকার আলমে আমর। আর দ্বিতীয় প্রকার আলমে খালক। আলমে আমর ঃ কলব, রুহু, সির খফী ও আখফা। আর আলমে খালক ঃ নফস, আব, আতশ, খাক ও বাদ। এগুলোর অবস্থান দেহের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

এইগুলোকে তরীকতের ভাষায় লতীফার সংখ্যা ৬টি; যথা- কলব, নফস, রুহু, সির, খফী ও আখফা। চিশতিয়া ও কাদিরিয়া তরীকা মতে আরও ৪টি লতীফা রয়েছে। যথা- আব, আতশ খাক ও বাদ অর্থাৎ সর্বদেহ। তাঁদের মতে সর্বমোট ১০টি লতীফা রয়েছে।

ওদের আমি আঠাল মাটি হতে সৃষ্টি করেছি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা সাফ্‌ফাত (শ্রেণীবদ্ধকারীগণ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১) অবিশ্বাসীদের জিজ্ঞাসা কর, ওদের সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অবশিষ্ট যা সৃষ্টি করেছি তার সৃষ্টি কঠিনতর? ওদের আমি আঠাল মাটি হতে সৃষ্টি করেছি।

কাদা মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। এবং তার নিকট হতে ওতে জীবন-সঞ্চার করেছেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা সিজদাহ (প্রনিপাত) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) যিনি তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং কাদা মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। (৮) অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে তার বংশ উৎপন্ন করেন। (৯) পরে তিনি ওকে সুঠাম করেছেন এবং তার নিকট হতে ওতে জীবন-সঞ্চার করেছেন এবং তোমাদের দিয়েছেন চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ। তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১০) ওরা (অবিশ্বাসীরা) বলে, 'আমরা মাটিতে পর্যবসিত হলেও কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? বস্তুত ওরা ওদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে।' (১১) বল, 'মৃত্যুর ফেরেস্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।'

অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে এক নিরাপদ আধাঁরে স্থাপন করি, অবশেষে ওকে আরো এক রূপ দান করি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মোমেনূন (বিশ্বাসীগণ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত (১২) আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান হতে সৃষ্টি করেছি, (১৩) অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে এক নিরাপদ আধাঁরে স্থাপন করি, (১৪) পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিন্ডে এবং পিন্ডকে পরিণত করি অস্থি-পাজরে; অতঃপর অস্থি-পাজরে মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, অবশেষে ওকে আরো এক রূপ দান করি। সুনিপুন স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! (১৫) এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে, (১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে।

তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্তুতি) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫) নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই গোপন নেই। (৬) তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

আল্লাহ তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় নির্গত করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৮) এবং আল্লাহ তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় নির্গত করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের দিয়েছেন শ্রবনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

নফস্ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা- নফসে আম্মারা, নফসে মূলহিয়া, নফসে লাওয়ামা, নফসে মুতমাইন্না এবং নফসে রহমানী। নফসে আম্মারা, নিম্নস্তরের পাশব প্রবৃত্তি। এই পাশব প্রবৃত্তি পরিহার করে নফসে মুতমাইন্না দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নফসে রহমানীতে উন্নীত বা উত্তীর্ণ হওয়াই তরীকত সাধনা বা তাসাউফ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। নফসে রহমানীতে উত্তীর্ণ হওয়া মানে আত্মজগতে পদার্পন করা। মানব দেহে পঞ্চআত্মার অবস্থান রয়েছে। যথা- রুহে জামাদী, রুহে নাবাতী, রুহে হায়ানী, রুহে ইনসানী এবং রুহে কুদসী। রুহু মাত্রই নূর বা জ্যোতি অথবা দীপ্তিমান পদার্থ। আর নফস বা চতুর্ভূত বলতে সবই জৈব পদার্থের সমন্বয়। উভয়েরই সমাবেশ ঘটেছে মানব দেহে। এসবের পরিচিতি লাভের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় মহান আল্লাহপাকের পরিচয়। এ ছাড়া কলবে জাত বা মূল হৃদয়ের ৫টি মকাম (ঘর) আছে। যথা মকামে নাসিরা, মকামে মাহমুদা, মকামে কাবকাউসিন, মকামে আউ আদনা (আওয়াদানা) এবং মকামে উরাউল উরা। দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে পরম জ্যোতির্ময় সত্তা সুমহান আল্লাহর পরিচয়।

তাসাউফ শিক্ষার পঞ্চম স্তর- ওয়াহ্‌দানিয়াত

ওয়াহ্‌দানিয়াত পরিচিতি

'ওয়াহেদুন' শব্দ থেকে 'ওয়াহদানিয়াত' শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। 'ওয়াহেদ' শব্দের অর্থ এক। আর ওয়াহদানিয়াত শব্দের অর্থ-একত্ব যার অংশী নেই। ওয়াহদানিয়াত ও হাকীকত একই বিষয়। কেবল পার্থক্য হাকীকত বা পরম সত্তায় যেমন দুই থাকা সম্ভব, ওয়াহদানিয়াতে তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা, ওয়াহদানিয়াত একত্ব যার কোন দুই নেই। এই অর্থেই একত্বকে ওয়াহদানিয়াত বলে। এইরুপ একত্বের গুনে গুনান্বিত কেবল স্বয়ম্ভু আল্লাহ। আল্লাহর একত্ব অনাদি, অনন্ত, অবিভাজ্য। তাঁর মৌল সত্তা, অবিমিশ্রসত্তা; যেই সত্তাতে কোন সংমিশ্রণ নেই। এই অর্থেই ইহা তরীকত বা তাসাউফ শিক্ষা সাধনার সর্বশেষ স্তর।

ওয়াহদানিয়াত আলমে হাহুতের অন্তর্ভুক্ত। আলমে হাহুত আল্লাহপাকের নির্গুণ অবস্থানের নাম। এই পরম সত্তায় কোন গুণারোপ, সিফাত বা বিশেষণ আরোপের অবকাশ নেই। কেবল তিনি চিরঞ্জীবী ও প্রকৃতি শুন্য অবস্থায় অবস্থান করছেন। মহা সজ্জায় তিনি সুশান্ত। তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় আপনাতে আপনি আত্মবিভোর স্থিতিশীল। তাঁর এই মৌল সত্তা সৃষ্টি, প্রকৃতি, গুন ও অবরোহ শুন্য। এই তার মৌল সত্তা বা আদিমত্ত। আদিতে একমাত্র তিনিই ছিলেন, আর কেউ ছিল না। পুনরায় সবকিছু ধ্বংসের পর কেবল তিনিই থাকবেন আর কিছুই থাকবে না। ওয়াহদানিয়াতে উত্তীর্ণ আরেফ সব কিছু বিলীন করে দিয়ে এমন কি নিজেকেও ভুলে আল্লাহর মৌল সত্তায় স্থিতি লাভ করে থাকেন। ধ্বংস, মৃত্যু বা লয়ের পর সূফীসাধকগণ পুনরায় 'যাতে কাদীমের' চৈতন্যরুপে নিজেরা আত্মসচেতন হন। তাঁরা পুনরায় পূর্ণজীবন লাভ করে থাকেন। এখানে মৌল চেতনা ছাড়া দ্বিতীয় কোন চেতনা নেই। এই অবস্থায় অবস্থান করার নামই ফানাফিল্লাহ বা আল্লাহতে স্থিতি লাভ

www.pathagar.com

ভূপৃষ্টে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংসশীল ধ্বংস হবে না কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আর-রহমান (আল্লাহর নাম বিশেষ) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬) ভূপৃষ্টে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংসশীল, (২৭) ধ্বংস হবে না কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব; (২৮) সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (২৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সকলেই তার প্রার্থী, তিনি প্রতিমুহূর্তে তার পরিকল্পনা রূপায়নে রত। (৩০) সুতরাং তোমরা তোমাদের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

ওলীগণ আল্লাহতে এমনভাবে সমাহিত হন, ওলীর মুখনিঃসৃত বাণী আল্লাহর বাণী। ওলীর কর্ম আল্লাহর কর্ম বলে পরিগণিত হয়। ওলীদের বাহ্যিক দেহ মৃতবৎ, কিন্তু আভ্যন্তরীন আত্মিক জগত পরম সত্তার চৈতন্যে চির জাগ্রত। ওলীগণ আল্লাহর অস্তিত্বে অস্তিত্ববান। ওলীদের অবস্থান লা- মকামে। লা মকাম ওয়াহদানিয়াতের স্তর। এই স্তর অচিন্ত্যনীয় ও অদৃশ্য। এই লা-মকামের স্তর স্থান, কাল ও আপেক্ষিকতার উর্দ্ধে। ইহা অসীম, অনন্ত ও শুন্যস্তর। এই স্তরে উচ্চ শ্রেনীর ওলীগণ অবস্থান করেন। এই স্তরে উন্নীত সাধককে আরেফ-বিল্লাহ বলা হয়। পরম সত্তায় জাগ্রত, বিনিদ্রিত অথবা ধ্যান-মগ্ন থাকার স্তর ওয়াহদানিয়াত।

জেনেরাখ আল্লাহর স্বরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা রা'দ (বজ্রধ্বনি) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৭) যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে মোহাম্মদের প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নির্দশন অবতীর্ণ হয়নি কেন ? বল, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদের তার পথ দেখান যারা তার অভিমূখী। (২৮) 'যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর স্বরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়, জেনেরাখ আল্লাহুর স্বরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়,' (২৯) 'যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে কল্যাণ এবং শুভ পরিণাম তাদেরই।'

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়- তাসাউফ শিক্ষা

৩

সৃষ্টি তত্ত্ব ও তথ্য

www.pathagar.com

সৃষ্টিজগতের আদি উপাদান

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নূর (জ্যোতির্ময় সত্তা) লগস ঃ আদিপ্রজ্ঞা

হযরত আলী বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দরবারে বসে আছি, এমন সময় জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী এসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহতাআলা সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছেন ? আল্লাহর রাসূল বললেন ঃ আল্লাহপাক প্রথম আমার নূর বা জ্যোতির্ময় সত্তাকে সৃষ্টি করেছেন। তা হাজার বৎসর পর্যন্ত আল্লাহপাকের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণ-কীর্তন গাইতে ছিল এবং সিজদাহে লিপ্ত ছিল। (ঐশীজগতের এক একটি দিন আমাদের হাজার বৎসরের সমতুল্য)।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐ নূর ঐশীজগতে বার হাজার বৎসর পর্যন্ত আল্লাহপাকের আরাধনায় লিপ্ত ছিল। অতপর আল্লাহপাক এই নূরকে চারভাগে ভাগ করেছেন। একভাগ দ্বারা আল্লাহপাকের মহান আরশ (সিংহাসন) সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা আল্লাহপাকের সর্বশ্রেষ্ঠ কলম তৈরি করলেন। তৃতীয় ভাগ দ্বারা জান্নাত সৃষ্টি করলেন। চতুর্থ ভাগ দ্বারা আলমে আরওয়া (আত্মজগত) ও সমুদয় সৃষ্টিজগতের আবির্ভাব ঘটালেন। এই চারভাগ থেকে আরও চার প্রকারের উদ্ভব ঘটালেন। তম্মধ্যে তিন প্রকার দ্বারা বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা, লজ্জা ও প্রেমের সৃষ্টি করলেন। আর ঐ প্রথমভাগ দ্বারা আমার মহান সত্তা বা অস্তিত্বের আবির্ভাব ঘটালেন।

যখন তিনি কিছু করতে ইচ্ছা করেন শুধু বলেন 'হও' আর তা হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ১৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১৫)) পূর্ব ও পশ্চিম সবদিকই আল্লাহর এবং তুমি যে দিকেই মুখ ফেরাও সে দিকই আল্লাহর দিক। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ। (১১৬) এবং তারা (অবিশ্বাসীগণ) বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি (আল্লাহ) মহান, পবিত্র। বরং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। সবকিছু তারই একান্ত অনুগত। (১১৭) আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে ইচ্ছা করেন শুধু বলেন 'হও' আর তা হয়ে যায়।

অতঃপর মহান কলমের প্রতি আল্লাহপাকের তরফ থেকে প্রত্যাদেশ এলো-ওহে কলম, তুমি মহান আরশের পাদদেশে এই পবিত্র বাক্যটি লিখে রাখ যে,

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদূর রাসূলুল্লাহ।

অর্থাৎ "এক আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই, আর মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল বা প্রেরিত মহাপুরুষ।" আল্লাহপাকের প্রত্যাদেশ অনুযায়ী মহান কলম চারশ বৎসরে 'লা-ইলাহা' পর্যন্ত লিখতে সামর্থ্য হলো। কিন্তু অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, কলম যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পর্যন্ত লিখল, তখন সে মহান আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে আবেদন করে বলল ঃ ওহে রাব্বুল আলামীন, তুমি অতুল্য ও অতুলনীয় ; অথচ তোমার এই পবিত্র নামের সঙ্গে এ আবার কোন মহানের নাম জড়িত রয়েছে ? তখন মহান আল্লাহপাকের তরফ থেকে নির্দেশ এলো, ইহা আমার এক প্রিয়তমের নাম; তুমি লেখ 'মোহাম্মদূর রাসূলুল্লাহ'। তখন কলম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং কলমের সম্মুখভাগ বা অগ্রভাগ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তখন থেকেই কলমের অগ্রভাগ দুইভাগে বিভক্ত হওয়ার রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে। তারপর মহান কলম লেখলো 'মোহাম্মদূর রাসূলুল্লাহ'।

www.pathagar.com

আল্লহপাক তাঁর মহান আরশের ওপর আঠাল হাজার গ্রহ (বুরুজ) সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকটি গ্রহে আঠার হাজার করে স্তম্ভ বা খিলান (উপগ্রহ) দাঁড় করালেন। আর প্রত্যেকটি খিলানের ওপর এক হাজার করে শীর্ষচুড়া তৈরি করলেন। একটি চুড়া থেকে অপর চুড়ার দূরত্ব সাতশত বৎসরের পথ। প্রত্যেকটি চুড়ার শীর্ষে আঠার হাজার করে জগত রয়েছে। প্রত্যেকটি জগত এতই সুবিশাল যে, প্রত্যেকটি কিন্দীলের অভ্যন্তরে সপ্তস্তর বিশিষ্ট ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলসমূহ এবং এতদ-উভয়ের মধ্যবর্তী স্থনে যা কিছু রয়েছে তা সবই আনায়াসে এমন ভাবে বাস করতে পারবে যেমন একটি সুবিশাল প্রান্তরে একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি স্থাপনের ন্যায়।

অতপর মহান আল্লাহ চারজন ফেরেস্তা সৃষ্টি করলেন। এদের মধ্যে একজনের আকৃতি মনুষ্যাকৃতি। দ্বিতীয়জনের আকৃতি সিংহের ন্যায়। তৃতীয়জনের আকৃতি গাধার ন্যায়। চতুর্থজনের আকৃতি গাভীর ন্যায়। এদের পা রয়েছে পাতালপুরে (তাহতুস্ সারায়) এবং এদের কাঁধ রয়েছে আরশে মুয়াল্লায় ঠেকানো। এরা যদি পথ চলার জন্য এদের পা ফেলে তাহলে এক পায়ের দূরত্ব অন্য পায়ের দূরত্ব থেকে সাত হাজার বৎসরের দূরত্বে যেয়ে পড়বে। তারপর খোদাতাআলার তরফ থেকে এদের প্রতি নির্দেশ হলো, আল্লাহপাকের মহান আরশ বহন করার জন্য। তখন তারা চারজনই একত্রে তাদের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা প্রাণপন চেষ্টা করল আরশ উঠাতে, কিন্তু কিছুতেই তারা আরশ উঠাতে সামর্থ্য হলো না। তখন আল্লাহপাকের তরফ থেকে এদের প্রতি প্রত্যাদেশ এলো, ওহে ফেরেস্তাগণ, আমি তোমাদেরকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে তৎসমুদয়ের সমপরিমাণ শক্তি প্রদান করলাম, তবু তোমরা আমার আরশ উঠাও। তখন তারা প্রাণপণ চেষ্টা করল আরশ উঠাতে, কিন্তু কিছুতেই তারা আরশ উঠাতে সামর্থ্য হলোনা। তখন আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে এদের প্রতি প্রত্যাদেশ এলো ওহে ফেরেস্তাগণ, আমি তোমাদেরকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে তৎসমুদয়ের সমপরিমাণ শক্তি প্রদান করলাম, তবু তোমরা আমার আরশ উঠাও। তখন তারা প্রাণপণ চেষ্টা করল আরশ উঠাতে, কিন্তু কিছুতেই তারা আরশ উঠাতে সামর্থ্য হলো না। তখন আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে এদের প্রতি নির্দেশ এলো যে, তোমরা এই তাসবীহটি পাঠ করে আরশ উঠাও।

"তারই জন্য পবিত্রতা যিনি রাজাধিরাজ এবং মালাকূতের অধিপতি, পবিত্রতা তাঁরই জন্য যিনি মহাসম্মানী ও শ্রেষ্টতম, মহাসৌভাগ্যশালী, সর্বশক্তিমান, কামাল, জালাল, জামান, শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের সমুপযোগী, গুণগান কেবল সেই মহাঅধিপতির জন্যই যিনি চির জীবিত, যিনি নিদ্রা যান না ও মরেন না। তিনি অতি প্রকাশমান, অতিপবিত্র, আর তিনি ফেরেস্তা ও রুহু জগতের অধিপতি।"

এই তসবীহ্ পাঠ করা মাত্রই মহান আল্লাহর শক্তি বলে তারা মহান আরশ বহন করতে সামর্থ্য হলো।

মহাত্মা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন তারা এই তাসবীহ পাঠ করল ঃ তখন তারা মহান আরশ বহন করতে সামর্থ্য হলো। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এই তাসবীহ্ থেকেই জান্নাত রাজ্য ও ফেরেস্তাজগত সৃষ্টি করেছেন এই অর্থে যে, তারা মহান আরশের চারদিকে খোদাপাকের তাসবীহ পাঠ ও প্রদক্ষিণ করবে এবং খোদা-বিশ্বাসী লোকদের জন্য তারা ক্ষমা-প্রার্থনা করবে।

www.pathagar.com

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুরপার্শ্বে ঘিরে আছে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা মূমিন (বিশ্বাসী)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুরপার্শ্বে ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রসংসার সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা তাওবাহ করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।'*

অতপর মহান আরশের নিম্নদেশে একটি মুক্তার সৃষ্টি হলো। ইহা দ্বারা আল্লাহতাআলা লাউহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত লিপিকাষ্ঠ তৈরি করলেন। ইহা এতই সুবিশাল যে, দৈর্ঘ্যে সাতশত' বৎসরের পথ এবং প্রস্থ্যে তিনশত বৎসরের পথ। ইহার চারদিকে লাল ইয়াকূত দ্বারা জড়িয়ে রাখা হয়েছে।

যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা আলাক্ব (ঘনীভূত শোনিত)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন - (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে। (৩) পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক অতি দানশীল। (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা জানত না।*

সংরক্ষিত ফলকে (লাউহে মাহফুজে) আছে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা যুখরুফ (সুবর্ন)* ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) হা-মীম (২) সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ, (৩) আমি এ অবতীর্ণ করেছি কোরআন রূপে, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৪) নিশ্চয়ই এ কোরআন মহান, সারগর্ভ আমার নিকট সংরক্ষিত ফলকে (লাউহে মাহফুজে) আছে।*

অতপর মহান আল্লাহ্ কলমের প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন যে, "আমি পরম করুণাময় রহ্‌মান ও রাহীমের নামে আরম্ভ করছি।" আমিই একমাত্র স্রষ্টা, আমার ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত ভাগ্যলিপির ওপর সন্তুষ্ট, আমার দেওয়া বিপদ-আপদে ধৈর্যশীল, আমার দেওয়া দানসমূহের (নিয়ামত) প্রতি কৃতজ্ঞ, যা আমি তাদেরকে নিধারিত করে দিয়েছি, তাদেরকে আমি সিদ্দিকদের মধ্যে গণ্য করব। যে আমার প্রদত্ত তকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট নয়, বিপদে-আপদে ধৈর্যশীল নয়, আমার দানসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য তারা যেন আমার ছাড়া অন্যকোন প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আমার আকাশসমূহের নীচ থেকে যেন তারা বেরিয়ে যায়।

এই কথাগুলো লেখার পরই লাউহে মাহফুজ নিজে নিজে কেঁপে উঠল এবং বলে উঠল ঃ আমার মত এমন নগণ্য অস্তিত্বে আল্লাহতাআলার এলম লেখা হলো! তখন আল্লাহতাআলার তরফ থেকে এই প্রত্যাদেশ এলো।

www.pathagar.com

নূন শপথ কলমের

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা কালাম (লেখনী) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) নূন শপথ কলমের এবং শপথ ওরা যা লিপিবদ্ধ করে তার।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহতাআলা মানুষের ভাগ্যে যা নির্ধারিত করে দিয়েছেন তা কখনো পরিবর্তিত হবে না; কিন্তু চারটি বিষয় ছাড়া যেমন- জীবিকা, মৃত্যু, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য।

আরশের নিম্নদেশে যে মোতিটির সৃষ্টি হয়েছিল তৎপ্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহতাআলা বললেন ঃ "ওহে মোতি, তুমি ছড়ে পড়।" এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে মোতিটি ছড়িয়ে পড়ল।

"আল্লাহতাআলার কুর্সী বা তার সিংহাসন ছড়িয়ে পড়ল ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলসমূহ ব্যাপী।" এই সময়ই কুর্সীর নিম্নদেশে একটি ইয়াকুতের সৃষ্টি হল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তা মোতি ছিল। ইহা এতই সুবিশাল ছিল যে, দৈর্ঘ্যে যেমন ছিল পাঁচশত বৎসরের পথ, প্রস্থ্যেও ছিল তদ্রুপ। মহান আল্লাহ্ যখন এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তখন মোতিটি মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পানিতে পরিণত হয়ে গেল। তখন ইহাতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকের বায়ু সৃষ্টি করা হল। তারপর আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে বাতাসের প্রতি নির্দেশ হলো, তোমরা এই জলরাশির চারদিক থেকে তরঙ্গের সৃষ্টি করে ফেনপুঞ্জ তৈরি কর। তারপর আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতা বলে অগ্নি, ধুম্র ও উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে ঐ পানিতে যেয়ে প্রবেশ করল। ফলে এই জলরাশি থেকে একটি ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়ে কুর্সী বা সিংহাসন ও জলরাশির মাঝখানে বাতাসের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে গেল।

কিছু পাথর আছে তা থেকে পানি নির্গত হয় আবার আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৪) এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল উহা পাষান কিংবা তার থেকেও কঠিনতর এমন কিছু পাথর আছে যে তা থেকে নদীনালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু পাথর এরুপ যে বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয় আবার কিছু পাথর এমন যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে বস্তুত তোমরা যা কর তা আল্লাহর অজানা নয়।

যখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল তখন তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা হূদ (এক পয়গম্বরের নাম) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) যখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল তখন তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন তোমাদের মধ্যে কে আচরণে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য 'মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে' তুমি এ বললেই অবিশ্বাসীরা নিশ্চয় বলবে, 'এ তো (কোরআন) স্পষ্টতঃ অলীক কল্পনা।'

www.pathagar.com

প্রাণবান সমস্ত কিছু পানি হতে সৃষ্টি করলাম; তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না?

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা আম্বিয়া (জান্নাতের সংবাদ বাহকগণ) ঃ *৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩০) অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করেছিলাম, এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু পানি হতে সৃষ্টি করলাম; তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না?*

তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ফোরকান (কোরআন) ঃ *৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৪) এবং তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি মানবজাতীর মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সমন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।*

অতপর আল্লাহতাআলা এই ধোঁয়াকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করে একটি ভাগ দ্বারা পানি সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা তামা, তৃতীয় ভাগ দ্বারা লৌহ, চতুর্থ ভাগা দ্বারা রৌপ্য, পঞ্চম ভাগ দ্বারা স্বর্ণ, ষষ্ট ভাগ দ্বারা মোতি এবং সপ্তমভাগ দ্বারা লৌহিত বর্ণের ইয়াকূত সৃষ্টি করলেন। প্রথমভাগ পানি দ্বারা প্রথম আকাশ সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় ভাগ তামা দ্বারা দ্বিতীয় আকাশ, তৃতীয় ভাগ লৌহ দ্বারা তৃতীয় আকাশ, চতুর্থ ভাগ রৌপ্য দ্বারা চতুর্থ আকাশ, পঞ্চমভাগ স্বর্ণ দ্বারা পঞ্চম আকাশ, ষষ্টভাগ মোতি দ্বারা ষষ্ট আকাশ এবং সপ্তম ভাগ লাল ইয়াকূত দ্বারা সপ্তম আকাশ তৈরী করলেন। এক আকাশ থেকে দ্বিতীয় আকাশের দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথ।

অতপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা হা মীম সিজদাহ (ব্যবচ্ছেদক বর্ণবিশেষ ও প্রণিপাত) ঃ *২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১১) অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধুয়ারকুন্ডলী বিশেষ। অনন্তর তিনি ওকে (আকাশকে) ও পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্য ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় প্রস্তুত হও।' ওরা বলল, 'আমরা অনুগত হয়ে থাকতে প্রস্তুত আছি।' (১২) অতপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন এবং তিনি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলেন নক্ষত্রদ্বারা এবং করলেন সুরক্ষিত এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।*

তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে, তিনি তোমাদের উদ্ভূত করেছেন মাটি হতে, অতঃপর ওতে তিনি তোমাদের প্রত্যাবৃত্ত করবেন

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা নূহ (এক নবীর নাম) ঃ *১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩) 'তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্টত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছো না!' (১৪) 'তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে' (১৫) 'তোমরা কি লক্ষ্য করনি আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমন্ডলী,*

www.pathagar.com

(১৬) এবং যেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন জ্যোতিরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে' (১৭) 'তিনি তোমাদের উদ্ভূত করেছেন মাটি হতে।' (১৮) 'অতঃপর ওতে তিনি তোমাদের প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন। (১৯) এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত' (২০) যাতে তোমরা প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পার।'

তারপর মহান আল্লাহ্ তাঁর অপরিসীম শক্তি বলে ঐ সুবিশাল জলরাশির ফেনাপুঞ্জ থেকে লৌহিত বর্ণের মৃত্তিকাপিন্ড তৈরি করলেন। আর এই লাল বর্ণের মৃত্তিকাপিন্ড এখানে তৈরি করলেন, যেখানে বর্তমান কাবাগৃহ অবস্থিত। এই থেকেই এই স্থানের নামকরণ করা হয়েছে মক্কা, 'মক্কা' শব্দটি 'বাক্কা' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'বাক্কা' শব্দের অভিধানিক অর্থ ফেনাপুঞ্জ। যেহেতু সুবিশাল জলরাশির ফেনাপুঞ্জ থেকে এই ভূভাগ সৃষ্টি হয়েছে বলেই এর নামকরণও হয়েছে বাক্কা বা মক্কা 'বাক্কা' শব্দেরই অশভ্রংশ শব্দ 'মক্কা'। আর মৃত্তিকাপিন্ড লোহিত বা বাদমী রং বাদামী থেকে কৃষ্ণ বর্ণ বা কালো বর্ণ ধারণ করেছে।

নিশ্চয় মানবজাতীর জন্য সর্ব প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বাক্কায়

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৬)) নিশ্চয় মানবজাতীর জন্য সর্ব প্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বাক্কায় (মক্কায়), উহা আশিসপ্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের দিশারী। (৯৭) ওতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) ইব্রাহীমের দাড়াবার স্থান এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ্ব করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। এবং যে অস্বীকার করবে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ জগতের ওপর নির্ভরশীল নন।*

ফেরেস্তা নামক চারটি মহাশক্তি তথা জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আজরাঈল এর প্রতি নির্দেশ হলো যে, তোমরা এই মৃত্তিকাপিণ্ডকে চার বাহুবিশিষ্ট অর্থাৎ দুই মেরুতে (গোলার্ধে) পরিণত কর। ফেরেস্তারা তাই করলেন।

নিয়ন্ত মালিক

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আর-রহমান (আল্লাহর নাম বিশেষ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭) তিনিই দুই উদয়াচল ও অস্তাচলের নিয়ন্ত মালিক।*

অর্থাৎ পৃথিবীর দুই মেরু, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে চন্দ্র ও সূর্যের উদয়-অস্তের পরিপ্রেক্ষিতে দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম বলা হয়েছে। পৃথিবীর আকার যখন কমলা লেবুর ন্যায়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই পৃথিবীর উত্তর মেরুতে রয়েছে দুই দিক এবং দক্ষিণ মেরুতে রয়েছে দুই দিক এবং ইহা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু বিষুব ও মেরু রেখাতে এসে চারদিকের সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবী মৃত্তিকা পিণ্ড থেকে দুই মেরুর আকারে সৃষ্টি হওয়ার ফলে একই পৃথিবীর ভূপৃষ্টে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় দুইটি দিন ও দুইটি রাতের সৃষ্টি হয়েছে। জাপানে যখন রাত, আমেরিকায় তখন দিন; আর আমেরিকায় যখন রাত, জাপানে তখন দিন।

www.pathagar.com

তুমি কি দেখ না কিভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন ?

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ফোরকান (কোরআন) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৫) তুমি কি দেখ না কিভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন ? তিনি তো ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন; বরং তিনি সূর্যকে এর নির্দেশক করেছেন। (৪৬) অতঃপর তিনি একে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনেন। (৪৭) এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে আবরণস্বরূপ করেছেন, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা এবং কর্মের জন্য দিয়েছেন দিন।

আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে জানার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দরবারে আসলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওহে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহতাআলা এই পৃথিবী কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ? আল্লাহর রাসূল উত্তর দিলেন, পানির ফেনাপুঞ্জ থেকে। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ ফেনাপুঞ্জ কিসের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি উত্তরে বললেন, সাগরের তরঙ্গমালা থেকে। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সাগরের তরঙ্গ কি দ্বারা তৈরি হয়েছে ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাব দিলেন, পানি দ্বারা। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ পানি কি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, একটি মোতি থেকে। অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মোতিটি কিসের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিলেন অন্ধকার (ধোঁয়া বা ধুম্র) থেকে। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেন, ওহে আল্লাহর রাসূল, আপনি যথার্থ সত্য কথাই বলেছেন।

আবারও তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওহে আল্লাহর রাসূল, এই পৃথিবীর স্থায়িত্ব কিসের ওপর নির্ভর করে আছে? আল্লাহর রাসূল বললেন, কুহেকাফ বা কাফ নামক পর্বতের ওপর নির্ভর করে আছে। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুহেকাফ কি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিলেন, সবুজ বর্ণের জোমরোদ পাথর থেকে। আকাশের গায় নীল ও সবুজ বর্ণ ঐ যমরোদ পাথরেরই প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়ার প্রতিফলন ঘটছে। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেন, ইহা যথার্থ সত্য কথা। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুহেকাফের উচ্চতা কত? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, পাঁচশত বৎসরের পথ। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, উহার ব্যাস কত? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিলেন, দুই হাজার বৎসরের পথ। অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুহেকাফের অপর দিকে কি রয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, মেশকের তৈরি সাতটি ভূমণ্ডল রয়েছে। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলে, উহার পর কি রয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাব দিলেন, উহার পর রয়েছে কর্পূরের তৈরি সাতটি ভূমণ্ডল। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উহার পর কি রয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, উহার পর রয়েছে রৌপ্যনির্মিত সাতটি ভূমণ্ডল। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উহার পর কি রয়েছে? বললেন, সত্তর হাজার জগত রয়েছে এবং প্রত্যেকটি জগতের নিম্নদেশে সত্তর হাজার করে ফেরেস্তা রয়েছে। আর আদম-এই কালমায়ে তাইয়েবাহ্ নামের তাসবীহ থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। তারপরও তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উহার পর কি রয়েছে? উত্তর দিলেন, একটি অজগর সাপ রয়েছে। উহার দৈর্ঘ্য দুই হাজার বৎসরের পথ। সারা জগত উহার মুখ গহ্বরে রয়েছে। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যথার্থ সত্য কথাই বলেছেন।

www.pathagar.com

তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৯)) তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন। তিনি সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওহে আল্লাহ্‌র রাসূল, সপ্তম ভূমণ্ডলে কি কি রয়েছে ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিলেন, ফেরেস্তাগণ রয়েছেন। ষষ্ঠ ভূখণ্ডে রয়েছে শয়তান ও তার বংশধরগণ। পঞ্চম ভূপৃষ্ঠে রয়েছে দেউ-দানব-জ্বিন-পরী। চতুর্থ ভূভাগে রয়েছে সর্প, তৃতীয় ভূমণ্ডলে রয়েছে চতুষ্পদ জীব-জন্তু সকল। দ্বিতীয় ভূপৃষ্ঠে রয়েছে পাখিসমূহ, আর প্রথম ভূপৃষ্ঠে রয়েছে মানবজাতি। তখন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম বললেন, ওহে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি সত্য কথাই বলেছেন।

অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওহে আল্লাহ্‌র রাসূল, সপ্তম ভূমণ্ডলের নীচে কি আছে ? আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন, সপ্তম ভূমণ্ডলের নীচে চার হাজার শিংবিশিষ্ট একটি গাভী রয়েছে। এক শিং থেকে অপর শিং-এর দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথ। উহার দুই শিংয়ের মাঝখানে সপ্তস্তবক ভূমণ্ডল অবস্থিত। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ গাভীটি কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ? আল্লাহ্‌র রাসূল উত্তর দিলেন, একটি বিরাটকায় মাছের ওপর গাভীটি দাঁড়িয়ে আছে। আর মাছটি পানির ওপর অবস্থান করছে। সেই পানির বিস্তৃতি ও গভীরতা চল্লিশ বৎসরের পথ। এই জলরাশি বাতাসের ওপর ভর করে আছে। আর বাতাস জাহান্নামের অন্ধকারাচ্ছন্ন ধূম্রজালের ওপর নির্ভর করে আছে। জাহান্নামটি মহাকাশের একটি বিরাটকায় পাথরের ওপর স্থির হয়ে আছে। পাথরটি একজন ফেরেস্তার মাথার ওপর রয়েছে। আবার সেই ফেরেস্তা বাতাস ও ধোঁয়ার ওপর দাড়িয়ে আছে। আর বায়ুমণ্ডল খোদাতালার মহাশক্তির ওপর স্থির হয়ে আছে। সেই খোদাতাআলার শক্তি অপরিসীম। তাঁর জাত ও সিফাত অতি পূত-পবিত্র। তিনি মহাকালের ধ্বংস ক্ষতি সাধন থেকে নিরাপদ ও নির্ভয় থাকবেন অনন্তকালব্যাপী। অতপর আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম বললেন ওহে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি যথার্থ সত্য কথা বলেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহতাআলা প্রত্যেকটি আকাশমণ্ডলের ওপর একটি করে নূর (জ্যোতি) বা দীপ্তি সৃষ্টি করেছেন। এই নূর বা জ্যোতি থেকে আল্লাহতাআলা অগনিত ফেরেস্তা সৃষ্টি করেছেন তাদের ওপর আল্লাহপাকের নির্দেশ রয়েছে তাঁর স্তুতিগান, পাক-পবিত্রতার গুণ-কীর্তন এবং সম্মান প্রদর্শন করার। তারা যদি মুহূর্ত কালের জন্যও তা থেকে বিস্মৃত হয়ে পড়ে, তবে তৎক্ষণাতই তারা খোদাপাকের নূরে তাজাল্লীতে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে কারো আকৃতি গাভীর ন্যায়, কারো আকৃতি সর্পের ন্যায়, কারো আকৃতি গাধার ন্যায়। এদের কারো দেহের উপরের অর্ধাংশ বরফের এবং নিম্নাংশ আগুনের তৈরি। তারা সবাই আপন প্রভুর তাসবীহ্‌ পাঠে সদা লিপ্ত। তারা তাদের তাসবীতে বলছে -

"আমরা তাসবীহ্‌ পাঠ করিছ ঐ খোদাপাকের যিনি আমারদেরকে সৃষ্টি করেছেন বরফ ও অগ্নি দ্বারা, না বরফ অগ্নিকে নির্বাপিত করতে পারছে, না অগ্নি বরফকে বিগলিত করতে পারছে।"

এদের কেউ কেউ দণ্ডায়মান অবস্থায় রয়েছে, কেউ কেউ রুকূতে রয়েছে। কেউ সিজদাহ অবস্থায় রয়েছে। কেউ কুয়দ বা বসা অবস্থায় রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এই অবস্থায়ই থাকবে। কিয়ামতের দিন তারা সবাই বিনীতভাবে বলবে -

"ওহে আমাদের প্রতিপালক, আমরা কখনো আপনার সমোপযুক্ত গোলামী করতে পারিনি, যা আমাদের করা কর্তব্য ছিল। অথবা যেরূপ গোলামী আপনার প্রাপ্য ছিল।"

www.pathagar.com

তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা লুকমান (ব্যক্তি বিশেষের নাম) ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২০) তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বাক-বিতন্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশক এবং না আছে কোন দীপ্তিময় (জ্ঞানময়) গ্রন্থ।

তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা যুমার (মানুষের দল) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪) আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনিই আল্লাহ, এক, পরাক্রমশালী। (৫) তিনি সুপরিকল্পিতভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা, চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই আবতর্ণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখ! তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৬) তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিণী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার পশু। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তারই, তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?

অতঃপর খোদাপাক সাতটি বার অথবা সাতটি দিনের উৎপত্তি ঘটালেন এবং ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেন। রবিবার দিন তিনি তাঁর মহান আরশ-বহণকারীদেরকে সৃষ্টি করলেন। সোমবার দিন তিনি সাত আকাশ সৃষ্টি করলেন। মঙ্গলবার দিন তিনি সপ্তস্তবক বা সাতটি ভূমণ্ডল সৃষ্টি করলেন। বুধবার দিন তিনি অন্ধকার সৃষ্টি করলেন। বৃহস্পতিবার দিন তিনি সূর্য, চন্দ্র, তারকাপুঞ্জ এবং সপ্ত আকাশকে গতিশীল অবস্থায় আনয়ণ করলেন। সপ্তম দিবসে শুক্রবার তিনি সমুদয় বিশ্ব সৃষ্টি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন।

আল্লাহ্ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে (আল্লাহর অবস্থান পরিচালনা কেন্দ্র) সমাসীন হন।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আরাফ (জান্নাত ও জাহান্নাম এর মধ্যবর্তি স্থান) ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৪) নিশ্চয়, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে (আল্লাহর অবস্থান পরিচালনা কেন্দ্র) সমাসীন হন। তিনিই দিনকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যা তারই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দান তাঁরই কাজ। তিনি মহিমাময় বিশ্ব-প্রতিপালক।

www.pathagar.com

নিশ্চয় আল্লাহ শস্যবীজকে ও আঁটিকে অংকুরিত করেন। তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে নির্গত করেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) ঃ ১২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯৫) নিশ্চয় আল্লাহ শস্যবীজকে ও আঁটিকে অংকুরিত করেন। তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে নির্গত করেন। এই তো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে। (৯৬) তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, এবং তিনি বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য চাঁদ ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। (৯৭) আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তোমরা তা দিয়ে স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। (৯৮) আর তিনিই তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রয়েছে, অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য (তিনি) এ বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। (৯৯) এবং তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে (তিনি) সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উৎগত করেন, অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা উৎগত করেন, পরে তা থেকে ঘনসন্নিবিষ্ট শস্য-দানা সৃষ্টি করেন, এবং খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন আর আঙুরের বাগান উদ্যানরাজি সৃষ্টি করেন এবং জয়তুন ও দাড়িম্বও যা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও যখন উহা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয় তখন সেগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, নিশ্চয়ই এগুলি বিশ্বাসী (ঈমানদার) সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তারা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে, অংশীস্থাপন করে, আল্লাহর সন্তান হবে কিরূপে! তার কোন সঙ্গিনী নেই। (১০০) এবং তারা জ্বীনকে আল্লাহর অংশী স্থাপন করে, অথচ তিনিই ওদের সৃষ্টি করেছেন এবং ওরা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে, তিনি মহিমান্বিত। এবং ওরা যা বলে তিনি তার উর্দ্ধে।

১৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০১) তিনি আকাশ ও ভুমন্ডলের স্রষ্টা, তার সন্তান হবে কিরূপে? তার কোন সঙ্গী নেই, তিনিইতো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। (১০২) এই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তার উপাসনা কর, তিনি সব কিছুরই তত্ত্বাবধায়ক।

"নিশ্চয়ই ঐশীজগতের সেই একটি দিন তোমার প্রভুর নিকট এক হাজার দিনের সমপরিমাণ যা তোমরা গণনা করে থাক।" এই বিশ্বজগতের হাজার দিনে যা করা যায়, সেই আধ্যাত্মিক জগতের একদিনে তা করা যায়। এই কথা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহপাক তাঁর অপরিসীম ক্ষমতাবলে তিনি চোখের পলকে সহস্র প্রকার জগত সৃষ্টি করতে সামর্থ্য। তিনি তাঁর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা দ্বারা তাঁর আপন বান্দাহদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যেমন তাঁর কাজকর্মে কোন প্রকার তাড়াহুড়া করছেন না; তেমন তাঁর বান্দাহগণও যেন কোন কর্মফল দ্রুত লাভ করার জন্য ব্যস্ত না হয়ে বরং ধৈর্যধারণ করে।

অতপর আল্লাহপাক তাহ্‌তুস্‌-সারা (পাতাল) সৃষ্টি করলেন। তাহ্‌তুস্‌-সারা সপ্ত-ভূমণ্ডলসমূহের পাতালপুরে অবস্থিত জগতকে বুঝায়। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ 'সারা' একটি সবুজ বর্ণের পাথরের নাম। আর এই সুবিশাল পাথরের নিম্নদেশেই জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জাহান্নামের পরিচালনা বা তত্ত্বাবধানে রয়েছেন একজন কর্মাধ্যক্ষ। তাঁর নাম মালেক ফেরেস্তা। জাহান্নাম তাঁরই দায়িত্বে পরিচালিত হচ্ছে। আরও ১৯ জন ফেরেস্তা সৃষ্টি করে মালেক ফেরেস্তার অধীনস্ত করে দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

তুমি কি জান সাক্কার কি? ওদের জীবিতাবস্থায় রাখবে না বা মৃত অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। 'সাক্কার' এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা মুদদাসষির (বস্ত্রাবৃত) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৬) আমি তাকে (অবিশ্বাসীকে) নিক্ষেপ করব সাক্কার-এ, (২৭) তুমি কি জান সাক্কার কি? (২৮) ওদের জীবিতাবস্থায় রাখবে না বা মৃত অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। (২৯) এ গায়ের চামড়া দগ্ধ করবে। (৩০) 'সাক্কার' এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী। (৩১) আমি ফেরেস্তাদের করেছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফেরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি ওদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে গ্রন্থধারীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবিরা ও মুমিনেরা সন্দেহ পোষন না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যধি আছে তারা এবং অবিশ্বাসীরা বলবে, 'আল্লাহ এ অভিনব উক্তি দ্বারা কি বোঝাতে চাইছেন?' এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এ বর্ণনা মানুষের জন্য সাবধাণী বাণী।

'সাক্কার' এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। এদের প্রত্যেকের ডান পাশে রয়েছে সত্তর হাজার করে হাত এবং বামদিকেও রয়েছে তদ্রুপ সত্তর হাজার করে হাত। আবার প্রত্যেকটি হাতে রয়েছে সত্তর হাজার করে হস্তদেশ। প্রত্যেকটি হস্তদেশে রয়েছে সত্তর হাজার করে আঙ্গুল। প্রত্যেকটি আঙ্গুলে রয়েছে একটি করে অজগর সাপ। প্রত্যেকটি অজগর সাপের মাথায় রয়েছে একটি করে সাপ। প্রত্যেকটি সাপের দৈর্ঘ্য সত্তর হাজার বৎসরের পথ। প্রত্যেকটি সাপের মাথায় রয়েছে একটি করে বিচ্ছু। এর একটি বিচ্ছু যদি দংশন করে তবে এর ভয়াবহ বিষক্রিয়া সত্তর হাজার বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং এই বিষের যন্ত্রণায় সত্তর হাজার বৎসর পর্যন্ত আর্তনাদ করতে থাকবে।

আর ঐসব ফেরেস্তাদের বাম হাতের প্রত্যেকটি আঙ্গুলে রয়েছে এক একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বা অগ্নিস্তম্ব। এর একটি অগ্নিশিখা যদি হাশরের মাঠে নিক্ষেপ করা হয়, আর তা যদি সমুদয় সৃষ্টি জীব-জানোয়ার, জ্বিন-ইনসান একত্রিত হয়েও সরানোর চেষ্টা করে তবে বিন্দু পরিমাণ স্থানের দূরত্বেও তা সরাতে পারবে না। জাহান্নামের পরিচালক ফেরেস্তাদের প্রতি আল্লাহপাক নির্দেশ দিলেন, তোমরা জাহান্নামের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর। তখন ফেরেস্তারা নিবেদন করলেন ওহে আমাদের প্রভু, আমরা আগুনের ভয়ে জাহান্নামের ভিতর প্রবেশ করতে পারছিনা। তখন আল্লাহপাকের নির্দেশ অনুযায়ী হযরত জিব্রাঈল ফেরেস্তা জান্নাত থেকে একটি আংটি নিয়ে এলেন এবং তা দিয়ে ঐসব ফেরেস্তাদের ললাট স্থানে মহর অঙ্কিত করে দিলেন। এবং ঐ আংটির গায়ে লেখা ছিল কালমায়ে তাইয়েবাহ।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদূর রাসূলুল্লাহ।

এই পবিত্র কালমায়ে তাইয়েবাহর ব-দৌলতে জাহান্নামের অগ্নিতাপ তাদের ওপর ক্রিয়া করতে পারল না। তখন জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ঐ উনিশ জন ফেরেস্তা এই কালমায়ে তাইয়েবাহর সৌজন্যে জাহান্নামে প্রবেশ করতে সামর্থ্য হলেন। তখন থেকে তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত জাহান্নামেই বাস করবেন। যারা একান্তবিশ্বাসী, তাদের ললাটদেশে এবং অন্তকরণে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিদর্শন বিদ্যমান থাকবে, "ঐ সমস্ত লোক যাদের আন্তকরণে ঈমানের নির্দশন অঙ্কিত থাকবে।" তাদের প্রতি কখনো তীব্রতাপ পৌছতে পারবে না।

www.pathagar.com

জাহান্নামের সাতটি স্তবক রয়েছে। যেমন আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র কোরআনের ভাষায় বলেছেন ঃ "জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে, প্রত্যেক স্তর বা স্তবকের জন্য রয়েছে একটি করে নির্ধারিত অংশ।" জাহান্নামের প্রথম স্তবকের নাম 'জাহীম'। দ্বিতীয় স্তবকের নাম জাহান্নাম। তৃতীয় স্তবকের নাম আস্‌কর। চতুর্থ স্তবকের নাম সায়ীর। পঞ্চম স্তবকের নাম লাযা। ষষ্ঠ স্তবকের নাম হাবিয়া এবং সপ্তম স্তবকের নাম হোতামা।

কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে তার স্থান হবে হাবিয়া

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা কারীয়াহ (ভীষন বিপদ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) মহাপ্রলয়, (২) মহাপ্রলয় কি? (৩) মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কি জান? (৪) সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত; (৫) এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত ঃ (৬) তখন যার পাল্লা ভারী হবে (৭) সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, (৮) কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে (৯) তার স্থান হবে হাবিয়া (১০) (হাবিয়া) কি, তুমি জান কি? (১১) ইহা উত্তপ্ত অগ্নি।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল ফেরেস্তা একদিন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট আয়াত (বাণী) নিয়ে এলেন, এই সময় পাহাড় ও ভূপৃষ্ঠে একটি কম্পন হয়ে গেল এবং সঙ্গে একটি বিকট আওয়াজও বেরিয়ে এলো। এতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর অবয়ব মণ্ডল বিবর্তন হয়ে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইহা কিসের আওয়াজ এবং কোথা থেকে এলো? হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন ওহে আল্লাহর রাসূল হযরত আদমেরও জন্মের সাত হাজার বৎসর আগে সত্তর হাজার মন বিশিষ্ট একটি পাথর জাহান্নামের কিনারায় পড়েছিল, এই পাথরটি এখন ১৫ হাজার বৎসরের দূরত্ব পথে নিম্নদেশে ধাবিত হয়ে, 'হোতামা' নামক সর্বনিম্ন জাহান্নামে পতিত হয়েছে। ইহা সেই পাথরেরই একটি পতন ধ্বনি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইহা কাদের বাসস্থান? হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, ইহা মুনাফেক (মিথ্যাবাদি)-দের নিন্দুক এবং কৃপণদের বাসস্থান।

মুনাফেকগণ (মিথ্যাবাদিগণ) আগুনের নিম্নতর স্তরে থাকবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা নিসা (নারীগণ) ঃ ২১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪৫) মুনাফেকগণ (মিথ্যাবাদিগণ) আগুনের নিম্নতর স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না।

সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হোতামায় হোতামা কি, তা তুমি জান

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা হুমাযাহ (অপবাদ দেওয়া) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দাকরে; (২) যে অর্থ সঞ্চয় করে এবং ঐটি বার বার গণনা করে; (৩) সে ধারণা করে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে; (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হোতামায়; (৫) হোতামা কি, তা তুমি জান ? (৬) এ আল্লাহর প্রজ্জলিত হুতাশন (৭) যা হৃদয়কে গ্রাস করে ; (৮) এ ওদের পরিবেষ্টন করে রাখবে (৯) দীর্ঘায়িত স্তম্ভে (জাহান্নামের শেষ স্তম্ভে)।

www.pathagar.com

"কৃপন লোকের বাসস্থান জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্নে অবস্থিত অনলকুণ্ডে।" জাহান্নামের ষষ্ট স্তরে মুশরিক বা অংশীদারদের বাসস্থান। জাহান্নামের পঞ্চম স্তরে মূর্তি-পূজারীরা অবস্থান করবে। জাহান্নামের চতুর্থ স্তরে মদ বিক্রেতাগণ বাস করবে। জাহান্নামের তৃতীয় স্তরে বাস করবে অগ্নি-পূজারীগণ। জাহান্নামের দ্বিতীয় স্তরে বাস করবে ইহুদীগণ। জাহান্নামের প্রথম স্তরে অবস্থান করবে মুসলিম অপরাধীগণ। "মুসলিম অপরাধী, ইহুদী, সাবেয়ীন (মুর্তি-পূজারীদেরই একটি দল) নাসারা, মাজুস এবং মুশরেকগণ (এই ছয়টি সম্প্রদায়) জাহান্নামে বাস করবে।"

হাদিসে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি সফর এ বা ভ্রমনে বাড়ীর বাহিরে অবস্থান করছে এবং যাত্রার পূর্বে স্ত্রীকে বলে গেল গৃহের ওপরতলায় বসবাস করবে এবং নীচে নামবে না। ঘটনাক্রমে নীচতলায় বসবাসরত তার পিতা ভিষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে রাসূল্লাহ (সাঃ) এর কাছে অনুমতি চাইল। আমি নিচে যেয়ে পিতার সেবা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তরে বললেন না নিজ স্বামীর অনুগত থাক। তার পিতা মৃত্যুবরণ করল। তার পিতাকে দাফন করা হল এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উক্ত মহিলাটিকে সংবাদ পাঠান যে, তার পিতা জান্নাতে প্রবেশ করেছে এবং তোমার স্বামীর প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণ আনুগত্যের পুরস্কারস্বরুপ তোমার পিতাকে মাগফেরাত বা ক্ষমা করা হয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমি জান্নাতের ভিতর উকি মেরে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম নারীদের সংখ্যা খুবই কম। আমি ফেরেস্তাদের জিজ্ঞাস করলাম নারীরা কোথায়? উত্তরে তারা বললেন দুইটি লাল বস্তুর ভালবাসার লোভ লালসার মোহ যাহা তাদেরকে জড়িয়ে ধরে আছে স্বর্ণলংকার ও সুগন্ধি বা সেন্ট। নারীদের এসব মোহ পূরণে পুরুষদের কাছে দাবী করবে এবং এ দাবী পূরণে পুরুষরা অক্ষম হবে ফলে তারা অবাধ্যতা এবং ব্যভিচারিণী হবে।

আর একটি হাদিসে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এইভাবে বলেন, আমি জাহান্নামের ভিতর উকি মেরে তাকালাম এবং দেখি এর অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী। এ কথা শুনে মহিলাগণ বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বলেন যে, স্ত্রীগণ কথায় কথায় অপরকে অভিশাপ দেয় এবং নিজ স্বামীর বিরুদ্ধচারণ করে।

যে কিতাব গোপন করে তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট ভরে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ২১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭৪) আল্লাহ যে কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে ও বিনিময়ে স্বল্প মূল্যে গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট ভরে এবং শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, এবং তাদের পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে দুঃখজনক শাস্তি।*

করবে যারা আছে তাদের আল্লাহ পুনরুত্থিত করবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হজ্জ (মক্কা ব্রত বিশেষ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং করবে যারা আছে তাদের আল্লাহ পুনরুত্থিত করবে। (৮) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্পর্কে বিতন্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশক, না আছে কোন দীপ্তীময় গ্রন্থ (কোরআন)।*

www.pathagar.com

জাহান্নামের এক স্তবক থেকে দ্বিতীয় স্তবকের দূরত্ব সত্তর বৎসরের পথ। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, "আল্লাহতাআলার অপরিসীম ক্ষমতা বলে যখন জাহান্নামের আগুনকে জ্বালাতে জ্বালাতে তীব্রতর করা হলো, তখন ইহা লাল রং ধারণ করল। তারপরও যখন হাজার বৎসর পর্যন্ত জ্বলানো হলো, তখন ইহা সাদা রং ধারণ করল। এরপরও যখন হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করা হলো, তখন ইহা কালোবর্ণ ধারণ করল। কিয়ামত পর্যন্ত এই কালো রংই ধারণ করবে যেন তিমিরাচ্ছন্ন রজনী সদৃশ।" জাহান্নামের উপরিভাগে এক খন্ড পাথর স্থাপন করা হয়েছে। পাথরটি এতই প্রকাণ্ড যে ইহার উচ্চতা পাঁচশত বৎসরের পথ। কিয়ামত পর্যন্ত এটি এভাবেই থাকবে। আর জাহান্নামের নীচেও এমনি ধরনের আর একটি পাথর রয়েছে। পাথরটির নীচে একজন ফেরেস্তা একটি বিরাট মাছের পৃষ্ঠদেশে দাঁড়িয়ে আছেন। এই মাছটির নীচেও এমন আরেকটি সুবিশাল ও প্রকাণ্ড মাছ রয়েছে যার লেজ মহান আরশের পাদদেশে ঠেকে আছে। আর একটি সুবৃহৎ গাভী রয়েছে যার সত্তর হাজার শিং রয়েছে। ভূখণ্ডের সাথে দৃঢ়তরভাবে স্থাপিত একটি সুবিশাল মাছের পৃষ্ঠদেশে ইহা দাঁড়িয়ে আছে। গাভীটি যখন ইচ্ছা করল নাড়া-চাড়া দিয়ে উঠতে তখনই আল্লাহতাআলা একটি মশা তৈরী করে উহার সামনে রেখে দিলেন। মশাটি গাভীটির নাকে দংশন করল। দংশনের যন্ত্রণাবোধ থেকে গাভীটি স্থির হয়ে গেল। এখনও মশাটি গাভীটির নাকে বসা অবস্থায় আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ভাবেই বসে থাকবে। মশাটির ভয়ে গাভীটি নড়া-চড়া করতে পারছেনা। যদি গাভীটি নড়া-চড়া দিয়ে উঠে তবে সমগ্র বিশ্বজগত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এইসব ঘটনা আবদুল্লাহ্ ইবনের সালামের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করা হলো।

যিনি মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুলক (রাজত্ব) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) মাহামহিমান্বিত তিনি, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২) যিনি মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন –কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৩) যিনি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন, দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখ কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি না? (৪) অতঃপর তুমি বার বার তাকাও তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ এবং ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে। (৫) আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওদের করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং ওদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। (৬) যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; তা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল! (৭) যখন ওরা নিক্ষিপ্ত হবে, ওরা লেলিহান জাহান্নাম হতে উত্থিত একটি বিকট শব্দ শুনবে। (৮) রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই ওতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের রক্ষীরা ওদের জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?'

কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও সত্বর।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ১১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭৭) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও সত্বর। আল্লাহ অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

www.pathagar.com

সেদিন আটজন ফেরেস্তা তাদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে উর্ধ্বদেশে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হাক্বাকাহ্ (বাস্তবিক) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩) যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার, (১৪) পর্বতমালাসহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় ওরা চূর্ন-বিচূর্ন হয়ে যাবে। (১৫) যেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়, (কিয়ামত) (১৬) এবং আকাশ বিদীর্ন হয়ে পড়বে। (১৭) ফেরেস্তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে দন্ডায়মান হবে এবং সেদিন আটজন ফেরেস্তা তাদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে উর্ধ্বদেশে।*

তাঁরই নিকট- তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর তার পুনরাবর্তন ঘটান

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইউনুস (এক নবীর নাম) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩) তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশকারী কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর উপাসনা কর। তোমরা কি অনুধাবন করবে না! (৪) তাঁরই নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য! সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর তার পুনরাবর্তন ঘটান যারা বিশ্বাসী ও দানশীল তাদের ন্যায় বিচারের সাথে কর্মফল প্রদানের জন্য এবং যারা অবিশ্বাসী তারা অবিশ্বাস করত বলে তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৫) তিনিই সূর্যকে উজ্জল আলোকময় ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং ওর পরিভ্রমণ নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ করতে পার। আল্লাহ এ নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন। (৬) দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে সাবধাণী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।*

গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। ওরা ওদের গুহায় ছিল তিনশো বৎসর, আরও নয় বৎসর। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা কাহাফ (গর্ত) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭) পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভা করেছি মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, ওদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ। (৮) ওর ওপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করব, (৯) তুমি মনে করো না যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর। (১০) যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজে হতে আমাদের অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।' (১১) অতঃপর আমি ওদের গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। (১২) পরে আমি ওদের জাগরিত করলাম জানবার জন্য যে, দু দলের মধ্যে কোনটি ওদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।*

www.pathagar.com

২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩) আমি তোমার নিকট ওদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি ঃ ওরা ছিল কয়েকজন যুবক, ওরা ওদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি ওদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম। (১৪) এবং আমি ওদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম, ওরা যখন উঠে দাড়াল তখন বলল- 'আমাদের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক; আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না; যদি করি তবে তা অতিশয় গর্হিত হবে; (১৫) আমাদেরই এ স্বজাতিগত, তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। এর এ সমস্ত উপাশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার অপেক্ষা অধিক সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? (১৬) তোমরা যখন ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করে তাদের হতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন। (১৭) দেখলে দেখতে - তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করছে, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিন পার্শ্বে হেলে আছে এবং অস্তকালে তাদের বামপার্শ্বে দিয়ে অতিক্রম করছে। এ সমস্ত আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথপ্রাপ্ত (হয়) এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তার কোন পথপ্রদর্শনকারী, অভিভাবক পাবে না।

৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৮) তুমি মনে করতে, ওরা জাগ্রত কিন্তু ওরা ছিল নিদ্রিত। আমি ওদের ডাইনে ও বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম এবং ওদের কুকুর সম্মুখে পা দুটি প্রসারিত করেছিল। তাকিয়ে ওদের দেখতে তুমি পিছন ফিরে পলায়ন করতে ও ওদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে; (১৯) এবং এভাবেই আমি ওদের জাগরিত করলাম, যাতে ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ওদের একজন বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ।' কেউ কেউ বলল, 'এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।' কেউ কেউ বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর, সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম ও সেখান থেকে তোমাদের জন্য যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়।' (২০) 'ওরা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তাদের ওদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্যলাভ করতে পারেব না।' (২১) এবং এভাবেই আমি মানুষকে ওদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বলল, 'ওদের ওপর সৌধ নির্মাণ কর।' ওদের প্রতিপালক ওদের বিষয় ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল, 'আমরা তো অবশ্যই ওদের ওপর মসজিদ নির্মাণ করব।' (২২) অজানা বিষয়ে অনুমানের ওপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলবে - 'ওরা ছিল তিনজন, ওদের চতুর্থটি ছিল ওদের কুকুর।' এবং কেউ কেউ বলে, 'ওরা ছিল পাঁচজন, ওদের ষষ্ঠটি ছিল ওদের কুকুর।' আবার কেউ কেউ বলে, 'ওরা ছিল সাতজন, ওদের অষ্টমটি ছিল ওদের কুকুর।' বল, 'আমার প্রতিপালকই ওদের সংখ্যা ভাল জানেন; ওদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি ওদের বিষয়ে বিতর্ক করো না এবং ওদের কাউকেও ওদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করো না।'

www.pathagar.com

৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩) কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো না, 'আমি ওটি আগামীকাল করব,' (২৪) 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' - 'একথা না বলে।' যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো ও বল, 'সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথনির্দেশ করবেন।' (২৫) ওরা ওদের গুহায় ছিল তিনশো বৎসর, আরও নয় বৎসর। (২৬) তুমি বল, 'তারা কতকাল ছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। তিনি ব্যতীত ওদের অন্য কোন অভিভাবক নেই। তিনি কাকেও নিজ কর্তৃত্বের অংশী করেন না।

প্রকৃত শয়তানের আত্মপরিচয়

শয়তান মূলতঃ জ্বিন জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। জ্বিনজাতি আল্লাহতাআলার নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ার ৩৬,০০০ হাজার বৎসর পর এরা নির্মূল ও ধ্বংস হয়ে যায়। তখন কেবল মুত্তাকীন বা আল্লাহ ভীরু জ্বিনেরাই রক্ষা পেয়েছিল। এই সময় 'হিলিয়াস' নামক এক জ্বিনকে মুত্তাকী জ্বিনদের নেতা হিসাবে মনোনীত করা হয়। এরাও পরবর্তীকালে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ল এবং পথভ্রষ্টতার ৩৬,০০০ হাজার বৎসর পর এরাও ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এইবার মুক্তিপ্রাপ্ত জ্বিনদের মধ্যে 'বিলকিয়া' নামক এক জ্বিনকে এদের দলপতি মনোনীত করা হয়। কিন্তু এরাও পরবর্তীকালে বিপদগামী হয়ে পড়ল। ফলে এরাও ৩৬,০০০ হাজার বৎসর পর নির্মূল হয়ে যায়। তবে এইবার মুক্তিপ্রাপ্ত জ্বিনদের মধ্যে 'সামুদ' নামে এক জ্বিনকে এদের দলপতি (দলনেতা) মনোনীত করা হয়। কিন্তু এরাও যখন পরবর্তীকালে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ল, তখন এরাও ৩৬,০০০ হাজার বৎসর পর চতুর্থবারের মত খোদাতাআলার অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এইবার ধ্বংসপ্রাপ্ত জ্বিনদের মধ্যে কিছুসংখ্যক জ্বিন পাহাড় ও পর্বত গুহায় পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। এসব পলাতক জ্বিলদের মধ্যে বেশির ভাগ জ্বিনই ছিল পরহেযগার। কিন্তু এদের মধ্যেই অল্পবয়স্ক সুশ্রী চেহারার একটি জ্বিনও ছিল। তার নাম ছিল আযাযিল। ফেরেস্তাগণ তাকে হত্যা না করে নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে যান এবং তাকে প্রতিপালন করতে থাকেন। আযাযিল ফেরেস্তাদের সাহচার্যে থাকার ফলে স্বভাব-চরিত্র অতি উত্তম হয়ে উঠল এবং আল্লাহপাকের আরাধনা-উপাসনায় সম্মানজনক উপাধিতে বিভূষিত হয়। পরিশেষে সে 'মুয়াল্লিম-এ মালাকাত বা 'ফেরেস্তাদের গুরু' উপাধিতে খ্যাতি লাভ করল। সর্বোপরি যে 'মুস্তাজিবুদ দাওয়াত' অ্যাখায়ও আখ্যায়িত হয়।

ইতিমধ্যে আর্শেমুয়াল্লায় সংলগ্ন একটি স্থানে একটি বিরাটকায় লাউহে মাহফুজে লিপিকাষ্ঠে নূর-এ একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় যে, "আমার কোন বান্দাহ অতিসত্বর অভিশপ্ত হয়ে পড়বে।" এই বিজ্ঞপ্তি বাণীটি জানার পরই ফেরেস্তাগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তখন আযাযীল ফেরেস্তাদেরকে অভয় দিয়ে বলল, এই বিজ্ঞপ্তি হাজার বৎসর পূর্বেই আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এতে ভীত হবার মত কোন কারণ নেই। কেননা আমরা সবাই খোদাতাআলার বাধ্যগত বান্দাহ। বরং যে খোদাদ্রোহী হবে, সে-ই অভিশপ্ত হবে এবং ইবলিসে পরিণত হবে। এমন কি সে তখন নিজেও বলে উঠল, "ইবলিসের ওপর খোদার অভিসম্পাত বর্ষিত হউক।" এমনও বর্ণিত আছে যে, আযাযীল বলেছিল, "এ যেন আমারই ভাগ্যে ঘটে।" কী আশ্চার্য্যের বিষয়, পরবর্তীকালে আদমকে সিজদাহ না করার অপরাধে সে নিজেই অভিশপ্ত ইবলিসে পরিণত হয়ে পড়ল। ইবলিসের পিতার নাম ছিল খবিস। খবিসের চরিত্র ও আকৃতি-প্রকৃতি ছিল সিংহের ন্যায়। ইবলিসের মায়ের নাম ছিল নীলবিস। নীলবিসের আকৃতি-প্রকৃতি, আচার-আচরণ ছিল বাঘের ন্যায়। এদের বাসস্থান ছিল জাহান্নামে। উভয়ের মিলন থেকেই জন্ম হয় ইবলিসের, তথা শয়তানের।

www.pathagar.com

আমিই তোমাদের সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের রূপদান করি, এবং তারপর ফেরেস্তাদের আদমের নিকট নত হতে বলি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আ'রাফ (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াতঃ (১১) আমিই তোমাদের সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের রূপদান (মানবাকারে) করি, এবং তারপর ফেরেস্তাদের আদমের নিকট নত হতে বলি। ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হল। যারা নত হল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল না। (১২) তিনি বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কে তোমাকে বারণ করল যে তুমি নত হলে না? সে বলল, 'আমি তা (আদম) অপেক্ষা শ্রেষ্ট, আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছ।' (১৩) তিনি বললেন, 'এ স্থান হতে নেমে যাও, এখানে অহঙ্কার করবে, এ হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।' (১৪) সে বলল, 'কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও। (১৫) তিনি বললেন, 'যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে।' (১৬) সে বলল, 'যাদের উপলক্ষ করে তুমি আমার সর্বনাশ করলে, এ জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য ওত পেতে থাকব; (১৭) অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হতে তাদের নিকট আসবই এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।' (১৮) তিনি বললেন, 'এ স্থান হতে বিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও।' মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই। (১৯) এবং বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিণী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এ বৃক্ষের (গন্ধব গাছ) নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২০) অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেস্তা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদের নিষেধ করেছেন।' (২১) সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খীদের একজন।' (২২) এভাবে সে তাদের প্রবঞ্চিত করল। তারপর যখন তারা সেই বৃক্ষফলের আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের পাতা দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের সম্বোধন করে বললেন, 'আমি কি তোমাদের এ বৃক্ষসম্বন্ধে সাবধাণ করিনি এবং শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আমি তা তোমাদের বলিনি?' (২৩) তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' (২৪) তিনি বললেন, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে নেমে যাও এবং (সেখানে) তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।' (২৫) তিনি বললেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান হতেই তোমাদের বের করে আনা হবে।'

নিশ্চিয়ই আমি জানি যা তোমরা জান না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩০) আর (স্বরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেস্তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি, তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে ? অথচ আমরাই আপনার সপ্রশংস মহিমা বর্ণনা ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চিয়ই আমি জানি যা তোমরা জান না।'

www.pathagar.com

আঙ্গুর ফলে মাদকতা

নূহ (আঃ) এর প্লাবনের পর জাহাজের বা নৌকার সমস্ত পশুপাখিগুলিকে মাটির ওপর ছেড়ে দিলেন এবং সকল বৃক্ষের বীজ ও চারাগুলিকে মাটিতে বপণ করেন। কিন্তু নৌকায় আঙ্গুর গাছের চারা খুজে না পেয়ে জিব্রাঈল (আঃ) মারফত জানতে পারেন যে ইবলীস কর্তৃক গাছটি অপহরণ করা হয়েছে। অতপরঃ নূহ (আঃ) ইবলীসকে আঙ্গুরের চারা আনতে বললে, ইবলীস একটি শর্তদিল যেমন - আপনি চারা গাছে একদিন পানি দিবেন এবং আমি তিনদিন পানি দেব। নূহ (আঃ) তাহাকে সম্মতি দিলেন এবং যথারিতি তিনি একদিন গাছে পানি দিলেন এবং ইবলীস দিল তিনদিন কিন্তু সে পানির পরিবর্তে প্রথমদিন শুকর, দ্বিতীয়দিন বাঘের, তৃতীয়দিন শিয়ালের রক্ত ঐ আঙ্গুরগাছে দিতে লাগল। এরফলে নূহ (আঃ) এর পানির বরকতে আঙ্গুর ফল মিষ্টি হল এবং ইবলীসের দেয়া তিন জন্তুর রক্তের জন্য আঙ্গুর ফলে মাদকতা সৃষ্টি হয়। মূলতঃ আঙ্গুর ফলের তৈরী মদ, ওয়ান, বিয়ার ইত্যাদি পানকারীর স্বভাব চরিত্র ঐ তিন জন্তুর রক্তের প্রভাবে প্রথমে শিয়ালের মত, তারপর বাঘের মত এবং সবশেষে শুকরের মত হয়ে যায়।

মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারিক লটারী শর ঘৃন্য বস্তু, শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়েদাহ (অন্নপাত্র) ঃ ১২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯০) হে বিশ্বাসীগণ (ঈমানদারগণ)! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারিক লটারী শর ঘৃন্য বস্তু, শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৯১) শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়, এবং তোমাদের আল্লাহর স্বরণে ও নামাজে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি ছেড়ে দেবে না? (৯২) এবং আল্লাহর অনুসরণ কর, ও রাসূলের অনুসরণ কর এবং সতর্ক হও, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও- তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য। (৯৩) যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তার জন্য তাদের কোন পাপ নেই। যদি তারা সাবধাণ হয় ও বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, সাবধাণ হয় ও ঈমান আনে, পুনরায় সাবধাণ হয় এবং উপকার করে। এবং আল্লাহ পরোপকারীগণকে ভালবাসেন।

মদ ও জুয়া উভয়ের মধ্যে মহাপাপ

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

সূরা বাকারাহ (গাভী) ঃ ২৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২১৯) লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, 'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (কিছু) উপকারও আছে, কিন্তু ওদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।'

যৌন আকর্ষণ

যৌন-আকর্ষণ সকল পাপের উৎস। যৌন প্রবৃত্তিই পাশব প্রবৃত্তির প্রধান। যৌন প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। ফলে হাজার বৎসরের আরাধনার ফলও নিমিষে বিনষ্ট হয়ে যায়। সেজ্জন্যই সূফীগণ পাশব প্রবৃত্তির মধ্যে যৌন প্রবৃত্তির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। কোন কোন সূফী জীবনে বিবাহও করেন নাই; করে থাকলেও যৌন জোয়ার বা যৌবনকাল পেরিয়ে বিবাহ করেছেন। যৌন প্রবৃত্তি দমন করতে পারলে অন্যান্য প্রবৃত্তি অনায়াসে

www.pathagar.com

দমন করা যায়। যৌন প্রবৃত্তি বা যৌন পাপের উৎস চোখ ও কান। তারমধ্যে চোখই প্রধান। কান যৌন ঘটনার শ্রোতা। চোখই সর্বাগ্রে নারী দেহের প্রতি আকর্ষিত হয়ে থাকে। তারপর সর্ব-যৌনাঙ্গে যৌন-উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

চক্ষুর অপব্যবহার সম্পর্কে তিনি অবহিত।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুমিন (বিশ্বাসী) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯) চক্ষুর অপব্যবহার ও আন্তরে যা গোপন আছে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত।

যৌন আকর্ষণের কারণ

মানব মনে যেসব অচিন্ত্যনীয় শক্তির বিকাশ ঘটেছে, তাকেই যৌনবিজ্ঞানীগণ সংশক্তি নামে অভিহিত করেছেন। প্রেমই সংশক্তির উৎস। সংশক্তির উৎসমূলে রয়েছে প্রেম। আদম-হাওয়া প্রসূত মানব প্রজনন প্রক্রিয়া একটি প্রাকৃতিক বিধান। আদমকে যে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, এই কথার প্রকৃত অর্থ মানব সৃষ্টির আদি কারণ সমূহের মধ্যে ইহা একটি দ্বিতীয় স্তর। এই দ্বিতীয় আগত পুরুষ প্রকৃতি ক্ষারধর্মী; আর নারী প্রকৃতি অম্লধর্মী। ক্ষারধর্মী পদার্থের গুন প্রগতিশীল। আর অম্লধর্মী পদার্থের গুন স্থিতীশীল। অম্লধর্মী পদার্থ মাত্রই ক্ষারধর্মী পদার্থকে আকর্ষণ করে থাকে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় ইহাকে চুম্বকধর্ম বলা হয়। যৌন আকর্ষণের মূলে রয়েছে ক্ষার ও অম্লধর্মী আকর্ষণ ও বিকর্ষণ তথা ইলেক্ট্রন ও প্রটোনের প্রতিক্রিয়া।

তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধাণে সংযত রাখে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩০) বিশ্বাসীদের (ঈমানদারদের) বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধাণে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।

নফস বা প্রবৃত্তি পরিচিতি

মানব দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য এক বা একাধিক খাদ্যরূপ উত্তেজক উপাদান তথা জৈব রসায়নের সংমিশ্রণ ঘটার ফলেই মানব দেহে প্রবৃত্তি নিচয়ের উদ্ভব ঘটেছে। দেহতাত্ত্বিক সূফীগণ নফস বা প্রবৃত্তিসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন; যেমন- নফসে আম্মারা বা ভোগাত্মা, নফসে লাওয়ামা বা প্রশান্ত জীবাত্মা এবং নফসে মুতমাইন্না বা অনুগত জীবাত্মা।

যে নিজেকে পবিত্র করবে সেই সফলকাম হবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা শামস (সূর্য) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯) যে নিজেকে পবিত্র করবে সেই সফলকাম হবে। (১০) এবং সে-ই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।

নফসে আম্মারা বা ভোগাত্মার পরিচয়

দৈহিক ভোগ বিলাশের যে তীব্র আকাঙ্খা মানব হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তাকেই সূফীগণ নফসে

www.pathagar.com

আম্মারা বা ভোগাত্মা নামে অভিহিত করেছেন। নফসে আম্মারা রুহু বা মানবাত্মাকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্তে সদা লিপ্ত রয়েছে। এই জাগতিক (কামনা-বাসনা) মোহই আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে চলেছে। জাগতিক লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা থেকে মোহমুক্ত না হতে পারলে আরেফের পক্ষে আত্মার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয় কখনো। এই অর্থেই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ "প্রতিটি মানব সন্তানের সাথেই একটি করে হামযাদে শয়তান (সহ শয়তান) রয়েছে।" সাহাবাগণ বললেন, ওহে আল্লাহর রাসূল, আপনার সাথেও কি হামযাদে শয়তান রয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "হ্যা; তবে আমার হামযাদে শয়তানকে আমি মুসলমান করে নিয়েছি।" নফসে আম্মারা বা ভোগাত্মাই হামযাদে শয়তান নামে অভিহিত। অর্থাৎ নফসে আম্মারাকে পবিত্র করে মুসলমান আত্মসমর্পণ বা আল্লাহর বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

নফসে লাওয়ামা বা প্রশান্ত জীবাত্মা

ইহার অবস্থান নফসে আম্মারা ও নফসে মুতমাইন্নার মধ্যস্থলে। ইহা রুহু বা মানবাত্মার বশ্যতা স্বীকার করে চলে বটে, কিন্তু সে সুযোগ সন্ধানী। সুযোগ পেলেই মানব মনে নানা সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে থাকে। এই অর্থেই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "আমার মনের ওপর সময় সময় পাতলা শুভ্র মেঘমালার ন্যায় সংশয়ের আবরণ ঢেকে ফেলতে চায়। সেজন্য আমি সত্তরবার তাওবাহ (অনুশোচনা) করে থাকি।" এই নফসে লাওয়ামাকে উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে হলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ন্যায় অনুসরণীয় অধ্যবসায় দ্বারা কামনা মুক্ত হতে হবে এবং কৃতপাপ বা অপরাধের জন্য বার বার অনুতপ্ত হতে হবে; তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মশুদ্ধির জন্য কঠোর সাধনায় ব্রতী হতে হবে। রিয়াযাত-মুশাহেদা দ্বারা আত্মকালিমা বিদূরিত করতে পারলেই তাসাউফ শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব।

নফসে মুতমাইন্না বা অনুগত জীবাত্মা

নফসে মুতমাইন্না মানবত্মার অনুগত বা উহার বশ্যতা স্বীকার করে চলে। রুহের বশ্যতা স্বীকার করে চলাই এর কাজ। এমন কি সে রুহুকে সাহায্য সহযোগিতাও করে থাকে। নফসে মুতমাইন্না সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্রতম কুরআনের ভাষায় বলেছেন, "ওহে নফসে মুতমাইন্না, তুমি তোমার প্রভুর সন্তুষ্টির দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তোমার প্রভু তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমিও তোমার প্রভুর প্রতি সন্তষ্ট। সুতরাং তুমি আল্লাহর অনুগত দাসে পরিণত হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর।" পুণ্যবান ব্যক্তিদের মৃত্যুকালে এইরূপ আকাশবাণী আসতে থাকে।

সমুদয় রুহু জগতই মহান আল্লাহর পবিত্রতম নূর থেকে সৃষ্টি। শয়তান কখনও রুহের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তবে সে নফসের সাথে সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে রুহুকে বিভ্রান্ত করতে সদা সচেষ্ট। কেননা রুহের গতি উর্ধ্বমূখী, আর নফসের গতি নিম্নমূখী।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "তোমার শত্রুদের মধ্যে প্রধান শত্রু তোমার নফস বা প্রবৃত্তি, যা তোমার উভয় পাঁজরের মাঝখানে অবস্থান করছে।" যেমন দুই পাজড়ের মধ্যখানে মূলাধারচক্র অবস্থিত এবং সেখানে শয়তান নিদ্রিত অবস্থায় আছে। সূফী সাধকেরা ঐ নিদ্রিত শয়তানকে উর্ধমূখী পরমআত্মার দিকে পরিচালিত করেন। নিদ্রিত শয়তান নফসের জন্য বা পাশব প্রবৃত্তির জন্য অতিশয় নিম্নমূখী থাকে কিন্তু নামাজ এবং মুরাকাবার মাধ্যমে মূলাধার চক্রের নিদ্রিত শয়তানকে উর্ধমূখী করা হয়।

www.pathagar.com

আত্মা তার দেহ রাজ্যের রাজা। আর প্রবৃত্তির নিচয় আত্মার আজ্ঞাবহ। মানব-প্রবৃত্তি যদি মানবাত্মার অবাধ্যতার চরম সীমায় যেয়ে পৌছে, তবে তাকে বশে আনতে রুহ্‌কে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়। উভয়ের মধ্যে সর্বদা সংগ্রাম চলতে থাকে। যার আত্মা তার প্রবৃত্তি-নিচয়কে বশে আনতে সক্ষম হয়, এরূপ বিজয়ী মানবাত্মাই খোদাতাআলার সৌন্দর্য দর্শন লাভে সক্ষম হয়।

যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা কাহাফ (গর্ত) *ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৭) তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের গ্রন্থ আবৃত্তি কর। তার বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি কখনই তার ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় পাবে না। (২৮) তুমি নিজেকে ওদের সংসর্গে রাখবে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ওদের প্রতিপালককে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে ওদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। যার মনকে আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না। (২৯) বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করুক।' 'আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যার বেষ্টনী ওদের পরিবেষ্টন করে থাকবে। ওরা পানীয় চাইলে ওদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা ওদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে; কি ভীষণ সে পানীয় আর নিকৃষ্ট তাদের আগুনের আরামের স্থান। (৩০) যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম করে আমি তার শ্রমফল নষ্ট করি না; (৩১) ওদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে ওদের স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, ওরা পরিধাণ করবে সূক্ষ ও পুরু রেশমের সবুজ কাপড়ের বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত সিংহাসনে, কত সুন্দর পুরস্কার আর কত সুন্দর আরামের স্থান।*

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়- তাসাউফ শিক্ষা

৪

করণীয় বিষয়

www.pathagar.com

যতক্ষন না তোমাদের মমতার জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় কর

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ১০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯২) তোমরা কখনও পূণ্য লাভ করতে পাবে না, যতক্ষন না তোমাদের মমতার জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।*

তোমরা বিশ্বাস করলে ও সাবধাণ হয়ে চললে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ১৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৭৯) অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ সে অবস্থায় বিশ্বাসীগণকে ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা আল্লাহর কাজ নয়, তবে আল্লাহ তার রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলদের বিশ্বাস কর। তোমরা বিশ্বাস করলে ও সাবধাণ হয়ে চললে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।*

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ২০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২০০) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। ধৈর্যধারণের প্রতিযোগিতা কর এবং (শত্রুর বিপক্ষে) সদা প্রস্তুত থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।*

নিশ্চয়ই, এ মহাসাফল্য। এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকের সাধনা করা উচিত।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা সাফফাত (শ্রেণীবদ্ধকারিগণ) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৮) 'আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না,' (৫৯) 'প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদের শাস্তিও দেওয়া হবে না।' (৬০) নিশ্চয়ই, এ মহাসাফল্য। (৬১) এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকের সাধনা করা উচিত।*

এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা হামীম সিজদাহ (ব্যবচ্ছেদক বর্ণবিশেষ ও প্রণিপাত) *ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি আত্মসমর্পণকারী; তার কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কার?' (৩৪) ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। ভাল দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; ফলে, যারা তোমার শত্রুতায় আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। (৩৫) এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান।*

www.pathagar.com

তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, তিনি সীমালঙ্ঘণকারীকে পছন্দ করেন না

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা আরাফ (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান)** ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫৫) তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, তিনি সীমালঙ্ঘণকারীকে পছন্দ করেন না। (৫৬) পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটাবে না, তাকে (আল্লাহকে) ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে। নিশ্চয়, আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী। (৫৭) তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের (বৃষ্টির) সময় বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। শেষ পর্যন্ত যখন উক্ত বাতাস ঘন মেঘমালা বহন করে আনে, একটি নির্জীব ভূখন্ডের দিকে আমি তা প্রেরণ করি, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি। অতঃপর তা দিয়ে সর্বাধিক ফলমূল উৎপাদন করি। এভাবে মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পার; (৫৮) এবং উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল তার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না। এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃতি করি।*

স্থায়ী জান্নাত, ওতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা রা'দ (বজ্রধ্বনি)** ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২২) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্টবরণ করে, যথাযথভাবে নামাজ পড়ে, আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে এবং যারা ভাল দ্বারা খারাপকে দূর করে- এদেরই জন্য শুভ পরিণাম। (২৩) স্থায়ী জান্নাত, ওতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও, এবং ফেরেস্তাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দ্বার দিয়ে উপস্থিত হবে, (২৪) এবং বলবে, 'তোমরা কষ্টবরণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি, এ পরিণাম কত ভাল!'*

তারা রাত্রির সামান্য অংশই ঘুমিয়ে কাটাত, রাত্রির শেষ সময়ে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, বঞ্চিতের হক আদায় করত।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

***সূরা যারিয়াহ (বিক্ষিপ্তকারী বায়ুরাশি)** ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫) সেদিন সাবধাণীরা থাকবে প্রস্রবণ (ঝর্ণা) বিশিষ্ট জান্নাতে; (১৬) উপভোগ করবে যা তাদের প্রতিপালক তাদের দেবেন; কারণ, পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, (১৭) তারা রাত্রির সামান্য অংশই ঘুমিয়ে কাটাত, (১৮) রাত্রির শেষ সময়ে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, (১৯) এবং তাদের ধনসম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক আদায় করত। (২০) নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে, (২১) এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (২২) আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু। (২৩) আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, তোমাদের কথাবার্তার মতই এসকল সত্য।*

www.pathagar.com

তুমি আল্লাহর ওপর নির্ভর কর, কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা আহযাব (দলসমূহ) ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) হে নবী ! আল্লাহকে ভয় কর এবং অবিশ্বাসী ও কপটকারীদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (২) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয় তার অনুসরণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। (৩) তুমি আল্লাহর ওপর নির্ভর কর, কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।

তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা স্বা-ফ (শ্রেণী) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০) হে বিশ্বাসীগণ ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধ্যান দেব যা তোমাদের ভয়াভহ শাস্তি হতে রক্ষা করবে ! (১১) তা এ যে, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। (১২) আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; প্রবেশ করাবেন স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটিই মহাসাফল্য।

সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও দিবাভাগে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ত্বা-হা (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ঃ ৮ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২৯) তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে এবং এক নির্ধারিত কাল না হলে দ্রুত শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হত। (১৩০) সুতরাং ওরা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও দিবাভাগে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার। (১৩১) আমি অবিশ্বাসী কাফেরদের পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরুপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও লক্ষ্য করো না। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) এবং তোমার পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দাও এবং ওতে অবিচল থাক; আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং সাবধাণীদের জন্যই শুভপরিণাম।

সেদিন যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করা হবে তার প্রতি তিনি তো দয়া করবেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪) বল, আমি কি আকাশ ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? তিনিই জীবিকা দান করেন কিন্তু তাকে কেউ জীবিকা দান করে না, এবং বল, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আত্মসমর্পণকারিগণের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই,' (আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে) 'তুমি অংশীবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ো

www.pathagar.com

না।' (১৫) বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি ভয় করি, সে মহাদিনের শাস্তি আমার ওপর আপতিত হবে।(১৬) সেদিন যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করা হবে তার প্রতি তিনি তো দয়া করবেন। এবং ঐটিই স্পষ্ট সফলতা।

সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আ'রাফ (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান) *ঃ ২১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ* (১৭০) আর যারা কিতাবকে (কোরআনকে) দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও নামাজ যথারীতি পড়ে আমি তো তাদের ন্যায় সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাজকে সযত্নে রক্ষা করবে এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ৩১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৩৮) তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাজকে সযত্নে রক্ষা করবে এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়াবে। (২৩৯) যদি তোমরা (শত্রুর) আশংকা কর, তবে পথচারী অথবা আরোহী অবস্থায় (নামাজ পড়বে), পরে যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা (পূর্বে) জানতে না।*

আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি দেবেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা বাকারাহ (গাভী) *ঃ ৪০ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (২৮৪) দ্যুলোক-ভূলোকে (আকাশসমূহ-যমীনে) যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর। বস্তুত তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি দেবেন। বস্তুত আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২৮৫) রাসূল, তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং বিশ্বাসীগণও (ঈমানদারগণও) সকলে আল্লাহতে তার ফেরেস্তাগণ তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে), 'আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' আর তারা বলে, 'আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই কাছে ফিরে যাব।' (২৮৬) আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। ভাল এবং মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তারই (প্রতিদান পাবে)। 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের ওপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর এবং জয়যুক্ত কর।'*

www.pathagar.com

যা কিছু আছে সে সমস্ত এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ধ্যায় সিজদাহে অবনত থাকে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা রাদ (বজ্রধ্বনি) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫) ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহর প্রতি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে সমস্ত এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ধ্যায় সিজদাহে অবনত থাকে।

যা কিছু আকাশমন্ডলীতে আছে আল্লাহকেই সিজদাহ করে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৮) তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীত ভাবে সিজদাহবনত থেকে ডাইনে ও বামে ঢলে পড়ে? (৪৯) যা কিছু আকাশমন্ডলীতে আছে আল্লাহকেই সিজদাহ করে, পৃথিবীতে যত কিছু জীবজন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফেরেস্তাগণও, ওরা অহঙ্কার করে না। (৫০) ওরা ভয় করে ওদের ওপর পরাক্রমশালী ওদের প্রতিপালককে এবং ওদের যা আদেশ করা হয় তা (পালন) করে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, এদেরই আল্লাহ ক্ষমা করবেন

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭১) বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ নিষেধ করে, যথাযথভাবে নামাজ পড়ে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, এদেরই আল্লাহ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

হে নবী ! বিশ্বাসী নারীগণ যখন তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ করে;

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুমতাহানা (পরীক্ষিত) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১২) হে নবী! বিশ্বাসী নারীগণ যখন তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ করতে এসে বলে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন অংশী স্থাপন করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, অপরের সন্তানকে স্বামীর ঔরসে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক সাবধাণী

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা হুজোরাত (কুটীর সকল) ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৩) হে মানুষ! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক সাবধাণী (পরহেজগার)। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

www.pathagar.com

এবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ গভীর মনোযোগ প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক এবং স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মুজাম্মেল (কম্বলাবৃত) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী! (২) এবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ কর, রাত্রির কিছু অংশ বাদ দিয়ে; (৩) অর্ধরাত্রি জাগতে পার কিংবা তদপেক্ষা অল্প (৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী। কোরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, (৫) আমি তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। (৬) এবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ গভীর মনোযোগ প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক এবং স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল। (৭) নিশ্চয় দিনের বেলা তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৮) সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্টভাবে তাতে মগ্ন হও। (৯) তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিকর্তা; তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, অতএব তাকেই কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ কর।*

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং নামাজের পরেও।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ক্বাফ (ব্যবচ্ছেদ বর্ণ) *ঃ ৩ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৮) আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৩৯) অতএব, ওরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (৪০) তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং নামাজের পরেও।*

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর, এবং তার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও রাত্রি শেষে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তুর (পর্বত বিশেষ) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৪৮) তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ কর; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর, (৪৯) এবং তার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও রাত্রি শেষে।*

আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ফাতাহ (বিজয়) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৮) আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, (৯) যাতে তোমরা আল্লাহতে ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (১০) যারা তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে তারা আল্লাহর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। আল্লাহ ওদের শপথের সাক্ষী। সুতরাং যে শপথ ভঙ্গ করে পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গিকার পূর্ণ করে তিনি তাকে পুরস্কার দেবেন।*

www.pathagar.com

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের অভ্যর্থণার জন্য আছে ফেরদাউসের (সর্বশ্রেষ্ট জান্নাতের) উদ্যান

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা কাহাফ (গর্ত) ঃ ১২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১০৭) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের অভ্যর্থণার জন্য আছে ফেরদাউসের (সর্বশ্রেষ্ট জান্নাতের) উদ্যান, (১০৮) সেখানে ওরা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে অন্য স্থান কামনা করবে না। (১০৯) বল, 'আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে সাহায্যার্থে এর মত (আর একটি সমুদ্র) আনলেও।' (১১০) বল, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকাজ করে ও তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকেও অংশী না করে।'

তাসাউফ শিক্ষার করণীয় বিষয়

তাসাউফ শিক্ষার অগ্রগতি লাভ করতে হলে সর্বাগ্রে দুইটি বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে। প্রথমত, নৈতিক চরিত্র থেকে কুপ্রবৃত্তি বা কুস্বভাব বর্জন করা। আর দ্বিতীয়ত, নৈতিক চরিত্রে সৎগুণাবলী অর্জন করা। সৎগুণাবলী দ্বারা চরিত্রকে বিভূষিত করে তুলতে হবে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে হবে।

কুস্বভাব বর্জন

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ।" এখানে 'পবিত্রতা' শব্দের দুইটি অর্থ রয়েছে, অর্থাৎ পবিত্র দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথমত শারীরিক পবিত্রতা এবং অন্যটি আত্মার মলিনতা দূর করে আত্মার পবিত্রতা অর্জন করা। আত্মার পবিত্রতা লাভ করার প্রকৃত অর্থ আল্লাহপাকের অপছন্দনীয় স্বভাব ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আত্মাকে পবিত্র রাখা অথবা আত্মার বিশোধন লাভ করা। আল্লাহপাকের পছন্দনীয় গুণাবলী দ্বারা মানব চরিত্রের শ্রীবৃদ্ধি লাভ করা তথা আত্মার সৌন্দর্য সাধন করা। কুস্বভাব বা কুপ্রবৃত্তিগুলোই আত্মার রোগ বিশেষ। দৈহিক রোগ বিদুরিত না হওয়া পর্যন্ত যেমন সুস্বাস্থ্য লাভ করা সম্ভব নয়; তদ্রুপ আত্মিক রোগ বিদুরিত না হওয়া পর্যন্ত মানবাত্মায় আল্লাহপাকের মহাজ্যোতির্ময় সত্তার প্রতিফলন ঘটা সম্ভব নয় কখনো।

কামভাব বা কামরিপু দমন

কামরিপূ তাসাউফ শিক্ষার চলার পথে খুবই বিপদজনক একটি স্থান। এই বিপদজনক উপত্যকা থেকে রক্ষা পেতে হলে কামরিপূকে মানবের বশীভূত রাখা অপরিহার্য কর্তব্য। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ 'শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্যে অসংযত বা অবৈধ দৃষ্টি একটি ভয়াবহ তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে স্বীয় চক্ষু দৃষ্টিকে সংযত ও সুশাসনে রাখে, আল্লাহ তাকে এইরুপ ঈমান দান করেন, যার মাধুর্য্য সে তার আপন অন্তরে অনুভব করে থাকে।' তিনি আরও বলেছেন ঃ 'গুপ্তাঙ্গের ন্যায় দৃষ্টিও পাপ বা জেনা করে থাকে।'

www.pathagar.com

বিশ্বাসীদের বল, দৃষ্টিকে সংযত করে এবং যৌনঅঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; বিশ্বাসী নারীদের বল, তাদের দৃষ্টি সংযত করে ও লজ্জা স্থান রক্ষা করে; গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে।

মহান আল্লাহ্ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নূর (জ্যোতি) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩০) বিশ্বাসীদের (ঈমানদারদের) বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনঅঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত। (৩১) বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে ও তাদের লজ্জা স্থান রক্ষা করে; তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে তা ছাড়া তাদের দৈহিক সৌন্দর্য আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, তাদের অধিকারভুক্ত দাসি, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের দেহ সৌন্দর্য আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে চলাফেরা না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

কথা-বার্তায় আত্মসংযম

নিরর্থক কথাবার্তা থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে হবে। নিরর্থক কথাবার্তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবিক চরিত্রের ধ্বংস সাধন।

ক্রোধ দমন

ক্রোধ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে। ক্রোধই ধ্বংসের কারণ। ক্রোধই পাপ সৃষ্টির বহুবিধ পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এ সম্পর্কে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছেন ঃ "সির্কা যেমন মধুকে ধ্বংস বা বিনষ্ট করে দেয় তদ্রূপ ক্রোধও ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেছেন ঃ "ক্রোধ করো না।" ক্রোধই সমুদয় অমঙ্গল ও অকল্যাণের কারণ। ক্রোধ তরীকত সাধকের জন্য বিষ মিশ্রিত দুধ সদৃশ।

কিনা ঃ প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি

অপরের সাথে মনোমালিন্য থেকে নিজের আত্মাকে পুত-পবিত্র রাখা অপরিহার্য কর্তব্য।

হাসাদ ঃ বিদ্বেষ ঃ পরশ্রীকাতরতা

বিদ্বেষমূলক মনোবৃত্তি থেকেও অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ "অগ্নি যেমন শুস্ক কাষ্ঠকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, তদ্রুপ হাসাদও পূণ্যকে পুড়িয়ে ভষ্মিভূত করে দেয়।"

জাগতিক প্রেম-প্রীতি ঃ ভালবাসা বর্জন

জাগতিক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসাই সকল পাপের উৎসমূল। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ "জাগতিক ভালবাসাই সকল পাপের কারণ।" তিনি আরও বলেছেন ঃ "যে জগতকে ভালবাসে, সে তার পরজগতের ক্ষতি সাধন করছে। আর যে পরজগতকে ভালবাসে, সে তার জাগতিক ক্ষতিসাধন করছে। সুতরাং তোমরা নশ্বরজগত পরিহার করে অবিনশ্বরজগত গ্রহণ কর।"

www.pathagar.com

বখেলী ঃ কৃপণতা পরিহার

সঞ্চিত ধন-সম্পদ কমে যাবার ভয়ে দান-খয়রাত না করাকেই কৃপণতা বলে। এ সম্পর্কে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ "কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বহুদূরে। লোক সমাজেও সে ঘৃর্ণিত এবং জাহান্নামের অতি নিকটবর্তী।" শেখ সাদী মুসলেহ্ উদ্দীন সিরাজী (রাঃ) বলেছেনঃ "কৃপণ যদি জলস্থলের ওপরও বুজর্গীলাভ করে থাকে তবু সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

লোভ-লালসা পরিহার

জাগতিক মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াকেই লোভ-লালসা বুঝায়। আল্লাহপাক স্বয়ং তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ "আমি অবিশ্বাসীদেরকে যেসব আড়ম্বরপূর্ণ উপকরণ দান করেছি, তৎপ্রতি তুমি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করবে না।"

মান-সম্মান-যশ-খ্যাতি ঃ প্রভূত্ব-প্রিয়তা বর্জন

জাগতিক মোহ ও আবেগ আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি লাভের পথে খুবই অন্তরায়। এ সম্পর্কে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেনঃ "ধন-সম্পদের ভালবাসা, মান-সম্মান লাভের মোহ এবং প্রভূত্ব-প্রিয়তা মানব-হৃদয়ে যেরুপ ক্ষতিসাধন করতে পারে, দুই ক্ষুধার্ত বাঘ একটি ছাগল-পালে পতিত হলেও তদ্রুপ ক্ষতি সাধন করতে পারে না।"

রিয়া ঃ লোক-দেখানো এবাদত বান্দেগী পরিহার করা

লোক দেখানো মনোবৃত্তি নিয়ে এবাদত-বান্দেগী করার অর্থ যেন সমূলে সব ধ্বংস করে ফেলা। যেমন এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কোরআনের ভাষায় বলেনঃ "যে সব নামাজী লোক-দেখানো নামাজ সমাধা করে, তাদের জন্যই রয়েছে ওয়াইল দোযখ" এ সম্পর্কে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "যেই এবাদতে অনুপরিমাণ রিয়া থাকবে, তা কখনো আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না।"

আত্ম-অহঙ্কার করা

অন্যের চেয়ে নিজেকে মহৎ মনে করা এবং অন্যকে নিকৃষ্ট ভাবা তাসাউফ শিক্ষার জন্য খুবই ক্ষতিকর। ইহা পরিহার করা অত্যাবশ্যক।

খোদা পছন্দী ঃ খোদা রায়ী

নিজ পছন্দ, নিজ রায় তথা নিজের অভিমত ও অভিব্যক্তিকেই সর্বত্র প্রাধান্য দেওয়া ও প্রতিষ্ঠিত রাখার মনোবৃত্তি খুবই অনিষ্টকর। নিজের মধ্যে যে সব গুন বিদ্যমান আছে তা কেবল একমাত্র আল্লাহরই দান বলে গণ্য করতে হবে। কেননা এ সম্পর্কে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ তিনটি দোষে মানুষ ধবংস প্রাপ্ত হয়। নিজের মনে যা চায়- যা জাগে; তা-ই করা। ব্যক্তি-স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আপন কর্ম ও কথাবার্তাকে প্রাধান্য দেওয়া।

গুরুর ঃ আত্ম-অহঙ্কার

কল্যাণকে অকল্যাণ, অকল্যাণকে কল্যাণের ধারণায় বিভ্রান্ত হওয়ার নামই গুরুর বা আত্মম্ভরিতা অথবা আত্ম-অহঙ্কার বলা হয়। নিজেকে সর্বশ্রেষ্ট মনে করাই গুরুর। এই আত্ম-অহমিকা শয়তান থেকে আসে।

তাওবাহ্ ঃ অনুতাপ-অনুশোচনা

অতীত জীবনের যাবতীয় পাপ স্মরণ করে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যত জীবনে পাপ না করার দৃঢ়-সংকল্পে অটল-অচল থাকার নামই তাওবাহ বা অনুশোচনা। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) দৈনিক

www.pathagar.com

৭০ বার তাওবাহ করতেন। তাওবাহের কল্যাণ অপরিসীম। তাওবাহ দ্বারা আধ্যাতিক উন্নতির ধাপ ক্রমান্বয়ে অতিক্রান্ত হতে থাকে। অতিক্রান্ত ধাপ বর্তমান ধাপের তুলনায় নগণ্য বলে প্রতিপন্ন হতে থাকে। তখন আরও অধিক তাওবাহ করার অনুরাগ প্রাণে জেগে ওঠে।

সবুর ঃ ধৈর্যধারণ

মানব জীবনের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতে ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া বিশ্বাসীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের পথে আছে বহু রকম দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তি। এ সব বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট হাসি মুখে বরণ করে নিয়ে ধৈর্যের পরিচয় দেওয়াকেই বলা হয় সবুর। ধৈর্যধারণের পেছনে রয়েছে অপরিসীম কল্যাণ।

শুকর-গোযারী ঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

মানুষ আল্লাহপাকের সৃষ্ট জগত থেকে অগণিত নেয়ামত উপভোগ করছে বিধায় তার এই অজস্র দানের বিনিময়ে তাঁর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নামই শুকর। স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাঈল ফেরেস্তা মারফত যখন তাঁর রাসূলকে জানানো হয়েছিল যে, আপনি যদি ওহোদ পর্বত পরিমাণ ধনসম্পদ কামনা করেন, তাও আমি আপনাকে দিতে রাজী আছি, আপনি তা চান কি? আল্লাহর রাসূল জবাব দিয়েছিলেন, "ওহে আমার প্রভূ, আমি যখন কিছু খেতে পাব, তখন আমি আপনার এই দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে পূণ্যলাভ করব। আর যখন কিছু খেতে না পাব, তখন আমি আপনার নামে ধৈর্যধারণ করে পূণ্য লাভ করব। উভয় অবস্থায়ই আমি পূণ্য লাভ করতে পারছি বলেই আমি জাগতিক ধন-সম্পদ চাইনা।"

রেযা ঃ আশা-আকাঙ্খার স্থলে আত্মতৃপ্ত থাকা

সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থাই আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর ক্ষমার প্রতি আশা-আকাঙ্খা পোষণ করার নামই রেযা বা আশাবাদী হওয়া।

খাউফে-এলাহী ঃ খোদাভীতি

কোরআন-হাদীস মারফত মানবজাতিকে যেসব পারলৌকিক ভয়-ভীতি দেখানো হয়েছে, তৎপ্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং পারলৌকিক ভয়-ভীতির দরুন যাবতীয় পাপের কাজ থেকে বিরত থাকার নামই খাউফে এলাহী। মনে সদাসর্বদা খোদাভীতি জাগ্রত রাখা তাসাউফ শিক্ষার জন্য অবশ্য কর্তব্য।

যুহুদ ঃ বৈরাগ্য মনোভাবাপন্ন হওয়া

মনে যেসব জাগতিক কামনা-বাসনা রয়েছে, তদপেক্ষা সর্বোত্তম চিরন্তন বস্তুর আকাঙ্খা মনে পোষণ করার নামই যহুদ বা বিরাগভাজন হওয়া। এই চিরন্তনের আকাঙ্খা মনে বদ্ধপরিকর করে নিয়ে জাগতিক লোভ-লালসা পরিহার করে পারলৌকিক প্রেম-প্রীতি ও লোভ-লালসার প্রতি অনুরুক্ত হওয়ার নামই যুহুদ।

তাওহীদ ঃ একত্ববাদ

আল্লাহতাআলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তা মৌখিকভাবেও স্বীকারোক্তি করা, আর সেই কার্যে পরিণত করাই তাওহীদের মূল অর্থ। এক আল্লাহ ছাড়া তার সৃষ্টি জগতে আর কেউ কিছু করতে পারে না, এই আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হওয়া তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

তাওয়াক্কুল ঃ খোদা-নির্ভরশীলতা

জীবনের সর্ববিষয়ে আল্লাহপাকের প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার নামই তাওয়াক্কুল। জীবনের প্রত্যেক

www.pathagar.com

কাজ-কর্মের সাথে সাথে আল্লাহতাআলার প্রতি আত্মনির্ভরশীল হওয়াই তাওয়াক্কুল। জীবনের যাবতীয় কর্ম সফলতার কারণও একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন কার্যকারণ নিহিত নেই, এই আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হওয়াই প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

মহব্বত ঃ ভালবাসা ঃ প্রেম-প্রীতি

একমাত্র আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়াই প্রকৃত মহব্বত। আল্লাহর প্রেমে হৃদয় বিগলিত হয়ে যাওয়া অথবা আল্লাহপাকের ভালবাসায় মন-প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠা এবং আল্লাহপাকের ভালবাসা ছাড়া আর কারো ভালবাসা হৃদয়ে স্থান না পাওয়ার নামই প্রকৃত মহব্বত বা এশকে এলাহী।

শউক ঃ এশতিয়াক

আল্লাহপাকের দীদার বা তার দর্শন লাভের আকাঙ্খায় উদ্বিগ্ন ও উৎসুক্য হয়ে উঠার নামই শউক ও এশতিয়াক।

রেযাবিল কাযা ঃ অদৃষ্টে সন্তুষ্টি ঃ ভাগ্যের প্রতি প্রসন্ন থাকা

বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, রোগ-শোক প্রভৃতি যা কিছু মানুষের ভাগ্যে নিত্য অবধারিত, অর্থাৎ ভালমন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল, কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতি যা কিছু নিত্য মানুষের ভাগ্যে ঘটছে, তৎপ্রতি প্রসন্ন থাকা এবং তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে বরং সন্তুষ্টচিত্তে ও হাসিমুখে তা বরণ করে নেবার নামই রেযাবিল কাযা। অর্থাৎ ভাগ্যের প্রতি প্রসন্ন থাকা। দুর্ভাগ্যজনিত ঘটনার জন্য অন্তরে কোনরুপ যন্ত্রণা অনুভূত না হওয়া।

উনস ঃ প্রেমাস্বাদন

আল্লাহপাকের মহব্বত বৃদ্ধি পেলে যে অতুলনীয় শান্তি ও আনন্দ হৃদয়ে অনুভূত হয়, তাকেই বলা হয় উনস বা পরম প্রেমের আস্বাদন।

নিয়্যত ঃ সৎ-সংকল্প

সৎ-উদ্দেশ্যে ও সৎ-বাসনায় কোন কিছু করার ইচ্ছাকে নিয়্যত বলে। সেজন্য প্রত্যেক কাজ-কর্মের মূলে সৎ উদ্দেশ্য থাকা চাই।

এখলাস ঃ হৃদয়ের বিশুদ্ধতা

আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশুদ্ধ মনে নিষ্ঠার সাথে কোন কিছু করাকেই এখলাস বলে। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের একক বাসনা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন কামনা-বাসনা মিশ্রিত না হওয়াকেই এখলাস বলে।

সিদ্‌ক ঃ আত্মবিশ্বাস

দৃঢ়-আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিপূর্ণরুপে কোন কিছু করাকেই সিদ্‌ক বলে।

কেনায়াত ঃ স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকা

স্বল্পে পরিতুষ্ট থাকা এবং এই ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করা যে, আমার ভাগ্যে যা ছিল, তাই আমি পেয়েছি। মনে এইরুপ সান্তনা দেবার নামই কেনায়াত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "কেনায়াত একটি অফুরন্ত অবদান।"

মুরাকাবা ঃ আল্লাহর ধ্যাণ-ধারণায় নিমগ্ন থাকা

হৃদয়ে সর্বক্ষণ এইরুপ একটি স্থায়ী ধ্যাণ-ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞাতা। তিনি আমার সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে সবকিছুই দেখছেন ও শুনছেন। সুতরাং আল্লাহপাকের

www.pathagar.com

অসন্তুষ্টির পরিচায়ক কোন কিছু বলা-কওয়া ও শোনা-করা থেকে বিরত থাকাই প্রকৃত মুরাকাবা। আল্লাহপাকের গোপন যিকির ও মহব্বত দ্বারা হৃদয় পরিপূর্ণ করে তোলা অত্যাবশ্যক। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ-পাকের "সার্বক্ষণিক স্মরণ দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে রাখ। তাহলে তাকে তোমরা সামনে দেখতে পাবে।"

ফিকর ঃ চিন্তামগ্ন থাকা ঃ আত্ম-গবেষণায় লিপ্ত হওয়া

দুইটি জানা বিষয় দ্বারা তৃতীয় বিষয়টির অস্তিত্ব আবিস্কার করার নামই ফিকর এবং এইরূপ আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হওয়া যে, কেবল ঐশী জগতই একমাত্র 'অবিনশ্বর' জগত। এই আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুক্তিসংগতভাবে তা গ্রহণ করাই সর্বোত্তম। এই দুইটি জানা বিষয় থেকে তৃতীয় বিষয়টি পাবার বাসনা হৃদয়ে উদয় হয়। তৃতীয় বিষয়টি পরম চিরন্তন সত্তায় পৌছার বাসনা। প্রভৃতি সৎ-গুণাবলী অর্জনের নিমিত্তে পীরে কামেলের সাহচার্য লাভ করা অপরিহার্য কর্তব্য। তাতে চরিতার্থ হতে পারলেই খোদাতাআলার খলীফা হবার যোগ্যতা লাভ হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি জগতের গূঢ়রহস্য জানা যায়। আর এইরুপ মানুষই ইনসানুল কামেল বা পরিপূর্ণ মানবরুপে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন; পরিপূর্ণ মানবই আল্লাহর স্থলে অবস্থান করেন এবং ইহকাল ও পরকালের পরিচালনার দায়িত্বভার বহন করে থাকেন। এই দায়িত্বভার দুইভাগে বিভক্ত; যথা-কুতুবিয়ত ও গাউসিয়ত।

যিকির আযকার

বিভিন্ন তরীকা মতে বিভিন্ন প্রকার যিকির-আযকার প্রচলিত রয়েছে। শরীয়তের অনুশাসন অনুযায়ী জীবন যাপন করার পর আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করতে অবশ্যই তাহাজ্জুতের নামাজ নিয়মিত আদায় করতে হবে। তাছাড়াও বিভিন্ন তরিকা মতে নিয়ম অনুযায়ী যিকির আযকার করা।

পাষাণ-হৃদয়ের জন্য যিকিরেজলী তথা উচ্চস্বরের যিকির বিশেষ ফলদায়ক, কোমল প্রাণের জন্য যিকিরে খফী তথা গোপন যিকির বিশেষ ফলদায়ক। প্রাণের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। পীরে কামেলের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। পীরে কামেলের নির্দেশ অনুযায়ী আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করতে হয়। আধ্যাতিক জগত অনন্ত ও অসীম। বস্তুজগত সসীম। জড়জগতের জ্ঞান নগণ্য। ঐশীজগতের জ্ঞান অপরিসীম।

আত্মশুদ্ধি

তাসাউফ আলমে মালাকূতের অন্তর্ভুক্ত। আলমে মালাকূত বলা হয় খোদায়ী জগত, ফেরেস্তা জগত এবং আত্মজগতকে। খোদায়ী প্রকৃতি (স্বভাব), ফেরেস্তা প্রকৃতি ও আত্মপ্রকৃতি প্রায় একই ধরণের প্রকৃতি বিধায় এই তিনটি জগতকে একই জগতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। ইহা অশীরীরী আত্মজগত। এই আত্মজগতে প্রবেশ করতে মানবের বাহ্যিক স্বভাব পরিহার করে আত্মজগতের স্বভাব ও প্রভাব দ্বারা স্বভাবিত ও প্রভাবিত হতে হয়।এই জন্যেই আলমে মালাকূতে প্রবেশ করতে হলে মানব চরিত্রের মন্দ স্বভাব পরিহার করতে হয় এবং তারপরিবর্তে ভাল গুণ দ্বারা বিভূষিত হতে হয়। এরই নাম তাসাউফ শিক্ষা। পরিবর্জনীয় মন্দ স্বভাবগুলো যেমন- কাম, ক্রোধ, মিথ্যা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, আত্মঅহং-আত্মগৌরব, পরনিন্দা-পরশ্রীকাতরতা, জাগতিক ধন সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, বিলাসিতা, ভালবাসা, কৃপণতা, লোক-দেখানো উপাসনা, অবৈধ বা নিষিদ্ধ কার্যকলাপ, ভোগ-বিলাস, ব্যক্তি স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হওয়া ও প্রাধান্য দেওয়া, পরস্বার্থে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা, মিথ্যা, প্রতারণা, পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো, ওজনে কম দেয়া, ওজনে বেশী নেয়া, অস্বাভাবিক মুনাফার আশাই পণ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণ, মিথ্যা

www.pathagar.com

দালালী, রাহাজানী, ছিনতাই, নারী- ধর্ষণ, নারী-হরণ, নরহত্যা, বালক-বালিকা অপহরণ, লাওয়াতাত, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতি যাবতীয় সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মবিরোধী কার্যকলাপ চিরতরে পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। এসব পাশব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আত্মসংগ্রামে লিপ্ত হওয়াকেই তাযকিয়া -এ নফস বা এসলাহে নফস অথবা আত্মবিশুদ্ধতা বা আত্মশুদ্ধি অথবা আত্মবিশোধন লাভ বলা হয়। আত্মশুদ্ধি বা অনাবিল আত্মসাধণায় লিপ্ত হওয়াকেই বলা হয়। এই আত্মশুদ্ধি ছাড়া কোন মুক্তি নাই এবং যতক্ষন পবিত্র না হবে ততক্ষন পর্যন্ত আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ এবং জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব।

এভাবেই আল্লাহ সাবধাণীদের পুরস্কৃত করেন। যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতাগণ ওরা পবিত্র থাকা অবস্থায়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নাহল (মধুমক্ষিকা) *ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩০) এবং যারা সাবধাণী ছিল তাদের বলা হবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছিলেন ?' তারা বলবে, 'মহাকল্যাণ'। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য এ পৃথিবীতে মঙ্গল আছে এবং পরলোকে আরও উৎকৃষ্ট এবং সাবধাণীদের আবাসস্থল কত উত্তম। (৩১) তা স্থায়ী জান্নাত যাতে তারা প্রবেশ করবে, ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা যা কিছু কামনা করবে ওতে তাদের জন্য তাই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ সাবধাণীদের পুরস্কৃত করেন। (৩২) যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতাগণ ওরা পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতাগণ বলবে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।'*

অবিশ্বাসী কাফের অবস্থায় মারা গেছে, কখনও ক্ষমা করা হবে না

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৯১) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পক্ষে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরুপ প্রদান করলেও কখনও ক্ষমা করা হবে না। এ সকল অবিশ্বাসী কাফেরদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কঠিন শাস্তি এবং এদের কোন সাহায্যকারীও নেই।*

ফেরেস্তাগণ মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনফাল (যুদ্ধেলব্ধ সামগ্রী) *ঃ ৭ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৫০) তুমি দেখতে পেলে ফেরেস্তাগণ অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে এবং বলছে, 'তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর।'*

তাসাউফ শিক্ষা বা আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য যেসব সৎগুণ অর্জন করতে হয়, যেমন ঃ- আত্মসংযম, আত্মশোচনা, ধৈর্যধারণ, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা বা বান্দাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, উভয় কৃতজ্ঞতাই সমভাবে প্রযোজ্য। পারলৌকিক ভয়ভীতি বা খোদাভীতি, সর্বাবস্থায় খোদার প্রতি আত্মতুষ্টি প্রকাশ এবং সন্তুষ্ট থাকা, বৈরাগ্য মনোভাব নিয়ে উদাসীন অবস্থায় জাগতিক জীবন যাপন করা এবং আল্লাহ ও পরজগতের প্রতি অধিকতর মনসংযোগ স্থাপন করা, প্রতি কাজে আল্লাহ-নির্ভর হয়ে চলা, দারিদ্র্যকে ভাল জানা এবং ঐশ্বর্য্যকে ঘৃণা করা ও খারাপ জানা, আল্লাহর একত্ববাদে আত্মবিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহর দাসত্বে আত্মসমর্পণ করা, মনের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা, সর্বকর্মে অনাবিল হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া, আল্লাহর গভীরতম প্রেমে আবদ্ধ

www.pathagar.com

হওয়া এবং তার দর্শন লাভের বাসনায় অধীর ও অস্থির অবস্থায় জীবন-যাপন করা, নির্জনে আল্লাহর ধ্যান-ধারণায় তন্ময় থাকা, অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা, নিরর্থক কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, স্বল্পে তুষ্ট থাকা, কোরআন-হাদীসের বার্তা অনুযায়ী অদৃশ্য বিষয়ে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় স্থাপন, সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকা, সত্যের ওপর দৃঢ়তা অবলম্বন, যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞনার্জনে লিপ্ত থাকা, আল্লাহর দাসত্বে লিপ্ত থাকার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা, আপন স্বার্থ ত্যাগ করে পর-স্বার্থে উদ্বুদ্ধ ও তৎপর হওয়া, আল্লাহপাকের সৌন্দর্য দর্শন লাভের বাসনায় এবং পরম সত্য ও সত্তার বাস্তব জ্ঞান লাভের আশায় আত্মবিভোর থাকা, শরীয়তের ওপর সত্য ও সত্তার বাস্তব জ্ঞান লাভের আশায় আত্মবিভোর থাকা, শরীয়তের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা, নিষিদ্ধ পানাহার ও ভোগ-বিলাস পরিহার করে চলা, মিথ্যা ও প্রতারণা বর্জন, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলা, কাম ক্রোধ-মদ মাৎসর্য, লোভ-লালসা চিরতরে পরিহার করে চলা। কম কথা, কম-খাওয়া, কম ঘুমে অভ্যস্ত হওয়া। এসব নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের ওপরই নির্ভর করছে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি। আত্মোৎকর্ষ সাধনের ওপরই নির্ভর করছে সফলতা এবং সৎ গুণাবলী অর্জনের ওপরই নির্ভর করছে আলমে মালাকূতে প্রবেশ করার ক্ষমতা। যে মানবাত্মা জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পেরেছে এবং আত্মপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে পেরেছে, এইরূপ মানবাত্মাই আত্মজগতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এই অর্থেই তাসাউফ শিক্ষাই রয়েছে আত্মোন্নতির শর্তাবলী ও নিয়ম পদ্ধতি। মুর্শিদের নির্দেশমত তরীকতের পথ অতিক্রম করতে হয়। এই পথ চলতে যেয়ে বহু রকম বাধা-বিঘ্ন ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। বহুরকম সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। তাসাউফ শিক্ষা ত্যাগ-তিতিক্ষার জীবন।

নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশীল ! এবং এরা কত উত্তম সঙ্গী।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) *ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৯) আর যে কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের অনুসরণ করবে (শেষ বিচারের দিন) আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন সে তাদের সঙ্গী হবে; যেমন, নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশীল ! এবং এরা কত উত্তম সঙ্গী। (৭০) এ আল্লাহর অনুগ্রহ। বস্তুত আল্লাহই জ্ঞানে যথেষ্ট।*

অবশ্যই সুকৃতিকারীদের কর্মবিবরণী আছে ইল্লিয়ীনে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা তাতফীফ (পরিমাণ কম করা বেশী করা) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৮) অবশ্যই সুকৃতিকারীদের কর্মবিবরণী আছে ইল্লিয়ীনে, (১৯) তুমি জান ইল্লিয়ীন কি? (২০) এ লিপিবদ্ধ কর্মবিবরণী (২১) যারা আল্লাহর সান্নিধ্যপাপ্ত তারা তা দেখে।*

রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করে এবং বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি। প্রকৃতপক্ষে এরাই অবিশ্বাসী।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা নিসা (নারীগণ) *ঃ ২১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫০) যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে আর ইচ্ছা করে আল্লাহ ও রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করে এবং বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি। এবং এদের মধ্যেবর্তী এক পথ অবলম্বন করতে চায়। (১৫১) প্রকৃতপক্ষে এরাই অবিশ্বাসী। এবং অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি রেখেছি।*

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, এদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আহযাব (দলসমূহ) ঃ ৫ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৫) নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান) পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী, যৌনঅঙ্গ হেফাজতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনঅঙ্গ হেফাজতকারী (সংযমী) নারী, আল্লাহকে অধিক স্বরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্বরণকারী নারী- এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।

তারাই দয়াময়ের দাস যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা প্রশান্তভাবে জবাব দেয়।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা ফোরকান (কোরআন) ঃ ৬ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৬৩) তারাই দয়াময়ের দাস যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা প্রশান্তভাবে জবাব দেয়; (৬৪) এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাহবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে রাতকে অতিবাহিত করে; (৬৫) এবং তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর; জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ,' (৬৬) আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে তা কত নিকৃষ্ট! (৬৭) এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অমিতব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। (৬৮) এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্যকে অংশী করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলি করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। (৭০) তারা নয়, যারা তাওবাহ করে, বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে। আল্লাহ পূণ্যের দ্বারা ওদের পাপ ক্ষয় করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭১) যে ব্যক্তি তাওবাহ (তাসাউফ শিক্ষা) করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমূখী হয়।

যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে তাদের জন্য পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা শূরা (মন্ত্রণাসকল) ঃ ৪ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৩৬) বস্তুত তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে সেগুলি পার্থিব জীবনের ভোগ; কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে সে উত্তম ও স্থায়ী, যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে তাদের জন্য (৩৭) যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ হতে বেচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়ে ক্ষমা করে দেয়, (৩৮) যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, নামাজ পড়ে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে এবং তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। (৩৯) এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪০) মন্দের অনুরুপ প্রতিফল মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোস নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

www.pathagar.com

বল, এস, তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদের পড়ে শোনাই নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ করবে

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা আনআম (গ্রাম্য পশু) *ঃ ১৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৫১) বল, 'এস, তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদের পড়ে শোনাই। তা এই; 'তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশী করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটবর্তীও হয়ো না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না।' তোমাদের তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর। (১৫২) 'পিতৃহীন এতিম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে দেবে আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না, আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।' (১৫৩) এবং নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ করবে না করলে তা তোমাদের তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধাণ হও।*

তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মায়া'রেজ (সোপান শ্রেণী) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৯) মানুষ স্বভাবতই অতিশয় অস্থিরচিত্ত (২০) সে বিপদগ্রস্থ হলে হা-হুতাস করতে থাকে, (২১) এবং ঐশ্বর্য্যশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে। (২২) তবে তারা নয় যারা নামাজ পড়ে (২৩) যারা তাদের নামাজে সদা নিষ্ঠাবান, (২৪) যাদের সম্পদের মধ্যে (গরীবদের জন্য) একটি অংশ নির্ধারিত রয়েছে। (২৫) প্রার্থী ও অপ্রার্থীর (বঞ্চিতের), (২৬) এবং যারা কর্মফল দিবসকে (কিয়ামতকে) সত্য বলে জানে। (২৭) যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্থ (২৮) তাদের প্রতিপালকের শাস্তি এমন নয় যা হতে নিঃশংকট থাকা যায়। (২৯) এবং যারা নিজেদের যৌনঅঙ্গকে সংযত রাখে, (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় হবে না, (৩১) এবং কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালজ্ঞনকারী, (৩২) এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, (৩৩) যারা সাক্ষ্যদানে অটল, (৩৪) এবং নিজেদের নামাজে যত্নবান (৩৫) তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।*

তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফেরদাউসের (সর্বশ্রেষ্ট জান্নাত)

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

সূরা মোমেনুন (বিশ্বাসীগণ) *ঃ ১ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১) বিশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, (২) যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র, (৩) যারা অসার (খারাপ) কথা-বার্তায় বিরত থাকে, (৪) যারা যাকাত দানে সক্রিয়, (৫) যারা নিজেদের যৌনঅঙ্গকে সংযত রাখে, (৬) তবে নিজেদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় (তিরস্কৃত) হবে না, (৭)*

www.pathagar.com

এবং কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে, (৮) এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, (৯) এবং যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান, (১০) তারাই হবে অধিকারী, (১১) অধিকারী হবে ফেরদাউসের (সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাতের) যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।

যারা পরহেযগার সাবধাণ হয়ে চলে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিণী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি সৌন্দর্য দর্শন রয়েছে।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা ইমরাণ (ইমরাণের সন্ততি) *ঃ ২ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (১৪) নারী, সন্তান, সোনা ও রুপার ভান্ডার এবং পছন্দসই ঘোড়া ও চতুস্পদ জন্তু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি মোহগ্রস্ত আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ তাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। (১৫) বল, আমি কি তোমাদের এ সব বস্তু হতে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা পরহেজগার সাবধাণ হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ, বাগান যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিণী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি সৌন্দর্য দর্শন রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তার দাসদের দ্রষ্টা।*

আল্লাহ বিশ্বাসী নর ও নারীকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ট এবং ঐটিই চরম সাফল্য।

মহান আল্লাহ তার পবিত্রতম কোরআনের ভাষায় বলেন-
বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম - অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)
সূরা তাওবাহ (অনুশোচনা) *ঃ ৯ রুকূ ঃ আয়াত ঃ (৭২) আল্লাহ বিশ্বাসী নর ও নারীকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এবং চিরস্থায়ী বাগানে মনোরম প্রাসাদসমূহ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ট এবং ঐটিই চরম সাফল্য।*

লেখকের অভিমত-

পরিশেষে **ইসলাম, নামাজ ও তাসাউফ শিক্ষা** বইটি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করলে, সঠিক ভাবে ইসলাম ধর্ম অনুশীলনের এবং তাসাউফ শিক্ষা বা আত্মশুদ্ধির পথ প্রদর্শক হিসাবে বইটি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

"আমিন"

"সমাপ্ত"

www.pathagar.com